প্রথম অধ্যায়

ইতালীর দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী অধীনতা ও তজ্জনিত দুঃখরাশি; ইতালী প্রথম নেপোলিয়নের অধীন; ভায়েনার মহাসভা।

বহুপুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া বিধাতার সৌন্দর্য্যনির্ম্মাণের নিকষ-স্থল ইতালী, অতিক্রান্ত-বিধি বৈদেশিক শক্তির অধীনে মর্ম্মপীড়িত হইয়া আসিতেছিল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিবর গোল্ডস্মিথ্ ইতালী পরিদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে ইতালীর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেনঃ—

"Man seems the only growth that dwindles here ,, * * * * * * * "Each nobler aim repressed by long control, Expires at last, or feebly mans the soul . ,,

কবিবর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'এখানে কেবল মনুষ্যেরই বৃদ্ধি নাই—কিন্তু বাহ্য প্রকৃতি অনন্তপ্রভাব-শালিনী। বহুদিনের দাসত্বে হৃদয়—প্রত্যেক ইতালীয়ের হৃদয়—যেন মহৎলক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অথবা হৃদয়ে যদি কোন মহৎ লক্ষ্য থাকে, তাহা যেন ইহাকে অতি মৃদুভাবে উত্তেজিত করিতেছে'। কবিবর বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতালী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন—বর্ত্তমান ভারতের দুরবস্থা দেখিয়া ইহার সম্বন্ধে আমাদেরও যেন সেই কথা বলিতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু গোল্ডস্মিথ্ ইতালীর প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। যেমন দ্রাক্ষা-প্রচ্ছাদিত আগ্নেয় গিরির অভ্যন্তরে গলিত ধাতু প্রচণ্ড নিস্রাবে পীঠস্থ ও পার্শ্বস্থ ধরাতলকে অতর্কিতরূপে প্লাবিত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, সেইরূপ ইতালীর আপাত-পরিদৃশ্যমান ঔদাসীন্য ও অযত্নের অভ্যন্তরে জ্বলনোন্মুখ বিপ্লবাগ্নি যে তখনও প্রধূমিত হইতেছিল, গোল্ডস্মিথ্ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। প্রথম নেপো-

লিয়ন্ স্বয়ং ইতালীয় এবং অসাধারণ-প্রতিভাশালী ছিলেন বলিয়াই ইতালীর অন্তর্নিহিত ধূমায়মান জাতীয়তার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি নিজের পুত্রকে রোমের সিংহাসনে বসাইয়া সমস্ত ইতালীকে এক সিংহাসনের অধীনে সমবেত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিরলালিত আশালতা সমূলে বিনষ্ট হইল।

প্রথম নেপোলিয়নের পতনের পর ভায়েনার মহাসভা (Congress) ইতালীর অধিবাসিবৃন্দের পরিব্যক্ত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ইতালীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ইউরোপীয় রাজবৃন্দের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন, এবং সকলকে কিছু কিছু করিয়া দিয়া অষ্ট্রিয়াকে সিংহের অংশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে নেপ্‌লসরাজ্য পূর্ব্ব-অধিস্বামী বোর্ব্বন্-বংশ-সম্ভূত ফার্ডিনাণ্ডকে দেওয়া হইল। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যাম্পো ফর্ম্মিও'র সন্ধিতে প্রথম নেপোলিয়ন্ অষ্ট্রিয়াকে ভিনিসিয়া প্রদান করিলেন। ভায়েনার সন্ধিতেও ইহা অষ্ট্রিয়ার হস্তে রহিল। রোমে আবার পোপের রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইল। রোম্ ও ভিনিসিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থান সকল টস্‌কানী, মডেনা, পার্ম্মা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া অষ্ট্রিয়ারই তত্ত্বাবধানে রহিল। ইহাদের মধ্যে পার্ম্মা ও লুক্কা অষ্ট্রিয় সম্রাট্ ফ্রান্সিসের কন্যা ও প্রথম নেপোলিয়নের দ্বিতীয়া স্ত্রী মেরী লুইসাকে দেওয়া হইল। ইতালী-উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে সার্ডিনিয়া রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যের সহিত পূর্ব্ব হইতেই পীড্‌মণ্ট রাজ্য সংলগ্ন ছিল। কিন্তু এখন জেনোয়া ও সার্ডিনীয়া দ্বীপকে ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে সমস্ত ইতালীতে অনিয়ন্ত্রিত যথেচ্ছাচারিণী-শক্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইল। ইউরোপীয় রাজ্য সকল পরস্পরের রক্ষার জন্য 'পবিত্র সম্মিলন (Holy alliance)' নামক একটী অপবিত্র সম্মিলনী সভা স্থাপন করিলেন। এই সভা পরে জাতি-নিচয়ের স্বাধীনতাপহারিণী রাজবৃন্দের সম্মিলন-সভা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। ইউরোপের সমস্ত রাজ্যই ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কেবল মন্ত্রিবর ক্যানিং ইংলণ্ডকে এই সম্মিলনে

যোগ দিতে না দিয়া ইংলণ্ডের যশ অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। এই রাজ-সম্মিলনীর প্রধান উদ্দেশ্য এই যে কোন দেশের প্রজাগণ রাজবিদ্রোহী হইলে সেই দেশের রাজার আহ্বানে সকলেই উত্তর দিবেন; অর্থাৎ সকলেই সৈন্য ও অর্থ দিয়া তাঁহার সহায়তা করিবেন।

অনেকবার এই নিয়মে কার্য্য হইয়া আইসে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক্ অব্ আঙ্গুটিনের অধিনায়কত্বে একটী ফরাসী সেনা স্পেনে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক বিদ্রোহী কোর্ট্স্‌গণকে অকর্ম্মণ্য রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডের বশ্যতা স্বীকার করায়। ফার্ডিন্যাণ্ড যে জাতীয় কন্‌ষ্টিটিউসেন্ (শাসন-ভিত্তি) রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, সেই জাতীয় কন্‌ষ্টিটিউসন্ নষ্ট করিতে উদ্যত হওয়ায় দেশের সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়। আর একবার অত্যাচারী নেপল্‌সরাজ ফার্ডিন্যাণ্ডের রাজ্য ওতপ্রোত করিবার জন্য তাঁহার ক্রোধান্ধ প্রজারা তাঁহার শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়। সেই সময় অষ্ট্রিয় সৈন্যগণ আল্‌পস্ (Alps.) পর্ব্বত উত্তরণ পূর্ব্বক নেপল্‌সে আসিয়া প্রজাগণের অভ্যুত্থান নিবারিত করে। জাতীয়-স্বাধীনতা-বিলোপকারী এই রাজকীয় ষড়যন্ত্র আরও দুই একবার কার্য্যে পরিণত হয়।

এই ঘোর জাতীয় দুর্দ্দশার সময় বিধাতা ম্যাট্‌সিনিকে বৈপ্লবিক গুরু, ও গ্যারিবল্‌ডীকে বৈপ্লবিক শিষ্য করিয়া পাঠান। যেমন গুরু—তাঁহার তেমনই শিষ্য। উভয়েই আপন আপন বিভাগে অতুলনীয়। যেমন সাধনার প্রয়োজন, বিধাতা তেমনই সাধক মিলাইয়া দিলেন। গ্যারিবল্ডী যে বৈপ্লবিক নেতা হইবেন, একটী ক্ষুদ্র ঘটনায় তাহা পূর্ব্বেই সংসূচিত হইয়াছিল। বিখ্যাত বৈপ্লবিক নেতা মার্সাল্ মাসেনা নাইস্ নগরের যে গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ঐতিহাসিক গৃহেই গ্যারিবল্‌ডী ভূমিষ্ঠ হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তদীয় জন্ম, বাল্যশিক্ষা, জননী, সমুদ্রযাত্রা, কনেষ্টান্টিনোপলে পীড়া, শিক্ষকতাকার্য্য গ্রহণ ও মার্সেলিসে প্রত্যাগমন।

জোসেফ্ গ্যারিবল্ডী ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ২২এ জুলাই তারিখে ইতালীর অন্তর্গত নাইস্ নগরে ডোমিনিক্ গ্যারিবল্ডীর ঔরসে ও রোজা রেগুইণ্ডোর (Rosa Raguindo) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডোমিনিক্ গ্যারিবল্ডী স্বয়ং নাবিক এবং নাবিকের পুত্র ও পৌত্র ছিলেন। সাগরের তরঙ্গ-নির্ঘোষ সেই বালক গ্যারিবল্ডীর কর্ণে যেন মৃদঙ্গ-ধ্বনির ন্যায় প্রতীত হইত। পোতবাহী নাবিকগণের ঐকতানিক গীতি তাঁহার কর্ণে যেন মধুধারা বর্ষণ করিত। পিতা পিতামহের সামুদ্রিক যাত্রাবিষয়িণী গল্প-মালা তাঁহার নিকট যেন অমৃতরস-সিঞ্চিত বলিয়া প্রতীত হইত। প্রত্যুত নাবিক-জীবনোপযোগিনী যাবতীয় ঘটনা গ্যারিবল্ডীর শৈশব-সহচরী ছিল। এই জন্যই শিশুকাল হইতেই নাবিক-জীবন গ্যারিবল্ডীর অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিল।

তিনি পিতার নিকট হইতে বীরোচিত সাহসিকতা, ক্ষিপ্রদর্শিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা ও দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায়; এবং জননীর নিকট হইতে দানশীলতা, পবিত্রহৃদয়তা, পরদুঃখ-মোচনেচ্ছা ও বলবতী অত্যাচার-নিবারণ-স্পৃহা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি উত্তাল-তরঙ্গ ভূমধ্য সাগরের নিকট নির্ভীকতা ও অত্যুঙ্গ আল্পস্ পর্ব্বতের নিকট অবিচলিততা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ইতালীর অতীত ইতিহাসের স্মৃতি হইতে হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস ও দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতাস্পৃহা লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যুত ভবিষ্য জীবনে যে সকল অবদান-পরম্পরার অনুষ্ঠানে তাঁহার নাম ও কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়াছিল, সেই সকলের বীজ এই বাল্যেই তাঁহার অন্তরে উপ্ত হইয়াছিল।

তাঁহার বাল্যশিক্ষা বিশেষ বর্ণনীয় নহে। তাঁহার পিতা মাতা যদিও নিজেরা তত সুশিক্ষিত ছিলেন না, তথাপি আপনাদিগের অবস্থানুসারে পুত্রের শিক্ষার জন্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা পুত্রের সুশিক্ষা বিধানের জন্য উপযুক্ত গৃহ-শিক্ষক সকল নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে তিনি যে শিক্ষা পাইতেন, গৃহ-শিক্ষকেরা তাঁহাকে তদতিরিক্ত শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সেই ক্রীড়নশীল বালকের নিকট পাঠাভ্যাস অপেক্ষা ক্রীড়া অধিকতর ভাল লাগিত। সুতরাং তদীয় শিক্ষকগণের তাঁহার প্রতি যত্ন এক প্রকার নিষ্ফল হইয়াছিল। তিনি পুস্তক পাঠ অপেক্ষা প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে অধিকতর ভাল বাসিতেন। তাঁহার দুরবগাহিনী বুদ্ধি ও চিন্তাশীল মন জড় ও অজড় প্রকৃতির অভ্যন্তরে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকিত। সুতরাং পুস্তকস্থ বিদ্যার অভাব তাঁহার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই।

যে সকল বাত্যা ও তরঙ্গে তাঁহার মধ্য ও শেষকালে তিনি হাবুডুবু খাইয়াছিলেন, এই বাল্যে তাহার কোনও চিহ্ন উপলক্ষিত হয় নাই। জনক জননীর সহাস্য বদন ও আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচন সমক্ষে লালিত, ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিত থাকায় গ্যারিবল্ডীর বাল্যকাল সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সুখের সময়েও তাঁহার অবদান-প্রিয় প্রকৃতি স্থির থাকিতে পারে নাই। শান্ত ও তরঙ্গহীন জীবন ক্রমে তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার চিত্তের চাঞ্চল্য ও প্রকৃতির অনমনীয়তা দেখিয়া তাঁহার পিতা মাতা ভীত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক, বা যাজকের নিরীহ ও শান্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিধাতা গ্যারিবল্ডীকে যে কার্য্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে কার্য্যের সঙ্গে উক্ত ব্যবসায়-ত্রয়ের সামঞ্জস্য না থাকায় গ্যারিবল্ডী তাহাতে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। সেই বাল্য হইতেই সামুদ্রিক-জীবন-প্রিয়তা তাঁহাতে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার নাবিক-জীবন-প্রসক্তি তাঁহার পিতা মাতার হৃদয়কে নিদারুণ ব্যথিত করিয়াছিল।

বিদ্যালয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনে বিরক্ত হইয়া এক দিন গ্যারিবল্‌ডী সমপাঠিগণের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে তিনি নৌকারোহণে অশীতি-মাইল-দূরবর্ত্তী জেনোয়া বন্দরে যাত্রা করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দীপনা-বাক্যে ও দৃঢ়তায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহার সমপাঠিরাও তাঁহার অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অসমসাহসিক ছাত্রদল এক খানি জেলেডিঙ্গীতে চড়িয়া উত্তাল সাগরতরঙ্গ ভেদ করিয়া অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছেন—এমন সময় তাঁহাদিগের পলায়ন আবিষ্কৃত হইল। গ্যারিবল্‌ডীর পিতা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের অনুসরণার্থ এক খানি দ্রুত-গামী পোত প্রেরণ করিলেন। পোতরাজ অতি দ্রুতবেগে গিয়া বালক-বাহিত জেলেডিঙ্গী খানি ধরিয়া বালকগণকে মোনাকো (Monaco) বন্দরের বিপরীত পার হইতে ফিরাইয়া আনিল। এক জন যাজক (Abbe) তাঁহাদিগকে পলাইয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার পিতাকে বলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, যাজক-শ্রেণীর উপর তাঁহার বিদ্বেষ এই বাল্যেই অঙ্কুরিত হয়।

গ্যারিবল্‌ডীর জননী অতিশয় ঈশ্বরপরায়ণা ছিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর চরিত্র-সংগঠনে তদীয় জননীর বিশেষ প্রভাব ছিল। গ্যারিবল্‌ডী স্বয়ং বলিয়াছেন যে তাঁহার জীবনের অতি সঙ্কট সময় গুলিতে যখন সমুদ্র তাঁহার তরীর নিম্নে ও পার্শ্বে ভীষণ গর্জ্জন করিত—যখন গুলি সকল তীব্র ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় তাঁহার কর্ণের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইত—যখন জলন্ত গোলা সকল শিলাবৃষ্টির ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে পতিত হইত—তখন তিনি অলৌকিক দৃশ্যে দেখিতে পাইতেন যেন তাঁহার জননী নতজানু হইয়া প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন—সেই সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট তাঁহার পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা গ্যারিবল্‌ডীকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঐশীশক্তি-পরিরক্ষিত বলিয়া মনে করিতেন, গ্যারিবল্‌ডী নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদিগের সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে। গ্যারি-বল্‌ডী আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন যে—'আমার যে অসম সাহস দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত, আমার সে সাহসের মূল দৈব বলের

উপর বিশ্বাস। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যত ক্ষণ আমার জননী—সতীত্বের আদর্শ ও দেবীত্বের অবতার মদীয় জননী,—যত ক্ষণ আমার জন্য—আমার প্রাণ রক্ষার জন্য—ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্ন থাকিবেন, তত ক্ষণ আমার জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই'। সূর্য্যোদয়ে যেমন রজনীর তিমির অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ এরূপ জলন্ত বিশ্বাসের আবির্ভাবে বিপজ্জাল আপনিই কাটিয়া যায়। স্বয়ং ঈশ্বর এরূপ বিশ্বাসীর দেহরক্ষক হন। মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাসের সামঞ্জস্যের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

গ্যারিবল্ডী এরূপ মাতৃভক্ত ছিলেন, যে মায়ের নাম করিলে তাঁহার নয়ন বহিয়া আনন্দাশ্রু পতিত হইত। মায়ের প্রশংসা করিয়া তিনি শেষ করিতে পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদা গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে 'আমার জননী রমণীর পূর্ণ আদর্শ। যদি আমাতে কোন সাধুভাব থাকে, তাহা আমি তাঁহারই নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি।' তাঁহার জননী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। স্বদেশের জন্য—স্বাধীনতার জন্য—রোম নগরীতে গ্যারিবল্ডী ফরাসি সেনার সহিত যে অদ্ভুত রণ করেন,—যাহাতে গ্যারিবল্ডীর যশ দেশ বিদেশে প্রসৃত হয়—গ্যারিবল্ডী-জননী রোজা জীবিত থাকিয়া সেই রণে স্বচক্ষে পুত্রের অমিত বল ও অদ্ভূত রণোৎসাহ দেখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার পুত্রের অতিমানুষ বীরত্বে ইতালী স্বাধীন হইয়াছিল—বিচ্ছিন্ন ইতালী একটী ঘনীভূত সমবেত প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছিল—সে পরম সুখের দিনে—সে জাতীয় মহোৎসবের সময়ে জীবিত থাকিয়া সমস্ত ইতালীবাসিগণের সঙ্গে সমস্বরে 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিবার সুখভোগ বিধাতা তাঁহার ললাটে লিখেন নাই। সে সময় তিনি স্বর্গ হইতেই দেবকন্যাগণের সহিত একত্র পুত্রের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন।

নাবিকগণ ও সমুদ্রের সহিত নিরন্তর সংসর্গে গ্যারিবল্ডীর অবদানময় নাবিকজীবনের স্পৃহা অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল। পুত্রকে এই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির অধীন দেখিয়া পিতা মাতা অগত্যা তাঁহাকে কিশোর

বয়সেই নাবিক জীবনে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি দিলেন। তিনি ওডেসা, সিভিটা ভেচিয়া, ক্যাগ্‌লিয়ারী—প্রথমে ক্রমান্বয়ে এই তিন বন্দরে জলযাত্রা করেন।

তাহার পর কয়বার তিনি লিভান্টে জলযাত্রা করেন—শেষবার তিনি কনেষ্টাণ্টিনোপলে পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার পীড়া দীর্ঘকাল থাকায় তাঁহাকে তথায় অতি দুর্দ্দশায় পড়িতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার চিকিৎসকের সাহায্যে তিনি টেনিওনী-নাম্নী কোন বিধবা রমণীর পুত্রত্রয়ের গৃহশিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্মে তিনি কয়মাস অতি সুখে কাটাইলেন, এবং অর্থ ও স্বাস্থ্য দুই পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুর্দ্দমনীয় সামুদ্রিক জীবনস্পৃহা প্রত্যাগত হইল। দুই এক বার সমুদ্র-যাত্রার পর তিনি নোট্রিডেম্ জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের পদে অভিষিক্ত হইয়া জিব্রাল্‌টর ও মেহনে যাত্রা করিলেন।

তাঁহার নাবিক-সুলভ দক্ষতা ও ভৃত্যজনোচিত সাধুতা শীঘ্রই তাঁহাকে নাবিকবৃন্দ ও পোতস্বামিগণের নিকট অতি আদরের সামগ্রী করিয়া তুলিল। তিনি অচিরকালমধ্যে নোট্রিডেম্ জাহাজের কম্যাণ্ডারের পদে নিযুক্ত হইয়া কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে প্রত্যাগত হইলেন।

গ্যারিবল্‌ডীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই বহুদর্শিতা লাভ করিতে লাগিলেন, ততই স্বদেশানুরাগ তাঁহার চিত্তকে অধিকতর অধিকার করিতে লাগিল। এখন হইতে তিনি ইতালীর ইতিহাস ও ইতালীর বর্ত্তমান ঘটনাবলীর সবিশেষ আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, অতীত হইল কত শতাব্দী ধরিয়া খ্রীষ্টীয় সভ্যতা ইহার উপর বিরাজ করিল—তথাপি সাধারণতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যশীল রোমের সেই প্রাচীন গৌরব ও মহত্ত্ব আর ফিরিল না! এখন সেই নন্দন-কানন দুর্ব্বিষহ অত্যাচারের দোলাস্বরূপ হইয়াছে! ইহার অধিবাসিবৃন্দ গুরুতর করভারে ভূমিসাৎ হইতে উপক্রান্ত হইয়াছে। স্বাধীনতা—ইতালীর মোহমন্ত্র স্বাধীনতা—

শত্রুকবলিত ও শাসন-দণ্ড কতিপয় মাত্র বৈদেশিকের একচেটিয়া হইয়া আছে। ইতালীর ধনাগার বৈদেশিকেরাই দখল করিয়া রাখিয়াছেন। বৈদেশিকেরাই ইতালীর উপর কর ধার্য্য করিতেছেন—সে বিষয়ে কর-দাতৃগণের মতামত দিবার কোন অধিকার নাই। চতুর্দ্দিকে বৈদেশিক সৈন্য, বৈদেশিক পুরোহিত, ও বৈদেশিক সিভিলিয়ান্—কর আদায়ের পর ইতালীর যে কিছু রস অবশিষ্ট থাকে, তাহা শোষণ করিয়া লইতে-ছেন। এই সুন্দর দেশের সকল স্থান হইতেই—প্যালার্ম্মো হইতে ভিনিস্, ও ভিনিস্ হইতে সেভয়—সকল স্থান হইতেই ক্রন্দন-রোল উত্থিত হইতেছে। বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সকল স্থান হইতেই ঈশ্বরের উপাসনা হইতেছে। ইতালীর এই শোচনীয় অবস্থা গ্যারিবল্ডীর চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দিন ও রজনী কেবল তিনি এই চিন্তায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার চিত্তের অবস্থা তিনি আপনিই সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

"ইতালীর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে যে কিছু আলোক পাওয়া যাইতে পারে, আমি তাহার জন্য এই সময়ে ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। যে পুস্তকে বা যে ব্যক্তিতে আমার হৃদয়ের ছবি প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই, সেই পুস্তক ও সেই ব্যক্তি আমার হৃদয়ের অতি আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। একবার কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ হইতে রুসিয়ার অন্তর্গত ট্যাগান্‌রগে যাত্রাকালে আমার জাহাজে এক-জন লিগেরিয়া-প্রদেশবাসী ইতালীগতপ্রাণ দেশহিতৈষী যুবক উঠিয়া-ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে যে দিন আমি দেশহিতৈষিগণের স্বদেশ-উদ্ধার-বিষয়িণী "কল্পনা" মালা শুনিলাম, সে দিন আমার অন্তরে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উদিত হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় আমেরিক ভূমি দর্শনে কলম্বসের যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা, অতি সামান্য। অদূরে আমেরিকার বেলাভূমি দেখিয়া কলম্বস্ যেমন বলিয়া উঠিয়া-ছিলেন, 'ঐ দেখ ভূমি! ঐ দেখ ভূমি! (land ho!)' আমিও সেইরূপ মনে মনে বলিয়া উঠিলাম—'তীর পাইয়াছি—তীর পাইয়াছি'। স্বদেশ

ও স্বদেশের উদ্ধার সাধন—এই দুই ভাব—সেই দিনে আমার অন্তরে নবজীবন সঞ্চারিত করিল। সেই দিন হইতেই আমি মনে মনে এই নব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম”।

আর একবার জলযাত্রায় তিনি গ্রীস্ হইতে কতকগুলি সেণ্ট সাইমোনীয়কে লইয়া কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নেতা ইমাইল্ ব্যারণ্টের নিকট গ্যারিবল্‌ডী বিশ্বপ্রেমিকতা ও স্বাধীনতার প্রকৃত মাহাত্ম্য শিক্ষা করিলেন। ধার্ম্মিক, ও স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গী-কৃতপ্রাণ ইমাইল্‌ব্যারল্‌টের উপদেশ গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে নিহিত হইয়াছিল।

আর তাঁহার নাবিক জীবন ভাল লাগিতে লাগিল না। তিনি কন্-ষ্টাণ্টিনোপলে আসিয়াই পোতের অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করিলেন, এবং অগৌণে ইতালীয় দেশহিতৈষিগণের আবাস-ভূমি মার্সেলিস্-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতালী-উদ্ধার-রঙ্গালয়ে—যেখানে তিনি এক সময়ে প্রধান নায়কের অংশ অভিনয় করিবেন—সেই প্রকাণ্ড অভিনয়ক্ষেত্রে আজ তিনি প্রথম প্রবেশ করিলেন। বিধাতা তাঁহাকে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী করিবার জন্যই যেন—আদেশ-প্রতিপালনে তৎপর, বিপদে ধৈর্য্যবান্, গুরুতর শারীরিক শ্রমে সুপটু, এবং যে সাহসের বলে হাসিতে হাসিতে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে পারা যায় সেই সাহসে সাহসী, করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার ভবিষ্য জীবনের গুরুতর দায়িত্বের জন্য যেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই আজ ফরাসিক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

১৮৩০-১৮৩২ সালে ইউরোপ ও ইতালীর অবস্থা।

১৮৩০ সালের জুলাই মাসের বিপ্লবে দশম চার্লস ফ্রান্সের সিংহাসন হইতে তাড়িত ও নির্ব্বাসিত হইলেন—এবং ডিউক অব অর্লীন্স লুই ফিলিপ্—সেই শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দশম চার্লস পবিত্র সম্মিলনীর এক জন প্রধান নেতা ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পতনে ইহা মৃত্যু-আঘাত প্রাপ্ত হইল। কিন্তু জুলাইএর বিপ্লবে ইতালীর অন্তরে যে আশা উদ্দীপিত হইয়াছিল, তাহা ফলবতী হয় নাই। ইতালীবাসীরা হতাশতায় অভিভূত না হইয়া, প্রতিকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় নেপল্‌স্ রাজ্যে 'কার্ব্বোনারি, (Charcoal-Burner=অঙ্গার-দাহক) নামক একটী গুপ্ত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত হইল। অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের মূলোৎপাটনই এই সভার গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। এক দিকে যেমন প্রজাসাধারণের বিরাগ অনুভূত হইতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনই কঠোর শাসন দ্বারা সেই বিরাগের বাহ্য বিস্ফুরণকে অঙ্কুরে বিদলিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। অষ্ট্রিয়ার অধীনে সৈনিক-হত্যার সংখ্যা অতিশয় বাড়িতে লাগিল। উন্নতিশীল দলের সভ্য হওয়ার অপরাধে অসংখ্য লোককে কারাগারে প্রেরণ করা হইতে লাগিল। স্পিলবর্গের ও অন্যান্য নগরের কারাদুর্গ সকল কয়েদীতে ভরিয়া গেল। সেই সকল যমালয়স্বরূপ কারাগারের দুঃখকাহিনী পাঠ করিলে পাষাণও বিগলিত হয়। এই জাতীয় দুর্গতির কাহিনী শুনিতে শুনিতে ও তাহাতে দগ্ধ হইতে হইতে গ্যারিবল্‌ডীর বাল্য জীবন অতীত হইল। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের বিপ্লবে ইতালীবাসীরা একটী মহতী শিক্ষা লাভ করিলেন। দশম চার্লস প্রজার স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাঁহার প্রজাগণ, ফরাসী সিংহাসনে আরোপিত

করে। আবার তিনি যখন সেই স্বত্ব ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন, তখনই তাঁহাকে দূরীকৃত করে। গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার মতাবলম্বী লোকে ভাবিতে লাগিলেন—'তবে ইতালী কেন অত্যাচারী প্রজা-স্বত্বাপ-হারী রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবে না?'। আর একটী ঘটনাতেও ইতালীবাসিগণের অন্তরে আশার ক্ষীণালোক দেখা দিল। ভিয়েনার সন্ধি বেল্‌জিয়ম্‌কে হলণ্ডের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। ইহা বেল্‌জিয়মের অধিবাসিবৃন্দের মর্ম্মান্তিক হইয়া ছিল। এই সময় এক দিন বেল্‌জিয়মের রাজধানী ব্রসেল্‌স নগরের রঙ্গালয়ে অনেকে নীলদর্পণের সমশ্রেণীক 'ম্যাসানিলো' নামক একখানি নাটকের অভিনয় শুনিয়া এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে রঙ্গালয় হইতে বাহির হইয়াই হলণ্ডের আধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন। সমস্ত বেল্‌জিয়ম্‌ তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া হলণ্ডের শাসনদণ্ড দূরীকৃত করিয়া বেল্‌জিয়মের সিংহাসনে স্যাক্‌সিকোবর্গের লিওপোল্‌ডকে আরোপিত করিলেন। ইতালী ভাবিল 'আমরাই বা কেন তাহা না পারিব?'।

কিন্তু বিধাতা এখনও ইতালীর প্রতি প্রসন্ন হন নাই। এখনও ইতালীর দুঃখের দিনের শেষ হয় নাই। অষ্ট্রিয়ার কঠোর শাসনে ইতালী যেন দিন দিন জীবনী-শক্তি-শূন্য হইতে লাগিল। কেবল ইতালীর এক দিকে পীড্‌মণ্ট রাজ্যে একটু আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে অত্যাচারী চার্লস ফেলিক্‌সের মৃত্যুর পর ক্যারিগ্‌-ন্যারোর লোকতান্ত্রিক যুবরাজ চার্লস আল্‌বার্ট্‌, সার্ডিনীয়ার অধীশ্বর প্রথম চার্লস আলবার্ট্‌ অভিধা গ্রহণ পূর্ব্বক সার্ডিনীয়ার সিংহা-সনে অধিরূঢ় হন। ইনি চার্লস্‌ ফেলিক্‌সের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে সার্ডিনীয়ার রাজপ্রতিনিধিপদে বৃত হইয়া সার্ডিনীয়া রাজ্যের প্রজাবৃন্দকে অনেক স্বত্ব ও অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। তাই আজ তাঁহার সিংহাসনারোহণে সমস্ত ইতালীবাসীর আশানেত্র যুগপৎ তাঁহারই উপর পতিত হইল। কিন্তু বিধাতা তাহাদের সে আশা পূরণ করিলেন না। চার্লস্‌ আল্‌বার্ট স্থায়িরূপে পিড্‌মণ্টের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই অষ্ট্রিয়ার নিকট আত্মবিক্রয় করিলেন।

এদিকে নেপল্‌স্‌ রাজ্যে প্রথম ফার্ডিন্যাণ্ডের মৃত্যুর পর অতি অল্প দিন মাত্র তাঁহার পুত্র প্রথম ফ্রান্সিস্‌ রাজত্ব করেন। অবশেষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র প্রথম ফার্ডিন্যাণ্ড নেপল্‌সের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইঁহার অত্যাচারে নেপল্‌স্‌ রাজ্য ছারখার হইতে লাগিল। প্রজারা তাঁহার দৌরাত্ম্যে এতদূর মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল, যে তাঁহাকে Tyrant বা যথেচ্ছাচারী উপাধি প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার পাপের ভরা যখন পূর্ণ হইবে তখন গ্যারিবল্‌ডীকে বিধাতা তথায় প্রেরণ করিবেন।

এই সকল ভীষণ অত্যাচারের সময় 'কার্ব্বোনারো' সম্প্রদায়ের ন্যায় ইতালীতে সঙ্গতি সমাজ, (Consistoinal society) ও ক্যাথলিক প্রচারক, ও রোমীয় সম্মিলন, (Catholic, Apastalic, and Roman Congrotion) নামক গুপ্ত সমাজ গুলি প্রতিষ্ঠাপিত হয়। যদিও ইতালীর ঘোর অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারের অন্ধতমসাচ্ছন্ন দিনে এই গুপ্ত সমাজগুলি নির্ব্বাণোন্মুখ স্বদেশানুরাগকে কথঞ্চিৎ উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি ইহাদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা ও গুপ্ত কার্য্যাবলীর সহিত সাধারণের সবিশেষ সহানুভূতি না থাকায় এগুলি বিশেষ কার্য্যকর হয় নাই। বিশেষতঃ প্রাণদণ্ডই এইসকল সমাজের অবাধ্যতা ও মন্ত্রপ্রকাশের একমাত্র দণ্ড ছিল বলিয়া অনেকেই সাহস করিয়া, এই সকল সমাজে প্রবেশ করিতে পারিত না। প্রবেশকালে যে শপথ গ্রহণ করিতে হইত তাহাও অতিকঠোর। এই সকল কারণে এই সকল সভা ক্রমেই জাতীয় সঞ্জীবনের অযোগ্য হইয়া উঠিল।

এই সঙ্কট সময়েই 'নব্য ইতালী সমাজ' প্রতিষ্ঠাপিত হয়। লেখনী ও জিহ্বা 'নব্য ইতালী' সমাজের একমাত্র অস্ত্র ছিল। তাঁহারা যাহা উচিত বিবেচনা করিতেন—বক্তৃতা ও রচনা দ্বারা লোকের মনে তাহা অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেন। পুলিশ কর্ম্মচারীর ও গুপ্ত চরের কঠোর নির্য্যাতনের মধ্যেই তাঁহারা বৈপ্লবিক মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত জোসেফ্‌ ম্যাট্‌-সিনিই এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। তিনি 'নব্য ইতালী'

নামক সংবাদ পত্র বাহির করিয়া তাহাতে অসম-সাহসিকতা ও উদ্দীপনার সহিত লোকতান্ত্রিক মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। সমস্ত ইতালীর চক্ষুর সহিত চার্লস্ আল্‌বার্টের চক্ষুও তাঁহার উপর পতিত হইল। তাঁহাকে আইনের করালগ্রাসে আনিবার জন্য তাঁহার অনুসরণার্থ গুপ্তচর সকল নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে অবৈধ কিছুই প্রমাণীকৃত হইল না—তথাপি তাঁহাকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু নির্ব্বাসিত ম্যাট্‌সিনি রাজগণের সম্মুখে দ্বাদশ রুদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রোম্, নেপলস্, টস্‌কানী, লম্বার্ডী, ভিনিসিয়া, পীড্‌মণ্ট, পার্ম্মা, প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্য গুলিকে এক সাধারণ-তন্ত্রের অধীনে আনিবেন—ইহাই ম্যাট্‌সিনির জীবনের এক মাত্র সাধনা হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

ম্যাট্‌সিনির সহিত সাক্ষাৎ করেন, 'নব্যইতালী' সমাজভুক্ত হন; সার্ডীনীয় রণতরিতে প্রবিষ্ট হন; বৈপ্লবিকগণের অকৃতকার্য্যতা-অনুসরণ; হইতে তাঁহার মুক্তি; গুপ্ত বেশে মার্সেলিসে পলায়ন; জাহাজের মেটের পদ গ্রহণ; টিউনিসের 'বের' অধীনে নৌসেনাভুক্ত হন; পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মার্সেলিসে প্রত্যাগমন; বিসূচিকা চিকিৎসালয়ে অবৈতনিক ধাত্রীর কার্য্য স্বীকার; সমুদ্র-যানে রাইও জেনিরো প্রস্থান।

ম্যাট্‌সিনি নির্ব্বাসিত হইয়া ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেলিসে আসিয়া আশ্রম গ্রহণ করিলেন। সেই আশ্রমে অসংখ্য শিষ্য আসিয়া ম্যাট্‌সিনির নিকট দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। ম্যাট্‌সিনির নাম সমস্ত ইতালীতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

গ্যারিবল্ডীও তাঁহার নাম সংকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া তদীয় আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাট্‌সিনির একাগ্রতা, চিন্তাশীলতা ও উদ্দীপনা-বাক্যে মোহিত হইয়া গ্যারিবল্ডী তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইলেন; এবং গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে ইতালীর সাধারণতন্ত্রের

জন্য তিনি প্রাণোৎসর্গ করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অকৃতকার্য্যতায় সেই অবিচলিত সাধারণতান্ত্রিকের গুরুর অন্তর দমিত হয় নাই। তিনি জানিতেন যে লোকতান্ত্রিক দলের অগ্নিস্ফুলিঙ্গনিচয় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সমস্ত কুড়াইয়া একত্র করিলে আবার তাহা মহানলে পরিণত হইবে। গ্যারিবল্ডীকে তিনি এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে বলিলেন। সাধারণতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করায় যে সকল দেশহিতৈষিগণের প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে, সেই সকল হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি নবাগত শিষ্যকে অনুরোধ করিলেন। ম্যাট্সিনি তাম্বুয়াল্লী, তোল্লা, মিগ্‌লিও, বিগ্‌লিয়া, গ্যাভেল্লী প্রভৃতিকে মার্সেলিস্ হইতে কয়েক খণ্ড ' নব্য ইতালী ' পত্রিকা প্রেরণ করেন। তাঁহারা সেই গুলি পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া চার্লস আলবার্ট তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া মারেন। ম্যাট্সিনি এই জাতিহত্যাকারকের দুষ্কৃতির সমুচিত শাস্তি বিধান করিবার জন্য গ্যারিবল্ডীকে অনুরোধ করিলেন। গ্যারিবল্ডীও 'তথাস্তু' বলিয়া গুরুর নিকট তাহাই স্বীকার করিলেন।

বড় বড় ঘটনা বড় বড় লোক প্রস্তুত করে। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ্, লুথার, ক্রম্ওয়েল্, ওয়াসিংটন, নেপোলিয়ন্, ওয়েলিংটন প্রভৃতি সকলেই সময়ের ফল। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা সময়োপযোগি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত তাহা নহে। সময়ই আপন প্রয়োজন মত তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লয়। আপাতদর্শনে বোধ হইবে যেন তাঁহারা তাঁহাদিগের সমকালীন ভাব ও ঘটনার স্রোতের স্রষ্টা ও নেতা। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। তাঁহারা কেবল সেই সর্ব্বস্রষ্টা ও সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের করযন্ত্র মাত্র। বিধাতা যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা তাহাই করাইয়া লন মাত্র। তাঁহারা সমকালীন ভাব ও ঘটনার স্রোতের মধ্যে আসিয়া এরূপ বিঘূর্ণিত হন, যে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি, সাহস ও প্রভাবের বীজ পরিপুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। সেই মহাবীজ মহাপুরুষগণের অন্তরে নিহিত থাকে সত্য,

কিন্তু সেই মহাবীজের স্ফোটনের অনুরূপ জল, বায়ু ও উত্তাপ না পাইলে তাহা স্ফুটিত হইতে পারে না। আমরা অনুকূল ঘটনাবলী ও ভাব-স্রোতকেই এই স্ফোটনোপযোগী জল, বায়ু, ও উত্তাপ বলিতেছি। ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্‌ডীর অন্তরে এই মহাবীজ নিহিত ছিল সত্য, কিন্তু এরূপ ঘটনাবলী ও ভাব-স্রোতের মধ্যে না পড়িলে, এ মহাবীজও বোধ হয় স্ফুটিত হইত না। ম্যাট্‌সিনি ইতালীর বৈপ্লবিক-ভাব-ব্যঞ্জক, গ্যারিবল্‌ডী ইতালীর বৈপ্লবিক-কার্য্য-ব্যঞ্জক। একজন ভাবেস্রোতের নেতা, আর এক জন কার্য্য-স্রোতের নেতা। গুরু ও শিষ্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের পূরক। বিধাতা ইতালীর উদ্ধার সাধনের জন্য দুই জনকে দুই বৃত্তির বীজ দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনি ইতালীতে মতবিপ্লব না ঘটাইলে, গ্যারিবল্‌ডী কিছুই করিতে পারিতেন না। আবার গ্যারিবল্‌ডী সেই সকল মতকে কার্য্যে পরিণত না করিলে, ইতালীর উদ্ধার সাধন হইত না। ইতালীর সঞ্জীবন-কার্য্যে উভয়েরই সমান উপযোগিতা। উভয়েই আত্মোৎসর্গের সমান দৃষ্টান্তস্থল। তাই আজ ভারতযুবক সেই যুগল-মূর্ত্তির চরণে লুণ্ঠিতশির। যে সময় গুরুশিষ্যের প্রথম মিলন হয়, তখন প্রিন্স আল্‌বার্ট একবৎসর মাত্র সার্ডিনীয়া রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। নব্য ইতালী সমাজ তাঁহাকে বৈপ্লবিক দলের নেতা হইয়া তাঁহার পতাকায় 'একতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য' এই তিনটী মন্ত্রবীজ লিখিত করিয়া ইতালীকে বৈদেশিকগণের উৎপীড়ন হইতে মুক্ত করিতে বলেন। কিন্তু দুর্ব্বল-হৃদয় আল্‌বার্ট ইহাতে স্বীকৃত হইতে সাহস করিলেন না। এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সুবিধা লওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। এ যশ তাঁহার পুত্র প্রথম ভিক্টর ইমানুএলের জন্যই সঞ্চিত রহিল।

তিনি যে বৈপ্লবিক দলের নেতা না হইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে, বৈপ্লবিক দলকে অঙ্কুরে বিদলিত করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শুদ্ধ 'নব্য ইতালী' পত্রিকা-পাঠ করার অপরাধে তিনি কয় জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে গুলি করিয়া

মারেন। ইঁহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর কার্য্য তাঁহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। 'নব্য ইতালী' পত্রিকা শয্যায় বা নিজের দখলে থাকার অপ-রাধে, তিনি অনেক ব্যক্তিকে গুলি করিয়া মারিতে আদেশ দেন। বিচার আদালত একবারে উঠিয়া গেল। পুলিশের এক জন নিম্ন কর্ম্মচারী বা এক জন নীচাশয় গুপ্ত চরের কথামাত্রের উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রমাণ না লইয়াই তিনি অনেকের প্রতি প্রাণ-দণ্ড বা নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত করিতে লাগিলেন। চ্যাম্বে, জেনোয়া ও আলেকজাণ্ড্রিয়াতে এইরূপে বিচারের নামে এত অবৈধ নরহত্যা হইতে লাগিল, যে বিশ্বজনীন ঘৃণা ও ক্রোধ আলবার্টের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত হইল।

আলবার্ট দেখিলেন ম্যাট্‌সিনি মার্সেলিসে থাকিতে তাঁহার আর নিস্তার নাই। সুতরাং তিনি ফরাশিরাজ ফিলিপের শরণাপন্ন হই-লেন। ম্যাট্‌সিনি ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। অগত্যা তাঁহাকে নির্ব্বা-সিতের আশ্রয়স্থান সুইজর্লণ্ডে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। সুইস্ রাজধানী জেনিভায় পৌঁছিয়াই তিনি বৈপ্লবিকগণকে পীড্‌মণ্ট আক্র-মণের উপদেশ দিলেন।

স্থিরীকৃত হইল যে তিন দল সৈন্য তিন দিক্ দিয়া গিয়া যুগপৎ পীড্‌মণ্ট আক্রমণ করিবে—এক দল সেভয়ের মধ্য দিয়া যাইবে, এক দল সেণ্টজুলিয়ানের দিকে যাইবে, ও আর এক দল জেনিভা হইতেই বাহির হইবে। গ্যারিবল্ডীর সহিত স্থিরীকৃত হইল যে তিনি সার্ডি-নীয় নৌসেনার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া উক্ত সেনার মধ্যে বৈপ্লবিক বীজ বপন করিবেন। গ্যারিবল্ডী আত্মজীবনীতে ইহা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেনঃ—

"আমি সার্ডিনীয় রণতরি 'ইউরিভাইসে' প্রথম শ্রেণীর নাবিকরূপে প্রবিষ্ট হইয়া, নাবিকবৃন্দের অন্তরে রাত্রি দিবা বৈপ্লবিক বীজ বপন করিতে লাগিলাম। আমি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্যও হইলাম। জাহাজের সমস্ত নাবিক আমার সহিত বিপ্লবসাগরে ঝাঁপ দিতে স্বীকৃত হইল।

বন্দোবস্ত হইল যে স্থলে যদি বিপ্লব কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে আমরা সেই রণতরি খানিকে বৈপ্লবিক দলের হস্তে সমর্পণ করিব।”

জাহাজের নাবিকগণকে দীক্ষিত করিয়া, তিনি বিপ্লবের সাহায্য করিবার জন্য জেনোয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ‘প্লেছ সার্জানা’ নামক নগরের সৈন্যাবাস সকল পথিমধ্যে অবস্থিত ছিল। এরূপ স্থির ছিল যে তথাকার সৈন্যেরা বারিকের উপর বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিবে, ও তথাকার অধিবাসীরা যুগপৎ রাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবে। এইজন্য তিনি সেই নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তথায় অভ্যুত্থানের কোন লক্ষণ দেখিলেন না। বরং রাজকীয় সৈন্য সকল দলে দলে বারিকে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন গ্যারিবল্‌ডী বুঝিলেন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান অকৃতকার্য্য হইয়াছে। গ্যারিবল্‌ডী আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া এক রমণীর ফলের দোকানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং আনুপূর্ব্বিক অবস্থা জানাইলেন। রমণী-সুলভ কোমল-হৃদয়তার বশবর্ত্তী হইয়া, সে নিজের বিপদ্ স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে অতিসংগোপনে রাখিল। অবশেষে গ্যারিবল্‌ডী রজনীতিমিরে আবৃত হইয়া কৃষকবেশে রমণীর বিপণি হইতে বহির্গত হইলেন। এখন হইতে গ্যারিবল্‌ডীর অনিয়মিত ভ্রমণ, অনিয়মিত শ্রম, ও অনিশ্চিত অশনের জীবন আরম্ভ হইল। যে প্রভূত কষ্টে ও যন্ত্রণায় দীক্ষিত হওয়ায় তিনি দেশের উদ্ধার-কার্য্যের নেতা হইবার যোগ্য হইয়াছিলেন, আজ হইতে সেই সকল কষ্ট যন্ত্রণা তাঁহার অঙ্গের আভরণ হইল।

বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে পীড্‌মণ্টরাজ পূর্ব্বেই এই সংবাদ পাওয়ায় ম্যাট্‌সিনির সমস্ত প্ল্যান ব্যর্থ হইয়া গেল। যে সৈন্যদল লিয়ন্‌স্‌নগর হইতে যাত্রা করিয়া জেনিভাহ্রদ্ পার হইতেছিল, জেনিভীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার গতিরোধ করিলেন। পবিত্রসম্মিলনী প্রথম ভিক্‌টর ইমানুএল্‌কে যে পীড্‌মণ্ট রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছেন, সেই রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য যদি জেনিভীয় রাজ্যে সৈন্য সংগৃহীত হয় ও যদি বিনা আপত্তিতে জেনিভীয় গবর্ণমেণ্ট নিজ রাজ্য দিয়া সেই

সৈন্যদলকে পীড্‌মণ্ট রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য যাইতে দেন, তাহা হইলে ইউরোপীয় সমস্ত রাজবৃন্দ জেনিভীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবেন। এই ভয়ে তাঁহারা সেই অভিযানকারিণী সেনার গতিরোধ করিলেন।

যে সৈন্যদল লইয়া সেনাপতি রামরিন্ সেণ্ট্ জুলিয়ানোর অভিমুখে যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে সৈন্যদলও রামরিনের বিশ্বাসঘাতকতায় অল্প বাধা পাইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইল। এরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে এই সেনাপতি শত্রুর নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার অধীনস্থ সেনাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন। ম্যাট্‌সিনি এই সৈন্যের সঙ্গে ছিলেন। তিনি সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিয়া মৃতবৎ হইলেন। সে সময়ে তিনি জ্বরে অজ্ঞান অচৈতন্য ছিলেন। জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগে উদ্দীপিত হইয়া তিনি সেই অবস্থাতেও সৈন্যদলের সহিত অম্লান বদনে পদব্রজে যাইতে ছিলেন। সেনাপতি যেই সৈন্যদলকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, অমনিই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহাকে জেনোয়ায় প্রেরণ করেন। তথায় জীবন নিরাপদ নয় দেখিয়া তিনি চৈতন্য লাভের পরই সুইজর্লণ্ডে পলায়ন করেন।

যে সৈন্যদল সেভয়ের মধ্য দিয়া যাইবে বলিয়া স্থির ছিল, সার্ডিনীয় সেনা তাহারও গতিরোধ করিল। সেই সৈন্যমধ্যে একশত জন উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বৈপ্লবিক ছিলেন, সার্ডিনীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জনকে ধরিতে পারিলেন, এবং ধরিয়া তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া মারিলেন; আর গ্যারিবল্ডী ও ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত করিলেন। এইরূপে সেণ্টজুলিয়ানো অভিযানের পর্য্যবসান হইল।

গ্যারিবল্ডী এখন পলাতক অবস্থায় পর্ব্বতমালা বাহিয়া নাইস্ অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি দিবসে লুকায়িত থাকিয়া, রজনীতে ধ্রুব-তারার সাহায্যে উদ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার

সহনশক্তি গুরুতররূপে পরীক্ষিত হইতে লাগিল। সেষ্টার গিরিমালার দুর্গম গুহা ও কদাগম্য পথের উপর দিয়া ক্রমাগত দশ দিন তাঁহাকে অতিকঠোর পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। দশদিন পর্য্যটনের পর তিনি নাইস্‌নগরে মাতৃস্বসার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় এক দিন গোপনে বিশ্রাম লাভ করিয়া তিনি দুই জন বিশ্বস্ত বন্ধু সমভিব্যাহারে মার্সেলিস্‌ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি ভারনদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন নদী নববর্ষাগমে বিষম স্ফীত হইয়াছে। গ্যারিবল্ডীর নির্ভীক হৃদয় ও সুদৃঢ় বাহুযুগল কোন বাধা বিপত্তি মানিত না। সেই হৃদয় ও সেই বাহুযুগলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বন্ধুদ্বয়ের নিকট বিদায় লইয়া সেই দুস্তর নদীর খরতর স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। নিমেষ মধ্যে স্রোতস্বিনী, তাঁহাকে সার্ডিনীয় রাজ্যের বাহিরে লইয়া গেল।

আপনাকে শত্রুর গ্রাস হইতে মুক্ত ভাবিয়া, তিনি বহিশ্চর ফরাশি রাজ্যের সীমান্তরক্ষক গণের নিকট বিশ্বাস করিয়া আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু তাঁহারা যে বিশ্বাস রাখিলেন না। সেই স্থানেই তাঁহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দীরূপে ড্রাগুইগ্‌নানে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তাঁহারা তাঁহাকে এক কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেই কুঠরীতে একটী জানালা ছিল, তাহা মৃত্তিকা হইতে ৭।৮ হাত উচ্চ। সেই জানালার সম্মুখে একটি উদ্যান ছিল। গ্যারিবল্ডী উদ্যানের শোভা দর্শনের ব্যপদেশে জানালার কাছে আসিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলে যেই অন্যমনস্ক হইল, অমনি তিনি এক লম্ফে উদ্যানে গিয়া পড়িলেন, এবং তখনই উঠিয়াই পর্ব্বতমালাভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রহরীরা তাঁহার পলায়নের সংবাদ জনিবার পূর্ব্বেই, তিনি তাহাদিগের হস্তবহির্ভূত হইয়া পড়িলেন। অনুকূল তারকামালা আবার তাঁহার পথদর্শকের কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি আবার মার্সেলিসাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পলায়নের পর দিন সন্ধ্যার সময় গ্যারিবল্ডী পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া

একটী ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হইয়া তিনি গ্রাম্য পান্থাবাসে প্রবেশ করিলেন। পান্থাবাসের অধিস্বামী অবিলম্বে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা নবাগত অতিথির সেবা করিলেন। সরলহৃদয় পলাতক গ্যারিবল্‌ডী আবার ফরাশিজাতির সহানুভূতি ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া প্রবঞ্চিত হইলেন। গৃহস্বামী নিজ অতিথিকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে এখনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদেশ করা হইবে। গ্যারিবল্‌ডী ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তিনি নির্ভীকচিত্তে আহার করিতে লাগিলেন; কেবল এই মাত্র বলিলেন যে "গ্রেপ্তারের আদেশটা যেন আহারের পর দেওয়া হয়"।

সন্ধ্যার পর গ্রামের যুবকদল সেই পান্থনিবাসে আসিয়া—কেহ কেহ তামাকু খাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ রাজনীতি লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাস পাশা খেলিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা একটু মদ খাইয়া—পান্থনিবাসস্বামীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সকলেই এত ব্যস্ত ছিলেন যে আর গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেওয়ার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। কিন্তু পান্থনিবাস-স্বামীর চক্ষু নবাগত ইতালীয় হইতে এক বারও অন্যত্র নীত হয় নাই। যে হেতু অতিথির সঙ্গে বোঁচ্‌কা বোঁচ্‌কী না থাকায়, তাহার সন্দেহ হইয়াছিল যে পাছে তাহাকে আহারের মূল্য না দিয়া অতিথি পলায়ন করে। গ্যারিবল্‌ডী ইহা বুঝিতে পারিয়া পকেট হইতে মুদ্রা লইয়া তাহাকে দিলেন। ইহাতে তাহার চিত্ত আপাততঃ কিঞ্চিৎ সুস্থির হইল বটে, কিন্তু গ্রেপ্তার করার অভিপ্রায় সে একবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী কিছুতেই ভীত হইবার নহেন। তিনি সেই যুবকদলকে স্বদেশানুরাগের মোহমন্ত্রে ভুলাইয়া নিজ পক্ষপাতী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে এক জন একটী গান করিতেছিল। সেই গান সমাপ্ত হইবামাত্র গ্যারিবল্‌ডী উঠিয়া কণ্ঠ পরিষ্কৃত করিয়া সুমধুর স্বরে তান-লয়-বিশুদ্ধ স্বদেশানুরাগোদ্দীপক একটী গান

ধরিলেন। প্রকৃত তন্ত্রীই স্পৃষ্ট হইয়াছিল; কারণ সেই গীতের ভাবোচ্ছ্বাসে যুবকমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া রহিল। সকলেরই হৃদয় সহানুভূতিতে গলিত হইল। গ্যারিবল্ডীর উন্মাদিনী মূর্চ্ছনা ও দ্রবকারিণী স্বরলহরীতে পাষাণও দ্রবীভূত হইল। শ্রোতৃমণ্ডলী গ্যারিবল্ডীর নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। সকলেই এক তানে বলিয়া উঠিলেন, জীব ফ্রান্স! (Vive la France!)—জীব ইতালী! (Vive la Italia!)। আনন্দ-ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এই রূপে মহোৎসাহে সমস্ত রজনী কাটিয়া গেল। গ্যারিবল্ডীকে গ্রেপ্তার করার কথাও আর উত্থাপিত হইল না। প্রত্যূষে সকলেই অনেক মাইল পর্য্যন্ত সেই স্বজাতি-প্রেমিকের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন, এবং অবশেষে 'ঈশ্বর পথে মঙ্গল বিধান করুন, অন্তরের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

জেনিভা হইতে পলায়নের বিশ দিন পরে গ্যারিবল্ডী নিরাপদে মার্সেলিসে আসিয়া বন্ধু বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইলেন। সে স্থানে তিনি পেইন্ নাম ধারণ করিয়া কয়মাস কাল অতিবাহিত করিলেন। পরে তিনি 'ইউনিয়ন' নামক জাহাজের মেইটের পদে অভি-ষিক্ত হইয়া তিন বার ওডেসায় গমন করেন। তৃতীয় সমুদ্রযাত্রার পর টিউনিসের 'বে'র অধীনে তিনি নৌসেনার এক জন কর্ম্মচারির পদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার জলযুদ্ধোপযোগিনী ভূয়সী শিক্ষা ও বহুদর্শিতা লাভ হয়। 'বে'র নৌসেনার জন্য মার্সেলিসে এক খানী উৎকৃষ্ট রণতরি নির্ম্মিত হয়। গ্যারিবল্ডী ইহাতে আরোহণ করিয়া টিউনিস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে সে চাকুরী একপ্রকার গোলামী। বুঝিয়াই তিনি 'গ্লাউলেটা' বন্দরে ইহা রাখিয়া একখানি তুরকীয় জাহাজে চড়িয়া মার্সেলিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি মার্সেলিসে আসিয়া দেখিলেন—সেখানে বিসূচিকা (ওলাউঠা) রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কর্ম্ম কাজ সমস্ত বন্ধ হইয়াছে। যাঁহাদের উপায় ছিল, তাঁহারা সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে গিয়া সংক্রা-

মক রোগের হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইতে লাগিলেন। চিকিৎসক, যাজক, ও দয়া-ধর্ম্ম-ভগিনীরা পরোপকার-ব্রত পালনের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দীন দুঃখীর অসহায় কষ্টের অবস্থা দেখিয়া গ্যারিবল্ডীর হৃদয় গলিত হইল। তিনি বিসূচিকা-চিকিৎসালয়ে অবৈতনিক ধাত্রীর কার্য্য স্বীকার করিলেন। তিনি কয় সপ্তাহ ধরিয়া তথায় থাকিয়া অবিরাম রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, এবং আশ্বাস-বাক্যে তাহাদিগের যন্ত্রণার অনেক লাঘব করিতে লাগিলেন। দয়া-ধর্ম্ম-ভগিনীরা পরস্পর-প্রতিদ্বন্দিতায় তাঁহার সাধুতা, সৎ সাহস ও উৎকৃষ্ট সহশক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ওলাউটা থামিলে তিনি নূতন মহাদ্বীপে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি দেখিলেন দেশহিতৈষিদল ইতালীর উদ্ধার-কার্য্য একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা যে আপাততঃ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহারও কোন আশা নাই। তিনি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলেন যে ইতালীয়গণ চিরকাল কখনও নিদ্রিত থাকিবে না—এক দিন উঠিবেই উঠিবে। সে সময়ের জন্য নেতৃ-যোগ্য লোকের অভাব রহিয়াছে। গ্যারিবল্ডীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিধাতা তাঁহাকেই এই নেতা করিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই নেতার উপযোগী যে যে গুণের এখনও তাঁহার অভাব আছে, তিনি আমেরিক ক্ষেত্রে গিয়া তাহার পূরণ করিয়া লইবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

এই উদ্দেশে তিনি নটনিয়ার (Nautoniar) নামক জাহাজে চড়িয়া দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত রাইওজেনিরো নামক রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া তিনি দেখিলেন ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের সহিত সমীপবর্ত্তী রাইও-গ্রাণ্ডি সাধারণ-তন্ত্রের সংগ্রাম চলিতেছে। অস্ত্র-বিদ্যা ও নেতৃত্বকার্য্যে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভের বিশেষ সুবিধা উপস্থিত দেখিয়া, তিনি সেই ক্ষুদ্র সাধারণ-তন্ত্রকে ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের যথেচ্ছাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

রসেটীর সহিত সাক্ষাৎ; রাইওগ্রাণ্ডিসাধারণ-তন্ত্রের পক্ষ সমর্থন; জল যুদ্ধে অবতরণ; ও ব্রাজিলের রণতরি গ্রহণ; মাল্‌ডোনেটায় অবতরণ; তাঁহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আদেশ; তাঁহাদিগের পলায়ন; জলপথে প্লেটা পর্য্যন্ত অভিযান; তীরাভিমুখে অদ্ভুত জলযাত্রা; খাদ্য-সামগ্রীর জন্ম কষ্টানায় গমন; পম্পাস্ বনরাজি; রমণী কবি খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্তি; যুদ্ধে আহত; পারাণা বাহিয়া উর্দ্ধে গমন।

গ্যারিবল্ডী নিরাপদে রাইওজেনিরো আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় অনেক গুলি ইতালীয় নির্ব্বাসিতের সহিত তাঁহার মৈত্রী সংঘটিত হইল—তন্মধ্যে রসেটী সর্ব্বপ্রধান। স্বদেশে বিদেশে দাসত্বমোচন-কার্য্যে রসেটী গৃহীতব্রত ছিলেন বলিয়াই তিনি গ্যারিবল্ডীর হৃদয়-সহচর হইয়া উঠিলেন। তিনি কি রণক্ষেত্রে, কি কার্য্যক্ষেত্রে, গ্যারিবল্ডীর অদ্বিতীয় সহায় ছিলেন।

এই সময় ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের সহিত রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণ-তন্ত্রের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে ছিল। উক্ত সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি গঞ্জেল্ এবং তাঁহার সম্পাদক ঝ্যাম্বেকানী সেণ্টগ্রীপের দুর্গে কারারুদ্ধ ছিলেন। রাইওগ্রাণ্ডি পূর্ব্বে ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গঞ্জেল্ সেই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলে ব্রাজিল্-সম্রাট্ সেই ক্ষুদ্র সাধারণ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, এবং তথায় নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন-পূর্ব্বক সভাপতি ও তদীয় সম্পাদককে বন্দী করিয়া লইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহাদিগের শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া গ্যারিবল্ডীর হৃদয় গলিত হইল। তাঁহাদিগের অবস্থা হতাশাময় জানিয়াও গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের উদ্ধার-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। গ্যারিবল্ডী সভাপতির নিকট হইতে রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণ-তন্ত্রের নামে ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের বিরুদ্ধে রণখ্যাপনের, ব্রাজিলীয় সম্পত্তির

আত্মসাৎ করণের, এবং ব্রাজিলীয় রণতরি ও বাণিজ্যতরি সকলের ধ্বংসসাধনের অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইলেন।

দেশহিতৈষি-দলের হস্তে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-সাধনোপযোগী উপকরণ-সামগ্রী অধিক ছিল না। এই জন্য তাঁহারা প্রথমে সামান্য আকারে কার্য্যারম্ভ করিলেন। গ্যারিবল্‌ডী ষোল জন মাত্র বিশ্বস্ত সহচর লইয়া একখানি ক্ষুদ্র তরিতে আরোহণ করিলেন। তিনি গুরুদেবের নামে তরিখানির নামকরণ করিলেন। তিনি 'ম্যাট্‌সিনিকে' মারিকা দ্বীপ-শ্রেণীর অভিমুখে চালিত করিলেন। সেই দ্বীপশ্রেণীর বৃহত্তম দ্বীপে অবতরণ করিয়া তিনি একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিলেন। তাঁহার খরদর্শন নয়নদ্বয় চতুঃসাগরের বিশাল ঊর্ম্মিমালার উপর যুগপৎ পতিত হইল। তাঁহার হৃদয়ে আশা ও উল্লাসের এরূপ তরঙ্গ উপস্থিত হইল—যেন বোধ হইল একটী প্রকাণ্ড রণতরি তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। তাঁহার সে সময়ের হৃদয়ের ভাব তিনি আপনিই এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"মনের উল্লাসে ও অহঙ্কারে আমি বাহু-যুগল প্রসারিত করিলাম। আমার ওষ্ঠাধর আনন্দে অস্ফুট ও অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। তখন অসীম সাগর যেন আমার সাম্রাজ্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। আমি কল্পনায় সমস্ত সাগর দখল করিয়া লইলাম"।

অচির-কালমধ্যে ব্রাজিলীয় বন্দর হইতে ব্রাজিলীয়-চিহ্নধারী পতাকা উড্ডীন করিয়া একখানি ব্রাজিলীয় বাণিজ্য-তরি তাঁহাদিগের দিকে আসিল। বাণিজ্যতরি সম্মুখীন হইবামাত্র 'ম্যাট্‌সিনি,' সবেগে তাহার উপর গিয়া পড়িল। সুন্দর তরিখানি উৎকৃষ্ট কফিতে পরিপূর্ণ ছিল। গ্যারিবল্‌ডী ব্রাজিলীয় রাজধানীর নয়ন-সমক্ষে, ব্রাজিলীয় সাগর-শাখার দুই তিন মাইলের মধ্যেই, এই বহুমূল্য শিকার পাইয়া পরম হৃষ্ট হইলেন। বাণিজ্যতরির নাবিকেরা ব্রাজিলীয় বন্দরের কামানের মুখেই সহসা এই রণতরি দেখিয়া, এবং আত্ম-সমর্পণ করিবার এরূপ অসম সাহসিক আহ্বান শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। এক জন পর্টুগীজ বণিক্ তাঁহাদিগকে দস্যু ভাবিয়া আত্মজীবনের নিষ্ক্রয়স্বরূপ

এক বাক্স রত্ন গ্যারিবল্‌ডীকে উপহার দিতে চাহিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী সে রত্নের কাঙ্গাল ছিলেন না। তিনি সেই কম্পবান্ পর্টুগীজকে আশ্বাস-বাক্যে বুঝাইলেন যে তাহার রত্নজাত ও প্রাণের উপর তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না।

গ্যারিবল্‌ডী 'ম্যাট্‌সিনি' পরিত্যাগ করিয়া সেই বৃহত্তর বাণিজ্য-তরিতে গিয়া উঠিলেন, এবং যুদ্ধের ও আহারের উপকরণ-সামগ্রী সকল তাহাতে তুলিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই কৃতকার্য্যতায় গ্যারিবল্‌ডীর সঙ্গিগণের অন্তরের সাহস দ্বিগুণ বাড়িল। তাঁহারা প্রফুল্ল মনে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন। যাইবার সময় তাঁহারা 'ম্যাট্‌সিনিকে' জলমগ্ন করিয়া গেলেন। তিনি কিয়দ্দূর গিয়া বাণিজ্যতরির লোকজনকে তাহাদিগের দ্রব্যাদি সহ এক খানি বোটে করিয়া তীরাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহাদিগের নিকট হইতে তিনি কেবল পাঁচ জন নিগ্রোদাস উপহার লইলেন।

তাঁহারা ইউরুগোয়ার অন্তর্গত মাল্‌ডোনাডো বন্দরে আসিয়া নিরাপদে পৌঁছিলেন। মণ্টিভিডিও সাধারণ-তন্ত্রের লোকে তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। রসেটী 'কাফি' বেচিয়া টাকা করিবার জন্য রাজধানী মণ্টিভিডিওতে গমন করিলেন। সভাপতি ওরাইব্ রসেটীর মুখে কাফির প্রাপ্তির বিবরণ শুনিয়া গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার সঙ্গিগণকে ধরিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু মাল্‌ডোনাডোর সেনাপতি গ্যারিবল্‌ডী ও তৎসহচর-বৃন্দের কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দেন।

গ্যারিবল্‌ডী বন্দরের এক জন বণিকের নিকট 'কাফি' বিক্রয় করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্‌ডীকে ধরিবার আদেশ হইয়াছে শুনিয়া বণিক্ গ্যারিবল্‌ডীকে ফাঁকি দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু গ্যারিবল্ডী সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি রজনীযোগে গুলি-পূর্ণ পিস্তল হস্তে বণিকের বাটীতে গেলেন। বণিক্ তাঁহার আসন্ন বিপদ্ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া, তাঁহাকে পলায়ন করিতে বলিলেন। গ্যারিবল্‌ডী নির্ভীক চিত্তে বলিলেন যে "অগ্রে কাফির" দাম লইব,

পরে যাইব”। এই বলিয়া তিনি বণিকের বক্ষঃস্থলের দিকে পিস্তলের মুখ ধরিলেন এবং শুষ্ক এই কথা বলিলেন ‘আমার টাকা?’

গ্যারিবল্‌ডীর এই আহ্বানে ও উগ্রমূর্ত্তিতে বণিক্ বুঝিলেন যে টাকাটা দিতেই হইবে। তখন তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে কাফির মূল্য—দুই সহস্র মুদ্রা—অবিলম্বে গ্যারিবল্‌ডীর জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। গ্যারিবল্‌ডীও জাহাজ ছাড়িয়া রসেটীর অনুসন্ধানার্থ প্লাটা নদী বহিয়া ঊর্দ্ধ দিকে চলিলেন। পথে গ্যারিবল্‌ডীর জাহাজ জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনেক কষ্টে সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইয়া, গ্যারিবল্‌ডী রসেটীর অনুসন্ধান করিতে ‘জীসস্-মেরিয়া’ নামক স্থানে আসিয়া জাহাজ লাগাইলেন। জাহাজের খাদ্য-সামগ্রী সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছিল। জাহাজের জলী-বোটও আক্রান্ত বণিক্‌দিগকে লইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তীরে যাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, গ্যারিবল্‌ডী চারিটী শূন্য পিপের উপর একটী টেবিলের চারিটী পায়া রাখিয়া, তাহার উপর বসিয়া একটী মাত্র সঙ্গী লইয়া সেই তরঙ্গময় উপকূলে গমন করিলেন। সেই অদ্ভুত দারুময় উড়ুপ তরঙ্গবেগে নৃত্য করিতে করিতে তীরে আসিয়া লাগিল। তিনি মরিস্ নামক সঙ্গীকে সেই ভেলা রক্ষার্থ নিয়োজিত করিয়া অদূরে দৃশ্যমান গৃহ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন।

সম্মুখে বিরাজিত বিশাল ‘পম্পাস্’ নামক ক্ষুদ্র বনী, গ্যারিবল্‌ডীর মনে বিস্ময় ও প্রশংসার ভাব উদ্দীপিত করিল। উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে বহু-মাইল-ব্যাপিনী ও রমণীয় তৃণ পুষ্পে পরিশোভিতা সেই ক্ষুদ্র বনীকে যেন প্রকৃতির স্বহস্তরচিত রমণীয়-ভাব-পূর্ণ গ্রন্থাবলী বলিয়া গ্যারিবল্‌ডীর মনে প্রতীতি জন্মিল। তথায় গো, মহিষ, অশ্ব, ও হরিণাদি পশুপাল সকল মনের স্ফূর্ত্তিতে স্বাধীনতার শান্তিময়ী ও বিশ্রাম-দায়িনী ছায়ায় বিস্রব্ধ মনে চরিতেছে—তাহাদিগের প্রমোদ-নৃত্যের ও অনিয়ন্ত্রিত গতির ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে সে স্থানে কেহ নাই। উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-জগতের এই অপূর্ব্ব শোভা ও চিন্তাপহারিণী স্বাধীনতা দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডীর উত্তেজনাশীল রুধির তাঁহার ধমনী-মণ্ডলে খরতর স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভগবদ্ভক্তিতে ও বিস্ময়ে তাঁহার

মন অভিভূত হইল। তখন তিনি সেই ভক্তি-গদ্‌গদ ভাবে সেই গৃহাভি মুখে ধাবিত হইলেন।

গ্যারিবল্ডী যখন সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন, গৃহস্বামী তখন গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। গৃহস্বামিনী নবাগত অতিথির যথোচিত সৎকার ও সম্বর্দ্ধনা করিলেন। গৃহ-স্বামিনী যদিও স্পেন-বাসিনী, তথাপি ইতালীয় ভাষায় অতি চমৎকার কথোপকথন করিতে পারিতেন। তাঁহার হৃদয় কবিত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বিবিধ কলায় সবিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহারা—প্রকৃতি, কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য—এই ত্রিবিধ বিষয়ের আলোচনায় এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িলেন, যে কোথা দিয়া দিবা রাত্রি গত হইল সে বিষয়ে তাঁহাদের চৈতন্য রহিল না। গরিব মরিসের কথা গ্যারিবল্ডী একবারে ভুলিয়া গেলেন। অবশেষে গৃহস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলে, গ্যারিবল্ডী বলীবর্দ্দের বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যূষে তাঁহাদিগের নিকট বিদায় হইয়া চিন্তামগ্ন সহচরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মরিস্ গোমাংসের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া বিলম্ব-জনিত সমস্ত রাগ দুঃখ ভুলিয়া গেলেন।

গ্যারিবল্ডী আসিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই একটী বলীবর্দ্দ নদী-তীরে আনীত ও হত হইল। তাহার মংস সেই টেবিলের উপর উত্তোলিত হইলে, গ্যারিবল্ডী সেই যানে আবার জাহাজে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এই জলযাত্রা ইতিহাসে একটী অদ্ভুত ঘটনা। ইহা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনই বিপজ্জনক। অনেক ঘণ্টার চেষ্টাতেও টেবিল্ জাহাজের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিল না। তখন জাহাজ নঙ্গর ও পাল তুলিয়া টেবিল-অভিমুখে ধাবিত হইয়া টেবিল্‌কে গিয়া ধরিল। জাহাজের নাবিকবৃন্দ ক্ষুধায় এরূপ কাতর হইয়াছিলেন, যে তাঁহারা টেবিল-পরিশোভী মাংস দেখিয়া সেনাপতির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

জাহাজের গতি পূর্ব্ব-মত অনিশ্চিত রহিল। কোথায় যাইলে বন্ধুবর রসেটীর দেখা পাইবেন, গ্যারিবল্ডী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এমন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, যেখানে যাইলে তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এইরূপ অনিশ্চিত ভাবনায় আকুল হইয়া গ্যারিবল্ডী ক্ষণ কাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। কিছু কাল পরেই বুদ্ধি স্থির করিয়া তিনি সেন্টফ্রেগরিও দুর্গের দিকে জাহাজ চালাইতে বলিলেন। সে দুর্গ ও স্থান হইতে ছয় মাইল উর্দ্ধে। জাহাজ দুর্গের অদূরে আসিবামাত্র দুর্গের দিক্ হইতে দুই ক্ষুদ্র জাহাজ তাঁহাদিগের দিকে আসিতে লাগিল। ইহাকে ব্রাজিলীয় রণতরি আশঙ্কা করিয়া গ্যারিবল্ডী পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে ও সহচরগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। জাহাজ সমীপবর্ত্তী হইয়া যেমন তাঁহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিল, অমনি 'অস্ত্র গ্রহণ কর' '(To arms)' এই কথায় তিনি সেই আহ্বানের উত্তর দিলেন। গ্যারিবল্ডী যেমন অস্ত্র লইতে বলিলেন, সেইরূপ নিজ জাহাজের সমস্ত পাল তুলিয়া দিতেও বলিলেন। জাহাজ স্ফীতবক্ষে যেন উড়িতে লাগিল। পশ্চাৎ দিক্ হইতে শত্রুগণ ভীষণ অগ্নি বৃষ্টি করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীর জাহাজের কর্ণধার একটী গোলার আঘাতে সমরশায়ী হইলেন। পদদলিত সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় গ্যারিবল্ডী গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বিশ্বস্ত সহচরের পতনে তাঁহার হৃদয়ে যেন শেলবিদ্ধ হইল। তাঁহার ধমনী-মণ্ডল হইতে যেন বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। সেই বৈদ্যুতিক বেগ তাঁহার সহচরবৃন্দেও সংক্রামিত হইল। এক এক জন দশ দশ জনের বল ধারণ করিল। গ্যারিবল্ডীর কামানরাজি ভীষণ অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। কর্ণধার-অভাবে তাঁহার জাহাজ ঘুরিতে লাগল। তথাপি অগ্নিবর্ষণে ক্ষান্তি নাই। শত্রুরা তাঁহাদের তিন গুণ ছিল, তথাপি তাহারা গ্যারিবল্ডীর অগ্নিস্রাবী জাহাজের নিকটে আসিতে অক্ষম হইল। জাহাজ ঘুরিতেছে দেখিয়া গ্যারিবল্ডী নিজে হাল ধরিলেন। এমন সময় একটী গোলা আসিয়া তাঁহার গ্রীবা ও কর্ণভেদ করিয়া চলিয়া গেল। অমনি তিনি অজ্ঞান হইয়া জাহাজের ডেকে পতিত হইলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মাত্র এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। শত্রুরা তিন গুণ অধিক হইয়াও ইতালীয় বীরগণের দুর্ব্বিষহ অগ্নিস্রাবে অবসন্ন হইয়া রণে ভঙ্গ

দিয়া পলায়ন করিল। তখন সেই চৈতন্য-শূন্য সেনাপতিকে লইয়া ধীরে ধীরে জাহাজ খানি নদীর ঊর্দ্ধদিকে গমন করিতে লাগিল। আর কেহ সেই দেশহিতৈষিদলকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। এ দিকে এক ঘণ্টা কাল পরে গ্যারিবল্ডীর চৈতন্য হইল। গ্যারিবল্ডী চৈতন্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় রুধিরস্রাবে তাঁহার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল—এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তদীয় সঙ্গিগণ গ্যারিবল্ডীর জীবনের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইলেন। গ্যারিবল্ডীর জীবন মরণের সঙ্গে তাঁহাদিগের অদৃষ্ট যে অবিছিন্নভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে—তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু হইলে তাঁহাদিগকে নিশ্চয় শত্রুহস্তে পতিত হইতে হইবে, এবং শত্রুরা নিশ্চয় তাঁহাদিগকে দস্যুভাবে গ্রহণ করিবে। তাঁহারা শয্যাশায়ী গ্যারিবল্ডীকে ঘিরিয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী কথা কহিতে পারিলেন না। কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা মানচিত্রে স্যাণ্টাফ (Santa Fe) নামক স্থান দেখাইয়া দিলেন। নাবিকেরা সেই দিকে জাহাজের গতি চালনা করিলেন। গ্যারিবল্ডী ভাবিলেন তথায় যাইলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেন।

জাহাজের কর্ণধার ফিওরাণ্টিনোর মৃত দেহকে তাঁহারা জলধিজলে সমাধিনিহিত করিতে বাধ্য হইলেন। ফিওরণ্টিনো সেনাপতির অতি প্রিয় হৃদয়ের বন্ধু ছিলেন। নাবিকেরা সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার মৃত দেহ জলধিজলে নিক্ষেপ করিবার সময় গ্যারিবল্ডীর যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইল। তাঁহার মনে হইল কোন্ দিন হয়ত তাঁহার মৃত দেহ এইরূপে জলধিবক্ষে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কোন হিংস্র জলজন্তুর আহার-সামগ্রী হইবে। আজ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জন্মভূমি ইতালী তাঁহার ক্ষীণ মানসদৃষ্টি-পথে পতিত হইল। তাহার প্রাকৃতিক মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য, তাহার দ্রাক্ষাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা, তাহার রমণীয় গুহানিচয়—যুগপৎ তাঁহার চিত্তপটে পতিত হইল! ভাবিলেন আর কি তিনি সে জন্মভূমি

কখন দেখিতে পাইবেন না। এই চিন্তায় অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গোয়ালেগেতে (Gualegay) বন্দী; পলায়নের চেষ্টা; এবং ধৃত হওন; বিবিধ যন্ত্রণা প্রাপ্তি; কারাবাস; কারামুক্তি; মাণ্টভিডিওতে গমন; তথা হইতে রাইওগ্রাণ্ডিতে গমন; দুই খানী জাহাজ নির্ম্মাণ করেন; লেগিউন্লেগ্ প্রেটোসের যুদ্ধ ব্যাপার; গেরিলা-নায়ক কর্ণেল মরিঙ্গোর সহিত ভীষণ যুদ্ধ; প্রকৃত-প্রণয়-কাহিনী; আরও জাহাজ নির্ম্মাণ; সেণ্ট ক্যাথেরাইন-যুদ্ধ-যাত্রা; জাহাজ ভগ্ন।

ঊনবিংশ দিবসের জলযাত্রার পর তাঁহাদিগের জাহাজ, গোয়ালেগে (Gualegay) বন্দরে আসিয়া লাগিল। জাহাজ বন্দরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে গ্যারিবল্‌ডীর বিশ্বস্ত লুইকারূণিয়ার দেখিতে পাইল অদূরে একখানি জাহাজ আসিতেছে। সেই জাহাজকে সাঙ্কেতিক চিহ্নে আহ্বান করা হইল।

জাহাজের অধিনায়ক মেহনের (Mahan) এক জন অধিবাসী। তিনি আসিয়া দেশহিতৈষিদলকে অপর্য্যাপ্ত আহারসামগ্রী দিলেন, এবং তাঁহাদিগের আহত সেনাপতিকে যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিলেন। তৎকালে এণ্টি্ বাইয়স্ প্রদেশের গবর্ণর এস্‌টেপ্, গোয়ালেগেতে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। জাহাজের অধিনায়ক গ্যারিবল্‌ডীকে তাঁহার নিকট একখান পরিচয়-পত্র দিলেন। সেই পরিচয়-পত্র লইয়া বৈপ্লবিক-দল গবর্ণরের নিকট গমন করিলেন। গবর্ণর তাঁহাদিগকে বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি নিজের চিকিৎসকের দ্বারা গ্যারিবল্‌ডীর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর গ্রীবাভ্যন্তরে এখনও গুলি ফুটিয়া ছিল। চিকিৎসক অস্ত্র দ্বারা তাহা বাহির করিলেন। ঐ সকল

হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে অসদ্ভাব নিদ্রিত ছিল, তাহা তাঁহারা ক্রমে বুঝিতে পারিলেন। গ্যারিবল্ডীর জাহাজ খানি কাড়িয়া লওয়া হইল। কিন্তু গবর্ণর গ্যারিবল্ডীর দৈনন্দিন আহারের জন্য এক ক্রাউন্ করিয়া বরাদ্দ করিয়া দিলেন। সমস্ত সহরের লোক গ্যারিবল্ডীর সবিশেষ অতিথি-সৎকার করিতে লাগিলেন।

বিউএন্স্ এয়ারেস্ প্রদেশের ডিক্টেটর রোজাসের আদেশ প্রতীক্ষায় তিনি ছয় মাস কাল সেই বন্দরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথা হইতে কোন সংবাদই আসিল না। গ্যারিবল্ডীর এ সুখের পিঞ্জরবাস আর সহ্য হইল না। তিনি এই কারাবাস পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্প কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট জানাইলে, তিনি তাঁহাকে কয়েকটী ক্ষিপ্রগামী অশ্ব ও এক জন বিশ্বস্ত পথদর্শক দিলেন। তিনি রজনী-যোগে অশ্বপৃষ্ঠে পারাণা-অভিমুখে এক নিশ্বাসে পঞ্চাশ মাইল গমন করিলেন। তিনি ইবীক পৌঁছিয়াই পথদর্শককে কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সময় গ্যারিবল্ডীর অনুসরণ করিতে করিতে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল। তাহারা তাঁহাকে বাঁধিয়া এক বেগগামী অশ্বের উপর চড়াইল, এবং অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে করিতে ভীষণ বেগে তাঁহাকে গোয়ালেগেতে ফিরাইয়া আনিল। সেই বন্ধন-অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে আসিতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত ও অস্থি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক ও ক্ষুধায় জঠরানল দগ্ধ হইতে ছিল। তাঁহার এই দুরবস্থা দেখিয়াও সেনাপতি মিলাউর (Millau) হৃদয় অনুকম্পাস্পৃষ্ট হইল না। গবর্ণর না আসিতেই সে প্রচণ্ড কশাঘাতে গ্যারিবল্ডীর ক্ষত দেহ অধিকতর ক্ষত করিয়া ফেলিল। যে বন্ধু তাঁহাকে পলায়নের জন্য অশ্ব ও সঙ্গী দিয়া সাহায্য করিয়াছিল, তাঁহার, মুখ হইতে তাঁহার নাম বাহির করিয়া লইবার জন্য সেই নৃশংস সেনাপতি তাঁহার হস্তদ্বয় বাঁধিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখিল। এই নৃশংস রাক্ষসের প্রতি গ্যারিবল্ডীর হৃদয়ে অবিমিশ্রিত ঘৃণার ভাব উদ্দীপিত

হইল। তাঁহার অন্তরের ঘৃণা দেখাইবার জন্য তিনি যন্ত্রণাদাতার মুখে নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিলেন। তাঁহার যন্ত্রণায় রক্ষকগণের মনেও দয়ার উদ্রেক হইল। নরাধম দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার বন্ধন কাটিয়া তাঁহাকে নামাইল। তাঁহার যাতনা এত অধিক হইয়াছিল যে, যখন তাঁহাকে মেজের উপর নামাইল তখন তাঁহার চৈতন্য ছিল না। সেই অবস্থায় তাঁহার হস্ত পদ শৃঙ্খলিত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল। এক জন ঘাতকের হস্তে তাঁহার রক্ষার ভার দেওয়া হইল। যদি, মিনোরা-আলিমান্-নাম্নী দেবী-প্রকৃতি একটী স্ত্রীলোক তাঁহাকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে সেই ঘাতকের নৃশংস ব্যবহারে সেই কারাগারেই গ্যারিবল্ডী সমাধিনিহিত হইতেন। রাক্ষস-প্রকৃতি মিলাউর প্রতিহিংসার উপেক্ষা করিয়া সেই বীরা রমণী প্রতিদিন সেই কারাগারে আসিয়া গ্যারিবল্ডীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে যদি মিলাউ তাঁহার কারাগার গমন রোধ করেন, তাহা হইলে তিনি তথাকার অধিবাসিবৃন্দকে তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিবেন।

যে গ্যারিবল্ডীর গুণে তথাকার সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, সেই গ্যারিবল্ডীর প্রতি এই রাক্ষসোচিত ব্যবহার হইতেছে দেখিয়া নগরের অধিবাসিবৃন্দ সেনাপতির উপর বিষম চটিয়া উঠিল। সেনাপতি, তাহাদিগের ভাব ভঙ্গি বুঝিতে পারিয়া গ্যারিবল্ডীকে বিউএনস্ আয়রেস্-রাজ্যের রাজধানী বাজাডা নগরে প্রেরণ করিলেন। অতি যন্ত্রণাময় কারাগারে দুই মাস অতীত হইল—তথাপি গ্যারিবল্ডীর মুখ হইতে তাঁহার উদ্ধার-সহায়ের নাম বাহির হইল না। বিউএনস্ আয়রেস্-রাজ রোজাস্ দেখিলেন পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের ন্যায় গ্যারিবল্ডী দমিত হইবার নহেন। তখন তাঁহাকে আর কারাবদ্ধ করিয়া রাখা বৃথা মনে করিলেন। এ দিকে দয়ার্দ্র হৃদয় গবর্ণর ইবেন্‌ও তাঁহার মুক্তির জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। অবশেষে গ্যারিবল্ডীকে কারামুক্ত করিয়া আদেশ করা হইল যে তিনি অবিলম্বে সেই রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন। গ্যারিবল্ডীও সে রাক্ষস-রাজ্য পরিত্যাগ

করিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিলেন না। কতকগুলি সমর্পিতপ্রাণ বন্ধুর সাহায্যে গ্যারিবল্‌ডী নদী বাহিয়া নিরাপদে মণ্টিভিডিওতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি দেশহিতৈষি-দলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তদীয় প্রিয় বন্ধু রসেটীও রাইওগ্রাণ্ডি হইতে আসিয়া দীর্ঘ-কাল-নিরুদ্দেশ বন্ধুর সহিত মিলিত হইলেন। মণ্টিভিড়িও গবর্ণমেণ্ট, গ্যারিবল্‌ডী কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের রণতরির পরাজয় আজও ভুলিতে পারেন নাই। এই জন্য গ্যারিবল্‌ডীকে এক মাস লুক্কায়িত থাকিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি রসেটী-সমভিব্যাহারে রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণতন্ত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সভাপতি গনজেলস্ তখন ব্রাজিল্ সেনার সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতিনিধি—গ্যারিবল্‌ডীকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন।

গ্যারিবল্‌ডী অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে সভাপতির নিকট গমন করিলেন। সভাপতি তাঁহাকে সাধারণতন্ত্রের রণতরির অধিনায়কত্ব-পদে নিযুক্ত করিলেন। সত্বরেই তাঁহার জন্য দুই খানি উৎকৃষ্ট রণতরি নির্ম্মিত হইল। যে খানির নাম রাইও পার্ডো হইল, সে খানিতে গ্যারিবল্‌ডী স্বয়ং আরোহণ করিলেন; আর যে খানির নাম রেপব্‌লিকান্ (সাধারণতান্ত্রিক) হইল, তাহাতে সেনাপতি গ্রিগ্‌স্ (Griggs) আরোহণ করিলেন।

দুইটীমাত্র কামান, কয়েকটী মাত্র বন্দুক ও কয়েক খানি মাত্র তরবারি—তাঁহাদিগের যুদ্ধের উপকরণ-সামগ্রী হইল। এই দুই খানি ক্ষুদ্র রণতরি ও সামান্য উপকরণ-সামগ্রী লইয়া তাঁহারা ব্রাজিলের ত্রিশ খানি সুসজ্জিত জাহাজ ও এক খানি ষ্টীমারের সম্মুখীন হইলেন। লেগুইন্‌স্ পেটস্ উপকূলে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধে গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার সহচরগণ অসাধারণ রণ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন। কখন তাঁহারা ভীষণ সম্মুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন, কখন বা অগ্নিস্রাবী কামানের মুখ হইতে পলাইয়া তীরস্থ বনে লুক্কায়িত থাকিয়া অব্যর্থ-সন্ধান গুলির আঘাতে শত্রুগণকে ধরাতলশায়ী করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনির্ব্বাপ্য উদ্দীপনায় সৎসহচরবৃন্দ নিরন্তর উদ্দীপিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা বনচারী অশ্ব ধরিয়া তাহার

পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক অতি তীব্র বেগে শত্রু-শিবিরের উপর পড়িয়া লুট পাট করিয়া শত্রুগণের অদৃশ্য ও অগম্য অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেন।

স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও প্রেম—গ্যারিবল্‌ডী-হৃদয়ের দুইটী প্রবল বৃত্তি ছিল। স্বাধীনতাপ্রিয়তার ন্যায় প্রেমও যে তাঁহাকে অতিমানুষ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিত, তাহার একটী দৃষ্টান্ত আমরা এখানে প্রদান করিব। ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের যথেচ্ছাচারে উৎপীড়িত হইয়া কয়েকটী পরিবার কামোকিউয়া-নামক একটী নদীর তীরে আসিয়া বসতি করে। উক্ত নদী লেগুউন্ লস্ পেটস্ উপকূল বহিয়া সাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে ডাক্তার ফেরারার কন্যা ডোনাএনের গৃহে ম্যানুএলা-নাম্নী (Manuala) একটী পরমা সুন্দরী যুবতী বাস করিতেন। ডোনাএনের গৃহে আতিথ্য-গ্রহণকালে এই যুবতীর মূর্ত্তি গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয়-দর্পণে ও গ্যারিবল্‌ডীর মূর্ত্তি যুবতীর হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল। উভয়েই উভয়ের রূপগুণে মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর গ্যারিবল্‌ডী যুদ্ধের সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। সেই যুবতীর প্রেমময়ী মূর্ত্তি এখন হইতে নাবিকবরের নিকট ধ্রুবতারার স্বরূপ হইল। গ্যারিবল্‌ডী সময় পাইলেই সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি আশ্রম বাসিমাত্রেরই—বিশেষতঃ—সেই রমণীর অতি আদরের অতিথি হইয়াছিলেন।

এক সময় তাঁহারা অবিরাম গোলাঘাতে জীর্ণ ক্ষুদ্র রণতরি দুই-খানিকে তীরে তুলিয়া ছিলেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে বিখ্যাত গেরিলা সেনানায়ক কর্ণেল মরিঙ্গো সার্দ্ধশত অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য লইয়া গ্যারিবল্‌ডীর অনুসরণে আসিতেছেন। তিনি যে গ্যারিবল্‌ডীকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দীর অধিক মনে করিয়া তাঁহার ও তৎসহচরের ধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিতেছিলেন, গ্যারিবল্‌ডী তাহা জানিতেন। এইজন্য তিনি হঠ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সবিশেষ সাবধান হইয়াছিলেন। মরিঙ্গোর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধানকারী অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা শত্রুর আগমনের কোন চিহ্ন না দেখিয়া

ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি গো অশ্বের পাল চতুর্দ্দিকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি জানিতেন যদি শত্রুরা বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলে পশুদিগের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি তাহা বুঝিতে পারিবে, ও তাহারা ভয়ে পলাইয়া আসিবে। কিন্তু তাহারাও কিছু আশঙ্কার ভাব দেখাইল না। তখন গ্যারিবল্‌ডী নিরাশঙ্ক হইয়া লোক জনকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। নিজে পাচক-মাত্র সহচর লইয়া দারুনির্ম্মিত দুর্গের অভ্যন্তরে রহিলেন। এমন সময় গেরিলারা অতর্কিত ভাবে আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। সেই দারু-দুর্গের অদূরে একটী সুদৃঢ় অট্টালিকা ছিল। তথায় এক শত বন্দুক গুলিভরা ছিল। গ্যারিবল্‌ডী ও তৎসহচর এক লম্ফে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গুলিভরাবন্দুকরাজিতে হাত দিলেন। দরজার ভিতর প্রবেশ করিবার সময় এক বর্ষার আঘাত—গ্যারিবল্‌ডীর বস্ত্রভেদ করিয়াছিল মাত্র—তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার আসিতে আর এক মিনিট বিলম্ব হইলে বর্ষাফলক তাঁহাকে মৃত্তিকাবিদ্ধ করিত। তিনি এক এক বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন, আর তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে এক একটী শত্রু ভূপতিত হইতে লাগিল। বন্দুকের শব্দে আসন্ন বিপৎ জানিয়া গ্যারিবল্‌ডীর অনুযাত্রিকগণ সবেগে আসিয়া মিলিত হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া দারুদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার ভিতর কয় খানি খড়ের ঘর ছিল। শত্রুরা তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল, এবং কাষ্ঠ-প্রাচীরের উপর উঠিয়া তাহাদিগের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। দেশহিতৈষিদল বার বার সেই আগুন নিভাইতে ও বার বার শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুরা আবার আগুন লাগাইতে লাগিল, ও আবার সেই কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীরে উঠিতে লাগিল। বীরপ্রকৃতি লুই কার্ণিগ্‌ লীয়া নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া ক্রমাগত আগুন নিভাইয়া সঙ্গিগণকে অগ্নিদগ্ধ হওয়া হইতে রক্ষা করিলেন।

এইরূপ ক্রমাগত তিন ঘণ্টা কাল উভয় পক্ষ পরস্পরের ধ্বংসের চেষ্টায় নিরত আছেন, এমন সময় গ্যারিবল্‌ডীর পাচকের হাত হইতে

একটী নির্লক্ষ্য গুলি আসিয়া গেরিলা-নায়ক কর্ণেল মরিঙ্গোর (Col. Moringue) হাতে পড়িয়া হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া দিল। তখন তিনি সেই রুধির-কর্দ্দমিত সমরক্ষেত্রে পঞ্চাদশ জনকে হত রাখিয়া অসংখ্য আহত ব্যক্তিকে বহন করিয়া লইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। দেশহিতৈষিদল রণক্ষেত্রে পাঁচ জন মাত্র হারাইলেন, ও আর তিন জন আহত ব্যক্তি আর সারিয়া উঠিতে পারিল না।

এই বিজয়ে ডোনা এনের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি এই বিজয়ের সম্মানার্থ একটী মহোৎসব দিলেন। সেই মহোৎসবের দিন গ্যারিবল্‌ডী জানিতে পারিলেন, তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যুদ্ধের সমস্ত সময় তাঁহার জন্য কিরূপ ব্যাকুল ছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আজ রণে জয় অপেক্ষা এই বিজয়োৎসবে আমার অধিকতর আনন্দ হইয়াছে। অয়ি নবপৃথিবী-ললামভূতে! আমি সতত তোমারই হইয়া ছিলাম, এবং তাহাতে আমাকেই গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু বিধাতা আমায় সে সুখের অধিকারী করেন নাই, কারণ তুমি আর এক জনের হইবে"। এই বলিয়া গ্যারিবল্‌ডী নীরব হইলেন। এই রমণী সভাপতি গঞ্জেল্‌সের এক পুত্রকে বিবাহ করিতে পূর্ব্বে স্বীকৃত হইয়া ছিলেন। এই জন্য তিনি গ্যারিবল্‌ডীর গুণে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়াও পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। রমণীর কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রেমের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। সুতরাং দুই জনে ভগ্নহৃদয়ে পরস্পরের নিকট জন্মের মত বিদায় লইলেন। এই হতাশ প্রেমে গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয় স্ত্রীজাতির প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইল। স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করা এখন হইতে তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ব্রত হইয়া উঠিল। স্বদেশের উদ্ধার-সাধন ও স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন তাঁহার হৃদয়ের দুইটী সমবল বেগ ছিল।

শত্রুরা তাঁহাদিগকে আর আক্রমণ করিল না। এই বিজয়ে উৎসাহিত হইয়া গ্যারিবল্‌ডী আর দুই খানি জাহাজ নির্ম্মাণ করাইলেন। শত্রুরা রণতরি নদীমুখে রক্ষা করিতেছিল বলিয়া, তিনি জাহাজ গুলি

স্থল-পথ দিয়া বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য কয়েক খানি প্রকাণ্ড শকট নির্ম্মাণ করাইলেন। শকট নির্ম্মিত হইলে জাহাজ-গুলি তাহার উপর চড়াইয়া বহু-সংখ্যক বলদ দ্বারা ৫৪ মাইল টানিয়া লইয়া গিয়া টামাওাই হ্রদে ফেলিলেন। সেই হ্রদের সহিত আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের যোগ ছিল। সুতরাং জাহাজ-গুলি হ্রদ দিয়া মহাসাগরে আসিয়া পড়িল। গ্যারিবল্‌ডী রাইওপার্ডো-নামক জাহাজে ও সেনাপতি জন্ গ্রিগস্ সীভাল-নামক জাহাজে যাত্রা করিলেন, এবং আর দুই খানি জাহাজ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাল তুলিয়া উপকূলের নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় দক্ষিণ দিক্ হইতে একটী প্রবল ঝটিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। জাহাজ নিশ্চয় জলমগ্ন হইবে ভাবিয়া গ্যারিবল্‌ডী ইহাকে চড়ার উপর তুলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইহাই সর্ব্বনাশের মূল হইল। চড়াভিমুখে জাহাজ যেমন চালিত হইল, অমনই একটী প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া গ্যারিবল্‌ডীর জাহাজ খানিকে উল্টাইয়া দিল। গ্যারিবল্‌ডী তখন বড় মাস্তলের উপর উঠিয়া জাহাজের গতি নির্দ্দেশ করিতে ছিলেন। তিনি বেগে দূরে প্রক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু জাহাজের নাবিকগণকে যদি বাঁচাইতে পারেন—এই আশায় তিনি সাঁতার দিয়া জলমগ্ন জাহাজের নিকট আসিলেন, যদিও কিছুই করিতে পারিলেন না। এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় তাঁহার ছয় জন সঙ্গী জলমগ্ন হইলেন। ইঁহারা সশস্ত্র সদা তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেন ও জন্মভূমির চরণে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে উদ্গতপ্রাণ বীরবর লুই কার্নিগ্‌লিয়া সর্ব্বপ্রধান। এই বীরদলের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে গ্যারিবল্‌ডী সাতিশয় কাতর হইলেন।

সেনাপতি গ্রিগ্‌স অতি সুদক্ষ নাবিক ছিলেন, এবং তাঁহার জাহাজ সীভাল্‌ও রাইওপার্ডো অপেক্ষা লঘুতর ছিল। এই জন্য তিনি তরঙ্গের অনুকূলদিকে চালাইয়া ইহাকে অতি কষ্টে রক্ষা করিলেন, এবং নিরাপদে সেণ্টক্যাথেরাইনে * উপস্থিত হইলেন।

---

* ব্রাজিল্-সম্রাট্, ভগিনীর বিবাহের সময় এই প্রদেশটী তাঁহাকে যৌতুক-স্বরূপ দিয়াছিলেন।

যে উপকূলের নিম্নে গ্যারিবল্ডীর জাহাজ জলমগ্ন হয়, সেখানকার লোক বিদ্রোহী হইয়াছিল বলিয়া তাহারা গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার অবশিষ্ট সঙ্গিগণকে সমাদরে গ্রহণ করিল। বৈপ্লবিক সেনাপতি জেনারল্ ক্যানাবারো (Gen. Canabarro) স্থল-সৈন্য লইয়া জল-সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইতে আসিতেছিলেন। গ্যারিবল্ডী অবশিষ্ট সঙ্গিগণকে লইয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের গমন বিজয়িনী সেনার অভিযানের ন্যায় হইয়া ছিল। কারণ সাম্রাজ্যতান্ত্রিকগণ তাঁহাদিগের প্রতিগ্রহণে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল। সুতরাং কেহই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। সেণ্টক্যাথারাইন্ প্রদেশের গুইলিয়ানা নগরের বাহিরে তাঁহারা অবাধে প্রবেশ করিয়া অপর্য্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদাদি যুদ্ধোপকরণসামগ্রী দখল করিয়া লইলেন, ও তথাকার বন্দরে যে তিন খানি জাহাজ ছিল তাহাও দখল করিলেন। গ্যারিবল্ডী সপ্তকামান-রক্ষিত গোএলেটী ইটা পেসিকা (Goelette Ita pasika) নামক জাহাজে উঠিয়া আবার বৈপ্লবিক নৌসেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

জলমগ্ন সঙ্গিগণের জন্য শোক; তদীয় প্রণয় ও পরিণয়; পত্নীর চরিত্র; গুপ্ত অভিযান; প্রথমে কৃতকার্য্যতা ও পরে বিপদ্; ইন্সিটিউবার রুধিরাক্ত সংগ্রাম; তাঁহার পত্নীর বীরত্ব ও সাহসিকতা; লেগিউনে ভীষণ সংঘর্ষ; তাঁহার স্ত্রীর রণনৈপুণ্য ও অসাধারণ কার্য্য-পরম্পরা; জাহাজে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড; জাহাজ দগ্ধ করিয়া পশ্চাৎপাদ হওন; গ্যারিবল্ডীর গেরিলা সেনানায়কের জীবন; তাঁহার পত্নীর জীবনের কতিপয় ঘটনা।

গ্যারিবল্ডীর রণ-বিষয়িণী প্রতিভা আবার সাধারণতন্ত্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠাপিত করিল। সমস্ত সেণ্ট্ ক্যাথেরাইন্ প্রদেশে এক্ষণে সাধারণ-তান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাপিত হইল। তাঁহার প্রিয় বন্ধু রসেটী

ইহার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া ইহার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা-স্থাপনে নিরন্তর রত রহিলেন। গ্যারিবল্ডী—তদ্গতপ্রাণ প্রিয় সহচরবৃন্দের জলমগ্ন হওয়ার পর হইতে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার হৃদয় মরুভূমি-তুল্য হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ রসেটীর সহিত তাঁহার বিশ্রামালাপ হওয়ার তত দূর সম্ভাবনা না থাকায়, তিনি অধিকতর হতাশ হইলেন। তাঁহার হৃদয়-সিংহাসন শূন্য দেখিয়া তদীয় প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা অধিকার করিয়া বসিলেন। তিনি দেখিলেন মনোমত সহধর্ম্মিণী ব্যতীত তিনি এই গ্রাসোন্মুখিনী হতাশতা-রাক্ষসীর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনের এই অংশটুকু ভীষণ তরঙ্গময়। কিছু দিন তদীয় হৃদয়ে শোক ও প্রেম আধিপত্য লাভের জন্য পরস্পর-সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। যত দিন প্রেম আধার না পাইয়াছিল, তত দিন শোক আধিপত্য করিয়াছিল। কিন্তু গ্যারিবল্ডী শোকের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য প্রেমের আধার খুঁজিতে লাগিলেন। সেই জন্য তিনি স্ত্রীজাতির সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মিশিতে লাগিলেন। অবশেষে বিধাতা অভাবনীয়রূপে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন।

যখন ব্রাজিলীয় সেনাপতি ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য শেষ চেষ্টা করিতে ছিলেন, যখন তিনি রাইওর বৈপ্লবিক অধিবাসিবৃন্দকে ধূলিসাৎ করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছিলেন, যখন রাইওনগরী শত্রুসৈন্যপরিবেষ্টিত রহিয়াছিল, এবং গ্যারিবল্ডী আনিটা নদীতে শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য নিজের রণতরি সকলের পরিচালন করিতেছিলেন, সেই উত্তেজনা-পূর্ণ সময় তাঁহার সমর-সঙ্গিনী লক্ষ্মীরূপিণী সর্ব্বাঙ্গীন-সৌষ্ঠব-শালিনী যশস্বিনী আনিটা (Anita) নদীর তীরে তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। তদীয় চিত্তফলকে সেই মোহকরী প্রতিমূর্ত্তি পতন-মাত্র চির-অঙ্কিত হইল। চারি চক্ষু যেই একত্রিত হইল, অমনি পরস্পর পরস্পরকে চক্ষুযন্ত্র সহযোগে আলিঙ্গন করিলেন। তখনই তাঁহারা বুঝিলেন যে তাঁহারা

পরস্পর পরস্পরের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন। কেহ কাহারও পরিচয় লইলেন না—অথচ পরস্পর পরস্পরকে পতি-পত্নীক ভাবে বরণ করিয়া লইলেন। ভবভূতি যে 'তারামৈত্রক চক্ষুরাগের' উল্লেখ করিয়াছেন তাহার ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না।

আনিটা তখন নদীজলে স্নান করিয়া কাপড় কাচিতেছিলেন। গ্যারিবল্ডী সমীপবর্ত্তী হইয়া আত্মপরিচয় দিয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবামাত্র, আনিটা তাঁহার জাহাজে উঠিয়া তাঁহার সহিত চলিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আনিটা কি গৃহপ্রাঙ্গনে —কি পলায়নপথে—কি পয়োধিজলে—কি রুধির-কর্দ্দমিত সমরক্ষেত্রে—ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তন করিতেন। নির্ভীকতা, অসমসাহসিকতা ও সমরপ্রিয়তায় তিনি স্বামী অপেক্ষা কিছুতেই ন্যূন ছিলেন না। যুদ্ধ-ক্ষেত্র তাঁহার নিকট ক্রীড়াপ্রাঙ্গন বলিয়া প্রতীত হইত। কোন বিপদের দৃশ্য তাঁহার অন্তরে আনন্দের ভাব উত্তেজিত করিয়া দিত। তাঁহার শারীরিক শক্তিও তাঁহার এই বীরোচিত মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্পূর্ণ উপযোগিনী ছিল। তাঁহার সহশক্তি ও সাহস, তাঁহার পতি-ভক্তি ও সতীত্ব, তাঁহার অমায়িকতা ও সৌন্দর্য্য—তাঁহাকে রমণী-কুলের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিল। বিধাতা যেন তাঁহাকে ইতালীর ভাবী উদ্ধার-কর্ত্তার সম্পূর্ণ উপযোগিনী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

তিনি ব্রাজিলের অন্তর্গত সেণ্ট ক্যাথেরাইন্ প্রদেশের ল্যাগুণা জেলার কোন সম্ভ্রান্ত গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বংশগৌরবে অন্ধ হইয়া যে পাত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন, আনিটার সহিত তাঁহার বিন্দু মাত্রও মনের মিল হয় নাই। এই জন্য আনিটা সতত বিষাদিনী থাকিতেন। আর এই জন্যই গ্যারিবল্ডী আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতেই, তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া পূর্ব্বস্বামীর জীব-দ্দশাতেই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। তাঁহাদিগের এই বিবাহ সুতরাং রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের সংমিশ্রণ। পতির অধিকার হইতে লইয়া যাওয়ার জন্য ইহাকে 'রাক্ষস' বিবাহ বলিলাম—আর ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া পরস্পর পরস্পরকে পতিপত্নীক ভাবে গ্রহণ করার জন্য ইহাকে

'গান্ধর্ব্ব' বিবাহ বলিলাম। বিবাহের প্রণালী যাহাই হউক, অত্র দম্পতীর মিলন এরূপ পরিণাম-সুখপ্রদ হইয়া থাকে। যে বিবাহের ঘটক স্বয়ং ঈশ্বর—তাহা মঙ্গলময় হইবেই হইবে। যাহার ঘটক সমাজ, তাহা মঙ্গলময় হইতেও পারে—নাও হইতে পারে। আনিটার পিতা প্রথমে তাঁহার উপর অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন গ্যারিবল্‌ডীর যশঃ-সৌরভে দশ দিক্ আমোদিত হয়, তখন তিনি তাঁহাদিগের বিবাহ অনুমোদন করিয়াছিলেন, এবং জামাতা ও কন্যাকে ক্ষমা-সূচক পত্রও লিখিয়াছিলেন।

বিধাতৃ-সংঘটিত এই শুভ পরিণয়ে আনিটার মিনোটী (Menotti) ও রিসিওটী (Recciotti) নামক দুই বীর পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। আনিটার পিতা অতিশয় সম্পত্তিশালী ছিলেন। তাঁহার দুইটী মাত্র কন্যা ছিল—তন্মধ্যে আনিটা কনিষ্ঠা। মৃত্যুকালে তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যাকেই আপনার অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া গেলেন। অপুত্রক থাকায় তিনি আনিটার কনিষ্ঠ পুত্র রিসিওটীকে দত্তক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, গ্যারিবল্‌ডীকে পত্র লেখেন। কিন্তু পুত্র সেই দূরদেশে যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রথম দর্শনের দিন হইতে আনিটা গ্যারিবল্‌ডীতে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে এক মুহূর্ত্ত তিনি তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। গ্যারিবল্‌ডীও তাঁহাকে না দেখিলে জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেন। তথাপি বিপদের আশঙ্কায় অনেক সময় তিনি আনিটাকে যুদ্ধস্থল হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। আনিটা—কি যুদ্ধক্ষেত্রে—কি বিপদ্‌-কালে—সদা স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া থাকিতেন। তাঁহার একান্ত প্রার্থনা ছিল যে স্বামি-বিরহে যেন তাঁহার এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে না হয়। এই-জন্য তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারোহণে স্বামীর পার্শ্বে পার্শ্বে ধাবিত হইতেন। এক মুহূর্ত্ত তিনি চক্ষুর অন্তরাল হইলে আনিটা উন্মাদিনী হইয়া রণক্ষেত্র আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাকে

দেখিলে গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয় রণোৎসাহে মাতিয়া উঠিত। বোধ হইত যেন গ্যারিবল্‌ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আনিটারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আনিটাকে দেখিলে ভীরুর মনেও সাহস জন্মিত। তাঁহাকে রণে অগ্রসর দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডীর পলায়মান সৈন্য আবার ফিরিয়া দাঁড়াইত। প্রত্যুতঃ তিনি, গ্যারিবল্‌ডী ও তৎ-সহচরবৃন্দের মূর্ত্তিমতী রণবিষয়িণী উদ্দীপনা স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদিগের অদ্ভুত প্রণয় দম্পতিমাত্রেরই আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

বিবাহের পরই নবদম্পতী তিনখানি রণতরি সুসজ্জিত করিয়া ব্রাজিল্ উপকূল আক্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদিগের বিবাহসজ্জা রণসজ্জায় পরিণত হইল। পথে শত্রুদের অনেকগুলি রণতরি তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। এইগুলি লইয়া তাঁহারা গৃহাভিমুখে ফিরিয়া আসিতে ছিলেন, এমন সময় একখানি রণসজ্জায় সজ্জিত শত্রু-রণতরি তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল, এবং সবেগে তাঁহাদিগের উপর পড়িয়া অপহৃত জাহাজ গুলির কাছি কাটিয়া দিয়া লইয়া গেল, কেবল একখানি মাত্র জাহাজ লইয়া যাইতে পারিল না। কারণ সেখানি ইম্বিটিউবা বন্দরের নিম্নস্থ চড়ায় বাধিয়া গিয়াছিল। উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া গ্যারিবল্‌ডীর তিনখানি জাহাজকেও সেই বন্দরে লইয়া গেল। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত না হওয়ায় তাঁহা-দিগকে সেই বন্দরেই সেই রাত্রি যাপন করিতে হইল। কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে প্রত্যুষে শত্রুদিগের সমস্ত রণতরি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে। এই আশঙ্কায় তাঁহারা সমস্ত রাত্রি কেবল যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের আশঙ্কা ফলবতী হইল। প্রত্যুষে শত্রুদিগের সমস্ত রণতরি তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। তখন উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। আনিটা এই সময়ে সর্ব্বাগ্রে শত্রুগণের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করেন। তদুত্তরে শত্রুর কামান ও বন্দুক-রাজি ভীষণ অগ্নি উদ্‌গীরণ করিতে লাগিল। সেই প্রচণ্ড ও ভীষণ অগ্নিবর্ষণে, দেখিতে দেখিতে, সাধারণতান্ত্রিক রণতরি গুলির—হাল, পাল, মাস্তুল প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া গেল। ক্রমাগত

পাঁচ ঘণ্টা কাল উত্তর দিক্ হইতে অগ্নি বৃষ্টি হইতে লাগিল। গ্যারিবল্‌ডী যতই বাধা দিতে লাগিলেন—শত্রুরা ততই উদ্দীপিত হইতে লাগিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যত ক্ষণ তাঁহার রণতরি সাগরবক্ষে ভাসিবে, তত ক্ষণ তিনি রণে ভঙ্গ দিবেন না। অবশেষে তাঁহার অনিবার্য্য সামরিক বীর্য্যে প্রতিহত ও তদীয় প্রচণ্ড অগ্ন্যগারী কামান-রাজিতে দগ্ধীভূত হইয়া সাম্রাজ্যিক রণতরি-সকল অপুনরাগমনের নিমিত্ত রণস্থল হইতে অপসৃত হইল।

আনিটা এই যুদ্ধের প্রধান নেত্রী ছিলেন। সকলেই যেন তাঁহাকে যুগপৎ সকল স্থানে দেখিতে লাগিলেন। কখন তিনি ভীরু-দিগের মনে উৎসাহবহ্নি অনুপ্রবেশিত করিয়া দিতেছেন, কখন বা কামানে বারুদ ও গোলা পুরিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিতেছেন, কখন বা আহতদিগকে রণক্ষেত্র হইতে লইয়া যাইতেছেন, এবং কখন বা মৃতদেহ সকল পুঞ্জীকৃত করিতেছেন; কিন্তু যখন যাহাই করিতেছেন—তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি একবারও তাঁহার স্বামীর উপর হইতে অপসারিত হইতেছে না। তাঁহার স্বামীর উপর শিলা-বৃষ্টির ন্যায় গুলি গোলার বৃষ্টি পতিত হইতেছিল—তিনি যেন নিজের দৃষ্টির মোহিনী-শক্তি-বলে তাহাদিগকে সরাইয়া দিতেছেন—অথবা তাহা-দিগের প্রাণাপহারক শক্তি নষ্ট করিতেছেন। মূর্ত্তিমতী রণদেবী আনিটা এইরূপে সকলেরই শুভকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় একটী গোলা আসিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ দুইটি বীর পুরুষকে বিদ্ধ, ও তাঁহাকে বাতাহতা কদলীর ন্যায় ভূপাতিত করিয়া চলিয়া গেল। তিনি ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত ও সংজ্ঞা-শূন্য হইয়াছিলেন। আনিটা তৎক্ষণাৎ তাঁহার পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন—কিন্তু তিনি আসিতে না আসিতেই গ্যারিবল্‌ডী সংজ্ঞা-লাভ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন। গ্যারিবল্‌ডী বিনীত ভাবে তাঁহাকে ক্যাবিনে যাইতে বলিলেন। কিন্তু তিনি তদুত্তরে "বলিলেন—হাঁ আমি যাইব; কিন্তু যে ভীরু কাপুরুষ-গণ যুদ্ধস্থল হইতে পলাইয়া তথায় গিয়া লুক্কায়িত আছে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া এখানে আনিবার জন্যই যাইব"। তিনি ক্যাবিনে গিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগত হইলেন,

এবং তিন জন নাবিককে তাড়াইয়া আনিলেন। তাঁহারা আনিটার সাহসিকতায় উদ্দীপিত হইয়া ও আপনাদের ভীরুতা ও কাপুরুষতায় লজ্জিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া প্রাচীন রোমকগণের ন্যায় অসাধারণ বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভীষণ সংগ্রামে জয়লক্ষ্মী অবশেষে গ্যারিবল্‌ডীর অঙ্ক-শায়িনী হইলেন। এই বিজয়ের গৌরবের অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ আনিটারই প্রাপ্য!

তাঁহারা জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মনের ভয় গেল না। প্রত্যূষে শত্রুসৈন্য আসিয়া আবার তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। সমস্ত রজনী তাঁহারা জাহাজের জীর্ণ-সংস্কার, রণে হত ব্যক্তিগণকে সমাধি-নিহিত করণ, বারুদ খানায় বারুদ পূরণ, রণে আহত ব্যক্তিগণের শুশ্রূষা করণাদি কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। পর দিন শত্রুরা আসিল না দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডী তীরে যে ব্যাটারী * পাতিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া জাহাজে আনিয়া জাহাজের নোঙ্গর তুলিয়া লেগুণ (Lagune) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সাধারণতান্ত্রিক ক্ষুদ্র রণতরিত্রয় গুইলিয়ানা বন্দরে নিরাপদে পৌঁছিল। সাম্রাজ্যতান্ত্রিকেরা এই সংবাদ পাইয়া মহাদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর প্রত্যাগমনে তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ অতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন। কিন্তু এ হর্ষ অচির-কাল-মধ্যেই বিষাদে পরিণত হইবে। গুরুতর দুর্ঘটনা এখনও তাঁহাদিগের ললাটে লিখিত রহিয়াছে।

সেণ্ট-ক্যাথেরাইন্ প্রদেশে সাধারণ-তান্ত্রিক শাসন এত নিষ্ঠুরতা ও যথেচ্ছাচার দোষে দূষিত হইয়াছিল, যে প্রজাবৃন্দ এক বাক্যে সেই সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। সেনাপতি ক্যানাবারো বিদ্রোহী প্রদেশ ও ইহার রাজধানীকে অগ্নি ও অস্ত্রে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করিতে আদেশ দিলেন। গ্যারিবল্‌ডী সাধারণতান্ত্রিক সেনার অধিনায়ক হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। তিনি সঙ্গে থাকিলে অত্যাচার কথঞ্চিৎ নিবারণ করিতে পারিবেন এই আশায় তিনি সেনাপতির আদেশের প্রতিবাদ করিলেন না। লুণ্ঠন, রুধিরপাত,

ও সতীর সতীত্বনাশ প্রভৃতি যুদ্ধের অপরিহার্য্য দুর্ঘটনা সকল স্বচক্ষে দেখিয়া গ্যারিবল্ডীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। যতদূর সাধ্য তিনি উন্মত্ত সৈন্যগণকে সংযত করিতে চেষ্টা করিলেন। গ্যারিবল্ডী প্রধান সৈন্যাবাসে আসিয়া দেখিলেন, যে প্রধান সেনা চলনোন্মুখী হইয়াছে। এমন সময় জলে ও স্থলে শত্রুসৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। সেনাপতি ক্যানাবারো—গ্যারিবল্ডীর উপর, যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ-সামগ্রী জাহাজে করিয়া লইয়া যাইবার ভার দিয়া, সসৈন্য শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। এদিকে দেখিতে দেখিতে শত্রুদিগের দ্বাবিংশ রণতরি বন্দরে আসিয়া লাগিল—এবং গ্যারিবল্ডীর ক্ষুদ্র রণতরি-ত্রয়কে ফিরাইয়া ফেলিল। গ্যারিবল্ডী স্থল-ব্যাটারী লইয়া তীরে উঠিলেন—ও তাঁহার আনিটা জাহাজে থাকিয়া জলযুদ্ধের সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। কোথায় কোন কামানটী স্থাপিত করিতে হইবে, কোথায় কাহাকে রাখিতে হইবে—আনিটা যেন রণ-নিপুণ সেনাপতির ন্যায় সে গুলির সুন্দর ব্যবস্থা করিলেন। গ্যারি-বল্ডী তদীয় রণতরি রাইওপার্ডোতে আসিয়া দেখিলেন, যুদ্ধের সমস্ত উদ্যোগ হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত প্রস্তুত দেখিয়া তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। আনিটা স্বহস্তে কামানের মুখ ঠিক করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে কামানে অগ্নিপ্রদান করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্রে সংগ্রাম অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। চতুর্দ্দিকে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—ও জাহাজের ডেক হত ও আহতে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে গ্যারিবল্ডী ও তদীয় পত্নীই কেবল অক্ষত শরীরে রহিলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র বাক্যে ও কার্য্যে ভয়বিহ্বল ও বিকট-শব্দকারী নাবিক-বৃন্দকে আশ্বস্ত ও প্রফুল্লিত করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের বিরাম নাই—শত্রুরণতরি সকল বর্ষার ন্যায় অবিরাম গোলা গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীর বীর নাবিকগণের অতি অল্পই জীবিত রহিল। তখন তিনি আরও সৈন্য পাঠাইবার জন্য সেনাপতি ক্যানাবারোকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, এবং পত্রের উত্তর আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য আনিটাকে তীরে পাঠাইলেন।

বীরা রমণী পত্রের প্রতীক্ষায় অকুতোভয়ে একাকিনী তীরে দণ্ডায়মান রহিলেন; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন ভবিষ্যতে রণস্থলে স্বামীর সহিত এরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি আর কখন থাকিবেন না। পত্রের এই উত্তর আসিল যে সেনাপতি কোন সাহায্য করিতে পারিবেন না। অধিকন্তু তিনি এই নিষ্ঠুর আদেশ পাঠাইলেন যে গ্যারিবলডীর ক্ষুদ্র রণতরিত্রয় আগুন লাগাইয়া ভস্মীভূত করিতে হইবে, এবং গ্যারিবলডী মশাল হস্তে স্বয়ং শত্রু-রণতরিতে প্রবেশ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিবার যে দুরূহ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি আরও আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, জাহাজের অস্ত্র শস্ত্র বারুদাদি দ্রব্যজাত তীরে তুলিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিতে হইবে। গ্যারিবলডী ক্ষুদ্র রণতরিগুলিকে প্রিয় সহচরের ন্যায় ভাল বাসিতেন—সুতরাং সেনাপতির এই নিষ্ঠুর আদেশে তিনি নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। কিন্তু এখন ভাবিবার সময় নাই—সুতরাং তিনি রাইওপার্ডো জাহাজের সমর-সামগ্রী তীরে তুলিবার ভার আনিটার হস্তে দিয়া—নিজে আর দুই খানি জাহাজের দ্রব্য-সামগ্রী তীরে তুলিতে গেলেন। তাঁহার এই সময়ের মনের ভাব তিনি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"সেনাপতির সেই নিষ্ঠুর আদেশ প্রতিপালন করিতে গিয়া আমাকে হত ও আহত সৈন্যের মত ও ক্ষতবিক্ষত দেহের বিকট দৃশ্য দেখিতে হইল। সেই মানব-মাংসরাশির ভীষণ দৃশ্যে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। দুঃখ ও শোকে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কত কত মস্তকবিহীন ছিন্ন ভিন্ন ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর দিয়া আমায় চলিয়া যাইতে হইল, তাহা বলিতে গাত্র শিহরিয়া উঠে। ইটাপরিল্লা জাহাজের কাপ্তেন জুয়ান এনরিকোয়েজ তাঁহার অধিকাংশ নাবিকের সহিত জাহাজের ডেকের উপর মৃত পতিত রহিয়াছেন। একটী গোলা তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মহাতপ্রাণ মদীয় প্রিয়বন্ধু সেনাপতি গ্রিগ্সের দেহ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তদীয় রণতরি সীভালের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। * * *"

সেনাপতির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে অনুষ্ঠিত হইল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে রণতরিত্রয় অগ্নিময় হইয়া উঠিল। রণে হত বীরবৃন্দ এই প্রকাণ্ড চিতানলে শায়িত হইয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিলেন। বীরের উপযুক্ত চিতানলই প্রজ্বলিত হইল। আনিটা—ভয় ও শ্রান্তি কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। জাহাজে আগুন দেওয়ার পূর্ব্বে তিনি বার বার দ্রব্যাদি লইয়া তীরে আসিয়াছেন, কিন্তু কিছু শ্রান্ত বা ভীত হয়েন নাই। শত্রুরা তাঁহার উপর অবিরত গোলা গুলি বর্ষণ করিয়াছে, আনিটা অকুতোভয়ে তাহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন। তথাপি একটী গোলা বা একটী গুলি তাঁহার গাত্র স্পর্শ করে নাই। এই জন্য লোকের মনে ক্রমে বিশ্বাস জন্মিল যে তিনি দৈবী শক্তি দ্বারা পরিরক্ষিত।

এই নিষ্ঠুর কার্য্য সমাপন করিয়া গ্যারিবল্‌ডী অবশিষ্ট নাবিক-বৃন্দ ও আনিটা সহ অদূরস্থিত সেনাপতি ক্যানাবারোর সহিত মিলিত হইলেন। রজনীর গাঢ় তিমিরে আবৃত হইয়া সেই মিলিত সেনা সেনাপতির আদেশে রাইওগ্রাণ্ডি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আজ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে গ্যারিবল্‌ডীর গেরিলা সেনানায়কের জীবন আরম্ভ হইল। সাহসী ও অনিবার্য্য-বেগ কর্ণেল্ টেক্‌সিরা (Col Texeira), সুচতুর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনামেরীয়ান্ (Senameriau), কর্ণেল্ আরানা (Aranah), অমিততেজ ও ক্লান্তিহীন কর্ণেল্ পোর্টিঙ্কো (Portinko), পরীক্ষিত ও বিশ্বাসযোগ্য মেজর গ্রেসিয়ান্টা (Gracienta), ও মেজার পার্চেটো (Perchetto), এবং সাবধান ও কৌশলী সেনাপতি বেণ্টো গঞ্জেল্‌স (Bento Gonzales)—এই সকল সাধারণতান্ত্রিক সেনাপতিগণের সঙ্গে সমানে সেই অমিততেজ অনমনীয়প্রকৃতি ইতালীয় নির্ব্বাসিতগণ যুদ্ধ করিয়াছেন; সমানে অনাহার, অনিদ্রা ও পথশ্রমজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; কখন বা আত্মরক্ষা করিতে করিতে পশ্চাদ্‌পাদ হইয়াছেন; এবং কখন বা রণে জয়লাভ করিয়াছেন। অবশেষে সকলে একত্র ব্রাজিলীয় সাম্রাজ্যের অপরিমিত বলে অভিভূত ও তাড়িত হইয়াছেন।

ইহার পর গ্যারিবল্‌ডী—কর্ণেল টেক্সিরা ও কর্ণেল আরীনার সঙ্গে কামাডিসেরোর (Cama de Serro) পার্ব্বত্য অধিবাসিবৃন্দের রক্ষার্থ গমন করিতে আদিষ্ট হইলেন; এবং বিস্ময়কর সৈন্য যোজনায় ও অদ্ভুত রণনৈপুণ্যে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুদিগের অত্যধিক সৈন্যকে পরাভূত করিলেন। ব্রাজিলীয় সেনাপতি আকুনা (Col. Acunah) পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে বাধ্য হইলেন, এবং সন্তরণ-পূর্ব্বক পেলোটাস্ নদী পার হইতে গিয়া জলমগ্ন হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য গ্যারিবল্‌ডী কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইল। এই বিজয়ে লেজেস্ (Lajes) ও ভেকেরিয়া (Vaccaria) প্রদেশদ্বয় কিয়ৎ কালের জন্য সাধারণতন্ত্রের অধীনে আসিল। পথে বিজয়দৃপ্ত সাধারণতান্ত্রিক সেনার সহিত কোরিটীবাণীতে (Coritibani) সেনাপতি মেলো (Mello) কর্ত্তৃক অধিনীত ব্রাজিলীয় সেনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অসম্বরণীয়বেগ কর্ণেল টেক্সিরা শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্য উপেক্ষা করিয়া একবারে সবেগে তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। মেলোর অধীনে পাঁচশত অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক ছিল। তথাপি সুচতুর মেলো তাঁহাদিগকে আপন কোটে আসিবার জন্য কৃত্রিম হটা হটিলেন। অধীরপ্রকৃতি নববিজয়দৃপ্ত সাধারণতান্ত্রিক সেনাপতির পক্ষে এই সামান্য রণচাতুরী যথেষ্ট হইল। জঙ্গল-মধ্যে অসংখ্য ব্রাজিলীয় সৈন্য লুকায়িত ছিল। কৌশলী মেলো পশ্চাৎ হটিতে হটিতে সাধারণ-তান্ত্রিক সৈন্যগণকে সেই জঙ্গলের নিকট লইয়া গেলেন। হঠাৎ জঙ্গল মধ্য হইতে সৈন্য বাহির হওয়ায় সাধারণতান্ত্রিক সেনা প্রথমে ভয়বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু গ্যারিবল্‌ডীর জ্বলন্ত উদ্দীপনায় তাঁহাদিগের অন্তরে সাহস প্রত্যাবৃত্ত হইল। ঘোরতর হস্তা-হস্তি ও অস্ত্রাঅস্ত্রি সমর বাধিয়া উঠিল। আপাততঃ বোধ হইল যেন সাধারণতান্ত্রিক সেনারই জয় হইল—কারণ শত্রুসেনাপতি আবার সসৈন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। কিন্তু ইহা পূর্ব্বের ন্যায় ছলনা মাত্র। সাধারণতান্ত্রিক অশ্বসেনা বহুদূর পর্য্যন্ত ব্রাজিলীয় অশ্বসেনাকে আক্রমণ করিয়া, অবশেষে ব্রাজিলীয় পদাতিক সৈন্য দ্বারা সহসা পরিবেষ্টিত হইল। তখন সাধারণতান্ত্রিক

সৈন্য আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। গ্যারিবল্‌ডী অসাধারণ রণনৈপুণ্যের সহিত শত্রুব্যূহ ভেদপূর্ব্বক একটী পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর গিয়া দারুনির্ম্মিত দুর্গ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন। এই স্থানে ক্রমে তিয়াত্তর জন সাধারণতান্ত্রিক আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সমস্ত শত্রু-অশ্ব-সেনা আসিয়া এই গিরিদুর্গকে বার বার আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী ও কর্ণেল টেক্‌সিরার অসাধারণ রণনৈপুণ্যে প্রতিবারই তাঁহারা প্রতিহত হইতে লাগিলেন; এবং অবশেষে তাঁহারা বিশৃঙ্খল হইয়া এক মাইল দূরে অবস্থিত নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই নিবিড় অরণ্যের কখন ধার দিয়া, কখন বা মধ্য দিয়া, সেই সাধারণতান্ত্রিক ক্ষুদ্রসেনা লেজেস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কারণ মূল পোর্টুয়ট সেনার সেই সময় তথায় থাকার সম্ভাবনা ছিল। এই প্রতিযান (Retreat) সেই প্রেটুয়ট সেনার অন্তরে চির-অঙ্কিত হইয়া ছিল। ইহার কষ্ট যন্ত্রণা গ্যারিবল্‌ডী স্বয়ং এই রূপে বর্ণন করিয়াছিলেন:—"আহারসামগ্রীর অভাব—নিরন্তর সমরে আমাদের সৈন্যের নিরতিশয় শারীরিক দৌর্ব্বল্য—সমুচিত যত্নের অভাবে আহত সৈন্যগণের যাতনা—এই সকল ঘটনায় এক একবার আমরা হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলাম। ক্রমাগত চারি দিন, মূলই আমাদের একমাত্র খাদ্য সামগ্রী হইয়াছিল। যে অরণ্যানী-মধ্যে মনুষ্যের পদচিহ্নমাত্র পাওয়া দুষ্কর, তাহার মধ্যে গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লওয়ার ক্লেশ ও যন্ত্রণা আমি লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। একটী অরণ্য উত্তীর্ণ হইবা মাত্র, তাহার দ্বিগুণ অরণ্য সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড শরবন সকল অনন্ত পাইন্ বৃক্ষ-শ্রেণীর নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া, যেন আমাদের গতির অনন্ত বাধা সম্পাদন করিতে লাগিল"। সেই বীরদল অনেক কষ্ট সহিয়া—অসংখ্য বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া—ক্রমাগত পাঁচ দিন হাঁটিয়া—শেষে এক খালি বাটী পাইলেন। গৃহস্বামী তাঁহাদিগের যথোচিত অতিথিসৎকার করিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা নিরাপদে লেজেজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পতিগতপ্রাণা বীরা আনিটা, যখন কোরিটীবানী সমরে পদাতিক সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থে উদ্দীপিত করিতেছিলেন, ও আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় শত্রুরা তাঁহাকে বন্দিনী করিয়া লইয়া যায়। যত ক্ষণ তিনি অশ্বারূঢ়া ছিলেন, তত ক্ষণ শত্রুরা তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই। কিন্তু যখন শত্রুসৈন্য হইতে একটী গোলা আসিয়া তাঁহার অশ্বকে ভূতলশায়ী করে, তখন শত্রুরা আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রাণেশ্বর সেই ভীষণ নরমেধযজ্ঞে বলি পড়িয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ খুঁজিতে অনুমতি পাইয়া, তিনি রণস্থল আলোড়ন করিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু কোনস্থানে তাঁহার মৃতদেহ পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন স্বামী রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এই বিশ্বাসে তিনি সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যখন রজনীর তিমিররাশি আসিয়া জগৎকে ঢাকিয়া ফেলিল, সেই সময় তিনি অদূরবর্ত্তী লোকালয়ে পলায়ন করিলেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে একটী বেগগামী সবলকায় অশ্ব প্রদান করিলেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক রজনীযোগেই নিবিড়-অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। লেজেস্ তথা হইতে যাইট্ মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি ভয়ঙ্কর বিষধরপূর্ণ, হিংস্র-জন্তুসমাকুল, সেই দুর্ভেদ্য অরণ্য-মধ্য দিয়া রজনীর গাঢ় অন্ধকারেও অকম্পিত হৃদয়ে ও নির্ভীক চিত্তে ধাবিত হইলেন। পলায়মান সাধারণতান্ত্রিক সৈন্যদিগকে ধরিবার জন্য সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সৈন্য সকল অরণ্য-পথ সকলের পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল সকল ছাইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। কিন্তু কেহই সেই অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীনা রজনী-তিমিরাবগুণ্ঠিতা পলায়মানা রমণীকে ধরিতে সাহস করিল না। কুসংস্কারাবিষ্ট সৈন্যেরা তাঁহাকে কোন নিশাচরী বা প্রেতিনী মনে করিয়া, ভয়ে তাঁহার সম্মুখ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তিনি কেনোয়াস্ (Canoas) নদী-তীরে আসিয়া দেখিলেন যে নদী বর্ষাস্ফীত হইয়া ভীষণ স্রোতোময়ী হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তিনি পলায়ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। সেই নির্ভীকা বীররমণী তদীয় অশ্বের

কেশররাজি ধরিয়া অশ্বের পার্শ্বে পার্শ্বে সাঁতার দিতে লাগিলেন। আরোহি-গত-প্রাণ অশ্ববর তাঁহাকে নিরাপদে নদীর অপর পারে লইয়া আসিল। এই বিপদসঙ্কুল পলায়ন-পথে তাঁহার চারি দিন অতীত হয়। কোন্ দিক্ লক্ষ্য করিয়া যাইলে স্বামীকে পাইবেন তাহার স্থিরতা নাই—কোথায় তিনি আছেন তাহার জ্ঞান নাই—বাধাবিপত্তির ইয়ত্তা নাই—এইরূপ অবস্থায় তিনি শুদ্ধ দৈবের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন। অবশেষে চারি দিন পরে যেন দৈব-সাহায্যে তিনি লেজেসে আসিয়া স্বামিদর্শন পাইলেন। পলায়ন-পথে এই চারি দিন দুই একটী বন্য 'বেরি' ফল ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার উদরস্থ হয় নাই। এই স্থানে পৌছিলে এক পিয়ালা কফি—সর্ব্বপ্রথম খাদ্য—তাঁহার উদরস্থ হইল। আজ স্বামীর চরণদর্শনে সতীর মৃতদেহে আবার নব-জীবনসঞ্চার হইল। আজ স্বামীর পুনর্দর্শনে তিনি সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন।

অনেক সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করায় বৈপ্লবিক সেনা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য তাঁহারা লেজেস্ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অবশিষ্ট সৈন্য রাইওগ্রাণ্ডি প্রদেশের অভিমুখে গমন করিল। সুতরাং সেই অধিত্যকা-প্রদেশ সাম্রাজ্যতান্ত্রিকদিগেরই অবিবাদিত দখলে রহিয়া গেল। সেনাপতি গ্যারিবল্ডী, পোর্টিস্কো, ও টেক্সিরা—অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া, সভাপতি বেণ্টো গঞ্জেল্‌সের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি তৎকালে মূল বৈপ্লবিক সেনা লইয়া মালাকারা (Malacara) নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে ছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ট্যাকোয়ারের যুদ্ধ—পরাজয় ও প্রতিদান—সান্ জোসের হস্তাধিকার—বিজয় ও তাহার লজ্জাজনক পরিণাম—সাধারণতান্ত্রিক সেনা প্রায় সমূলে বিনষ্ট—সান্ মেরিনোতে অবস্থিতি—আনিটার প্রথম কুমারের জন্ম—পর্ব্বতের উপরিস্থিত সান্ গেব্রীল্ নগরে সাধারণতান্ত্রিক সেনার গমন—অরণ্যে ভয়ঙ্কর কষ্টভোগ—সান্ গেব্রীলে আগমন—পশুপালকের জীবিকা গ্রহণ—মণ্টিভিডিও নগরে গমন—সেখানে কর্ম্ম-প্রাপ্তি।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের নিদাঘ-সময়ে সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সেনাপতি জর্গ (Jorge) ট্যাকোয়ারে অসংখ্য সৈন্যসহ সাধারণতান্ত্রিক সেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত চারি সহস্র পদাতিক, তিন সহস্র অশ্বারোহী ও অসংখ্য কামান ছিল। সাধারণতান্ত্রিক সেনা আসিয়া ইহার অনতিদূরস্থ পিন্হুরিনো (Pinhurino) পাহাড়ের অধিত্যকা-প্রদেশে ছাউনী করিল। তাঁহাদের সঙ্গে মোটে তিন সহস্র পদাতিক ও পাঁচশত মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। উভয় পক্ষের বাছা বাছা সৈন্য এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সমবেত হইল। বোধ হইল যেন এই যুদ্ধে সাধারণতন্ত্রের অদৃষ্টের শেষ পরীক্ষা হইবে। কিন্তু জর্গ অতি সাহসী ও রণকুশল সেনাপতি হইয়াও, কোনও অজ্ঞাত কারণে, সামান্য যুদ্ধের পর—অতি সুবিধার স্থান শত্রুদিগকে ছাড়িয়া দিয়া রজনী-যোগে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। সাধারণতান্ত্রিকেরা বীরত্ব দেখাইবার এরূপ সুযোগে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। এই জন্য তাঁহারা পলায়মান শত্রুসেনার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সেনার এক অংশের সহিত দেশহিতৈষী দলের অগ্রবর্ত্তী অংশের সাক্ষাৎ হইল। দুই দলে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। রণে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়া—রণক্ষেত্রে আপনাদিগের অর্দ্ধেককে রাখিয়া—আক্রমণকারী দেশহিতৈষিদল পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে বাধ্য হইলেন। যদি সাধারণতান্ত্রিক প্রধান সেনাপতি মূল সেনা

লইয়া তাঁহাদিগের সাহায্যে আসিতেন—তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এরূপ সাংঘাতিক পরাজয় ও অপমানের সহিত রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হইত না। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। সুতরাং সাম্রাজ্য-তান্ত্রিক সেনা ট্যাকোয়ারী নদীর তীরে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই প্রদেশ এখন অগত্যা সাম্রাজ্যতন্ত্রের অধীনতা স্বীকার করিল। এদিকে দেশহিতৈষিদল এক্ষণে 'মালাকারা' নগরে গিয়া ছাউনী করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তথায় অধিক দিনও থাকিতে সাহস না করিয়া অবশেষে বিউয়েনা ভিষ্টা (Buena Vista) নগরে প্রস্থান করিলেন।

দেশহিতৈষিদল এক্ষণে উত্তর-প্রদেশস্থ সেণ্টজোস্ নগরের হঠা-ক্রমণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই নগরের সুসংরক্ষিত দুর্গ সকল লস্পেটস্ নদীর (Los Patos) মুখে অবস্থিত—সুতরাং ঐ প্রদেশে প্রবেশ করিবার দ্বার-স্বরূপ। সাম্রাজ্যতান্ত্রিকেরা সেনাপতি জর্গের সৈন্য উপচিত করিবার জন্য এই দুর্গ হইতে সৈন্য লইয়া গিয়া ইহাকে ক্ষীণবল করিয়া ফেলিয়া ছিল। সাধারণতন্ত্র-সভাপতি গঞ্জেলস্ এই সংবাদ পাইয়া এই দুর্গের হঠাধিকার দ্বারা নিজের গমনোন্মুখী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে প্রত্যানীত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সুচারু প্ল্যান যেমন স্থিরীকৃত হইল—অমনি অনুষ্ঠিত হইল। সাধারণতান্ত্রিক সেনা প্রতিদিন পঁচিশ মাইল করিয়া চলিয়া আট দিনে সেই নগর-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বিশ্রামার্থ এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া নগরপরিখা পার হইয়া বেয়নেটের অগ্রে নগর দখল করিলেন। রণোন্মত্ত সাধারণতান্ত্রিক সেনা বিজয়ধ্বনি করিতে করিতে দুর্গ-প্রাচীরের উপর উঠিয়া লম্ফ দিয়া দুর্গাভ্যন্তরে পতিত হইয়া এক একটী করিয়া নগরের দুর্গ-সকল দখল করিয়া ফেলিল। বিজয়-লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া সাধারণ-তান্ত্রিকগণের অঙ্কশায়িনী হইলেন। কিন্তু তিনি চঞ্চলা—অধিক দিন এক স্থানে থাকিবার নহেন। সাধারণতান্ত্রিক সৈন্যেরা বিজয়-দর্পে অন্ধ হইয়া শৃঙ্খলা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল—ও নগর লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। বহু দিন হইতে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত, অর্দ্ধাশনে ক্ষীণ, ও দীন বসনে

আবৃত—সাধারণতান্ত্রিক সেনা আজ বিজয়ের দিনে—সকল শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া মনের সাধে যদৃচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইল। এই সব নষ্ট হইল। কাহারও আদেশ তাহাদিগকে সামরিক শৃঙ্খলায় আনিতে পারিল না। এ দিকে শত্রু-রণতরি সকল হইতে কামানদাজি অবিরাম গোলাবৃষ্টি করিয়া নগরের পথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, এবং নদীর অপর-পারস্থ বন্দরের মুখে অবস্থিত বারিক ও দুর্গ সকল হইতে সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সৈন্য সকল আসিয়া নগরের রক্ষা-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিল। অবিলম্বে বিজয়স্রোতস্বিনী প্রতিকূলগামিনী হইয়া সাধারণতান্ত্রিক সেনাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। অতঃপর অতিভীষণ সংহার-কার্য্য উপস্থিত হইল—এবং নিমেষ-মধ্যে সাধারণতান্ত্রিক সেনা নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য অর্দ্ধাঙ্গবিহীন হইয়া অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে বিউয়েনা ভিষ্টাতে ফিরিয়া গেল। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার উৎকৃষ্ট সৈন্যের অবশিষ্টাংশ লইয়া সেণ্টসাইমন্ সৈন্যাবাসে অবস্থিতি করিতে-লাগিলেন। সেই ভীষণ সংঘর্ষের পর গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার—কর্ম্মচারী ও সৈনিক লইয়া—চল্লিশ জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল!

দেশহিতৈষিদলের সেনামধ্যে সামরিক শৃঙ্খলা না থাকায় এই বিষময় পরিণাম ঘটিল। মুখোজ্জ্বলকারী বিজয় এইরূপে লজ্জাকর ও সর্ব্ব-সংহারী পরাজয়ে পরিণত হইল!

গ্যারিবল্‌ডীর অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী আনিটা—কি সৌভাগ্যে কি দৌর্ভাগ্যে—কি গৃহে কি রণস্থলে—সকল স্থানে ও সকল অবস্থাতেই—ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তন করিতেন। স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিলে সতী উন্মাদিনী-প্রায় হইতেন। পাছে স্বামীর মৃত্যুতে জীবিত থাকিতে হয়, পাছে স্বামীর ক্রোড়ে মরিতে না পান—এই জন্য তিনি অসংখ্য বিপদেও স্বামীকে ছাড়িয়া থাকেন নাই। তাই আজ প্রথম-গর্ভিণী আসন্নপ্রসবা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা আনিটার প্রসব-প্রতীক্ষায় গ্যারিবল্‌ডী সেণ্ট্ সাইমন্ নগরে অবস্থিত রহিলেন। আজ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর শুভ ক্ষণে ও শুভ লগ্নে আনিটা নব কুমার প্রসব করিয়া স্বামীর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। যে ইতালীয় মিনোত্তী (Menotti) জন্মভূমির উদ্ধারার্থ

আত্মবলি দিয়াছিলেন—গ্যারিবল্ডী সেই মহাপুরুষের নামে পুত্রের নামকরণ করিলেন।

আসন্নপ্রসবা আনিটা পলায়নকারী সৈন্যের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল দুর্ব্বিষহ কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ উপন্যাস-মাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যে অত্যুন্নত পতিপরায়ণতায় প্রণোদিত হইয়া সাবিত্রী স্বামীর জীবন ভিক্ষা করিবার জন্য যমালয়েও যাইতে কুণ্ঠিতা হন নাই, আজ সেই পতিপ্রাণতার বশবর্ত্তিনী হইয়াই—গ্যারিবল্ডীর জীবনসর্ব্বস্ব আনিটা—স্বামীর সঙ্গে মরণে রণে ঝাঁপ দিতেও ভীতা বা কুণ্ঠিতা হন নাই। স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিলে তাঁহার যে যন্ত্রণা হইত, তাহার সহিত তুলনায়—অনাহার, অনিদ্রা, পথশ্রম প্রভৃতি ক্লেশ তাঁহার নিকট অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার সঞ্জীবনৌষধ সঙ্গে থাকিত বলিয়া তিনি অকুতোভয়ে সৈন্যগণের সঙ্গে সমানে সকল কষ্ট সহিতে পারিতেন। যে দুরবস্থায় তাঁহার নবকুমারের জন্ম হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তথাপি হাস্যময়ী বীর-রমণীর মুখে বিন্দুমাত্র অসুখসূচক চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় নাই। সেই আসন্ন সময়ে তাঁহার সাহায্যার্থ কোন ধাত্রী বা চিকিৎসক ছিল না। ভূমিষ্ঠ কুমারকে সুখ-শায়িত করিবার জন্য কোন শয্যা ছিল না। সেই সদ্যোজাত কুমারের শুশ্রূষার জন্য কোন আয়োজন ছিল না। এমন কি তাহাকে আচ্ছাদন করিবার জন্য যৎসামান্য বস্ত্রাদিও ছিল না। তথাপি সেই পতিগতপ্রাণা বীরপত্নী একবারও অনুযোগ করেন নাই—একবারও নিজের অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করেন নাই। ধন্য আনিটা! ধন্য তোমার পতিভক্তি! ধন্য তোমার সহ্যশক্তি! ধন্য তোমার স্বাধীনতা-প্রিয়তা! ভারত-রমণী! এক দিন তোমার ভগিনী সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, দুর্গা—এইরূপ জ্বলন্ত পতিভক্তি দেখাইয়া আজও জগতে পূজিতা রহিয়াছেন। আর সে দিন দুর্গাবতী ও ঝান্সীর রাণী প্রভৃতিও যে অদ্ভুত বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন—তাহাতেও তাঁহারা নারী-জাতির আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। আনিটা—পতিভক্তি, বীরত্ব, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ও আত্মোৎসর্গের যেন জ্বলন্ত মূর্ত্তি! একাধারে এত

গুণ আর অতি অল্প রমণীতেই দেখা গিয়াছে। আদর্শ-চ্যুত আর্য্য-রমণী! যদি এই পতনের অবস্থা হইতে আপনাকে ও আর্য্যভূমিকে তুলিতে চাও ত আনিটাকে আদর্শ কর। উনবিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বগুণ-সমাবেশের এত উচ্চ আদর্শ আর পাইবে না।

কুমার ভূমিষ্ট হইলে পর সকল বিপদের আশঙ্কা অপনীত হইল। গ্যারিবল্‌ডী নবজাত শিশুর গাত্রাচ্ছাদন ও প্রাণপ্রিয়া আনিটার জীবন-ধারণোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য সেত্তেম্ব্রিনা (Settem-brina) নগরে গমন করিলেন। জলোচ্ছ্বাসে তখন সেই প্রদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। গ্যারিবল্‌ডী সেই জলরাশি ভেদ করিয়া অনেক কষ্টে সেই নগরে পৌঁছিয়া দ্রব্যাদি লইয়া অনেক দিনের কষ্টকর ভ্রমণের পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য পড়িয়া আছে—জনপ্রাণী সেখানে নাই। বীরের মস্তক ঘুরিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে তিনি অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জীবন ভার বোধ হইতে লাগিল। এমন সময় এক জন সংবাদ দিল যে, গৃহের অধিবাসীরা পলাইয়া গিয়া অদূরবর্ত্তী অরণ্যে লুক্কায়িত ভাবে আছে। তখন তাঁহার দেহে জীবন আসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, যে তাঁহার অনুপ-স্থিতির সময় গেরিলা সেনাপতি মরিঙ্গো সেই প্রদেশ আলোড়ন করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাধারণতান্ত্রিকগণকে বাহির করিয়া অনেকের প্রাণ সংহার করিয়াছে। সেই সময় আবার ভীষণ জল ঝড়ে চতুর্দ্দিক আকুলিত হইতেছিল। সেই সুযোগে জল ঝড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সেণ্ট সাইমনস্থ পরিবারবর্গ অদূরবর্ত্তী জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গ্যারিবল্‌ডী স্বয়ং লিখিয়াছেন যে তাঁহার "আনিটা প্রসবের দ্বাদশ দিবসে অর্দ্ধলগ্ন অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে আসীন হইয়া অনাচ্ছাদিত নবজাত কুমারকে সম্মুখস্থ জিনের (Saddle) উপর আড় ভাবে শুয়াইয়া—সেই নির্ম্মম জল ঝড়ের মধ্যে পলাইয়া অরণ্য-মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন"।

সেনাপতি মরিঙ্গো প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় সেই প্রদেশ উন্মূলিত করিয়া চলিয়া গেলে, সেই পরিবারমণ্ডলী সেণ্টসাইমনে ফিরিয়া

আসিল। কিন্তু ক্ষীণবল সাধারণতান্ত্রিক সেনা সেখানে আর অধিক দিন থাকা শ্রেয়ঃ মনে না করিয়া, প্রথমে ক্যাপিভারী (Capivari) নগরে গিয়া ছাউনী করিল; কিন্তু সে স্থানও নিরাপদ নহে দেখিয়া একবারে মিসনেস্ (Missiones) প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে কৃতসংকল্প হইল। গ্যারিবল্ডিনী সেনা সেনাপতি ক্যানাবারোর সৈন্য-বিভাগের সহিত মিলিত হইয়া 'সীরা ডা কামা' গিরিমালার গুহাপথ বলে ভেদ করিয়া গমন করিতে আদিষ্ট হইল। গ্যারিবল্ডীর উৎসর্গীকৃতপ্রাণ নাবিকগণ এখন তাঁহার পদাতিক সৈন্যরূপে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ-তন্ত্রিণী সেনা একবার—লেজেস্, ভেকেরিয়া, ও করিটিবাণীতে—নিবিড়-অরণ্য-সমাকুল ঘোর-গভীর-গুহা-বিদারিত এই পাহাড়শ্রেণী ভেদ করিয়া আসিয়াছিল। আবার ইহাকে সেই যমদ্বার দিয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। সভাপতি বেণ্টো গঞ্জেল্স মূল সেনা লইয়া মধ্যে চলিতে লাগিলেন। আর সেত্তেম্ব্রিনার সৈন্যগণ পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে করিতে চলিল।

সেই শোচনীয় প্রতিযানের আনুসঙ্গিক দুঃখকাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা অসাধ্য। অশন, বসন, ও জীবন-ধারণোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর যে যথোচিত অভাব হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গ্যারিবল্ডী ও আনিটাও সেই প্রতিযানকারিণী সেনার সঙ্গে থাকিয়া তাহার সমস্ত কষ্টের অংশভাগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নবজাত কুমার তখন কেবল তিন মাস উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পুত্রবৎসল পিতা সেই পুত্ররত্নকে বক্ষে করিয়া সেই বন্ধুর ও দুঃখ-পূর্ণ পথে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার আনিটা একটী অনাহারজর্জ্জ-রিত মরণাপন্ন অশ্বোপরি আসীন হইয়া কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে লাগি-লেন। অপরাপর কঙ্কালাবশিষ্ট অশ্বের উপর অপরাপর বালক ও স্ত্রীলোক চড়িয়া যাইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী নিম্ন-লিখিত প্রকারে এই প্রতিযানের শোচনীয় চিত্র প্রদান করিয়াছেন:—"আমাদের পদাতিক সৈন্যের কষ্ট বর্ণনাতীত। কারণ অশ্বারোহী সৈন্যগণ আপন আপন অশ্ব বধ করিয়া অশ্বমাংসে অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া-

ছিল; কিন্তু পদাতিক সৈন্যগণের সে সুবিধা ঘটে নাই। স্ত্রীলোকগণের অতি অল্প, এবং শিশুগণের তদপেক্ষায়ও অল্প সংখ্যা, মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বিগত-প্রাণা জননীর পার্শ্বে মৃতপ্রায় ভূপতিত শিশু সন্তানগণকে—পশ্চাদ্গামী পুরুষ সৈন্যেরা যাইবার সময় তুলিয়া লইতে লাগিল—এবং যদিও আপনারা ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, পথশ্রান্তিতে ও ভয়ঙ্কর শীতে মরণোন্মুখ হইয়াছিল—তথাপি তাহারা তাহাদিগের যত্নের বিন্দুমাত্র ক্রটি করে নাই"। 'বিপদ্ বিপদমনুবর্ত্ততে' একটী বিপৎ আর একটী বিপদের অনুবর্ত্তন করে। চতুর্দ্দিক্ বিপন্মেঘজালে অন্ধকার-ময়। তাহার উপর আবার পথদর্শকেরা পথ ভুলিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে পথের দীর্ঘতা ও কষ্টের অনুপাত বাড়িতে লাগিল। তাহার উপর দুঃখের ভরা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন পর্জ্জন্যদেব অবিরাম জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে এইরূপ নয় দিন ক্রমাগত কষ্ট সহিয়া সেই পলায়মানা দীনা ক্ষীণা সাধারণতন্ত্রিণী সেনা সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানী ভেদ করিয়া সূর্য্যদেবের মুখ দেখিতে পাইলেন; এবং পশুপাল দেখিয়া আহারের আশায় উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহারা গঞ্জেল্সের সেনার প্রতীক্ষায় ভেকারিয়ায় কিছু কাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

গঞ্জেল্সের সেনা কিছু কাল পরে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অশ্রান্ত মরিঙ্গো ও তদীয় রুধির-পিপাসু সৈন্যদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায়, তাঁহাদিগের আসিয়া পৌঁছিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। মরিঙ্গোর অবিরাম আক্রমণে তাঁহাদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছিল। অবশেষে গঞ্জেল্সের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র সৈন্য বিশৃঙ্খল ভাবে ও অতি অবসন্ন অবস্থায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তৃতীয় বিভাগ—সেন্তেস্থিনার দুর্গ-সৈন্য (Garrison)—আর ফিরিল না। গ্যারিবল্ডীর প্রিয়বন্ধু ও সহ-স্বদেশহিতৈষী (Copatriot) রসেটী, এই সেনাবিভাগের সেনাপতি ছিলেন। তিনি বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যু গ্যারিবল্ডীর নিকট বজ্রপাত-সমা বোধ হইল।

গ্যারিবল্‌ডী বুঝিলেন—তাঁহার এ অভাব আর এ জীবনে পূরণ হইবে না।

ভেকেরিয়া হইতে সাধারণতন্ত্রিণী সেনার হতাবশিষ্ট মিস্‌নেস্ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া স্যান্ গ্রেব্‌রীল্ নগরে গমন করিল, ও তথায় গিয়া সৈন্যাবাস নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

রসেটীর মৃত্যুতে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া, ও রাইওগ্রাণ্ডি সাধারণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময় দেখিয়া, গ্যারিবল্‌ডী তথাকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মণ্টিভিডিওতে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিগত ছয় বৎসর কাল তিনি এই সাধারণতন্ত্রের সুখে ও দুঃখে ইহার অধীনে কর্ম্ম করিলেন। এই কয় বৎসর কাল তিনি যে বেতন পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর পরিধানের বস্ত্রের মূল্যও উঠে নাই। যিনি বিপদে সম্পদে এই ছয় বৎসর কাল রাইওর জন্য প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই গ্যারিবল্‌ডী আজ কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া গঞ্জেল্‌সের হৃদয় ব্যথিত হইল। কিন্তু সাধারণতন্ত্রের ধনাগার আজ শূন্য। সুতরাং 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ'-আজ তাঁহার মনের সাধ মনে উঠিয়া মনেই বিলীন হইল। তিনি গ্যারিবল্‌ডীকে নগদ কিছুই দিতে পারিলেন না। তবে তিনি এই আদেশ করিলেন—যে পম্পাস্ ক্ষুদ্রবনী হইতে তিনি যত ইচ্ছা তত পশুপাল ধরিয়া লইয়া যাইতে পারেন। গ্যারিবল্‌ডী ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি একাদিক্রমে কুড়ি দিনে নয়শত পশু সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়ার্থ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দক্ষিণাভিমুখে লইয়া চলিলেন। নয়শত আরণ্য পশুকে একত্রিত করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া এক বিষম সমস্যার কথা। রাইয়োনিগ্রো পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে যাইতে সেই পশুপালের অর্দ্ধেক পলাইয়া গেল। তখন গ্যারিবল্‌ডী উপায়ান্তর না দেখিয়া অপরার্দ্ধকে বধ করিয়া তাহাদিগের চর্ম্ম ও বসা লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে গেলেন। তাহা বিক্রয় করিয়া ব্যয়-বাদে তাঁহার আড়াই শত টাকা উদ্বৃত্ত হইল। গত ছয় বৎসরের নিরন্তর শ্রমের জন্য তিনি ইহার অধিক আর কিছুই পান নাই। কিন্তু সেই স্বভাবসন্ন্যাসী

ইহাতেই পরিতৃপ্ত হইলেন। কারণ ইহাতেই তাঁহার স্ত্রী পুত্রের আপাততঃ প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্ব্বাহ হইল। তিনি ইহার অধিকের জন্যও প্রার্থী ছিলেন না।

গ্যারিবল্‌ডী নিরাপদে মণ্টিভিডিওতে পৌঁছিয়া নির্ব্বাসিত ইতালীয়-গণ কর্ত্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত হইলেন। ইতালীর অকৃতকার্য্য বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান,—ইতালীর দেশহিতৈষী বীরবৃন্দকে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করে। তাঁহাদিগের কেহ ইংলণ্ডে, কেহ ফ্রান্সে, কেহ সুইজর্লণ্ডে ও অনেকে জীবন লইয়া আমেরিকায় পলায়ন করেন। সকলেরই হৃদয়ের এক মাত্র আশা যে আবার ইতালী উঠিবে—আবার তাঁহারা আহূত হইয়া জন্মভূমির চিরলুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধার করিবার জন্য অস্ত্র-গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক ইতালীয় নির্ব্বাসিত—অন্তরে এই আশালতা পোষিত করিয়া কথঞ্চিৎ নির্ব্বাসন-ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। এই নির্ব্বাসিত দলের কতকগুলি ইউনাটেড্ ষ্টেট্‌সে গমন করিয়া সেই সাধারণতন্ত্রের অতি উচ্চ ও দায়িত্ব-পূর্ণ কর্ম্ম সকল গ্রহণ করিতে লাগি-লেন। কেহ কালেজের অধ্যাপক, কেহ অনুবাদক, কেহ সম্পাদক, কেহ কেরাণী, কেহ এজেণ্ট, কেহ বা সঙ্গীত-শাস্ত্রের অধ্যাপক হইতে লাগি-লেন। এই কারণে তাঁহাদিগের অধিক সংখ্যা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ইহার প্রথম কারণ এই যে—দক্ষিণ আমে-রিকায় দ্রব্যাদি সুলভ বলিয়া তথাকার আজীব সহজ-সাধ্য; দ্বিতীয় কারণ এই যে তৎকালে দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্র-সমবায় ব্রাজিল-সাম্রাজ্যের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তথায় থাকিলে স্বাধীনতা-সমরে দীক্ষিত হইয়া ভবিষ্যতে তাঁহারা জন্মভূমির উদ্ধার-সাধনের সহায় হইতে পারিবেন। রাইওডিলাপ্লাটা (Rio de la Plata) নদীতীরে অবস্থিত মণ্টিভিডিও নগর শুদ্ধ যে ইউরেগোয়া প্রদেশের রাজধানী বলিয়া প্রখ্যাত এরূপ নহে; সেই প্রদেশের ইহা অদ্বিতীয় বাণিজ্যস্থান বলিয়াও প্রসিদ্ধ। এই জন্যই গ্যারিবল্‌ডীর দেশস্থ অনেক নির্ব্বাসিত বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার সেই নগরে আসিয়া বসতি করেন। গ্যারিবল্‌ডীর অদ্ভুত বীরত্বের

কাহিনী পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা শ্রুত ছিলেন। এই জন্ত তাঁহারা আজ চির-পরিচিত বন্ধুর ন্যায় গ্যারিবল্ডীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু—ইতালীর সঞ্জীবন কার্য্যে—গ্যারিবল্ডীর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল বলিয়া গ্যারিবল্ডী তাঁহাদের নিকট আরও প্রিয় হইলেন।

চর্ম্ম ও বসা বিক্রয় করিয়া যে আড়াইশত টাকা হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় গ্যারিবল্ডীকে স্ত্রী ও পুত্রের ভরণ পোষণের জন্ত অচিরাৎ কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আর কোন সুযোগ উপস্থিত না থাকায় তিনি দালালী আরম্ভ করিলেন। রোমীয় রেসম হইতে ইতালীয় পোষ্টবোর্ড পর্য্যন্ত—সমস্ত পণ্যজাতের নমুনা লইয়া তিনি বাটী বাটী বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে যাহা হইত, তাহাতে তাঁহার সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না বলিয়া তিনি ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে পেয়োলা সেমৈদী (Paola Semeidi) নামক কোন ইতালীয়ের স্কুলে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইলেন।

নবম অধ্যায়।

আনুজানির সহিত বন্ধুত্ব—প্রাচ্য রণতরির (Oriental Squadron) অধিনায়কত্ব গ্রহণ—পারাণা বহিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে গমন—ভীষণ গোলা বর্ষণ—আর্জেণ্টাইন্ ফ্লোটিল্লার সহিত সাক্ষাৎ করণ—শত্রুরণতরির গতিরোধ—পারাণা নদীতীরে ভীষণ যুদ্ধ—আর্জে-ণ্টাইন্ ফ্লোটিল্লার তাঁহাদিগের পক্ষ পরিত্যাগ—জাহাজে অগ্নি-প্রদান-পূর্ব্বক নদী বাহিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে পলায়ন—করিয়েণ্টেসে অবস্থান—স্যান্ফ্রান্সিস্কোতে গমন করিতে আদেশ—আরোয়োগ্রাণ্ডির যুদ্ধ।

মণ্টিভিডিওতে যে সকল নির্ব্বাসিত ইতালীয়ের সহিত গ্যারি-বল্ডীর আত্মীয়তা জন্মে—তাহার মধ্যে আনুজানি (Anjani) বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আনুজানি ম্যাট্সিনির আদর্শে গঠিত—উদ্দীপনা-

পূর্ণ, উদ্যমশীল, রণকুশল, লক্ষ্যসাধনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, স্বাধীনতা-প্রিয়, ও স্বদেশানুরাগোদ্দীপিত। ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্‌ডীর নিম্নে এত গুণের একত্র সমাবেশ—আর অল্প ইতালীয় নির্ব্বাসিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। হৃদয়ের এরূপ ঐকতানিকতা থাকায় প্রথম-দর্শন-দিবস হইতেই তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে যেন সহোদর ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ভালবাসা গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয়ের একটী প্রধান ধর্ম্ম। তিনি স্বদেশানুরাগে উন্মত্ত ছিলেন। এই জন্য স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি-মাত্রকেই তিনি হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। বিশেষতঃ যিনি ইতালীকে স্বাধীন করিয়া রোমকে আবার ইতালীর রাজধানী করিতে চাহেন—তিনি ত গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয়ের উপাস্য দেবতা। আন্‌জানির জীবনের তাহাই লক্ষ্য ছিল বলিয়া, আন্‌জানিকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা বা বণিকের দালালী—উত্তেজনা-প্রিয় গ্যারিবল্‌ডীর অধিক দিন ভাল লাগিল না। রণস্থল গ্যারিবল্‌ডীর ক্রীড়া-প্রাঙ্গন। আনিটাও শান্তিময় জীবন অপেক্ষা তরঙ্গময় জীবন অধিকতর ভাল বাসিতেন। সুতরাং তাঁহারা রণস্থলে যাইবার সুবিধা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; এবং নিরন্তর সমরনিমগ্ন দক্ষিণ আমেরিকায় তখন সে সুবিধার অপ্রতুলও ছিল না।

মণ্টিভিডিও সাধারণতন্ত্রই তৎকালে প্রাচ্য সাধারণতন্ত্র নামে আখ্যাত হইত। যৎকালে গ্যারিবল্‌ডী দালালী ও শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন ইহার সভাপতি জেনারেল্ রিভেরা, ডিক্টেটর রোজাসের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রোজাস্ চতুর্দ্দিকস্থ সাধারণতন্ত্রকে পর্য্যুদস্ত করিয়া নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিবেন সঙ্কল্প করিয়া একে একে সকল সাধারণতন্ত্রকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিজয়দৃপ্ত সেনা মত্ত-মাতঙ্গ-দলের ন্যায় এই ক্ষণে মণ্টিভিডিও সাধারণতন্ত্র উন্মাথিত করিয়া বেড়াইতেছিল। জেনারেল্ রিভেরার সৈন্য পদে পদে সেই মহতী সেনার নিকট পরাজিত হইতে ছিল। রিভেরা সেই উন্মাথিনী সেনার গতিরোধ করিতে অক্ষম হওয়ায়,

ওরাইব্‌স্ (Ouribes) তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কদর্য্য শাসনে উত্তেজিত হইয়া উক্ত সাধারণতন্ত্রের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া রিভেরাকে আবার সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিল। ওরাইব্‌স্ পদচ্যুতিতে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া প্রবল সেনা লইয়া রিভেরার সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু রিভেরা কর্তৃক পরাস্ত হইয়া বিউয়েনস্ এয়ারেস্ (Buenos Aares) রাজ্যের অধীশ্বর রোজাসের শরণাপন্ন হইলেন। রোজাস্ তাঁহার পক্ষ সমর্থনে সম্মত হইলেন, ও তাঁহাকে আপনার সমস্ত সৈন্যের অধিনায়কত্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। রোজাস্ স্বয়ং সেই সময় মাধ্যমিক বা একত্ববাদী (Centralists or unitarians) দলের সেনাপতি লাভেল্ (Lavelle) ও পাজের (Paz) সঙ্গে সমরে নিযুক্ত ছিলেন। ওরাইব্ আসিয়া সেনাপতি লাভেল্‌কে পরাজিত ও পাজ্‌কে রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। ইহাঁদিগকে পরাজিত করিয়া ওরাইব্‌স মণ্টিভিডিয়ো অভিমুখে অভিযান করিলেন; রিভেরা এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সীমান্তবর্ত্তী নদী পার হইয়া বিউ-য়েনস্ এয়ারেস্ রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া ওরাইব্‌সের গতি রোধ করিলেন। সহস্র মাধ্যমিক সৈন্য করিয়েণ্টিস্ হইতে আসিয়া রিভেরার সহিত মিলিত হইল। এদিকে ওরাইব্‌সের সঙ্গে চতুর্দ্দশ সহস্র রণদীক্ষিত পদাতিক, অসংখ্য রণোৎসাহী অশ্বারোহী, ও অশ্বপরিচালিত অসংখ্য কামান ছিল। এই প্রবল সৈন্যের নিকট রিভেরা পরাজিত হইলেন। ওরাইব্‌স এক্ষণে মণ্টিভিডিয়ো রাজ্য আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রাচ্য সাধারণতন্ত্র এই সঙ্কট সময়ে সেনাপতি পাজ্‌কে সমবেত সাধারণতন্ত্রিণী সেনার অধিনায়ক-পদে ব্রতী করিলেন। সকল দেশের লোককেই সেই সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করা হইল, এবং সাধারণতন্ত্রের সমস্ত লোক যেন এক দেহ হইয়া সেই ঘৃণিত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল।

গ্যারিবল্ডী যখন মণ্টিভিডিয়ো রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন সেই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এইরূপ ছিল। ঘৃণিত রোজাসের যথেচ্ছাচারকাহিনী গ্যারিবল্ডী পূর্ব্ব হইতেই শ্রুত ছিলেন।

এই সুযোগ পাইয়া তিনি তাঁহার সমুচিত শাস্তি বিধানের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিশেষতঃ মণ্টিভিডিয়ো—নির্ব্বাসিত ইতালীয়বৃন্দকে যেরূপ যত্নের সহিত আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাতে মণ্টিভিডিয়োর বিপদে তাঁহাদিগের প্রাণোৎসর্গ করা উচিত। এই মহান্ ভাবে উদ্দীপিত হইয়া গ্যারিবল্‌ডী পারিবারিক সুখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আবার সমরের দুঃখ যন্ত্রণাময় জীবনে প্রবিষ্ট হইলেন। এবার তিনি আনিটাকে স্ত্রীজনোচিত গৃহকার্য্যে ও পুত্রের লালন পালনে নিযুক্ত করিয়া একাকী রণক্ষেত্রে চলিলেন।

যেমন এক্ষণে বাঙ্গালীরা নির্বীর্য্য ও ভীরু বলিয়া সকলের পরিহাস-পাত্র হইয়াছেন, সেইরূপ সেই সময়ে ইতালীয়েরা ভীরু ও নির্বীর্য্য বলিয়া জগতের কৃপার পাত্র ছিলেন। মণ্টিভিডিয়োতে উপনিবেশিত ইতালীয়গণও মণ্টিভিডিয়ো-বাসিগণকর্ত্তৃক সেই ভাবে গৃহীত হইতেন। গ্যারিবল্‌ডীর শৌর্য্য বীর্য্যে তাঁহারা কেবল গ্যারিবল্‌ডীকে বিভিন্ন ধাতুর লোক বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিতেন। কিন্তু প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যক্তি নিজের আহার নিদ্রা ও সুখ্যাতি অতিতুচ্ছ পদার্থ বলিয়া মনে করেন। সেই পরিমাণে আবার তিনি স্বদেশের নিন্দাসুখ্যাতিতে দ্রুত-সঞ্চালনীয়। গ্যারিবল্‌ডীকে কেহ ভীরু ও কাপুরুষ বলিলে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। কিন্তু 'ইতালীবাসীরা ভীরু ও কাপুরুষ,'—একথা শুনিলে তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইত। অথচ গ্যারিবল্‌ডীকে একথা সর্ব্বদাই শুনিতে হইত। জাতীয় কলঙ্কের অপনোদন-মানসে তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'ইতালীয় সৈন্যদল' (Italian Legion) প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তাঁহার নামের মোহিনী-শক্তিগুণে ও তাঁহার জ্বালা-ময়ী উদ্দীপনায় অচির-কাল-মধ্যে প্রায় আটশত নির্ব্বাসিত ইতালীয় তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি এই বলিয়া এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন যে 'যে রাজ্য অতি বিপন্ন অবস্থায় নির্ব্বাসিত ইতালীয়গণকে আতিথ্যপূর্ণ আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন,—সে রাজ্যের এই আসন্ন বিপদে প্রত্যেক

ইতালীয়ের জীবন উৎসর্গ করা উচিত'। তাঁহার এই সহৃদয় আহ্বানে কোন ইতালীয়ই উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। সকলেই একবাক্যে ইতালীর অপযশ কালিমা ক্ষালণার্থ—ও আতিথ্যের প্রতিদানার্থ—মণ্টিভিডিয়োর রক্ষার্থ গ্যারিবল্‌ডীর পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এই বিখ্যাত পতাকা মণ্টিভিডিয়োর সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ গ্যারিবল্‌ডীর জন্য সহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পতাকা কৃষ্ণ রেশমে নির্ম্মিত। ইহার উপর প্রচণ্ডধাতুনিস্রাব-উদ্গীরণকারী বিসুভিয়স্ পর্ব্বতের প্রকাণ্ড চিত্র বিচিত্র-কারুকার্য্য-খচিত। এই অপূর্ব্ব পতাকার মোহিনী শক্তি-বলে 'ইতালীয় লীজন' অজেয় হইয়া সল্‌টো সেণ্ট আণ্টোনিয়ো, কাটালাফিমি ও মিলাজো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সমরে জয়লাভ করেন। সল্‌টো সেণ্ট আণ্টোনিয়ো রণজয়ের স্মৃতি উদ্দীপিত রাখিবার জন্য মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট এই পতাকার উপরে স্বর্ণ অক্ষরে 'February 8, 1846' এই কয়টী অক্ষর অঙ্কিত করিয়া দেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারীতেই উক্ত রণে 'ইতালীয় লীজন' অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন-পূর্ব্বক জয়লাভ করেন। এই পতাকাটী গ্যারিবল্‌ডী ইউরোপে লইয়া যান। সিসিলীয় সমরে এই পতাকা, শত্রুহস্তে পতিত হয়। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী অচিরাৎ ইহার উদ্ধার সাধন করিয়া ক্যাপ্রেরাদ্বীপস্থ নিজাবাসে তাহা রাখিয়া দেন। এক্ষণে ইহা জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় রমণীয় ফ্রেমে কাচমণ্ডিত হইয়া গ্যারিবল্‌ডীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ তদীয় জামাতা সেনাপতি ক্যানজিও-র জেনোয়াস্থিত বৈঠকখানা উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে।

গ্যারিবল্‌ডী মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্টকে আপনাদিগের অভিপ্রায় জানাইলে, মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিন খানি জাহাজাধিষ্ঠিত—এক রণতরির অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন। এই তিন খানি জাহাজের নাম (১) কনেষ্টিটিউসন্ (Constitution), (২) প্রসীডা (Proceda), ও (৩) পেরেসিয়া (Perescia)। মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট গ্যারিবল্‌ডীকে এই তিন খানি জাহাজ লইয়া,রোজাস্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও

উৎপীড়িত করিয়েন্টিস্ নগরের অধিবাসিবৃন্দের সাহায্যার্থ 'পারাণা' নদী বহিয়া নদীর ঊর্দ্ধপ্রদেশে গমন করিতে আদেশ করিলেন। ওরাইব্‌স্‌কে মণ্টিভিডিয়োর আক্রমণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিবার জন্য এই সামরিক কৌশল অবলম্বন করা হয়। এই নদী অতিশয় বক্রগামিনী ও দৈর্ঘ্যে ছয় শত মাইল। ইহার উভয় তীরেই অল্প অল্প অন্তরে শত্রুদিগের অসংখ্য দুর্গ স্থাপিত। তথা হইতে অনন্ত গোলা বর্ষণে গ্যারিবল্‌ডীর গতি প্রতি পদেই প্রতিহত হইবার সম্ভাবনা। যদি তাঁহার জাহাজ-গুলি চড়ায় না বাধে, তথাপি তীরস্থ কামানরাজির অবিরাম গোলাবৃষ্টিতে সেগুলির ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। গ্যারিবল্‌ডী অনেক দূর আসিয়া বুঝিলেন যে তিনি এখন জালে পড়িয়াছেন। তিনি দেখিলেন নদীর প্রতি বক্রে (বাঁকে) ধ্বংস বা অপযশ তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। কিন্তু তাঁহার সিংহহৃদয় কিছুতেই ভীত বা দমিত হইবার নহে। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এরূপ নৈরাশ্যময় অভিযানকে গৌরবের অভিযানে পরিণত করিবেন।

শত্রুরণতরির অধিনায়ক আড্‌মিরাল্ ব্রাউন্ গ্যারিবল্‌ডীর অনুসরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি পারাণা ও ইউরুগোয়া নদীদ্বয়ের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত—মার্টিন্ গার্সিয়া (Martin garcia) নামক বন্দরের দুর্গ পার হইয়া যেমন অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি তাঁহার তিন খানি জাহাজের উপর ভীষণ গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহাতে অনেক রণদক্ষ নাবিক ও কর্ম্মচারী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এ দিকে 'কনিষ্টিটিউসন্' নামক জাহাজখানি চড়ায় বাধিয়া গেল। তাহাকে লঘুতর করিয়া ভাসাইবার জন্য তাহার দ্রব্যসামগ্রীগুলি 'প্রোসিডা' নামক জাহাজে তুলিতে হইল। সেই দুর্ব্বহ ভারে সে জাহাজখানিও এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিল। কেবল 'পেরেমিয়া' মাত্র কর্ম্মণ্য রহিল। এই অবস্থায় সাত খানি শত্রু-রণতরি তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। যখন নৈরাশ্যের মেঘে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইল, তখন যেন কোন দৈবীশক্তি তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ হইলেন। এই সময় আড্‌মিরাল্ ব্রাউনের রণতরি—যাহা শত্রুপতাকা ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে

চলিতেছিল—চড়ায় বাধিয়া গেল। ইহা সঙ্কীর্ণ নদীর বক্ষঃস্থল জুড়িয়া থাকায় পশ্চাদ্বর্ত্তী শত্রুরণতরিষট্‌ক অগ্রসর হইতে পারিল না। সুতরাং অগ্রবর্ত্তী জাহাজের ভাসিয়া উঠার প্রতীক্ষায় পশ্চাদ্বর্ত্তী জাহাজগুলিকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। ইহাতেই সে যাত্রায় গ্যারিবল্ডীর রণতরি পূর্ণধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল। কারণ সেই অবসরে 'কনিষ্টিটিউসন্' ও ভাসিয়া উঠিল—ও প্রোসিডা হইতে তাহার দ্রব্যসামগ্রীও তাহাতে তোলা হইল। গ্যারিবল্ডীর তিনখানি জাহাজই অতঃপর যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। এ দিকে বিধাতা গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার অনুযাত্রিকবর্গকে শত্রুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যেন স্বর্গ হইতে তাঁহাদিগের উপর দুর্ভেদ্য কুজ্‌ঝটিকারূপ আবরণ প্রক্ষেপ করিলেন। সেই দৈব আবরণে আবৃত থাকিয়া অনুকূল বায়ুর সাহায্যে তাঁহারা অতি বেগে নদীর উর্দ্ধদেশে চলিলেন। নদী-পথে স্যান্ নিকোলাস্ (San Nicholas) বন্দরে অনেকগুলি বাণিজ্যতরি তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। যে বাজাডা নগরে গ্যারিবল্ডী পূর্ব্বে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তথায় আসিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য কামানসকল মুখব্যাদান করিয়া আছে। কিন্তু অনুকূল বায়ু আবার তাঁহার সাহায্যার্থ আসিল। তাঁহার জাহাজসকল পালভরে যেন স্ফীতবক্ষে শত্রুর কামানগুলিকে পরিহাস করিতে করিতে দ্রুত চলিয়া গেল। প্রতি বন্দরেই তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য ব্যাটারী সংস্থাপিত করা হইয়াছিল। প্রতি স্থানেই প্রায় অনুকূল বায়ুর সাহায্যে তাঁহারা কামানের লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। দুই এক স্থলে মাত্র ঈষৎ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেরিটো বন্দরে (Cerito) একটী তীব্র যুদ্ধে তাঁহারা ছয়টী কামানকে নীরব করিয়া অনেকগুলি পণ্যজাতপূর্ণ বাণিজ্য জাহাজ অধিকার করিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের খাদ্যাদির যে অভাব ছিল, তাহার পূরণ হইল।

ক্যাভালো কোয়াটিয়া (Cavallo-quattia) নগরে সাধারণতান্ত্রিক ফ্লোটিলা * আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইল। এই মিলিত রণতরি ব্রেভা (Brava) উপকূল পর্য্যন্ত নদী বহিয়া চলিল। কিন্তু

ব্রেভা উপকূলে উত্তীর্ণ হইয়া নদীর অগভীরতা নিবন্ধন তাঁহাদিগকে জোয়ারের প্রতীক্ষায় কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে হইল। এই সুযোগে আড্‌মিরাল্ ব্রাউন তাঁহার রণতরি লইয়া তাঁহাদিগের দিকে সবেগে আসিতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার জাহাজগুলিকে যুদ্ধার্থ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নদীর এ পার ও পার জুড়িয়া স্রোতের সমকোণ-ভাবে রাখিলেন। যখন জলসেনাপতি ব্রাউন্ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনার্থ যুদ্ধের সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত হইয়াছিল। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য নদীতীরে কামানরাজি গোলাপূর্ণ করিয়া ও পদাতিক সৈন্যসকলকে বারুদ-গুলি-পূর্ণ বন্দুক হস্তে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে প্রত্যূষে উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। সমস্ত দিন অবিশ্রামে যুদ্ধ চলিয়াছিল। উভয় পক্ষেই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছিল। কেবল রজনী আসিয়া যুদ্ধের ক্ষণিক বিরাম সংঘটিত করিল। এই যুদ্ধে গ্যারিবল্‌ডীর রণতরিসকল ছিন্ন ভিন্ন হয়, ও ইহাদের বীর নাবিকবৃন্দ ও কর্ম্মচারিগণের অধিকাংশ হত বা আহত হন। রজনীর অন্ধকারে সেই হতাবশিষ্ট ক্লান্ত বীরবৃন্দ শৃঙ্খল কাটিয়া গুলি প্রস্তুত করণে ও জাহাজের জীর্ণসংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। প্রত্যূষে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের উদ্যোগে নিযুক্ত থাকায় সমস্ত রাত্রি তাঁহারা একবারে চক্ষু মুদিত করিতে পারেন নাই। গ্যারিবল্‌ডী আর্জেণ্টাইন্ তরিগুলিকে পশ্চাদ্ভাগে সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন—অভিপ্রায় এই যে যদি তাঁহাদের যুদ্ধে পরাজয় হয়, সেই তরিতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা দ্রুত পলায়ন করিবেন। আর যদি পরাজয়ও না হয়, তথাপি যুদ্ধের গাঢ়তার সময় এগুলি তাঁহাদের বিশেষ সাহায্যে আসিবে। রাত্রিতে গ্যারিবল্‌ডী আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষা কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করিবার জন্য যখন কমাণ্ডারের অনুসন্ধান করিলেন, তখন জানিতে পারিলেন যে ভীরু কমাণ্ডার যুদ্ধের সময় পলায়ন করিয়াছে। এই সংবাদে জয়লাভ-বিষয়ে গ্যারিবল্‌ডী একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এখন তিনি পলায়ন ব্যতীত আর গত্যন্তর দেখিলেন না। প্রত্যূষে যুদ্ধ

বাধিল বটে; কিন্তু গ্যারিবল্‌ডীর নাবিকবৃন্দের শারীরিক দৌর্ব্বল্য, গোলাগুলির অভাব, জাহাজগুলির ভগ্ন ও মজ্জনোন্মুখী অবস্থা—এই সমস্ত প্রতিকূল ঘটনাবলী সমবেত হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল ইহা চালাইতে দিল না। গ্যারিবল্‌ডী তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া জাহাজগুলিতে আগুন লাগাইয়া, সবলে কোরিয়েণ্টিস্‌ অভিমুখে যাত্রা করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। বিজয়দৃপ্ত শত্রুসৈন্যের অবিরাম অগ্নিবর্ষণের মধ্যেই তিনি নাবিকবৃন্দকে, আহত ব্যক্তিগণকে খাদ্যসামগ্রীসহ ছোট ছোট বোটে তুলিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। যে সকল আহত ব্যক্তিগণের জীবনের কোন আশা ছিল না,—তৎকালীন সামরিক প্রথা অনুসারে তাঁহারা আপন বন্ধু বান্ধব দ্বারা আপনাদের যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান করাইয়া লইলেন। সকলেই নিরাপদে পৌঁছিলে একখানি বোট হইতে গ্যারিবল্‌ডী স্বয়ং জাহাজগুলিতে অগ্নি প্রদান করিয়া সর্ব্বশেষে ঊর্দ্ধপ্রদেশে পলায়ন করিলেন। শত্রু-কামানরাজির গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে ও জাহাজগুলির জ্বালাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে গ্যারিবল্‌ডীর ক্ষুদ্র বোটগুলি ঊর্দ্ধাভিমুখে চলিতে লাগিল। গ্যারিবল্‌ডীর জাহাজগুলি একে একে সকলই ভস্মসাৎ হইল—তাঁহার বড় সাধের 'কনিষ্টিটিউসন্‌' নামক জাহাজ খানি সকলের শেষে দগ্ধ হইল। সেই জাহাজে বারুদখানা ছিল—তাহাতে যখন আগুন লাগিল, তখন এক ভীষণ গগনবিদারী শব্দ উত্থিত হইল। বোধ হইল যেন আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়স্‌ শত বর্ষের নিদ্রার পর আবার ধাতুনিস্রব নির্গত করিতে লাগিল। জাহাজগুলি ভস্মসাৎ হইয়া গেলে সহসা চতুর্দ্দিক্‌ নিস্তব্ধ হইল—প্রবল ঝটিকার পর যে নিস্তব্ধ ভাব, এ সেইরূপ নিস্তব্ধভাব! সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল জলের কল কল ধ্বনি ও গ্যারিবল্‌ডীর ক্ষুদ্র বোটগুলির দাঁড়ের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। জুনমাসের প্রচণ্ড দিবসদ্বয়ের সেই ভীষণ বিপৎ-পাতের পর এই নিস্তব্ধভাব—ও এই শান্তি—গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার নাবিকবৃন্দের নিকট অতি মধুর লাগিয়াছিল।

নাবিকবৃন্দ অবশেষে নিরাপদে করিয়েণ্টিস্‌ গ্রামমণ্ডলীতে পৌঁছি-

লেন, ও তথাকার অধিবাসিবৃন্দ কর্ত্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত হইলেন। সেখানে তাঁহারা অনেক মাস ধরিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে গ্যারিবল্‌ডী উরুগোয়ের প্রধান বৈপ্লবিক কেন্দ্র সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে রিভেরার সাহায্যার্থ গমন করিবার জন্য মণ্টিভিডিয়ো হইতে আদেশ পাইলেন। মহা উৎসাহের সহিত এই আদেশ গৃহীত হইল, ও অবিলম্বে গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা উরুগোয়ে নদী বাহিয়া সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় অনেক-গুলি রণতরি গ্যারিবল্‌ডীর আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। রিভেরা তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই প্রতিদ্বন্দ্বী ওরাইবসের গতিরোধ করিবার জন্য এণ্টি রাইয়োস্ (Entre-Rios) নগরে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত নগরের অদূরে সুপ্রসিদ্ধ অরোয়ো-গ্রাণ্ডি (Arroyo-Grande) যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সাধারণতন্ত্র ও ইঁহার মিত্র-মণ্ডলীর অত্যুৎকৃষ্ট সেনার চিহ্ন পর্য্যন্ত প্রায় লোপ হয়। সেই সঙ্গে সাধারণতন্ত্রের আশালতা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হয়। গ্যারি-বল্‌ডী অসংখ্য সৈন্য লইয়া রিভেরার সাহায্যার্থে নদীর নিম্নাভি-মুখে গমন করেন। কিন্তু তিনি যখন যুদ্ধস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই মহতী সেনার চিহ্ন পর্য্যন্তও ছিল না। তখন তিনি মন্থর গতিতে ভগ্ন হৃদয়ে সানফ্রান্সিস্‌কোতে প্রত্যাগত হইলেন; বুঝিলেন সাধারণতন্ত্রের সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরদিনের মত অস্তগত হইল। গ্যারিবল্‌ডী তথায় চতুর্দ্দিক হইতে সঙ্কলিত যুদ্ধের উপকরণ ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর পরিরক্ষণে নিয়োজিত হইলেন। এরূপ পরিরক্ষণ একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, কারণ লুণ্ঠনপ্রয়াসী শত্রুরা তখন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদিগকে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত শক্তি মণ্টিভিডিয়োতে কেন্দ্রস্থ করিতে হইয়াছিল। কারণ সংবাদ আসিয়া-ছিল যে শত্রুরা মণ্টিভিডিয়ো আক্রমণ করিবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আসিবার পূর্ব্বে গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার জাহাজগুলিতে অগ্নি প্রদান করিয়া আসিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী

তদনুসারে বড় বড় জাহাজগুলিতে আগুন লাগাইয়া উপরিস্থ প্রদেশের গ্রাম নগরাদির ধ্বংসবিধানার্থ শত্রুগণের ঊর্দ্ধপ্রদেশাভিযান নিবারণ কারবার জন্য ছোট ছোট জাহাজগুলিকে জলমগ্ন করিয়া দিলেন। তাহার পর নাবিকগণকে আবার পদাতিকসৈন্যে পরিণত করিয়া তিনি মণ্টিভিডিয়ো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মণ্টিভিডিয়োর অধিবাসিগণ এক্ষণে পূর্ণধ্বংস হইতে সাধারণ-তন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য আবাল বৃদ্ধ বণিতা যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। নিষ্ঠুর ওরাইব্‌সের ও তদীয় নরশোণিতপিপাসু অর্থগৃধ্নু সেনার সম্ভাব্য অত্যাচারের কল্পনায় প্রত্যেকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন সমস্ত সাধারণতন্ত্র যেন একদেহীর ন্যায় বলিয়া উঠিল 'মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্, শরীরং বা পাতয়েয়ম্'—হয় এই সাধনায় সিদ্ধ হইব, নয় ইহাতে প্রাণত্যাগ করিব। নগরবাসীরা তখন একবাক্যে সেনাপতি পাজ্‌কে নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যানয়ন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহাকে আনাইয়া তাঁহার হস্তে সকলে নগর-রক্ষার ভার অর্পণ করিল। তিনি আসিয়া কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, কি ধনী কি নির্ধন, সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায় হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোক লইয়া একটী অজেয় নারায়ণী সেনা প্রস্তুত করিলেন। এই নারায়ণী সেনা আট বৎসর কাল শত্রুদিগের সংখ্যাতীত সৈন্যকে মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ-বীর্য্য সর্পের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছিল। স্বাধীনতার জন্য জগতে যত অবদানপরম্পরা এযাবৎ কাল অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, এই অলৌকিক সেনার অবদান-পরম্পরা ইতিহাসে সে সকলের মধ্যে অতি উচ্চস্থান পাইবে।

সাগরের দিক্ রক্ষা করিবার জন্য ভাসমান রণতরি নির্ম্মাণ করিয়া লইবার জন্য গ্যারিবল্‌ডীর উপর আদেশ হইল। এদিকে সেনাপতি পাজ্ নগর রক্ষার জন্য নগরকে দুর্গরক্ষিত প্রাচীরমালায় বেষ্টিত করিলেন। এ দিকে অস্ত্র, শস্ত্র, বারুদ, গুলি গোলা, ও সৈনিক পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে কল কারখানায় কার্য্যারম্ভ হইল। যে সকল বড় বড় কামান বহুশতাব্দী ধরিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া-

ছিল—সেগুলি এখন শকটে আরোপিত হইল। সকলেরই কেবল এক মাত্র চিন্তা—নগরের রক্ষণ। নগররক্ষার জন্য সেই সাধারণতন্ত্রের লোকের প্রতিভা ও কার্য্যকারিণী শক্তির অনুরূপ কোন উদ্যোগেরই ত্রুটি রহিল না। এদিকে সমুদ্রের রক্ষার জন্য গ্যারিবল্‌ডীও যতগুলি জাহাজ সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা লইয়াই একটী ভাসমান রণতরি সংগঠিত করিলেন। জাহাজে রাখিবার জন্য পর্য্যাপ্ত কামান ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় শত্রুদের একখানি রণতরি মণ্টি-ভিডিয়ো অভিমুখে আসিতে আসিতে বন্দরের সম্মুখের চড়ায় বাধিয়া যায়। গ্যারিবল্‌ডী অল্প যুদ্ধ করিয়াই সেই জাহাজখানি হস্তগত করিলেন, ও তাহার কামান তুলিয়া নিজের জাহাজে বসাইলেন।

দশম অধ্যায়।

মণ্টিভিডিয়ো অবরুদ্ধ—জলযুদ্ধের আয়োজন—ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যস্থতা—আনুস্বাণীর লীজন্‌ সেনার কমাণ্ডারের পদে নিয়োগ—সেই সেনার অদ্ভুত কার্য্যকলাপ ও সর্ব্বসাধারণ কর্তৃক সগৌরবে পরিগ্রহ—ইউরুগোয়ে নদীর উর্দ্ধপ্রদেশে অভিযান—ও তাহার কৃতকার্য্যতা—সল্‌টোনগরের দুর্গ-পরিরক্ষিতীকরণ—সান্‌আণ্টোনিয়ো-ক্ষেত্রের অসাধারণ যুদ্ধ—গ্যারিবল্‌ডীর লীজনের বিস্ময়জনক বীরত্ব—ইহার কৃতকার্য্যতা ও জগতে ইহার যশোঘোষণা।

নগররক্ষার এই সকল আয়োজন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত করা হইল। তথাপি সমস্ত প্রস্তুত হইতে না হইতেই শত্রুসৈন্য নগরের অদূরবর্ত্তী অধিত্যকাপ্রদেশে আসিয়া শিবির-সন্নিবেশ করিল। কিন্তু তাহারা কামানাগ্রে নগরের দুর্গ সকল দখল করিবার কোন চেষ্টা করিল না। কেবল নগরবাসিগণকে ত্রস্ত ব্যস্ত রাখিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল মধ্যে মধ্যে রজনীর অন্ধকারে নগরের বিশেষ বিশেষ স্থান আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ওরাইব্‌স প্রকাশ্য সাধারণ সমরে

নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করিতে সাহস করিলেন না। বিশেষতঃ তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে তিনি যদি আজ বিজয়ী হইয়া নগরবাসিগণকে হত্যা করেন, তাহা হইলে সমবেত জাতির ভীষণ প্রতিহিংসা তাঁহার বিরুদ্ধে উদ্দীপিত হইবে। এই ভয়ে ও জয় পরাজয়ের অনিশ্চিততা নিবন্ধন, তিনি প্রকাশ্য যুদ্ধে নিজের অঙ্কগতা সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে পরীক্ষার্থ অবতারিত করিতে সাহস করিলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার সুসজ্জিতা শৃঙ্খলাবতী মহতী সেনা দেখিয়াই নগরবাসীরা তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবে। কিন্তু তাহা ঘটিল না। রণোন্মত্ত গ্যারিবল্ডিনী সেনা তদীয় যুদ্ধার্থ আহ্বানের উত্তর দিল। আর গ্যারিবল্ডীর সেই সুশৃঙ্খলিত সুসজ্জিত ও সুব্যবস্থিত ক্ষুদ্র রণতরিগুলি সেই অবরোধকারিণী সেনার উপর নিরন্তর গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া তাহাকে কম্পান্বিত-কলেবর করিয়া তুলিল। এদিকে জলপথে এড্‌মিরাল্ ব্রাউন্ বৃহৎ রণতরি সকল লইয়া নদীমুখ আবদ্ধ করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী তাঁহার ক্ষুদ্র রণতরিগুলি লইয়া ব্রাউনের ব্যূহ ভেদ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এ অসম বিষম জলযুদ্ধের পরিণাম দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক নদীতীরে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু ব্রাউন্ এই সংঘর্ষের সাংঘাতিক পরিণাম আশঙ্কা করিয়া, রণতরিগুলি লইয়া পলায়ন করিলেন। সেই সময়েই গ্যারিবল্ডীর পাঁচ শত বন্দুকধারী সৈন্য সুদক্ষ অধিনায়কের অধীনে ওরাইব্‌সের সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু অধিনয়ন-কার্য্যের ত্রুটির জন্য তাঁহারা অতিনির্লজ্জ-ভাবে যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। গ্যারিবল্ডী এই কারণে তাহার প্রিয় বন্ধু আন্‌জানিকে—যাঁহার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি—স্থল-সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই ইতালীয় পেট্রিয়ট্ স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় আসিয়া বসতি করেন। তিনি অনেক বার তথায় স্বাধীনতার স্বাপক্ষ্যে অস্ত্রধারণ করেন—এবং অবশেষে তিনি অস্ত্রক্ষতে ও বীরগৌরবে বিভূষিত হইয়া সমর-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া মণ্টিভিডিয়োর কোন বাণিজ্যীয়

হাউসের কার্য্যাধ্যক্ষ হন। আনজানি বন্ধুর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন ও তদীয় লীজন্ সেনার সৈন্যাপত্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে ও অপূর্ব্ব রণকৌশল-শিক্ষায় সেই বিশৃঙ্খল ও নির্বীর্য্য সৈন্য অল্প দিনের মধ্যে সুশৃঙ্খলতা ও সাহসিকতার আদর্শ-স্বরূপ হইল। তিনি গ্যারিবল্ডীর নিম্নেই সেই নারায়ণী সেনার উপাস্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইলেন।

আনজানির পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গ্যারিবল্ডী নিজ লীজনের প্রথম অপযশ-কালিমা ক্ষালণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে লইয়া স্বয়ং ওরাইব্সের সেনাকে আক্রমণ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ-মার্চ্চ, মণ্টিভিডিয়ো নগরের অদূরে সেরিটোক্ষেত্রে- (Cerito) উভয় সেনা পরস্পরের সম্মুখীন হয়। শত্রুসেনা তখন প্রচণ্ড বেগে গ্যারিবল্ডীর সেনার উপর আসিয়া পড়ে। জলনিধির উর্ম্মিমালা গিরি-পাদমূলে আসিয়া পড়িলে যেমন চূর্ণীকৃত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেইরূপ ওরাইব্সের সেনা গ্যারিবল্ডীর সেনার বেয়োনেটের উপর আসিয়া পড়িয়া, খণ্ড বিখণ্ড হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট এই-বিজয়ের জন্য, গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার সৈন্যগণকে প্রকাশ্যরূপে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে এক অপূর্ব্ব পতাকা উপহার প্রদান করেন। আমরা পূর্ব্বেই, পাঠকগণকে জানাইয়াছি যে এই পতাকা মণ্টিভিডিয়োর সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ—গ্যারিবল্ডীর জন্য স্বহস্তে নির্ম্মাণ করেন। ইতালীর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ইহার উপর ধাতু-নিস্রবোদ্গীরণকারী অগ্নেয় গিরি বিসুভিয়সের বিস্ময়োদ্দীপক প্রতিমূর্ত্তি কারুকার্য্য-খচিত হয়। সেই বৎসরের মে মাসে মণ্টিভিডিয়ো শাসন-সমিতি প্রকাশ্য স্থলে মহা-সমারোহে গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার লীজন্ সেনাকে এই পতাকা উপহার দেন। স্যাকেট্রো (Sacetro) নামক এক জন বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক যুবক বীর এই পতাকা রণস্থলে বহন করিবার ভার প্রাপ্ত হন। গ্যারি-বল্ডীর সেই নারায়ণী সেনা এই পতাকার ছায়ায় দাঁড়াইয়া যে কত কত সমরে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

ইত্যবসরে সংবাদ আসিল যে শত্রুরা লিবার্টাড্ (Libertad) দ্বীপ

দখল করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। আশা যে এই দ্বীপ দখল করিতে পারিলে, তাঁহারা সিনো (Ceno) নগরের দুর্গের হঠ-গ্রহণে সমর্থ হইবেন — এবং তাহা হইলে মণ্টিভিডিয়ো তাঁহাদিগের কামানের মুখে পড়িবে। এই সংবাদে মিণ্টিভিডি-য়োর অধিবাসিবৃন্দ ভয়ব্যাকুলিত হইল, ও উক্ত দ্বীপের রক্ষার জন্য গ্যারিবল্ডীকে তথায় প্রেরণ করিল। তদনুসারে গ্যারিবল্ডী তথায় গমন করিয়া দ্বীপের চতুর্দ্দিকে কামানরাজি সুসজ্জিত করি-লেন, এবং নিজে ছোট ছোট কামানগুলি রণতরিতে তুলিয়া আক্র-মণোদ্যত শত্রুরণতরির অনুসরণ করিলেন। উভয় পক্ষে শীঘ্র অতি ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, এবং সেই সংঘর্ষে সম্ভবতঃ গ্যারিবল্ডীর রণতরি সকল চূর্ণীকৃত হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া ইংরাজ রণতরির অধ্যক্ষ কমোডোর ইঙ্গেল্ফিল্ড (Commodore Ingle-field) যিনি ইংরাজ বাণিজ্য-রক্ষার্থে তথায় নিয়োজিত ছিলেন—উচ্চভাব-প্রণোদিত হইয়া গ্যারিবল্ডীর রক্ষার জন্য তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন— এবং এড্মিরাল্ ব্রাউন্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন যে যদি তিনি এই আক্র-মণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে তিনি সমস্ত ইংরাজ-রণতরি লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। এই সামরিক মধ্যবর্ত্তিতায় গ্যারি-বল্ডীর রণতরি সকল পূর্ণ ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল। মণ্টিভিডিয়ো-বাসীরা এই সাহায্যকে যেন ঈশ্বর-প্রেরিত সাহায্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এক্ষণে আশা পাইলেন যে এড্মিরাল্ ব্রাউন্ আবার তাঁহাদিগের আক্রমণে আসিলে ইংরাজ ও ফরাসী রণতরি সকল নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের সাহায্য করিবে।

ওরাইব্‌স্ মহতী সেনা লইয়া এখনও মণ্টিভিডিয়ো নগর অবরোধ করিয়া আছেন, ও মধ্যে মধ্যে সাধারণতান্ত্রিক সেনাকে আক্রমণ করিয়া নগরবাসিগণের ভয় উৎপাদন করিতেছেন; কিন্তু বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। গ্যারিবল্ডীর লীজন্‌ও রণক্ষেত্রে নিয়ত অব-তীর্ণ রহিয়াছে—নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই—সতত শত্রুসেনার আক্র-মণ প্রতিহত করিতেছে। প্রতিদিনই ইহার অবদান-পরম্পরার

সংখ্যা বাড়িতে লাগিল—ইহার যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। 'গ্যারিবল্‌ডীর লীজন্ অজেয়'—শত্রুমিত্রের, এই বিষয়ে ধ্রুব ধারণা হইল। কারণ ওরাইব্‌স অসংখ্য সৈন্য লইয়া তাঁহাদিগকে—অষ্ট-শত মাত্র সৈন্যকে—বার বার আক্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রতিবারই প্রতিহত হইতে লাগিলেন। তদীয় সেনার অজেয়তা শত্রুসৈন্যের মনে নিজের শক্তির প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিল। বার বার পরাজিত হওয়ায় তাঁহাদিগের আত্ম-সম্মান-জ্ঞানও ক্রমে বিলুপ্ত হইল। পঞ্চাশৎ-শ্রেণী-স্থূল লেপোলিয়নের সৈন্যস্তম্ভ যেমন সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটাইয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করতঃ চলিয়া যাইত, সেই-রূপ গ্যারিবল্‌ডী ও আনৃজানির অধিনেতৃত্বে সেই অজেয় লীজন্-সেনাও বেয়নেট্ হস্তে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া যাইত। সেই জগতুন্মাথিনী সেনার গতিরোধ করিতে কাহারও সাহস হইত না। বিশেষতঃ তাহারা আনৃজানির এত দূর অনুরক্তা হইয়াছিল, যে আনৃজানি তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে লইয়া যাইতে চাহিলেও তাহারা প্রফুল্ল চিত্তে তথায় যাইত।

যে অসংখ্য রণবিষয়ক কীর্ত্তিকলাপে গ্যারিবল্‌ডী ও আনৃজানির নাম আমেরিকা হইতে ক্রমে সমস্ত ইউরোপে প্রসৃত হইল—বিশেষতঃ ইতালীর প্রতিগৃহে মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতার নামান্তর বলিয়া অভিগীত হইতে লাগিল,—তাহা বর্ণনা করা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের সাধ্যাতীত। তবে আমরা গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার লীজনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্থল ইউরুগোয়ে অভিযান ও সেণ্টআণ্টোনিয়ো যুদ্ধের বর্ণনা না করিয়া গ্যারিবল্‌ডীর জীবনীর পূর্ব্বার্দ্ধের উপসংহার করিতে পারিলাম না।

ইতালী. ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যে মণ্টিভিডিয়ো রাজ্য হইতে শত্রুদিগকে দূরীকৃত করিয়া মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট সীমান্তবর্ত্তী ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রান্ত সীমা হইতে বিদূরিত করিয়া সল্‌টো সেণ্ট আণ্টোনিয়ো নগর ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষেত্র অধিকার করিবেন ইহাও সঙ্কল্প রহিল। এই উদ্দেশে তাঁহারা ইউরুগোয়ে

নদীর ঊর্দ্ধতন প্রদেশে আভিযানিক নৌসেনা প্রেরণ করা স্থির করিলেন। গ্যারিবল্ডী এই আভিযানিক নৌসেনার সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। ইংরাজ ও ফরাশি জাহাজ লইয়া তাঁহার সহিত সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চদশ মাত্র রণতরি চলিল। সৈন্যের মধ্যে দুই শত লীজন-সৈন্য, দুই শত জাতীয় পদাতিক, ও এক শত জাতীয় অশ্বারোহী মাত্র ছিল। পথে পম্পাস্ অরণ্যানী হইতে এক শত ভীম-কায় রণচতুর অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হয়। এই আভিযানিক সেনা ১৮৪৫ খৃষ্টা-ব্দের শেষ ভাগে মণ্টিভিডিয়ো নগর হইতে যাত্রা করিয়া ইউরুগোয়ে নদী বহিয়া ঊর্দ্ধ-প্রদেশাভিমুখিনী হন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা কলোনিয়া (Colonia) নামক একটী শত্রু-দুর্গ অধিকার করিয়া তাহাতে সাধারণতান্ত্রিক সেনা সন্নিবেশিত করিলেন। তাহার পর তাঁহারা মার্টিন্ গার্সিয়া নামক দ্বীপ ও দুর্গ অধিকার করিয়া তাহাতে আত্মসেনা স্থাপিত করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রামের পর এই দুর্গটী অধিকৃত হয়। তাঁহারা যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি পথে বিবিধ শিকার তাঁহাদিগের হস্তগত হইতে লাগিল। ইউরুগোয়ে ও রাইয়ো নিগ্রো নদীর সঙ্গম-স্থলে তাঁহারা জাহাজ লাগাইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আহারের উপকরণসামগ্রী—অনেক গো, মেষাদি পশুপাল, এবং রণের উপকরণ-সামগ্রী অসংখ্য অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন। এক দল শত্রুসৈন্য তাঁহাদের অগ্রগমনে বাধা দিতে আসিয়াছিল—তাহাদিগকে তাঁহারা ধরিয়া আনিলেন। যে সকল অধিবাসীরা নিষ্ঠুর শত্রুসৈন্য কর্তৃক স্ব স্ব গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছিল, তাহাদিগকে তাঁহারা সংগৃহীত করিয়া বিস্কেয়ান্ (Biscayan) দ্বীপে সংস্থাপিত করিলেন। তাহার পর তাঁহারা গোয়েলেগোয়ায়েচু (Gualeguaycchu) নামক নগর অধিকৃত ও অসংখ্য সামরিক অশ্ব ধৃত করেন। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে এই নগরের কমাণ্ডার হতভাগ্য মিলাউ (Milau) গ্যারিবল্ডীর হাতে দড়ি দিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। এই দুরাচার গ্যারিবল্ডীর হস্তে আজ রণবন্দী।

কিন্তু মহাত্মা গ্যারিবল্‌ডী আজ তাঁহার প্রতি কি ব্যবহার করিলেন! তিনি আজ তাহাকে প্রাণদান দিলেন—তাঁহার ঈঙ্গিত পাইলে আজ তাঁহার সৈন্যেরা তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিত। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডীর আদেশে আজ সেই নরাধম অক্ষত শরীরে নগর হইতে পলায়ন করিতে পারিল। তাহার পর তাঁহারা পয়সাণ্ডু (Paysandu) দুর্গের কামানরাজির অবিরাম গোলাবৃষ্টির মধ্যদিয়া নিরাপদে গমন করিলেন। তাহার পর তাঁহারা হার্ভিডেরো (Hervidero) নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই স্থানে উঠিয়া আন্‌জানি সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করিয়া সসৈন্য অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তথায় রাখিয়া গ্যারিবল্‌ডী পম্পাস্ প্রদেশের অধিনায়ক জোসি মণ্ডেল্ (Jose'-mun-dell) নামক এক বীর পুরুষের সহিত মিলিত হইবার জন্য ত্রিশ মাইল হাঁটিয়া গেলেন। আরোয়ো মালো (Arroyo-Malo) নগরে উভয়ের মিলন হইল। এই বীর পুরুষ ও তদীয় উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য—সাধারণতন্ত্রিনী সেনার সবিশেষ বল বৃদ্ধি করিয়াছিল। তাঁহাদের অনুপস্থিতির সময় শত্রুসেনাপতি জেনারেল্ গার্জন (Garzon) ও জেনারেল্ লাভালেয় (Laovalleya) দুই সহস্র সৈন্য লইয়া আন্‌জানিকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহারা সবিশেষ ক্ষতির সহিত প্রতিহত হন। শত্রুসেনাপতি লাভালেয় সল্‌টো নগর পরিত্যাগ করিয়া গোয়াবিয়া (Guabiya) নদীতীরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। এই সুযোগে গ্যারিবল্‌ডী রণতরি সহ তথায় গিয়া সেই নগর অধিকার করেন। তাহার পর তাঁহারা লাভালেয়কে আক্রমণ করেন। ভীষণ সংগ্রামের পর লাভালেয় পরাজিত হন, ও হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর শত্রুসেনাপতি জেনারেল্ অর্কুইজা (Urquiza সহসা আসিয়া সল্‌টো নগর অবরোধ করেন। তিনি দীর্ঘকাল-ব্যাপী নিষ্ফল চেষ্টায় সেই বীরবৃন্দের কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে রণক্ষেত্রে স্বকীয় অত্যুৎকৃষ্ট অসংখ্য সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণকে হারাইয়া, নগরের অবরোধ-কার্য্যে লামাস্ (Lamas) ও ভার্গারার

(Vergara) অধীনে দুই দল সেনা রাখিয়া, স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেন।

এমন সময় সংবাদ আসিল যে সেনাপতি মেডিনা (Medina) পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া উদীচ্য প্রদেশ হইতে গ্যারিবল্‌ডীর সহিত মিলিত হইতে আসিতেছেন। মেডিনা তৎকালে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সান্ আন্‌টোনিয়োর (San Antonio) বামতীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী একশত নবতি জন লীজন্-সৈন্য, ও কর্ণেল্ বায়েজ (Baez) অধিনীত দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহাকে সল্‌টো নগরে আনিবার জন্য ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় শত্রুসেনাপতি জেনারেল্ গোমেজ্ (General Gomez) দ্বাদশশত অশ্বারোহী ও তিন শত পদাতিক সৈন্য লইয়া বিদ্যুৎ-বেগে তাহাদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। প্রথম আক্রমণেই বায়েজ্ ও তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য ভয়চকিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। সুতরাং গ্যারিবল্‌ডী একশত নবতি মাত্র লীজন্ সৈন্য লইয়া সেই মহতী শত্রুস্রোতস্বিনীর সম্মুখে পড়িলেন। বোধ হইল যেন এইবার গ্যারিবল্‌ডীর সেই অজেয় নারায়ণী সেনার পূর্ণধ্বংস উপস্থিত! কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী এই আসন্ন বিপদে সাহাস হারাইলেন না। তিনি তাঁহার লীজনারী সৈন্যগণকে উদ্দীপনাপূর্ণ এই কয়েকটী বাক্য বলিলেন— "সৈন্যগণ! শত্রুরা সংখ্যায় অধিক—ও আমরা অল্প-সংখ্যক বলিয়া ভীত হইও না। আমাদের সংখ্যা যত অল্প হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের বিজয় অধিকতর গৌরবের হইবে। তোমরা দৃঢ়তার সহিত স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত থাকিবে, এবং যত ক্ষণ শত্রুরা তোমাদের অতি নিকটবর্ত্তী না হইবে, তত ক্ষণ তোমাদের অগ্নি সংযত করিবে শত্রুরা নিকটে আসিলেই বন্দুকে অগ্নি প্রদান করিবে—এবং তাহার পরই বেয়নেট্-অগ্রে তাহাদিগকে অক্রমণ করিবে"। গ্যারিবল্‌ডীর এই আদেশ মহা-আনন্দে গৃহীত হইল—এবং সকলেই ঐকতানে

জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে শত্রুর পদাতিক সৈন্য অশ্বারোহিসৈন্যে পরিরক্ষিত হইয়া দ্রুতপদে গ্যারিবল্‌ডীর সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল। গ্যারিবল্‌ডীর লীজন্‌-সৈন্য একটী ভগ্ন অট্টালিকার পার্শ্বে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। শত্রুসৈন্য বাইট্‌-পদপরিমিত দূর হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু অগ্নিময় গুলি গোলা সকল সেই ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীর ও স্তম্ভে প্রতিহত হইয়া গ্যারিবল্‌ডীর সেনাকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিল। গ্যারিবল্ডী তখন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিজ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন —"এখন বন্দুকে আগুণ দেও! এবং তাহার পরেই আক্রমণ কর"। সেই নারায়ণীসেনার বেয়নেটের অগ্রভাগে যেন ক্ষুরের ধারের ন্যায় ধার ছিল। সুতরাং সেই শাণিত বেয়নেটে অসংখ্য শত্রুসৈন্য সমরশায়ী হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অশ্বারোহী সৈন্য পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে আসিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডীর লীজনের পিস্তলের ঘন ঘন অগ্নিবর্ষণে ও শাণিত বেয়নেটের মারাত্মক আঘাতে শত্রুর অশ্বসেনা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

সেই মুহূর্ত্তে বীরবর ভেগা (Vega) এক দল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া শত্রুসৈন্য-শ্রেণী ভেদ করিয়া গ্যারিবল্‌ডীর লীজন্‌-সৈন্যের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। ভেগা—সেনাপতি বায়েজের অধীনস্থ এক জন সৈনিক পুরুষ। তিনি সেনাপতি বায়েজের কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় লজ্জিত হইয়া নিজ অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া গ্যারিবল্‌ডীর সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন, এবং গ্যারিবল্‌ডীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা ঘূর্ণায়মান বায়ুপুঞ্জের ন্যায় শত্রুসৈন্যের মধ্য দিয়া আসায়, শত্রুসৈন্য সহসা দ্বিধাবিভক্ত হইল। এই সুযোগ পাইয়া লীজন্‌-সেনা—বিচ্ছিন্ন ও বিশীর্ণ শত্রুসেনার উপর অবিরাম অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। শত্রুসেনাপতি গোমেজ তখন অশ্বারোহী সৈন্যগণকে অশ্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাদচারী হইয়া সাধারণতন্ত্রিনী সেনাকে আক্রমণ করিতে বলিলেন। শত্রুসেনা গ্যারিবল্‌ডীর সেনার

উপর অবিরাম গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সে সকল গুলি প্রাচীরপরিরক্ষিত গ্যারিবল্‌ডীর সেনার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিল না। এদিকে সেই লীজন্-সেনা আহতগণ কর্ত্তৃক ভরিত বন্দুকে নিরন্তর অগ্নিপ্রদান করিতে লাগিল। সেই সকল বন্দুক-নির্গত প্রত্যেক গোলোক শত্রুদের এক এক জন কর্ম্মচারী বা বাছা বাছা সৈন্যকে রণশায়ী করিতে লাগিল।

এই অশ্রান্ত প্রতিঘাতে শত্রুসৈন্য ক্লান্ত হইয়া পড়িল। গ্যারিবল্‌ডীর সৈন্যেরা একখানি খড়ের চালের ছায়ায় অবস্থিত থাকায় সূর্য্যের উত্তাপ হইতে পরিরক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু শত্রুসৈন্য অনাবৃত মস্তকে প্রান্তরে সমস্ত দিন প্রচণ্ড রবিকিরণে দণ্ডায়মান থাকায়, অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। এই সুযোগে গ্যারিবল্‌ডী এক-মাইল-দূরবর্ত্তী ইউরুগোয়ে নদীতীরে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই নদীতীরে শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজি তাঁহার দারুময় দুর্গের কার্য্য করিবে—সুতরাং সেখানে যাইতে পারিলে তাঁহার সৈন্যেরা নিরাপদ হইবে—এই ভাবিয়া গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার সৈন্যগণকে প্রতিযান করিতে আদেশ করিলেন। আহত সৈন্যগণকে মধ্যে করিয়া সেই লীজন্-সৈন্য ঘন স্তম্ভে সজ্জিত হইয়া চলিতে লাগিল। রণে ক্লান্ত, রবিকিরণে সন্তপ্ত—প্রতিযানকারিণী সেই লীজন্-সেনার তৎকালীন দারুণ দুঃখের কাহিনী শুনিলে পাষাণও গলিত হয়। গ্যারিবল্‌ডী স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন পাঠকগণ শুনুন্ ঃ—

"আমাদের মধ্যে যাঁহারা অক্ষত শরীরে ছিলেন, তাঁহারা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে চলিলেন। সেই গানে আহতগণেরও হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। তাঁহারাও সেই ঐক্যতানিক গীতে যোগ দিলেন। শত্রুসেনাপতি গোমেজ্ আমাদের গতির লক্ষ্য বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পথে জলাভাবে আমাদের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। আমার সৈন্যগণ মূল চোষণ করিয়া ও গুলি চর্ব্বণ করিয়া কথঞ্চিৎ পিপাসা নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কেহ কেহ পিপাশায় এরূপ উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে নিজের মূত্র নিজে পান করিয়াছিল"।

যাঁহারা মনে করেন স্বাধীনতার পথ পুষ্পস্তবক-সমাচ্ছাদিত, তাঁহারা ভাবী ইতালী-উদ্ধারকর্ত্তা গ্যারিবল্‌ডী ও তদীয় লীজন্‌-সেনার এই কঠোর শবসাধনা সমাহিত চিত্তে অবলোকন করুন্; অবলোকন করিয়া বলুন্ এরূপ সাধনা ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে কি না ?

ইহা সামান্য প্রতিযান নহে। গ্যারিবল্‌ডী স্বয়ং ইহাঁকে রণকারী প্রতিয়ান (Fighting Retreat) নামে অভিহিত করিয়াছেন। কারণ শত্রুরা অনতিবিলম্বেই বুঝিতে পারিল যে পেট্রিয়ট্‌গণ অরণ্যপ্রদেশের আশ্রয় লইতে যাইতেছে; বুঝিয়াই তাঁহাদিগের উপর প্রচণ্ডবেগে আসিয়া পড়িল। কিন্তু প্রতিপদেই তাহারা প্রতিহত হইতে লাগিল। অবশেষে শান্তিদায়িনী রজনী দেবী আসিয়া কৃষ্ণযবনিকায় পেট্রিয়টগণকে আচ্ছাদিত করিয়া নিরাপদে বনপ্রদেশে আনয়ন করিলেন। দুর্ব্বিষহ আতপতাপের পর নিশার স্নিগ্ধতা গ্যার্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার সৈন্যের নিকট যেন অমৃতময় বলিয়া বোধ হইল। অনুসরণকারিণী শত্রু-অশ্বসেনাও তথায় রজনী যাপন করিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডীর সেনা তাঁহাদিগকে অচিরাৎ সেই বন হইতে তাড়াইয়া দিল। ইত্যবসরে শত্রুসেনার মূলাংশ আসিয়া গ্যারিবল্‌ডী ও সল্‌টোর মধ্যস্থ অরণ্যে ছাউনী করিয়া রহিল—ইচ্ছা যে প্রত্যূষে উঠিয়াই গ্যারিবল্‌ডিনী সেনাকে গ্রাস করিবে। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী—দেবরক্ষিত গ্যারিবল্‌ডী—তাহা হইতে দিলেন না। তিনি নিজ সৈন্যগণকে একঘণ্টাকাল মাত্র বিশ্রাম করিতে দিয়াই, অমনি সমরসাজে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। এরূপ নিরন্তর সমরের পর গ্যারিবল্‌ডীর সেনা রজনীতে নিশ্চয় বিশ্রামসুখ ভোগ করিবে ভাবিয়া শত্রুসৈন্য নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছিল। এমন সময় সহসা গ্যারিবল্‌ডীর সেনার ভীষণ সিংহনাদ শুনিয়া শত্রুসেনা ভয়চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। তাহারা আপন আপন অশ্বপৃষ্ঠে উঠিতে না উঠিতেই গ্যারিবল্‌ডী সসৈন্য জঙ্গল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে ধরাতল চুম্বন করিয়া মৃত্তিকার সহিত বিলীন হইয়া পড়িয়া থাকিতে বলি-

লেন। শত্রুরা যেমন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুসন্ধানার্থ জঙ্গল-মধ্যে আসিল—অমনি সমস্ত লীজন্ সৈন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপন আপন বন্দুকে অগ্নি প্রদান করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ত্রিশজন অশ্বারোহী শত্রু ভূমিবিলুণ্ঠিত হইল। শত্রু-সৈন্য ভয়ে বিহ্বল হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিল। সেই সুযোগে গ্যারিবল্ডী সসৈন্য সল্টোনগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভয় ভাঙ্গিলে শত্রুসৈন্য আবার তাঁহাদের অনুসরণ করিল। কিন্তু প্রতিপদেই তাহারা প্রতিহত হইতে লাগিল: এইরূপে পদে পদে বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিশামধ্যভাগে তাঁহারা সল্টোনগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। গ্যারিবল্ডী ও তদীয় অজেয় সেনা ক্রমাগত বারঘণ্টাকাল শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে নিমগ্ন ছিলেন। ইহার মধ্যে কেবল এক ঘণ্টাকাল তাঁহারা বিশ্রাম করিতে পাইয়াছিলেন।

হার্ভিডেরো দুর্গ হইতে আন্‌জানি গুলি গোলার শব্দ শুনিতে পাইয়া গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার সেনার জীবনাশায় হতাশ হইলেন। বিউএনস্ এরিয়ান্ সৈন্যগণের অগণ্য সংখ্যার সহিত যখন তিনি গ্যারিবল্ডীর সেই অঙ্গুলি-মাত্রে গণনীয় সৈন্যের সংখ্যার তুলনা করিলেন, তখন তিনি সেনাপতি, সৈন্য ও সৈনিক কর্ম্মচারী—সকলেরই একবারে সমূলে বিনাশ আশঙ্কা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অথচ তিনি নিজে সে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার লিজনারীর সাহায্যার্থ বহির্গত হইতে সাহস করিলেন না। কারণ প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি শত্রুগণের আক্রমণ আশঙ্কা করিতেছিলেন। এক দল শত্রু অশ্বারোহী সৈন্য দুর্গদ্বারে আসিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবারজন্য আহ্বান করিল। তিনি সে আহ্বানের অতি গর্ব্বিত উত্তর প্রদান করিয়া নিজে বারুদখানার উপরে জ্বলিত দেশলাই ধরিয়া রহিলেন; বলিলেন যে তিনি বরং এই বারুদখানায় আগুন দিয়া সকলের সহিত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইবেন—তথাপি আত্মসমর্পণ করিবেন না। বীরের দৃঢ়তা দেখিয়া শত্রুসৈন্য প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

এই মহাসমরে গ্যারিবল্ডীর লীজন্ সৈন্যের ত্রিশজন হত ও ত্রিশঙ্কা-

শং জন আহত হয়। দুই জন সৈনিক কর্ম্মচারী ও সেনাপতি গ্যারিবল্‌ডী-ব্যতীত আর কেহই সম্পূর্ণ অক্ষত শরীরে ছিলেন না। গ্যারিবল্‌ডী নিজ সৈন্যের অগ্রে অগ্রে সর্ব্বদা অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন। তথাপি একটী গোলা কি একটী গুলি তাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। অধিক কি শত্রুর কোন অস্ত্র তাঁহার দেহে একটী ব্রণচিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে নাই। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া তাঁহার সৈন্যগণের মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে রণস্থলে স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার দেহ রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কারণ পরহিতব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ নিষ্কাম যোগীর দেহ সত্য সত্যই দেব-পরিরক্ষিত হইয়া থাকে। যেরূপ ভীষণ যুদ্ধে তাঁহারা নিমগ্ন হইয়া-ছিলেন, তাহার তুলনায় গ্যারিবল্‌ডীর সেনার হত ও আহতের সংখ্যা অতি সামান্য বলিয়া বিবেচনা হয়। সেনাপতির অসাধারণ রণকুশলতার ইহা অপেক্ষা অধিকতর পরিচয় আর কি দেওয়া যাইতে পারে?

যখন স্মরণ হয় যে—শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা দ্বাদশ শত ছিল ও সেই সেনার প্রত্যেকে বীরোচিত সাহসিকতা ও রণকুশলতায় কোন সৈন্যেরই ন্যূন ছিল না; এবং যখন মনে হয় যে তাহারা রণধুরন্ধর সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক অধিনীত ও উৎকৃষ্ট রণসজ্জায় সজ্জিত—আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে যখন মনে উদিত হয় যে গ্যারিবল্‌ডীর লীজন্‌সৈন্য তাহার অষ্টম ভাগ মাত্র ছিল, ও অস্ত্র শস্ত্রে ও রণসজ্জায় তাহারা নিতান্ত ন্যূন ছিল, তখন সেণ্ট-আণ্টোনিয়ো রণক্ষেত্র গ্যারিবল্‌ডী ও তদীয় অজেয় লীজন্‌সেনার অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্থল—ও এই যুদ্ধ অন্যান্য প্রসিদ্ধ যুদ্ধের সমশ্রেণীক বলিয়া ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য—ইহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। এই সমরের বৃত্তান্ত দক্ষিণ আমেরিকা হইতে অচিরাৎ উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ-খণ্ডে প্রসৃত হইয়া পড়িল। এই বিজয়ে গ্যারিবল্‌ডীর নাম জগতের বিখ্যাত বীর-মণ্ডলীর সঙ্গে অভিগীত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ স্বদেশে নির্যাতিত ও বিদেশে নির্ব্বাসিত ইতালীয়গণের নিকট তাঁহার নাম অতি মধুর লাগিতে লাগিল। ইতালীর আশানেত্র এখন তাঁহারই উপর পতিত হইল।

মণ্টিভিডিয়োর অধিবাসিগণ দুই কর প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগের বিজয়ী সেনাপতিকে গ্রহণ করিলেন। সল্টো সেট আণ্টোনিয়ো সমরের তারিখ ১৮৪৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী সুবর্ণ অক্ষরে গ্যারিবল্ডীর পতাকায় অঙ্কিত হইল। নগরে মহামহোৎসব উপস্থিত হইল। জয়ধ্বনি ও আনন্দ-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইল। সে দিন মণ্টিভিডিয়োর নাম ধরাতল হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। আর আজ গ্যারিবল্ডীর সামরিক প্রতিভাবলে মণ্টিভিডিয়ো-দুর্গের উপর বিজয়-পতাকা সগর্ব্বে উড্ডয়মান! আজ মণ্টিভিডিয়োরাজ্য দক্ষিণ আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইল! আজ ইহা ব্রাজিল্ সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল! সমর তিরোহিত হইয়া এত দিনে মণ্টিভিডিয়োতে শান্তি সংস্থাপিত হইল।

ফরাশি-রণতরির অধ্যক্ষ এড্মিরাল্ লেইন্ (l' Aine) তৎকালে রাইও-ডি-লাপ্লাটা নগরের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া গ্যারিবল্ডীকে এক খানি প্রশংসাপত্র পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল—"এরূপ বিজয় মহাবীর নেপোলিয়-নেরও মহতী সেনার যশোবৃদ্ধি করিত সন্দেহ নাই"।

ঐবৎসরের শরৎকালে মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট গ্যারিবল্ডীকে জেনারেল্ (সেনাপতি) এই গৌরবের উপাধি প্রদান করিলেন। গ্যারিবল্ডী প্রথমে অস্বীকার করিয়াও তাঁহাদিগের আগ্রহাতিশয়ে শেষে ইহাতে স্বীকৃত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি আট্লাণ্টিক্ মহাসাগরের উভয় পার্শ্বেই জেনারেল্ গ্যারিবল্ডী নামে অভিহিত হইয়ত থাকিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

গ্যারিবল্‌ডীর আভ্যন্তরীণ জীবন ও তৎসম্বন্ধিনী গুটিকত কথা।

গ্যারিবল্‌ডীর বীরত্বে ও মহত্বে মুগ্ধ হইয়া মণ্টিভিডিয়োর প্রধান সেনাপতি রিভেরা তাঁহাকে ও তাঁহার লীজন্‌ সৈন্যকে পশুপালপূর্ণ গৃহ-বৃক্ষ-পরিশোভিত বহুতর জমির দানপত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিয়া সেই দানপত্র ফিরাইয়া দিলেনঃ-"মণ্টিভিডিয়োস্থ ইতালীয়গণ শুদ্ধ স্বাধীনতার জন্যই অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, কোন লাভ বা উন্নতির আশায় নহে"। প্রত্যুতঃ এই বাক্যের সহিত গ্যারিবল্‌ডীর জীবনের পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। তাঁহার এমন একটী জামা ছিল না যে তিনি গায়ে দেন। যদি বা কখন এক আধটী জুটিত, তাহাও তিনি দীন দুঃখীকে দান করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু আনৃজানি এক দিন তাঁহাকে নিজের গায়ের একটী ভাল জামা দেন। গ্যারিবল্‌ডী তৎক্ষণাৎ তাহার বিনিময়ে তাঁহাকে এক জোড়া ভাল জুতা উপহার প্রদান করেন।

ফরাশি-রণতরির অধ্যক্ষ এড্‌মিরাল্‌ লেইন্‌ তাঁহার রণনৈপুণ্য, সাহস, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গে এত দূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহার বিজয়ে শুদ্ধ অভিনন্দন-পত্র দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। এক দিন তিনি গ্যারিবল্‌ডীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার দীন আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন—যে সে গৃহের প্রাচীরে সাগর ও পম্পাস্‌ অরণ্যানীর বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হয় না, সে গৃহের দ্বারে বৃষ্টির জল নিবারিত হয় না। অর্দ্ধ-উদ্‌ঘাটিত দ্বার ভেদ করিয়া লেইন্‌ বাহিরের কামরায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দীপাভাবে গৃহ অন্ধকারময় থাকায় তিনি চেয়ারে বাধিয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"গ্যারিবল্‌ডী। ও গ্যারিবল্‌ডী! এই কি তোমার বাস-গৃহ? তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতে হইলে কি এক জনকে

ভগ্নগ্রীব হইয়া যাইতে হইবে?" গ্যারিবল্ডী এই কথা শুনিয়া বাহিরে স্বরে আসিয়া কণ্ঠস্বরে লেইন্‌কে চিনিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া আনিটাকে ডাকিলেন "স্ত্রী, স্ত্রী! শীঘ্র আলো আন!" আনিটার চক্ষু স্থির! বিস্মিতা আনিটা উত্তর করিলেন—"আলো! প্রাণাধিক আমি কিসে আলো জ্বালিব? তোমার কি স্মরণ নাই যে অর্থ না থাকায় আমরা বাতী কিনিতে পারি নাই?" গ্যারিবল্ডীর তখন চৈতন্য হইল। তিনি আপনার আত্মবিস্মৃতি মনে করিয়া 'হা, হা!' করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া লেইন্‌কে বাটীর অভ্যন্তরে জলন্ত চুল্লীর নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া বলিলেন—"আড্‌মিরাল্! আপনার বস্ত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। ঐ দেখুন! আপনার বামপার্শ্বে আমার আনিটা দণ্ডায়মানা। দেউলের অপর পার্শ্বে আমার ছেলেপিলে শুইয়া আছে। আর এ পার্শ্বে এই কাষ্ঠাসন রহিয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাতে উপবেশন করুন"। আড্‌মিরাল্ এই অন্ধ—আলোকশূন্য—অভ্যর্থনায় প্রাণভরা হাসি হাসিলেন। ইহাতে গ্যারিবল্ডী আবার বলিলেন—"আড্‌মিরাল্ আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা লই না। আমার নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিস্ মাত্র লইয়া থাকি। এবার যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর তালিকা দিয়াছিলাম, তাহাতে বাতীর উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম"। যাহা হউক এই অন্ধকারে আলাপে উভয় পক্ষই অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। আড্‌মিরাল্ লেইন্ অৰ্দ্ধঘণ্টা কাল তাঁহাদিগের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

লেইন্ গ্যারিবল্ডীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বরাবর সাধারণতন্ত্রের তাৎকালিক সমর-সচিব জেনারেল্ পাচেয়ো-য়-ওবেস্ (General Pacheo y Obe's) এর প্রাসাদে গমন করিয়া এই সাক্ষাৎকারের কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। এই অবস্থা জানিতে পারিয়া সমর-সচিব অতিশয় লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ গ্যারিবল্ডী-সদনে একশত পাটাগন্ (Patagon=dollar) পাঠাইয়া দিলেন। গ্যারিবল্ডী এই টাকা আহ্লাদ-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু এক পাউণ্ড বাতীর

মূল্য রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত টাকা তৎক্ষণাৎ তাঁহার লীজন্‌-সৈন্তের বিধবা ও অনাথ সন্তান-গণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন; এবং এক পাউণ্ড বাতী ক্রয় করিয়া আনাইয়া আনিটার হস্তে তাহা এই বলিয়া রক্ষিত করিলেন যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাত্রিতে দেখা করিতে আসিলেই কেবল তাহা খরচ করিবেন।

গ্যারিবল্‌ডীর বদান্যতার ইয়ত্তা ছিল না। সময়ে সময়ে ইহা তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের বিশেষ অসুবিধার কারণ হইত। এক দিন তিনি তাঁহার এক জন লীজন্‌-সৈন্যকে নিরাবরণ দেখিয়া—তাহাকে একটী নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন; এবং তথায় তিনি আপনার গাত্র হইতে একমাত্র জামা (Shirt) উন্মোচন করিয়া তাহার গাত্রে স্বয়ং পরাইয়া দিলেন। তিনি নিজে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী গিয়া আনিটার নিকট আর একটী জামা চাহিলেন। আনিটা বলিলেন "জোসেফ্‌! ইহা বড় ভাল কর নাই—তোমার একটী জামা—তাহাই তোমার গায় ছিল। সেটীও তুমি বিলাইয়া দিলে। এক্ষণে আমরা করি কি?" যে আনিটা সহস্র সহস্র আকারে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে ভীতা হন নাই, আজ তিনি গাত্রাবরণ-অভাবে স্বামীর স্বাস্থ্য-ভঙ্গের ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। গ্যারিবল্‌ডী এই রহস্যে হাসিতে লাগিলেন, এবং প্রিয় বন্ধু আন্‌জানির নিকট একটী জামা ধার চাহিয়া পাঠাইলেন।

যখন সমরে শত্রুর অর্থ বা দ্রব্যাদি তাঁহাদিগের হস্তগত হইত, তখন তিনি নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ভিন্ন আর সমস্তই তাঁহার সৈন্যগণকে ভাগ করিয়া দিতেন। এক সময়ে তাঁহারা সমর-ধৃত শত্রু-জাহাজে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। যদিও তাঁহার সহিত মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্টের যে নিয়ম ছিল—তাহাতে ইহার প্রায় সমস্তই তাঁহার প্রাপ্য, তথাপি মণ্টিভিডিয়ো ধনাগার শূন্য জানিয়া তিনি তৎ-সমস্তই তৎপূরণার্থ প্রেরণ করিলেন।

এই সময় তাঁহার পারিবারিক অভাব অতিশয় বাড়িয়াছিল। মণ্টিভিডিয়োতে অবস্থান-কালে আনিটার গর্ভে ক্রমান্বয়ে থেরেসিটা (Theresita) নাম্নী একটী কন্যা, রিসিওটী (Ricciotí) নামক আর একটী পুত্র

ও রোজা (Rosa) নাম্নী আর একটী কন্যা জন্মে। সুতরাং তাঁহার এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যার লালন পালন করিতে হইত। এই জন্য তিনি স্বামীর সঙ্গে নিতান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেক যুদ্ধে যাইতে পারেন নাই। এই চারিটী সন্তানের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা রোজা অতি শোচনীয়-রূপে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক রাত্রিতে সেই বালিকার ধাত্রী ও বালিকা দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটী ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল। অকস্মাৎ তাহাদিগের মশারিতে ও শয্যায় আগুন লাগে। দ্বার খুলিতে খুলিতে সেই শিশু ধাত্রীসহ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। সেই অবধি গ্যারিবল্ডী কখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইতেন না, এবং কাহাকেও দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইতে দেখিলে ভয়ে অভিভূত হইতেন। যিনি জ্বলন্ত অগ্নিমুখে প্রবেশ করিতেও কখন ভীত হন নাই, সেই বালিকার শোকে তিনি এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে এই সামান্য দৃশ্যে তিনি ভয়-চকিত হইতেন। পরে যখন তিনি ইতালী উদ্ধার করিয়া ক্যাপ্রেরা দ্বীপে শান্তিসুখ ভোগ করিতেছিলেন—সে সময়ে কোনও ব্যক্তি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইলে তিনি ঈষৎ কুপিত স্বরে বলিতেন "গ্যারিবল্ডীর বাটীতে ভয়ের এমন কি কারণ আছে—যাহাতে তোমাকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইতে হয় ?"

এই শিশু সন্তান গুলি লইয়া আনিটা অর্থাভাবে অনেক সময় বড় কষ্ট পাইতেন। এক দিন থেরেসা সিঁড়ি হইতে পড়িয়া বেদনায় অস্থির হয়, এবং আপনার মুখে রক্ত দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হয়। তখন আনিটার তহবিলে তিনটী মাত্র সেণ্ট (Cent) বই আর কিছুই ছিল না। সন্তানবৎসল গ্যারিবল্ডী আনিটার অগোচরে সেই তিনটী সেণ্ট বাহির করিয়া লইয়া থেরেসাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বাজারে ক্রীড়া-পুত্তলী ক্রয় করিতে গেলেন। তিনি জানিতেন যে আনিটা কোন সঙ্কটাবস্থায় ব্যয় করিবার জন্যই সেই তিনটী সেণ্ট অতি নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছেন—সুতরাং তিনি অনিটাকে জানাইয়া লইতে সাহস করিলেন না। তিনটী সেণ্ট পকেটে করিয়া তিনি বাটীর বাহিরে যাইতেছেন—এমন সময়ে দ্বারদেশে সভাপতি

সৌয়ারেজের (Souarez) দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে সভাপতি তাঁহার সহিত কোন গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য সভাসদ্গণ-সমভিব্যাহারে মন্ত্রভবনে তদাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। গ্যারিবল্ডী অমনি দূতের পশ্চাদ্গামী হইলেন, এবং দুই ঘণ্টাকাল তথায় আবদ্ধ থাকিয়া সেই তিন সেণ্ট্‌ পকেটে করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যে কার্য্যের জন্য প্রথম বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন। বাটীতে আসিয়া দেখিলেন আনিটা বিষণ্ণবদনে দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা আছেন। তিনি আসিবামাত্র আনিটা ঈষৎ স্ফুরিতাধরে বলিলেন—"প্রিয়তম! আমাদের বাটীতে চুরি হইয়া গিয়াছে, আমাদের দুঃসময়ের জন্য সঞ্চিত সেই সেণ্ট তিনটী কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে"। আনিটা জানিতেন না যে প্রকৃত চোর তাঁহার সম্মুখেই দণ্ডায়মান। এই কথা শুনিয়া গ্যারিবল্ডীর চৈতন্য হইল। তখন শিরে করাঘাত করিয়া হাসিতে হাসিতে পকেট হইতে সেই তিনটী সেণ্ট বাহির করিয়া আনিটাকে দিলেন। আনিটা এই বলিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন—"এই চুরিতে আমি নিদারুণ ভীত হইয়াছিলাম"।

যদিও গ্যারিবল্ডী শত্রুরণতরির অধ্যক্ষ আড্‌মিরাল্‌ ব্রাউনের সহিত অনেকবার সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তথাপি এই বীরদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের চিত্ত অতর্কিতভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরস্পরের বীরত্বে ও মহত্ত্বে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা অন্তরে অন্তরে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হইয়া উঠেন। যথেচ্ছাচারী রোজাসের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাউন্‌ মণ্টিভিডিয়ো নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তৎকালে তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গ বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাহারা কোন্‌ বাটীতে আছেন সে বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়া, তিনি সর্ব্বাগ্রেই ইতালীয় নেতা গ্যারিবল্ডীর সদনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া গ্যারিবল্ডীকে দেখিবামাত্র বার বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অবিরাম আনন্দাশ্রু বহিতে

লাগিল। অদূরে বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনা আনিটা দণ্ডায়মানা ছিলেন। ব্রাউন্‌ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "মাদাম! আমি অনেকবার আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হইয়াছি। আমি কতবার শপথ করিয়াছিলাম যে আপনার স্বামীকে রণবন্দী করিবই, কিন্তু কোন বারই সে শপথ কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। কারণ প্রতিবারই তিনি আমার রণতরিগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। যদি আমি তাঁহাকে রণবন্দী করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি আমার ব্যবহারে আপনি জানিতে পারিতেন যে আপনার স্বামীর প্রতি আমার কতদূর শ্রদ্ধা ও কতদূর আমি তাঁহার গুণে মুগ্ধ"।

গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার লীজন্‌-সৈন্যগণকে 'আমার পুত্রগণ (My sons)' এই বলিয়া ডাকিতেন ও পরিচয় দিতেন। শুদ্ধ পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না—তিনি তাহাদিগের প্রতি জনকোচিত ব্যবহারও করিতেন। আপনার হৃদয়ের মহত্ত্ব, সম্মান-জ্ঞান. ও নিঃস্বার্থ ভাব—তিনি তাহাদিগের অন্তরে এরূপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন—যে তাহারা তাঁহার সহিত সমানে খাটিত, সমানে কষ্ট সহিত, সমানে বিপদের সম্মুখীন হইত—এবং একত্র বিজয়-গৌরবে মণ্ডিত হইত। তাহারা আপনাদিগকে এক পিতার অধীনে একটী ঘনীভূত 'ভ্রাতৃ-সমাজ' বলিয়া মনে করিত। যখন তাহাদিগের অর্থাভাব হইত, গ্যারিবল্‌ডী তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য ছাড়িয়া দিতেন। তাহারা ফরাশি বা অন্য কোন দেশীয় জাহাজে চাকরী করিয়া অন্ন বা বস্ত্রের মূল্য-পরিমিত বেতন পাইলেই আবার গ্যারিবল্‌ডীর পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইত। গ্যারিবল্‌ডী কেবল আন্‌জানিকেই ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিতেন। প্রত্যুতঃ আন্‌জানি সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহার ভ্রাতা (Brother) হইবার যোগ্য ছিলেন।

গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার লীজন্‌ সৈন্যের অদ্ভুত বীরত্ব মালার সংবাদ পাইয়া বিজয়-গৌরবের অংশভাগী হইবার জন্য অসংখ্য ইতালীয়—প্রাচীন পৃথিবী হইতে আসিয়া গ্যারিবল্‌ডীর সহিত মিলিত হন।

ইঁহাদের মধ্যে মেডিসি (Medici) সর্ব্বপ্রধান। গ্যারিবল্‌ডী ইঁহাকেও যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। ইনি এক্ষণে ইতালীয় সেনাবিভাগের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী।

গ্যারিবল্‌ডী আভ্যন্তরীণ জীবনে মণ্টিভিডিয়োর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই হৃদয়রঞ্জন ছিলেন। মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্টেও তাঁহাকে এত দূর শ্রদ্ধা করিতেন, ও তাঁহার রাজনীতি-বিশারদতায় তাঁহাদিগের এত দূর আস্থা ছিল, যে কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলেই তাঁহারা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। গ্যারিবল্‌ডী নিজের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কখন কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন নাই। কিন্তু পরের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন। কোন কারাবাসীকে মুক্তি দেওয়া বা কোন দীন দুঃখীকে কিছু দান করা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে তিনি গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত করিতেন না।

সান্‌-আণ্টোনিয়ো রণক্ষেত্রে হত ইতালীয়গণের স্মরণার্থে গ্যারিবল্‌ডী একটী ক্রস্‌ স্থাপন করিলেন। তাহার এক দিকে অঙ্কিত ছিল "TO the XXXVI. Italians who died the 8 th of February MDCCC-XLVI ;" ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৮ ই ফেব্রুয়ারী যে ৩৬ ইতালীয়গণ এই রণস্থলে হত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ চিহ্নস্বরূপ ইহা স্থাপিত হইল। অপর দিকে লিখিত ছিল— "CLXXXIV. Italians on the plains of San Antonio" যে ১৮৪ জন ইতালীয় সান্‌-আণ্টোনিয়ো রণক্ষেত্রে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মানার্থে এই গৌরব-চিহ্ন স্থাপিত হইল।

যখন গ্যারিবল্‌ডী সান্‌-আন্‌টোনিয়ো রণক্ষেত্র হইতে তাঁহার অদ্ভুত বিজয়ের বিবরণ পাঠান, তখন মনটিভিডিয়োর সমরসচিব নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করেন :—যে

১ম। বিজয়ী গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার লীজন্‌-সৈন্য নগরে প্রবেশ করিলে মণ্টিভিডিয়ো-দুর্গের সমস্ত সৈন্য তাঁহাদিগের সম্মানার্থে কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শন করিবে।

২য়। গ্যারিবল্‌ডীর লীজন্-সৈন্য সাধারণতন্ত্রের নিকট গৌরব-পত্র প্রাপ্ত হইবে।

৩য়। সাধারণতন্ত্রের সমস্ত সৈন্য—গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার লীজন্-সৈন্যের নগর-প্রবেশের সময়, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে, ও সৈনিক কর্ম্মচারীগণ "Vive Garibaldi and his brave Companions' 'গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার সহসমরিগণ দীর্ঘজীবী হউন' বলিয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিবেন।

গ্যারিবল্‌ডীর লীজন্‌সৈন্যকে যে গৌরব-পত্র প্রদান করা হয়, তাহাতে এরূপ লিখিত থাকে :—যে

১ম। ইতালীয় লীজনের পতাকায় নিম্নলিখিত কথাগুলি স্বর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত হইবে :—

"Action of the 8th of February 1846, of the Italian legion, under the order of Garibaldi".

'এই সান্ আন্টোনিয়ো ক্ষেত্রে গ্যারিবল্‌ডীর অধিনায়কত্বে ১৮৪৬সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী ইতালীয় লীজন্ এক (বিস্ময়কর) যুদ্ধ করেন'।

২য়। ইতালীয় লীজন্ সকল সৈন্য-প্রদর্শনীতেই (Parade) সর্ব্বাগ্র স্থান প্রাপ্ত হইবে।

৩য়। ইতালীয় লীজনের যে সকল সৈন্য এই সমরে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহাদের নাম প্রস্তরফলকে (tablet) খোদিত হইয়া নগরের হলে সংস্থাপিত হইবে।

৪র্থ। লীজন সৈন্যের প্রত্যেককে গৌরব-চিহ্ন স্বরূপ বামহস্তে একখানি করিয়া মুকুটাকার কবচ ধারণ করিতে হইবে, এবং সেই কবচে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিত থাকিবে :—

"Invincibili Combatterone l'8 lebrayo, 1846"—'১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারীর অজেয় যোদ্ধা'।

গ্যারিবল্‌ডীর জীবনের পূর্ব্বভাগের অতি কঠোর ও নিষ্ঠুর কষ্ট যন্ত্রণা, এবং আত্মত্যাগ ও বদান্যতার যে সকল ছবি প্রদত্ত হইল, আর গ্রন্থের অবয়ব-বৃদ্ধি-ভয়ে যাহা অপ্রদত্ত রহিল—এসমস্তই তাঁহার

হৃদয়ের উদার প্রকৃতির পরিচায়ক। অবহিতচিত্ত পাঠকগণ তাঁহাকে বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইবেন। কখন বা তাঁহাকে কঠোর শাসনশীল সেনাপতি, কখন বা উচ্ছৃঙ্খলতায় ক্ষমাহীন বিজয়ী, কখন বা অলঙ্ঘ্য-বিধি শাসনকর্ত্তা, কখন বা নিজ পতাকাস্থিত বিসুবিয়সের ন্যায় অগ্ন্যুৎগারি-অন্তরবিশিষ্ট দেখিতে পাইবেন। গ্যারিবল্‌ডী এক দিকে যেমন স্বামিভাবে অতি কোমল, পিতৃভাবে স্নেহময়, এবং সেনাপতিভাবে পরদুঃখকাতর ও দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন; সেইরূপ অন্য দিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্ম-ইচ্ছা-শক্তি-চালিত ও অজেয় বীব ছিলেন। যে বীর "পরাজয়' কাহাকে বলে কখন জানিতেন না—বিপদ্‌কে কখ... না—শান্তি ও বিশ্রামসুখ কখন ভাল বাসিতেন না—সংগ্রামে ...রুর উপর জয়লাভ করিয়া কখন আত্ম...বিধা খুঁজিতেন না—এবং রাজনৈতিক পদ বা সম্মানকে সতত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, আইস আমরা পতিত ভারত-বাসী আজ সেই বীরের চরণতলে পতিত হইয়া সেই রাজনৈতিক গুরুর নিকট অসাধারণ বীরত্ব, প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ, ও নিষ্কাম মানব প্রেমের মধুর সামঞ্জস্য শিক্ষা করি। যিনি স্বাধীনতার মিত্র—তিনি গ্যারিবল্‌ডীরও মিত্র। স্বাধীনতার উপাসকের সহিত গ্যারিবল্‌ডী কখন শত্রুতা করিতেন না। কিন্তু যিনি স্বাধীনতার শত্রু ও মানবজাতির উৎ-পীড়ক, গ্যারিবল্‌ডীর বজ্র সতত তাঁহার বিরুদ্ধে সমুদ্যত থাকিত। যে উৎসাহবহ্নি শরীরে বিদ্যুৎ সংক্রামিত করিত, যে আশাকুসুম কখন নিমীলিত হইত না, যে আত্ম-শক্তির উপর বিশ্বাস কখন কমিতে জানিত না, যে স্বর বহু যোজন আলোড়িত করিত, যে শারীরিক বল কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করিত না, যে সহিষ্ণুতা কিছুতেই টলিত না—ভগবান্ সেই সেই দেবদুর্লভ—গুণে বিভূষিত করিয়াই যেন তাঁহাকে ইতালীর—উৎপীড়িত পদদলিত ইতালীর—উদ্ধারার্থ ভূমণ্ডলে প্রেরণ করেন। সে সময়ে এই অসাধ্য সাধনে সক্ষম—এসমস্ত গুণে বিভূষিত, এরূপ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ইতালীতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

যে সকল অসাধারণ ক্ষমতা লইয়া গ্যারিবল্‌ডী জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন, এই কয় বৎসরের কষ্ট যন্ত্রণা ও অবদান-পরম্পরায় তাহার পূর্ণপরিপাক হইল। যত প্রকার বিপদে—যত প্রকার অসুবিধায়—মানুষ পড়িতে পারে, গ্যারিবল্ডী তাহাতে পড়িয়াছিলেন। বার বার জাহাজ ভগ্ন হওয়ায় তিনি জলধি-জলে নিমগ্ন হন। তিনি বার বার আহত হন; ও কয় বার ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বিধাতা তাঁহা দ্বারা মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া লইবেন বলিয়াই যেন প্রতিবার তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন। অতি শীঘ্র যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারায়, অতি অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া অসংখ্য শত্রু-সৈন্যকে পর্য্যুদস্ত করায়, একটী বাক্যে বা একটী কটাক্ষ-পাতে অসংখ্য লোককে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া নিজের ইচ্ছামত চালিত [illegible] অসাধারণ শক্তি তিনি শেষ জীবনে ইতালীক্ষেত্রে প্রক[illegible] করেন, সেই শক্তি অনেক পরিমাণে আমেরিকক্ষেত্রেই পরিপুষ্ট হয়। কি স্বদেশে কি বি[illegible]শে তাঁহার আনন্দময়ী সাহসিকতা, সরলতা ও সাধুতা তাঁহাকে শত্রু মিত্র সকলেরই ভক্তি-ভাজন করিয়াছিল। লোভের অধুম ও ঐশ্বর্য্যে ঘৃণাবান্ হইলেও তিনি আপনার ও পরিবারবর্গের উদরান্নের জন্য শ্রমে বিরত ছিলেন না। কৃষি, বাণিজ্য এবং কখন বা চাকরী পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া তিনি পরিবার প্রতিপালন করিতেন। আপনাদিগের অভাব মোচন হইয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, তিনি বন্ধু বান্ধব দীন দুঃখীকে তাহা দান করিয়া ফেলিতেন। সংক্ষেপতঃ তিনি সরলতা, নিঃস্বার্থতা ও বিশ্বপ্রেমিকতার অবতার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মণ্টিভিডিয়ো সাধারণতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ছিন্ন ভিন্ন ভাব—রিভেরাকৃত বিপ্লব—ডেমানের যুদ্ধ—মণ্টিভিডিয়োতে প্রত্যাগমন—গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয় ইতালীর অভিমুখে ধাবিত—পোপের অধীনে চাকরী করিতে স্বীকার—পোপকে পত্র লিখন—ইউরোপে যাত্রা—নাইস্ নগরে অবতরণ—চার্লস্ আল্‌বার্টের নিকট প্রস্তাব—কর্ণেল মেডিসি—আনুজানির মৃত্যু।

আমরা শত্রুসৈন্যকে সান্ আণ্টোনিয়ো সমর-ক্ষেত্রে ফেলিয়া আসিয়াছি। চল পাঠক! দেখিগে সেই ভীষণ পরাজয়ের পর তাহাদিগের কি দশা ঘটিল। ঐ দেখ সেনাপতি গোমেজ হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া প্যুরসাণ্ডু নগরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আর ঐ দেখ! সান্ আণ্টোনিয়ো-রূপ কুরুক্ষেত্র—হত ও আহত পদাতিক ও অশ্বারূঢ় অশ্বারোহী সৈন্যে যেন আচ্ছাদিত রহিয়াছে! রুধিরপ্রপাতে যেন নদী বহিয়া যাইতেছে! কত যে সৈন্য মরিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। একটী সাধারণতন্ত্রী সৈন্য ও দশটী শত্রুসৈন্য—এই অনুপাতে উভয় পক্ষের সৈন্য সেই বিষম রণে হত হয়। শত্রুদের নিষ্ঠুর ও লজ্জাকর অত্যাচারের ভয়ে গ্যারিবল্‌ডীর লীজন্ সৈন্য আপন আহত সৈন্যগণকে ব্যূহমধ্যগত করিয়া লইয়া গিয়াছিল। শত্রুরা যদিও নগর-দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের গতি প্রতিপদে প্রতিহত করে, তথাপি একটী আহত লীজন্‌সৈন্যও তাঁহারা রণক্ষেত্রে ফেলিয়া যান নাই। এই আহত সৈন্যের প্রাণপণে রক্ষণ—গ্যারিবল্‌ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভার অদ্ভুত বিস্ফুরণ। ঐ দেখ! সৈন্যগণ নগর-দুর্গে আসিয়া পৌঁছিলে, ফরাশিরণতরির চিকিৎসক আহত সৈন্যগণের সুন্দর-রূপ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, এবং মণ্টিভিডিয়োর রমণীগণ জননী বা ভগিনীর ন্যায় তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষায় নিমগ্ন হইলেন।

ঐ দেখ! যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত্রুসৈন্য অপসৃত হওয়ার পর গ্যারিবল্ডী হত সৈন্যগণকে সংগ্রহ করিয়া সমাধি-নিহিত করিতেছেন। তাঁহার আদেশে লীজনারী ও ভলণ্টিয়ার সৈন্য একই সমাধিগহ্বরে নিহিত হইতেছে। তাহাদিগের অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিবার জন্য তাহাদিগের উপর একটী ক্রস্ নির্ম্মিত হইল। আজ মহাপ্রাণ গ্যারিবল্ডী হত শত্রুসৈন্যগণকেও বীরসমাধি প্রদান করিলেন। তাহাদের শত্রুরাই তাহাদিগের প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২০ এ মে পর্য্যন্ত মণ্টিভিডিয়োতে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিল। তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বিউএনস্ এয়ারেস্ সৈন্যগণ সেই কাল পর্য্যন্ত আসে নাই। কিন্তু তাহার পরই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্টকে আবার ছিন্ন ভিন্ন করিল।

রিভেরা রুধির-কর্দ্দমিত পথে গমন করিয়া মৃত শরীরের উপর দিয়া সৌভাগ্যমঞ্চে আরোহণ করিলেন; ও আরোহণ করিয়া ধরাকে সরা দেখিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি সেনাপতিপুঞ্জকে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাহার পর অন্যান্য নেতৃবৃন্দকেও তিনি ছলে বলে ও কৌশলে নির্ব্বাসিত করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডী এবং আনজানিকেও তিনি নির্ব্বাসিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রজানুরাগে ও আত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন।

এই সময় অরকুইজা (Urquiza) অসংখ্য সৈন্যসহ সল্টো নগরের কিয়দ্দূরে দেমান্ (Dayman) নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২০এ মে তারিখে রিভেরার সৈন্য ও অরকুইজার সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। রিভেরার আদেশে গ্যারিবল্ডিনী সেনা আবার যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল। আবার গ্যারিবল্ডীর লীজনারীর ভীষণ বেয়নেট্-আক্রমণে ও সাধারণতন্ত্রিণী সেনার অবিচলিত প্রতিঘাতে শত্রুসৈন্যসংখ্যায় বহুতর হইলেও প্রতিহত ও অনেকে রণশয্যায় শায়িত হইল। সাধারণতন্ত্রিণী সেনারাও অনেকে এই যুদ্ধে হত হয়।

কিন্তু রিভেরার ভাগ্যলক্ষ্মী এই যুদ্ধের পরই অন্তর্হিত হইলেন। লোকে প্রিয় পাজ্ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নির্ব্বাসন, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপনের অক্ষমতা, ও রোজাস্ কর্ত্তৃক করিয়াণ্টিস্, সল্টো ও পয়সাণ্ডু প্রভৃতি নগরের গ্রহণ—ও অবশেষে শত্রুসৈন্যের মণ্টিভিডিয়ো-অবরোধের জন্য তদভিমুখে অভিযান—এই সমস্ত ঘটনায় মণ্টিভিডিয়োর আবাল বৃদ্ধ বনিতা রিভেরার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন। তাঁহারা একবাক্যে রিভেরাকে রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিলেন। শত্রুসৈন্যের আগমন-বার্ত্তায় মণ্টিভিডিয়ো-বাসিগণের নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নি উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। যদিও ছয় বৎসরের অবিরাম সংগ্রামে অবসন্ন, যদিও ক্রমিক অর্থব্যয়ে শূন্য-কোষ, যদিও অসংখ্য বীরবৃন্দের পতনে ক্ষীণবল ও শোকাকুল—তথাপি তাঁহারা যেন সঞ্জীবন-মন্ত্রে পুনর্জ্জীবিত হইয়া জাতীয় রক্ষার জন্য সমুদ্যত হইলেন। রিভেরাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাঁহারা তৎকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত নেতৃবৃন্দকে স্বদেশে আনয়ন করিয়া স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন; এবং অস্ত্রধারণক্ষম ব্যক্তি-মাত্রকে লইয়া একটী মহতী জাতীয় সেনা সংগঠিত করিলেন। নগর-রক্ষার জন্য যত কিছু আয়োজন সম্ভব, তৎসমস্তই অনুষ্ঠিত হইল।

গ্যারিবল্ডী এবং আনুজানিও সসৈন্য নগর-রক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে আদিষ্ট হইলেন। তাঁহারা রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে রণস্থলে উপস্থিত হইতে হইল না। কারণ ফরাসি ও ইংরাজগণের মধ্যস্থতায় রোজাসের গতি প্রতিহত হইল। যুদ্ধের আশঙ্কা অপনীত হইলে, মণ্টিভিডিয়ো-গবর্ণমেণ্ট গ্যারিবল্ডীর ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে একটী গোলাবাড়ী প্রদান করেন। গ্যারিবল্ডী অতঃপর তাহার তত্ত্বাবধান-কার্য্যে সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে তাঁহার আলয়—শাসন-সমিতির ও রণসমিতির নেতৃবৃন্দের প্রধান সঙ্গম-স্থান হইল। মনস্বিনী আনিটা গৌরব ও সম্ভ্রমের সহিত গৃহস্বামিনীর পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এ শান্তি ও সুখের সময়েও গ্যারিবল্ডীর হৃদয় ইতালীয়

জন্য সতত কাঁদিত। 'ইতালী' এই শব্দ শুনিলে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে থাকিত। কে যেন তাঁহার শিরায় শিরায় অমৃতধারা প্রবাহিত করিত। সেই প্রাণের প্রাণ ইতালী এখন কি করিতেছে—জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইত। প্রতি মেলে সংবাদ আসিতে লাগিল যে এখন ইতালীতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব লক্ষণ সকল সংসূচিত হইতেছে; এবং পোপ নবম পায়স্ (Pio Nono) সেই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নেতা হইবেন—তাঁহার উক্তিতে ও ভাবে লোকে এরূপ আশা করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ই অক্টোবর গ্যারিবল্ডী ও আনজানি পোপকে ইতালীর ভাবী উদ্ধারকর্ত্তা মনে করিয়া তাঁহাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন :—

"আমরা আপনার উদার ভাবে মুগ্ধ হইয়া আপনার অধীনে চাকরী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের অস্ত্র শস্ত্র—যুদ্ধ-কার্য্যে অপরিচিত নহে—সুতরাং যদি তাহা আপনার পবিত্রতার (Holiness) গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে আমরা অতি আহ্লাদ-সহকারে আপনার কার্য্যে তাহা চালনা করিতে প্রস্তুত আছি। যে পোপ আমাদের দেশের জন্য ও আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের জন্য এত দূর করিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশ-উদ্ধার-কার্য্যের বিন্দুমাত্র সহায়তা যদি আমাদিগের দ্বারা হয়, তাহা হইলে আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব। আমরা আমাদের পক্ষে ও আমাদের সহসমরিগণের পক্ষ হইতে এই কথা বলিলাম যদি আমরা স্বদেশের কার্য্যে আপনাদের রুধির ব্যয় করিতে পারি—তাহা হইলে আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিব। আমরা আপনার বহুমূল্য সময়ের উপর এইরূপে হস্তক্ষেপ করিলাম বলিয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি আপনি আমাদিগের আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অসীম শ্রদ্ধা সূচক এই বাক্যগুলি সাদরে গ্রহণ করিবেন।

আপনার অনুগত ভৃত্য

জি গ্যারিবল্ডী; এফ্ আনজানি।"

রাইও জেনিরোতে পোপের প্রতিনিধি (Mincio) ছিলেন। পোপের নিকট পাঠাইবার জন্য পত্র তাঁহারই হস্তে অর্পণ করা হয়। তিনি আশা দিয়াছিলেন যে শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের পত্রের উত্তর আনাইয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে সে পত্রের আর উত্তর আসিল না। কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া গ্যারিবল্‌ডী যখন দেখিলেন পত্রের উত্তর আসার আর আশা নাই; তখন তিনি স্বয়ং স্বদলে ইতালী যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি সমস্ত ইতালীয় লীজন্‌-সৈন্যকে ইতালীযাত্রার জন্য সজ্জিত হইতে বলিলেন; এবং পাথেয়ের অভাব দূরীকরণার্থ চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অনেকে গায়ের জামা বেচিয়া তাহার মূল্য স্বদেশ যাত্রার ফণ্ডে দিতে লাগিলেন। মণ্টিভিডিয়োতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বহুদিনের পর জন্মভূমির মুখাবলোকন করিবার আশায় সকলেই প্রথমে আনন্দে উচ্ছলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মণ্টিভিডিয়ো-গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় অথবা এই স্বদেশযাত্রার ভাবী পরিণাম-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া শেষে অনেকেই পশ্চাদ্‌পদ হইলেন। গ্যারিবল্‌ডীর লীজন্‌ সৈন্যের মধ্যে পঞ্চাধিক অশীতিজন মাত্র তাঁহার অনুগামী হইতে স্বীকৃত হন। তাহার মধ্যেই আবার পঞ্চবিংশ জন যাত্রা করিবার সময় সরিয়া পড়িলেন। গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার লীজন্‌সৈন্য মণ্টিভিডিয়োর প্রাণভূত ছিলেন। সুতরাং মণ্টিভিডিয়ো গবর্ণমেণ্ট গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার আনুযাত্রিক-বর্গকে যখন বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন ভিতরে ভিতরে প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্টের উত্তেজনায় জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁহাদিগের নিকট ছাড় ছাড় কালে অতিশয় অধিক ভাড়া চাহিয়া বসিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার অনুযাত্রিকবর্গ সর্ব্বস্ব বেচিয়াও তাহা দিতে স্বীকৃত হইলেন। যে সকল ইতালীয় ও মণ্টিভিডিয়ো বীরগণ তাঁহার সহিত সান্‌ আণ্টোনিয়ো সমরক্ষেত্রে একত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই স্বদেশ-যাত্রায় গ্যারিবল্‌ডীর সঙ্গী হইয়া চলিলেন। যাত্রীর দলে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়ষট্টি জন ইতালীয় ও কতিপয় মাত্র মণ্টিভিডিয়ো ছিলেন।

ফরাশি জাহাজ বেসন্টি * ২৭এ মার্চ্চ এই যাত্রীর দল লইয়া মণ্টি-ভিডিয়ো বন্দর ছাড়িয়া ইতালীর অন্তর্গত নাইস্ নগরাভিমুখে চলিল। বলা বাহুল্য যে পতিগতপ্রাণা আনিটাও পুত্রকন্যাসহ স্বামীর অনু-গমন করিলেন।

এ দিকে মেডিসি পূর্ব্বেই ইতালীতে আসিয়া গ্যারিবল্ডীর আগমনের পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য পীড্মণ্টে লোকতান্ত্রিক অভ্যু-ত্থানের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সেই জাহাজ—কুক্ষিতে গ্যারিবল্ডী ও তদীয় লীজন্-রূপ ইতালীর অমূল্য রত্ন ও মস্তকে অগ্ন্যুৎগ্যারি-বিসুবিয়স্-লাঞ্ছিত ইতালীর লীজন্ পতাকা ধারণ করিয়া ত্বরিত গতিতে ১৮৪৭ সালের ২৯ এ জুন তারিখে নাইস্ নগরের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্বদেশ-যাত্রাবিষয়ে তাঁহার প্রাণপ্রতিমা আনিটা ও প্রাণসম ভ্রাত আনজানিই তাঁহাকে সবিশেষ সহায়তা করেন। গ্যারিবল্ডী এই বীর পুরুষ ও এই বীরা রমণীর সাহায্যেই পথে ভীষণ অগ্নি-কাণ্ডের হস্ত হইতে আপনাদিগকে ও জাহাজকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। কিন্তু আনজানি পীড়ায় (Pulmonary disease) দিন দিন অতিশয় কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আনিটা নিরন্তর তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত গ্যারিবল্ডী ও আনিটা সতত তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার যাতনার লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন।

গ্যারিবল্ডীর বিরুদ্ধে অদ্যাপিও সেই প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা বলবৎ ছিল। সেই জন্য তাঁহার সহচরবৃন্দ দেশের লোকের মনের ভাব না জানিয়া তাঁহাকে হঠাৎ তীরে নামিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাঁহার প্রিয়বন্ধু পীড়িত আনজানির জন্য কমলা লেবু প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য একবার আলিকাণ্টে (Alicante) তে জাহাজ হইতে

* কেহ কেহ জাহাজ খানির নাম Bisonto এবং কেহ কেহ বা Espananza বলিয়াছেন।

তীরে অবতরণ করিয়া তথায় ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন কিরূপে গত কয়-সপ্তাহের মধ্যে ইতালীতে ঘটনাস্রোত নিরন্তর প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি জানিলেন ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী চার্লস আল্‌বার্ট জনসাধারণের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিবেন বলিয়া ঘোষণা পত্র প্রচার করিলে, কেমনে টিউরিণের জন-সাধারণ আনন্দে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে চার্লস আল্‌বার্টের প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল।

তিনি শুনিয়াছিলেন যে সমস্ত ইতালীতে তখন বিপ্লববহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে; লম্বার্ডী ও ভিনিস্ অস্ত্রধারণ করিয়াছে; এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ এ মার্চ মিলান্‌বাসীরা পাঁচ দিন ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া অষ্ট্রিয়গণকে তাহাদের নগর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে স্বাধীনতা-সমর খ্যাপন করিতে আর বিলম্ব করা যাইতে পারে না। কিন্তু টিউরিণের শাসনসমিতি এত শীঘ্র লোকের মন সুস্বার্থ উত্তেজিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। এত শীঘ্র সমস্ত উত্তর ইতালী 'টিউরিনরাজ্যের জয়' রবে উদ্ঘোষিত হইবে চার্লস্ আল্‌বার্ট এরূপ ভাবেন নাই। সুতরাং তিনি এত শীঘ্র অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ খ্যাপন করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন।

গ্যারিবল্‌ডী আলিকাণ্টের কন্‌সলের নিকট আরও শুনিলেন—যে পারিসেও একটী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হইয়া গিয়াছে। ভায়েনা ও বার্লিনের প্রজারাও রাজবিদ্রোহী হইয়াছে; টসকানী ও রোম্‌জাতীয়-যুদ্ধে সহস্র সহস্র ভলণ্টিয়ার সৈন্য প্রেরণ করিতেছে; অধিক কি নেপল্‌সের ফার্ডিন্যাণ্ডও স্বরাজ্যে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন বলিয়া প্রজাবৃন্দের নিকট প্রতিশ্রুত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। গ্যারিবল্‌ডী পীড়িত আন্‌জানিকে এই সকল সংবাদ উপহার-স্বরূপ প্রদান করিলেন। আন্‌জানির মৃতপ্রায় দেহে এই সকল সংবাদ যেন সঞ্জীবনৌষধের কার্য্য করিল।

আলিকাণ্টে ছাড়াইয়াই গ্যারিবল্‌ডী আনিটার স্বহস্তনির্ম্মিত ত্রিবর্ণ

জাতীয় ধ্বজা জাহাজে তুলিয়া দিলেন। সেই ধ্বজা কাঁপাইতে কাঁপাইতে জাহাজরাজ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নাইস্ নগরের বন্দরে প্রবেশ করিল। গ্যারিবল্ডী চতুর্দ্দশ বৎসরের নির্ব্বাসনের পর, আজ স্বনগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! আজ তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না!

তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বলবৎ থাকিতেও—ও তাঁহার নাবিকবৃন্দের নিষেধ সত্বেও—তিনি তীরে অবতরণ করিলেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইবামাত্র সমস্ত নগর তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বাগ্রে জননীর নিকট গমন করিলেন; এবং পুত্র কন্যা সহ আনিটাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

গ্যারিবল্ডীর জননী গোঁড়া খৃষ্টান্ ছিলেন। সুতরাং পুত্র গির্জ্জায় না গিয়াও পাদ্রীর সাহায্য বিনা আনিটাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পুত্রবধূকে প্রথমে গৃহে লইতে অস্বীকৃতা হন। কিন্তু শেষে পুত্রবাৎ-সল্যের বশীভূত হইয়া কুসংস্কারকে সংযত করিয়া পৌত্র ও পৌত্রী সহ পুত্রবধূকে গৃহে গ্রহণ করেন। গ্যারিবল্ডী ধর্ম্মের গোঁড়ামী ও পুরোহিত-বৃন্দকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। এই লইয়া মাতার সহিত তাঁহার সর্ব্বদা বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইত। গ্যারিবল্ডীর বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তিনি তাঁহাকে স্বমতে আনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ঘটে নাই। কারণ তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিকালে তিনি পৌত্র ও পৌত্রীগণকে গোঁড়া জেসুইট্‌দিগের স্কুলে পড়িতে দিয়াছিলেন। আর গোঁড়া প্রণালীতে বিবাহিতা না হওয়ায় তিনি রমণীরত্ন আনিটাকে কখন ভাল বাসিতে পারেন নাই। অধিক কি গ্যারিবল্ডীর অনুপস্থিতি কালে তিনি আনিটাকে এত যন্ত্রণা দিয়াছিলেন যে, আনিটা শ্বশ্রুগৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নগরের অবরোধ-কার্য্যে নিযুক্ত স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়াছিলেন।

গ্যারিবল্ডীর আগমন-বার্ত্তা বিদ্যুদ্বেগে নাইসে ও ইতালীর সর্ব্বত্র প্রসৃত হইল। নাইস্ নগর দীপমালায় বিভূষিত হইল। প্রতি গৃহে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। ইতালীর সকল স্থান হইতেই উৎসর্গী-কৃতপ্রাণ বীরবৃন্দ দলে দলে আসিয়া তাঁহার জগদ্বিখ্যাত লোহিত পতা-কার মূলে দণ্ডায়মান হইল।

মেডিসি পূর্ব্ব হইতে আসিয়া লোকের মন তদনুকূলে উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; এবং তাঁহার জন্ম তিন শত রণশিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডীর মন স্বদেশের উদ্ধার-সাধনে এত দূর ব্যগ্র হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়াই সার্ডিনিয়ারাজ চার্লস্ আল্‌বার্টের অধীনে কার্য্যগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া তদুদ্দেশে মিলানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাতে মেডিসি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেন। আনজানির মৃত্যুতেই কেবল এই মনোবাদের অবসান হয়।

এ দিকে আন্‌জানিরও পীড়া ক্রমে অতিশয় প্রবল হইতে লাগিল। মেডিসি তাঁহাকে জেনোয়ায় লইয়া গেলেন। তথায় অচিরকাল-মধ্যেই তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল।

মৃত্যুমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আন্‌জানির মুখে কেবল 'ইতালী' ও 'গ্যারি-বল্‌ডী' এই নামদ্বয় বাহির হইতেছিল। স্বদেশের প্রতি ও স্বদেশের ভাবী উদ্ধার-কর্ত্তার প্রতি তাঁহার ভক্তি অচলা ছিল। তিনি মৃত্যুকালে মেডিসিকে গ্যারিবল্‌ডীর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইতে বলিয়া যান। তিনি স্পষ্টাক্ষরে মেডিসিকে বলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ভগবান্ ইতালীর উদ্ধারসাধনের জন্যই গ্যারিবল্‌ডীকে প্রেরণ করিয়াছেন; এবং গ্যারি-বল্‌ডী দ্বারাই সে কার্য্য সাধিত হইবে। তাঁহার মৃতদেহ আল্‌-জেট্ (Alxate) নগরে সমাহিত হইল। অসংখ্য লোক তাঁহার মৃতদেহের সঙ্গে সমাধি-স্থলে উপস্থিত হইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শুদ্ধ নির্ব্বাসিত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না—তাঁহার মস্তকের উপর মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আজ সে আজ্ঞা প্রচারিত থাকিতেও, গবর্ণমেণ্ট সেই স্বজাতি-প্রেমিকের—সেই স্বদেশানুরাগী বীরের—প্রতি জাতীয় সহানুভূতি দমিত করিতে পারিলেন না। আজ সমস্ত ইতালী তাঁহার শোকে অভিভূত হইল। লীজন্ সৈন্য শোকসূচনার্থ পতাকা অবনমিত করিল; এবং কৃষ্ণ বর্ণের পরিচ্ছদে আবৃত হইল; এবং লীজন্ সৈন্যের সার্জ্জন তাঁহার উদ্দেশে একটী আন্ত্যেষ্টিক বক্তৃতা করিলেন। সমস্ত

লীজন্ সৈন্য তাঁহার সমাধির উপরে পুষ্প বর্ষণ করিল। এ দিকে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ মণ্টিভিডিয়োতে উপস্থিত হইলে মণ্টিভিডিয়োনগর শোকচিহ্ন ধারণ করিল, এবং মণ্টিভিডিয়োর আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁহার জন্য শোকে অভিভূত হইল। কারণ গ্যারিবল্ডীর নিম্নেই তিনি মণ্টিভিডিয়োর অধিবাসিগণের হৃদয়-রঞ্জন ছিলেন। গ্যারিবল্ডী যত দিন জীবিত ছিলেন, মধ্যে মধ্যে প্রিয়বন্ধুর সমাধিস্থলে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেন। তাঁহার শোক তিনি আজীবন ভুলিতে পারেন নাই। ১৮৪৮—৪৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব পর্য্যুদস্ত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে আন্‌জানি জীবিত থাকিলে এ বিপ্লব পরাস্ত হইত না। প্রত্যুতঃ আন্‌জানির অভাব তিনি সতত অনুভব করিতেন। যদিও জাতীয় জয় ও পরাজয় এবং অভ্যুত্থান ও পতন ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন, তথাপি অনেক সময় মনে হয় যেন ব্যক্তিবিশেষের আবির্ভাব বা তিরোধানে ইহার নিকটস্থতা বা দূরস্থতা ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই গ্যারিবল্ডীর মনে তাদৃশ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে সমবেত ইতালীকে এক শাসনসমিতির অধীনে আনিবার জন্যই যেন বিধাতা তৎকালে ইতালীয় জাতীয় অভ্যুত্থানকে কৃতকার্য্য হইতে দেন নাই। সময় আসে নাই বলিয়াই—বিচ্ছিন্ন ইতালী তখনও মিলিত হইতে শিখে নাই বলিয়াই—বিধাতা তাঁহাকে আরও কিছু দিন বৈদেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিধাতার কার্য্য আপাত-ক্লেশকর হইলেও, পরিণামে শুভপ্রদ!

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উত্তরার্দ্ধ।

চার্লস্ আল্‌বার্ট কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান—মিলানের চাকরী গ্রহণ—আন্‌জানি-সেনাদল প্রস্তুত করণ—বার্গেমো অভিমুখে অভিযান—ইতালীর স্বাধীনতা খ্যাপন—কোমো-নগরে প্রত্যাবর্ত্তন—সেরিণোর যুদ্ধ—ভারিজ নগরে অভিযান—সেনাপতি রাডেট্‌স্কির অনুসরণ—শত্রুশিবিরের উপর দিয়া সুইজর্লণ্ডে পলায়ন—জেনোয়ায় গমন—নীজম্ সৈন্যের রাভেনায় মিলন—রোমে আহ্বান।

হতাশতা গ্যারিবল্‌ডীর অদৃষ্টের সহিত যেন নিরন্তর মিশ্রিত হইয়া থাকিত। চার্লস্ আল্‌বার্টের অধীনে চাকরী স্বীকার করিতে ইচ্ছুক আছেন বলিয়া গ্যারিবল্‌ডী তদীয় সমর-সচিবের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহার কোন উত্তর আসিল না। গ্যারিবল্‌ডী ইহাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া চার্লস আল্‌বার্ট যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া ছিলেন, বরাবর সেই খানে গেলেন। চার্লস্ যদিও তাঁহাকে বিশেষ ভদ্রতার সহিত গ্রহণ করিলেন, তথাপি অধিক মেশামিশি করিলেন না; এবং ম্যাটসিনি-শিষ্যের উপর সেনাবিভাগের অধিনায়কত্ব দেওয়ার পূর্ণদায়িত্ব নিজের উপর লইতে অনিচ্ছুক হইয়া, তাঁহাকে মন্ত্রি-সমিতির উত্তরের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় তথায় বসিয়া না থাকিয়া, তিনি টিউরিণে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মন্ত্রিসমিতির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া তিনি রণসচিব মসো রিসি (M. Ricci)-র নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র প্রাপ্ত হইলেন—"আমি তোমাকে অবিলম্বে ভিনিস্ যাত্রা করিতে উপদেশ দিই। সেখানে কতিপয় ক্ষুদ্র রণতরি রহিয়াছে। তুমি সেই

গুলির অধিনায়ক হইয়া অষ্ট্রিয়ার বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সমর চালাইয়া ভিনিস্‌বাসিগণের বিশেষ উপকার করিতে পারিবে। আমার বিবেচনায় ইহাই সেনাবিভাগে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান"।

স্বদেশানুরাগে জ্বলিতহৃদয় গ্যারিবল্‌ডীর অন্তরে মন্ত্রিবরের এই উপেক্ষাসূচক বাক্য শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি কোন উত্তর করিলেন না। মন্ত্রিবরের এই নির্লজ্জ ব্যবহারে তাঁহার মনে অবিমিশ্রিত ঘৃণার উদ্রেক হইল। তিনি রাজার ভীরুতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য তাঁহাকে কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

টিউরিনের তোরণদ্বার-তলে দাঁড়াইয়া করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া গ্যারিবল্‌ডী নিজের আবেদনের পরিণাম ভাবিতেছিলেন, এমন সময় মেডিসি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দলপতির দুঃখপূর্ণ মুখকান্তি দেখিয়া মেডিসির অন্তর হইতে রাগাভিমান অন্তর্হিত হইল। দর্শনমাত্র পরস্পর পরস্পরের বাহুযুগল দ্বারা শৃঙ্খলিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরের নিকট আত্মমনোবেদনা জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ উভয়ে মিলান যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে পীড্‌মণ্টিস্‌ সেনা অষ্ট্রিয়ার হস্তে সর্ব্বপ্রথম পরাজয় পাইয়াছে। সুতরাং প্রেট্রিয়ট্‌দ্বয়ের মনোরথ পূর্ণ হইবার ইহা অতি উৎকৃষ্ট সময়। তাহারা মিলানে উপস্থিত হইবামাত্র মিলানের সাময়িক শাসন-সমিতি আহ্লাদপূর্ব্বক লম্বার্ড ভলণ্টিয়ারগণকে সমর-শৃঙ্খলায় আনিবার ভার তাঁহাদিগের উপর অর্পণ করিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর নামের মোহিনী-শক্তি-বলে অসংখ্য ভলণ্টিয়ার সৈন্য অচিরকাল-মধ্যে তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লম্বার্ড ও পীড্‌মণ্টিস্‌ যুবকদলের শ্রেষ্ঠতম অংশই এই ভলণ্টিয়ার সেনার উপাদান-সামগ্রী হইল। গ্যারিবল্ডী আন্‌জানির স্মরণার্থ তাঁহার নামে একটী সেনা গঠিত করিয়া মেডিসির হস্তে তাহার ভারার্পণ করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশ সহস্র ভলাণ্টিয়ার তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

চার্লস্‌ আল্‌বার্ট এপ্রেল মাসে গোইটোতে (Goito) অষ্ট্রিয়গণের উপর জয়লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কয় সপ্তাহ মধ্যেই অষ্ট্রিয়সেনা-

পতি র‍্যাডেট্‌স্কি নভারা (Novera) রণক্ষেত্রে আল্‌বার্টের সেনাকে পরাস্ত, হতবুদ্ধি ও নীতিভ্রষ্ট করিয়া আপনার পূর্ব্বখ্যাতি বজায় করিলেন, এবং বিজয়ের উপর বিজয় লাভ করিতে করিতে মিলানের উপর আসিয়া পড়িলেন। চার্লস্‌ আল্‌বার্ট সসৈন্য মিলানের অভ্যন্তরে গিয়া আশ্রয় লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মিলান্‌বাসীরা তাঁহার ভীরুতা ও কাপুরুষতায় এত দূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ না করিয়া বরং শাপাদি-প্রদান-পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিলেন ও লোক-প্রিয় বীরবর গ্যারিবল্‌ডীকে স্বনগরের রক্ষার্থ নিয়োজিত করিলেন; এবং তাঁহাকে সেনাপতি (Ceneral) উপাধি প্রদান করিলেন।

লোকতান্ত্রিক ভাবের এই বিস্ফুরণে পীড্‌মন্টরাজ আল্‌বার্টের হৃদয়ে মহাভীতির সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে ইতালীয় হৃদয়ে এত দিনে ইতালীর একতা ও স্বাধীনতার জন্য তাড়িতবেগ সংক্রামিত হইয়াছে,—দেখিলেন রাজতন্ত্রের মূল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য গ্যারিবল্‌ডী যখন তাঁহার ত্রিশ সহস্র ভলণ্টিয়ার সৈন্যকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিবার জন্য অস্ত্র ও বস্ত্র চাহিলেন, তখন আল্‌বার্টের মন্ত্রিসমিতি অস্ত্র বস্ত্রের অভাব বলিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী কিছুতেই ভীত বা বিচলিত হই-বার নহেন। তিনি বিচলিত হইলেন না বটে, কিন্তু এই ঘৃণিত উপে-ক্ষায় অনেক ভলণ্টিয়ার চটিয়া চলিয়া গেলেন। গ্যারিবল্‌ডী অব-শিষ্ট সৈন্যগণকে জাতীয় অস্ত্রাগার ও বস্ত্রাগার ভাঙ্গিয়া তথা হইতে অস্ত্র ও বস্ত্র বাছিয়া লইতে আদেশ দিলেন। সেই বস্ত্রাগারে বিজয়লব্ধ অষ্ট্রীয়, হঙ্গেরীয়, সুইস্‌ প্রভৃতি জাতির সামরিক পরিচ্ছদ ছিল। তাঁহার ভলণ্টিয়ার সৈন্যেরা সেই বিসদৃশ পরিচ্ছদ গুলি কাটিয়া কুটিয়া তাহা হইতে এক প্রকার নূতন জাতীয় সমর-পরিচ্ছদ (Uniform) প্রস্তুত করিয়া অনতি-কাল-মধ্যে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইলেন।

গ্যারিবল্‌ডী সসৈন্য বার্গেমো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বার্গেমোতে অষ্ট্রিয়ার প্রধান সেনানিবাস ছিল। গ্যারিবল্‌ডী তাহাই আক্রমণ

করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি রক্ষণপরতা * অপেক্ষা আক্রমণ-পরতা * অধিকতর ফল-প্রদ মনে করিতেন। শত্রুদিগের আক্রমণের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে, অনেক সময় সৈন্যগণের রণোৎসাহ কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বীরদর্পে শত্রুগণকে আক্রমণ করিলে নির্বীর্য্য মনেও অনেক সময় বীরত্ব সংক্রামিত হয়। এই জন্য তিনি শেষোক্ত প্রণালীই অবলম্বন করিতেন। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই তিনি বার্গেমো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বার্গেমোতে ম্যাট্‌সিনি স্বদেশে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে রাজকীয় সেনা হইতেও কিছু লোক-সাহায্য আসিল। এইরূপে উপচিত-বল হইয়াও গ্যারিবল্‌ডী পাঁচ সহস্রের অধিক সৈন্য-সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তিনি এই সৈন্য লইয়াই বার্গেমোস্থ শত্রুসেনা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সামরিক শাসনসমিতি দ্রুতপদে তাঁহাদিগকে মিলানে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। গ্যারিবল্‌ডী তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ প্রতিপালন করিলেন; কিন্তু মনজায় (Monza) আসিয়া শুনিলেন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট মিলান্ নগর অষ্ট্রিয়-সেনাপতি রাডেট্‌স্কি দখল করিয়াছেন, এবং চার্লস্ আল্‌বার্ট জাতীয় সমর পরিত্যাগ করিয়া শত্রুগণের সহিত সাময়িক সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই সন্ধিপত্রে গ্যারিবল্‌ডী ও তাঁহার সৈন্যগণ বর্জ্জিত হয়েন। সুতরাং মিলানাভিমুখে প্রত্যাগমন-কালে শত্রু-অশ্বসেনা তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া লইবার উদ্যোগ করিয়াছিল। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী অসামান্য রণনৈপুণ্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক আপনাকে ও আপনার সৈন্যগণকে অষ্ট্রিয়গণের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন।

* যিনি শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, তাঁহাকে রক্ষণপর বলিলাম।

* যিনি শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া, স্বয়ং শত্রুকে গিয়া আক্রমণ করেন-তিনিই আক্রমণপর নামে অভিহিত হইলেন।

গ্যারিবল্‌ডী তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া চার্লস্‌ আল্‌বার্ট্‌ ও অষ্ট্রিয়া—উভয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে সকল সৈন্য তাঁহার অদৃষ্টানুসরণ করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে তিনি কোমো (Como) নগর অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। যখন তিনি কোমো নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই পঞ্চ সহস্র সেনার অষ্টশতমাত্র অবশিষ্ট ছিল। প্রথমে তাঁহারা কামালেটার (Camerleta) ও পরে সান্‌ ফেরুতে (San Ferruo) ছাউনী করিয়া রহিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর সৈন্য দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। কেবল পাঁচশতমাত্র উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীর তাঁহার সহিত অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য অবশিষ্ট রহিলেন। গ্যারিবল্‌ডী এই সৈন্য লইয়াই শত্রুশিবিরে যুদ্ধস্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২ই আগষ্ট গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার বিখ্যাত আদেশ পত্র (Decree) প্রচার করেন। তাহা দ্বারা তিনি স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই অষ্ট্রিয়া ও চার্লস্‌ আল্‌বার্ট্‌—উভয়েরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে উদ্দীপিত করেন। ইহাতে তিনি চার্লস্‌ আল্‌বার্টকে জাতীয় বিশ্বাসহন্তা বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রত্যুত তখন ইতালীবাসীমাত্রেই চার্লস আল্‌বার্টকে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিত, ও তাঁহাকে দেখিলেই বিবিধ প্রকারে অপমান করিত। আল্‌বার্টের মনেও এরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল যে তিনি দুইবার আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি যুবরাজ ভিক্টর ইমানুএলের মস্তকে রাজমুকুট অর্পণ করিয়া কাতর হৃদয়ে নাইস্‌ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি ভগ্নহৃদয়ে কয়মাসমাত্র অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া পর্টুগেলে অপর্টো নগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানেই অনতিকালমধ্যে তাঁহার জীবন-লীলার শেষ হয়।

গ্যারিবল্‌ডী অতঃপর সসৈন্য আরোণা (Arona) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় অনেকগুলি রণতরি ছিল—তাঁহারা সেইগুলি ধরিয়া তদারোহণ-পূর্ব্বক হ্রদের উপর দিয়া লেরিণো (Lerino) যাত্রা

করিলেন। অনবরত রাত্রি জাগরণ ও অতিশ্রমে গ্যারিবল্ডী জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। তিনি লেরিণো পৌঁছিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র, এমন সময় দ্বাদশ শত অষ্ট্রিয় সৈন্য প্রচণ্ডবেগে তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। অমনি সিংহবিক্রমে গ্যারিবল্ডী শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলেন; এবং প্রচণ্ড হস্তাহস্তি সংগ্রামে নিজের জ্বরের বিষয় একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইলেন। তাঁহার লীজন্‌সৈন্য এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে, এবং শত্রুসৈন্য অতিশয় দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত ও পরাজিত হয়। তদনন্তর গ্যারিবল্‌ডীর বিজয়ী সৈন্য ভারেসা (Varesa) অভিমুখে ধাবিত হইল। কারণ তৎকালে রাডেট্‌স্কির (Radetsky) সৈন্য সেই প্রদেশেই অবস্থিত ছিল। গ্যারিব‌ল্‌ডী সবেগে গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু চতুর অষ্ট্রিয় সেনাপতি তাঁহার আগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পাইয়া, তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের সুইজর্লণ্ডে পলায়নের পথ রোধ করিবার জন্য দশ সহস্র অষ্ট্রিয় সৈন্য প্রেরণ করেন: অগত্যা গ্যারিবল্‌ডীর পেট্রিয়ট্ বাহিনী প্রতিহত হইয়া কোমোনগরে আসিয়া পড়িলেন। অষ্ট্রিয় সৈন্যগণও তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। মেরাজীন্ (Merazzene) নগরে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। ঘোরতর সংগ্রামের পর গ্যারিবল্‌ডী শত্রুরক্ত-স্রোতের মধ্য দিয়া পাঁচ শত মাত্র সৈন্য লইয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করতঃ নিরাপদে সুইজর্লণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই যুদ্ধে ও এই সুইজর্লণ্ডে প্রতিযানে (Retreat) গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার অপূর্ব্ব রণবিষয়িণী প্রতিভার সবিশেষ পরিচয় দেন। ম্যাট্‌সিনিও নিজ ভলাণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া ও স্বয়ং "ঈশ্বর ও লোকসাধারণ" এই-অক্ষরাঙ্কিত পতাকাধারী হইয়া ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর নিয়েই তিনি এই যুদ্ধে ও এই অভিযানে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কর্ণেল মেডিসিও এই অভিযান ও যুদ্ধের অংশভাক্ ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারের বর্ণনা উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রকারে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন:—

'গ্যারিবল্‌ডী নিকটবর্ত্তী কোন সুইস্ গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম; গিয়া দেখি তিনি ক্লান্ত ও আহত হইয়া শয্যাশায়ী রহিয়াছেন—কথা কহিবার তাঁহার শক্তি নাই। তিনি ক্রমাগত ষোলঘণ্টা কাল অশ্বারোহণে ধাবমান হইয়াছিলেন, এবং অলৌকিক উপায়ে অনুসরণকারী অষ্ট্রিয়গণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—" তোমার সমস্ত সৈন্য অব্যাহত আছে ত?" আমি বলিলাম "হাঁ"। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন—" আচ্ছা, উত্তম—অদ্য রাত্রি আমায় নিদ্রা যাইতে দেও—কল্য প্রত্যূষে উঠিয়া আবার আমরা শত্রুগণকে আক্রমণ করিব"। আমি ঈষৎ হাস্য করিলাম—কারণ আমি জানিতাম যে কল্য প্রত্যূষে তাঁহার শয্যা হইতে উঠিবার সামর্থ্য থাকিবে না। কিন্তু পর দিন প্রত্যূষে আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া অভিযানের জন্য উদ্যত হইয়াছেন—তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সবলকায় বোধ হইল। দেখিয়া বোধ হইল বিধাতা তাঁহার শরীরকে তাঁহার আত্মার উপযোগী করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার আত্মাও যেমন অয়োময় ছিল—শরীরও সেইরূপ অয়োময় ছিল'।

গ্যারিবল্‌ডী যে ভুবনবিজয়ী মূর্ত্তিতে ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—এইখানে আমরা সেই রুদ্র-মধুর মূর্ত্তির বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। এ রূপে জগৎ যুগপৎ বিজিত ও মুগ্ধ হয়। প্রচণ্ডতা ও কমনীয়তার এরূপ অলৌকিক সংমিশ্রণ আর অল্পই দেখা যায়।

ঐ যে বিশালবক্ষা, বৃষস্কন্ধ, অয়োময়-দেহ, আকর্ণ-বিস্তারি-ভ্রূ, আজানুলম্বিত-বাহু, স্কন্ধদেশে তরঙ্গায়িত-সৌবর্ণ-কেশ, বক্ষে বিরাজিত সৌবর্ণ-শ্মশ্রু, সুগঠিত-মুখাকৃতি, মধ্যমাকৃতি, রুদ্রকান্তমূর্ত্তি বীর পুরুষ রণস্থল আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছেন উনি কে? তড়িত্তাড়িত লৌহভীমের ন্যায় যিনি ইতালীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিমেষ-মধ্যে ঘুরিয়া অলৌকিক শক্তিবলে ইতালী ক্ষেত্র

হইতে অষ্ট্রিয়গণকে বিদূরিত করিতেছেন উনি কে? যাঁহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল হইতে তনুপচ্ছটা নির্গত হইয়া যাঁহার নাতিসুন্দর দেহ-কান্তিকে পরম সুন্দর করিয়া তুলিতেছে ঐ মহাপুরুষ কে? সুবর্ণ-রেখাঙ্কিত লোহিত ক্যাপ (Cap) যাঁহার উষ্ণিশের কার্য্য করিতেছে, এবং গাঢ়তর লোহিত পরিচ্ছদে যাঁহার দেহ আবৃত রহিয়াছে ঐ দেবাকৃতি পুরুষ কে? বৃহত্তর জিহ্বার মূলে যেমন একটী ক্ষুদ্রতর জিহ্বা থাকে, সেইরূপ যাঁহার কোটিবন্ধ হইতে বিলম্বিত বৃহত্তর তরবারির পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্রতর ছুরিকা (Dagger) বিলম্বিত রহিয়াছে উনি কে? যাঁহার পার্শ্বচর সৈনিক কর্ম্মচারিবৃন্দ ও যাঁহার প্রিয় সৈন্যগণ যৎসদৃশ পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া যাঁহাকে পরিবৃত করিয়া রহিয়াছে উনি কে? যিনি নিরায়াস-সুন্দর গতিতে ক্রীড়াপ্রাঙ্গনের ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন উনি কে? যাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি ও পরিচ্ছদে রাজোচিত মর্য্যাদার সহিত বৈরাগ্যের ভাব অপূর্ব্বরূপে সংমিশ্রিত রহিয়াছে ঐ নরদেব কে? যাঁহার নামে মুগ্ধ হইয়া ইতালীর আবালবৃদ্ধ তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঐ ঐন্দ্রজালিক কে? পাঠক! বলিতে হইবে কি যে ইনিই এই প্রস্তাবের অধিনায়ক মহাত্মা গ্যারিবল্ডী? এরূপ অলৌকিক ছবি তুমি আর কখন দেখ নাই। সুতরাং আশা করি ইহা চিরদিন তোমার চিত্তফলকে অঙ্কিত থাকিবে।

গুইলিও ডাণ্ডোলো (Guilio Dandolo) নামক এক জন ইতালীয়, গ্যারিবল্ডীর ভলণ্টিয়ার সৈন্যের তদানীন্তন অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"তুমি ইহাতে অজাতশ্মশ্রু দ্বাদশ বা চতুর্দ্দশ-বর্ষীয় বালক হইতে রণপণ্ডিত প্রবয়া সৈনিক পুরুষ দেখিতে পাইবে। মণ্টিভিডিয়োর বিখ্যাত বীরের নামের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া রণোৎসাহে মাতিয়া সকলেই তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান। কেহ বা স্বদেশহিতৈষণায়, কেহ বা বীরত্ব-প্রদর্শনের ইচ্ছায়, কেহ বা সাময়িক বিশৃঙ্খলায় লুণ্ঠন-কামনায় উদ্দীপিত হইয়া তথায় আসিয়া উপ-

ষ্থিত হইয়াছেন। সকলেরই বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শনের কামনা পূর্ণ হইল, কিন্তু তদতিরিক্ত প্রবৃত্তি গ্যারিবল্ডীর কঠোর শাসনে সংযমিত হইল। সকলেরই অবৈধ কুপ্রবৃত্তি সকল তাঁহার অলঙ্ঘ্য ইচ্ছাশক্তির সহ সংঘর্ষে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। সেনাপতি ও কর্ম্মচারী সকলেই অশ্বপৃষ্ঠে মার্কিন জিনোপরি সমাসীন। সকলেই লোহিত পরিচ্ছদে সুশোভিত। সামরিক সমীকরণ বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। উষ্ণীশের (Hat) আকৃতি ও বর্ণের সমতা নাই। যাঁহার যেরূপ জুটিয়াছিল, তিনি সেইরূপ হ্যাট্ মস্তকে দিয়া আসিয়াছেন। সেনাপতি ও কর্ম্মচারী সকলেরই সঙ্গে এক এক জন মার্কিন আর্ডালী। তাঁহারা কখন এ দিক্ কখন ও দিক্ যাইতেছেন, কখন বা একেবারে অদৃশ্য হইতেছেন, আবার কোথা হইতে এখন সহসা আসিয়া একত্রিত হইতেছেন—সকলেই কার্য্যদক্ষ, ক্ষিপ্রগামী, ও শ্রান্তিহীন। যখন শত্রুরা দূরবর্ত্তী হইত—তখনই কেবল গ্যারিবল্ডী শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক এক বার হস্ত পদ বিস্তার করিয়া শয্যোপরি শুইতেন। আবার যখনই শত্রুরা নিকটে আসিত, তখনই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; কখন বা সৈন্যগণকে আদেশ দিয়া যাইতেন, কখন বা— সীমান্ত-রক্ষক প্রহরিবৃন্দকে সতর্ক করিয়া যাইতেন। যতক্ষণ শত্রুরা নিকটে থাকিত, তিনি এক বারও অশ্ব হইতে নামিতেন না। কখন তিনি কৃষক-বেশে জীবনের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া—অসমসাহসিকতার সহিত শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিয়া শত্রুদিগের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিয়া আসিতেন। অনেক সময় তিনি একাকী অধিত্যকা-প্রদেশে উঠিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে বহুঘণ্টা ধরিয়া প্রান্তসীমায় শত্রু আসিল কি না দেখিতেন। যখন সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার প্রয়োজন হইত, তখন তিনি শৃঙ্গরব করিতেন; এবং তাঁহার শৃঙ্গ-রব শুনিবামাত্র অশ্বপাল-সকল ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রচারী অশ্ব সকল ধরিয়া আনিয়া নিমেষ-মধ্যে সসজ্জ করিয়া আপন আপন প্রভুকে দিত। সাধারণতঃ প্রস্থানের আদেশ পূর্ব্ব রাত্রিতেই প্রচারিত হইত। প্রত্যুষে সৈন্যদল নির্গত হইত,

কিন্তু সন্ধ্যার সময় কোথায় গিয়া পৌঁছিবে তাহা তাহারা কিছুই জানিত না। আসন্নবিপদে বা রণস্থলে গ্যারিবল্ডীর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জন্মিত। তিনি এরূপ তীর-গতিতে শত্রু-সৈন্যকে আক্রমণ করিতেন, যে সমরবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী অষ্ট্রিয়ার প্রধান সেনাপতিগণও তাঁহার গতি রোধ করিতে পারিতেন না"।

এই পার্ব্বত্য যুদ্ধে আর কিছু না হউক্, গ্যারিবল্ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভা, সমস্ত ইউরোপে স্বীকৃত হয়; এবং সমস্ত ইতালী এখন হইতে ঐক্যমত্যে তাঁহাকে জাতীয় নেতা বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। গ্যারিবল্ডীর অজেয়তাবিষয়ে তাঁহাদিগের বিশ্বাস এতদিনে অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হইল। ইহাই ইতালীর উদ্ধারের ভিত্তিভূমি হইল। কারণ জাতীয় নেতার প্রতি অবিচলিত ও অন্ধ বিশ্বাস ব্যতিরেকে, কোন পতিত জাতি জাতীয়-দুর্গতি-পঙ্ক হইতে উঠিতে পারে না। বিচার না করিয়া জাতীয় নেতার আদেশ প্রতিপালন করাই, জাতীয় অভ্যুত্থানের মূল মন্ত্র। যে জাতির সকলেই তর্ক করে, কাজ করিবার কেহ নাই, সে জাতির উঠিবার অনেক বিলম্ব আছে। ইতালী এতদিন কাহাকে বিশ্বাস করিতে শিখে নাই বলিয়াই—দাসত্বনিগড়ে আবদ্ধ ছিল। আজ ইতালী গ্যারিবল্ডীর উপর জাতীয় বিশ্বাস অর্পণ করিতে শিখিল। সুতরাং আজ হইতে ইতালীর অদৃষ্টচক্র ঊর্দ্ধনেমি হইল। আজ হইতে গ্যারিবল্ডীর মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত গ্যারিবল্ডীর প্রতি ইতালীর জাতীয় বিশ্বাস এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই।

সুইজর্লণ্ডে পলায়ন-কালে গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার সৈন্যগণের দুরবস্থার আর পরিসীমা ছিল না। আরোণা-নগরে তাঁহার সৈন্যগণ বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধনগ্ন ও অন্নাভাবে কণ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া উঠিয়াছিল। অধিক কি গ্যারিবল্ডীকেও নগর-সমিতির (Municipality) নিকট ভিক্ষা চাহিতে হইয়াছিল। নগর-সমিতি তাঁহার ও তদীয় সৈন্যগণের আপাততঃ আবশ্যকীয় ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ২৮০ পাউণ্ড তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। এদিকে অষ্ট্রিয়ানেরা তাঁহাকে বিধি-বহির্ভূত (Out-lawed) লুণ্ঠনকারী বলিয়া ঘোষণা-পত্র প্রচার করিল।

লুইনোতে তিনি যে জ্বরে আক্রান্ত হন, তাহা ক্রমে টাইফস্-জ্বরে পরিণত হয়। তাঁহার জীবন-বিষয়ে সকলেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জ্বরে সর্ব্বদা অজ্ঞান অভিভূত হইয়া থাকিতেন। 'ঐ অষ্ট্রিয়ানেরা আসিতেছে' এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত ও শ্রুত হইলেই কেবল তাঁহার চৈতন্য হইত। এক দিন সত্য সত্যই অষ্ট্রিয়গণ আসিয়া উপস্থিত হইল, ও তাঁহার শিবির আক্রমণ করিল। গ্যারিবল্ডীর অমনি চেতনা হইল; তিনি যে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন, একথা তখন ভুলিয়া গেলেন। এক লম্ফে তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক নিজ সৈন্যগণকে লইয়া ভারীস্ (Varese) নগরে প্রত্যায়ান করিলেন।

এই পীড়ায় গ্যারিবল্ডীর অনাময় দেহও চূর্ণীকৃত হইল। তাঁহার ক্ষীণতর দেহ কিছুতেই এ ধাক্কা সহিতে পারিবে না বলিয়া গ্যারিবল্ডী স্বাস্থ্যলাভের জন্য সুইজর্ও পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল নাইস্ নগরে আসিয়া পরিবার-বর্গের সহিত শান্তিসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতালী শৃঙ্খলিত থাকিতে তাঁহার শান্তিসুখের আশা কোথায়? তিনি অল্পদিন মাত্র বিশ্রাম-সুখ লাভ করিয়া জাতীয় অদৃষ্ট-স্রোতের গতি নির্ণয়ার্থ জেনোয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৎকালে চার্লস আল্বার্ট তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি গ্যারিবল্ডীর গুণের অবমাননা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুতপ্ত হইলেন; এবং তাহার প্রতিশোধার্থ তাঁহাকে সার্ডিনীয় সেনাবিভাগে উচ্চপদ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু ইহা অসময়ে হইল। কারণ গ্যারিবল্ডীর এখন আর কোন মুকুটধারীর উপর বিশ্বাস ছিল না। বিশেষতঃ ভিনিস্বাসীরা অতিবীরত্বের সহিত অষ্ট্রিয়ার আক্রমণ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার প্রধূমিত বীর্য্যবহ্নি আবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পীড্মণ্টরাজের অধীনে সেনাবিভাগে উচ্চপদ গ্রহণ অপেক্ষা বৈপ্লবিক ইতালীর নেতা হওয়া সহস্রগুণে অধিকতর গৌরবের বিষয় মনে করিলেন।

প্রায় তিনশত ইচ্ছাপ্রবৃত্ত (Volunteer) সৈন্য তাঁহার সহিত

ভিনিস্ যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে গ্যারিবল্ডী তাঁহার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রোম-নগরী হইতে সংবাদ পাইলেন যে রোম—অষ্ট্রিয়া ও পোপের বিরুদ্ধে বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। সুতরাং তিনি ভিনিস্ যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্য সেই চিররাজরাজেশ্বরী রোমনগরীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই ক্ষুদ্র বাহিনী চলিতে চলিতে ক্রমশই স্ফীতাবয়ব হইতে লাগিল। যে পোপের নিকট একদিন গ্যারিবল্ডী দীন ভৃত্যের ন্যায় পত্র লিখিয়া উত্তর পান নাই, আজ সেই পোপের রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনি বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন—কেহ তাঁহার গতি রোধ করিতে সাহস করিল না। আজ সেই দৃপ্ত পোপের বিদ্রোহী প্রজাগণ মহোল্লাসে গ্যারিবল্ডীর পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। যে পোপ একদিন জাতীয় ভাব-স্রোতের নেতা হইয়া অজেয় হইয়া ছিলেন, আজ তিনি সে উদার নীতি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় নিজ প্রজাবৃন্দের পদপেষণে পেষিত! যে গ্যারিবল্ডী একদিন তাঁহার ভৃত্য হইতে চাহিয়াছিলেন, জাতীয়-শক্তি-প্রভাবে আজ সেই গ্যারিবল্ডীই তাঁহার শুভাশুভের নিয়ন্তা। আজ সেই দীন গ্যারিবল্ডীর হস্তে তাঁহার ও তদীয় রাজধানীর অদৃষ্টচক্র ঘূর্ণায়মান! বিধাতার ইচ্ছার গতি বুঝে কাহার সাধ্য? তিনি ইচ্ছা করিলে কি হইতে কি না হইতে পারে?

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গ্যারিবল্‌ডী রোমে—রোমনগরীর অবরোধ—সমবেত নিয়োপলীটীয় ও ফরাসি সৈন্তের বিরুদ্ধে তৎকর্ত্তৃক রোম নগরীর সংরক্ষণ।

গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার সমবেত ভলণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া আপিনাইন্ গিরিমালার অধিত্যকা-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া রোমাভিমুখে ধাবিত হইলেন। স্পোনিটো নগরের পার্শ্ব দিয়া তিনি অতি কঠোর ও ক্লান্তিদায়ক গতিতে রিয়েতী (Rieti) নগরে উপস্থিত হইলেন। রোমে প্রতিষ্ঠাপিত সাময়িক শাসন-সমিতি গ্যারিবল্‌ডীর সমরবিদ্যায় পারদর্শিতা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অথবা অন্য কোন ব্যক্তিগত কারণে রোমীয় সেনার অধিনায়কত্ব, বলোগ্নানিবাসী আঞ্জিলো মাসিনা-নামক এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করেন। গ্যারিবল্‌ডীকে তাঁহারা রিয়েতী নগরেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে বলিলেন। পুরো-হিত-কবি ইউগোবাসি (Ugo Bassi) গ্যারিবল্‌ডীর শিবিরে আসিয়া তাঁহার ইচ্ছা-সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। এই খানে গ্যারিবল্‌ডীর ইচ্ছা-সৈন্যের সংখ্যা পঞ্চদশ শতে পরিণত হইল।

রোমের পোপ নবম পায়স্ (Pius ix) লোকতান্ত্রিক ভাবের বিরোধী হইলে পর, তাঁহার প্রজারা তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া তাঁহার প্রধান অমাত্য রোসীকে (Rossi) হত্যা করে। পোপ যৎকালে লোকতান্ত্রিকতার অধিনায়ক হইবেন বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন ইতালীর সর্ব্ব প্রদেশ হইতে মাধ্যমিক লোকতান্ত্রিক হইতে অতি-উগ্র-লোকতান্ত্রিক-মতাবলম্বিগণ রোমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। উগ্র লোকতান্ত্রিকগণের পরিবর্ত্তনস্পৃহা কিঞ্চিৎ সংযমিত করিবার জন্য পোপ—নিয়মতান্ত্রিক সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রোসীকে প্রধান অমাত্য-পদে নিযুক্ত করেন। ইনি পূর্ব্বে ফরাসি দেশে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি স্বাধীনতাস্রোত প্রতিহত করিতে গিয়া

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে জাতীয় সভার প্রথম অধিবেশন-দিবসে জনসাধারণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত, ও কনষ্টাণ্ডিনি নামক এক ঘাতকের হস্তে হত হন। এই ঘটনায় পোপ নিজ-প্রাণ-ভয়ে ও বৈদেশিক-মন্ত্রণায় রোম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গেইটা নগরে পলায়ন করিলেন; এবং অতিরণিত নেপল্‌সের অধিপতি রাজা বোম্বার * হস্তে গিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। রাজা বোম্বার ন্যায় জঘন্য রাজা তৎকালেও বিরল ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারকাহিনী সভ্য জগৎকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিল। তিনি সাগরসমতলের নিম্নেও গর্ত্ত কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বৈপ্লবিক প্রজাবৃন্দকে ও অন্যান্য কয়েদীদিগকে তথায় নিক্ষিপ্ত করিতেন। সেই সকল ভূমধ্যস্থ গৃহের অভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকের পয়ঃশিরা মধ্য দিয়া অনবরত দূষিত জল চোয়াইয়া পড়িত। বায়ু কি আলোক কখন তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত না। সেই সকল ভীষণ নরক-কুণ্ড-স্বরূপ কারাগারে কয়েদীগণকে এরূপ যন্ত্রণাদায়ক শারীরিক দণ্ড দেওয়া হইত, যে তাহার বর্ণনা করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। নরকের কুক্কুর বোম্বা আপনি বসিয়া আবার সেই সকল যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিতেন, ও তাহাতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। পোপ-বৈপ্লবিক প্রজাবৃন্দের নিকট হইতে পলাইয়া এই মহা-প্রভুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

১৮৪৮ খৃঃ তাঁহার সমরসচিব জুচি (Zuchhi) "বিখ্যাত দস্যু "† গ্যারিবল্ডী, রাভেনা নগরে আসিয়া বৈপ্লবিক কার্য্যের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার আনুযাত্রিকবর্গকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্য দুই দল সুইস্ সৈন্য তাঁহাদিগের দিকে

* নেপল্‌সের অধিপতি ফার্ডিনাণ্ড অতিশয় নিষ্ঠুরহৃদয় প্রজাদ্রোহী রাজা ছিলেন। মেসিনা নগরের প্রজাবৃন্দ যখন তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়, তখন সেই নগর (Bombard) করিতে অর্থাৎ তোপে উড়াইয়া দিতে আদেশ করেন। সেই অবধি প্রজারা তাঁহাকে রাজা বোম্বা (Bomba) এই শ্রিই উপাধি প্রদান করে।

† রাজতান্ত্রিকেরা গ্যারিবলডীকে "দস্যু" নামে অভিহিত করিতেন, যে হেতু তিনি রাজতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কারণ এই আদেশ প্রদত্ত হওয়ার অনতিবিলম্বেই পোপকে প্রাণভয়ে স্বরাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইল।

পোপের পলায়নের পূর্ব্বে রোমে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন সাধারণ-তান্ত্রিকদল ছিল না। নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন মাত্র তাৎকালিক নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পোপের পলায়নে এক্ষণে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর রহিল না। তখন সকলেই একবাক্যে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপন-পক্ষেই মত প্রদান করিলেন। ইহার পূর্ব্বে রোমের এরূপ দুর্দ্দশা ছিল যে ম্যাট্‌সিনি তিরস্কার-স্বরূপ রোম-সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন:—'যখন তিনি রোম হইতে—রোমের নামের ও রোমের পূর্ব্ব মহত্ত্বের অনুরূপ প্রকাণ্ড প্রতিধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তখন ইহা হইতে অতি-ক্ষীণ তর্কস্থলীয় শব্দ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন না। বোধ হয় যেন যে চারিটী অক্ষরে (Rome) রোম এই শব্দটী গঠিত, তাহা যে ইতালী ও পৃথিবীর পক্ষে কি গভীর অর্থ্যব্যঞ্জক—তাহা রোমের অধিবাসিবৃন্দ বুঝেন না'।

যাহা হউক্ যখন তাঁহারা দেখিলেন যে পোপ বৈদেশিক সৈন্য-পরিবৃত না হইয়া গেইটা হইতে প্রত্যাগত হইবেন না, তখনই বৈপ্লবিক উপাদান প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহারা পোপের নিকট হইতে এই সময়ে যে পত্র পাইলেন, তাহাতে পোপের শাসন-কার্য্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন:—

"প্রত্যেক ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত। প্রত্যেক অস্তিত্ববান্ গবর্ণমেণ্ট প্রাকৃতিক স্বত্বের উপর সন্ন্যস্ত। অতএব তোমাদিগকে রাজাজ্ঞা পালন করিতেই হইবে; যদি না কর তোমাদিগের উপর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ব্যবস্থাপিত হইবে"।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী রোমীয় সাধারণতন্ত্রের সর্ব্ব-প্রথম অধিবেশন দিন। এই শুভ দিনে সভ্যেরা ভাবী কার্য্যপ্রণালীর স্থিরীকরণের জন্য গুপ্ত মন্ত্রণায় নিযুক্ত হন। মাসেরাটা (Macerata) প্রদেশের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া গ্যারিবল্‌ডী সর্ব্বপ্রথমে "সাধারণতন্ত্র

দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হউক! (Long live the Republic), বলিয়া অধিষ্ঠিত সভাকে 'সাধারণতন্ত্র' নামে অভিহিত করেন। সেই বৎসরের মার্চ্চমাসে ম্যাট্‌সিনি এই সভার সভ্যপদে বৃত হন, এবং বাক্য ও কার্য্য দ্বারা প্রত্যেক রোমানের অন্তরে দৃঢ়তা বদ্ধমূল করিয়া দেন যে, যদি আবার পূর্ব্ব শাসন-সমিতি পুনঃ-প্রতিষ্ঠাপিত করার উদ্যম হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সেই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নগর রক্ষা করিবার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিবেন।

বৈপ্লবিক সংঘর্ষের জন্য যখন রোম প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন রোমের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। অত্যুচ্চ-আশয়-সম্পন্ন ও প্রকৃত-দেশহিতৈষণাপ্রদীপ্ত ব্যক্তিগণকে অতি নিরাশয় স্বার্থপর ও দুরভি-সন্ধি-চালিত ব্যক্তিগণের সহিত একত্র কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণের—পবিত্র স্বাধীনতা ও ন্যায়পরতার নামে—আত্ম-স্বার্থ-সাধন ব্যতীত কোনও লক্ষ্য ছিল না। গ্যারিবল্‌ডী ও ম্যাট্‌সিনি দলের সর্ব্বপ্রধান নেতা ছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী রোমীয় সেনার ইচ্ছাশক্তির দ্যোতক ছিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে ক্রমশঃ অসংখ্য ইচ্ছাসৈন্য তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন।

এদিকে নেপ্‌লস্‌রাজ নবপ্রতিষ্ঠাপিত সাধারণতন্ত্রকে আক্রমণ করি-বার জন্য দক্ষিণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য এক দল সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। গ্যারিবল্‌ডী রিয়েতী (Rieti) নগরে গিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত শীতকাল শীতে ও অর্দ্ধাশনে অতি কষ্টে তথায় যাপিত করিলেন।

নবপ্রতিষ্ঠাপিত রোমীয় সাধারণ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে—অষ্ট্রিয়া, নেপল্‌স ও স্পেন—সমবেত সেনা পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই শঙ্কট সময়ে রোমীয় সাধারণতন্ত্র-ম্যাট্‌সিনি, আর্মিলিনি, ও সাফি—এই ত্রিবিক্রমের (Triumviate) উপর সাধারণতন্ত্রের অধিনয়ন-কার্য্য সমর্পণ করিলেন। গ্যারিবল্‌ডী রোমের রক্ষার্থ সসৈন্য রোমে আহূত হইলেন। গ্যারিবল্‌ডী প্রথম হইতেই সমস্ত সৈন্য রোমে কেন্দ্রস্থ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

ফরাশি সাধারণতন্ত্র হইতে ম্যাট্‌সিনি অনেক আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্যারিবল্‌ডীর তাঁহাদিগের উপর অতি অল্প আশা ছিল। এদিকে চার্লস্‌ আল্‌বার্টের নভারায় পরাজয়, ও তৎপরে তৎকর্ত্তৃক সিংহাসনত্যাগ, এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র ভিক্‌টর ইমানুএলের সিংহাসনাধিরোহণ— ইত্যাদি ঘটনায় সার্ডিনীয়াও এরূপ ব্যতিব্যস্ত ছিল যে তথা হইতেও কোন সাহায্যের আশা ছিল না।

এইরূপ হতাশতার সময়ে ম্যাট্‌সিনি ফরাশি সাধারণসভার এক জন প্রধানসভ্য লোকতান্ত্রিক লেড্রু রোলিন্‌কে নবপ্রতিষ্ঠাপিত রোমীয় সাধারণতন্ত্রের সাহায্যার্থ সাহায্যকারী সৈন্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে যদিও সাহায্য না পাওয়া যাউক্‌, তথাপি ফ্রান্স প্রতিকূল-পক্ষভুক্ত না থাকিলেও অনেক মঙ্গল। ইহা আশা করিবার তাঁহার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ ফরাশি-সাধারণতন্ত্রের সংস্থাপন-পত্রের (Constitution) পঞ্চম ধারায় লিখিত আছে যে—'ফ্রান্স কোন জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করিবেন না'। আশা করিবার আরও কারণ এই ছিল যে ফরাশি-সাধারণতন্ত্রের সভাপতি লুই নেপোলিয়ন্‌ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অভ্যুত্থানকালে ইতালীয় জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষ হইয়া পোপীয় সৈন্যের সহিত স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই নেপোলিয়ন্‌— রোমে একটী সাধারণতন্ত্র নবপ্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে শুনিয়া কি এখন আনন্দিত হইবেন না—এবং তাহার বিপদে সাহায্য করিবেন না? কে বলিবে এ আশা অন্যায় ও অসঙ্গত? কিন্তু নেপোলিয়ন্‌—কুচক্রী লুই নেপোলিয়ন্‌—ভিতরে ভিতরে আর এক খেলা খেলিতেছিলেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল রোমীয় সাধারণতন্ত্র নিম্নলিখিত সঙ্কল্প জানাইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিকট পত্র পাঠাইয়া দেন— 'রোমীয় জাতির আপন ইচ্ছামত শাসন-সমিতি গঠিত করিবার অধিকার আছে। তাঁহারা পোপকে ধর্ম্মবিভাগের সম্পূর্ণ আধিপত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। এক্ষণে তাঁহাদের বিশ্বাস যে—যে গবর্ণমেণ্ট বহু দিন হইতে নৈতিক রাজত্ব

হারাইয়াছেন, এবং গত পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া বাহ্ রাজত্বও হারাইয়াছেন, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সেই গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদিগের উপর এখন আর চাপাইতে চেষ্টা করিবেন না'।

কিন্তু ম্যাট্সিনির এ অনুনয়-বাক্যে কোন ফল ফলিল না। ফরাশি-সেনাপতি আউডিনট্ (Oudinot) ২৯ এপ্রিল সিভিটা ভেচিয়া বন্দরে আসিয়া সসৈন্য জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। এদিকে তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে 'তিনি যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তাহা শান্তি ও শৃঙ্খলা দ্যোতিত করিতেছে'। বস্তুতঃ রোমানেরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে ফ্রান্স—লোকতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রচারক ফ্রান্স—রোমের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন। এইজন্য রোমীয় কমিশনেরা রোম ও সিভিটাভেচিয়ার মধ্যে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহারা নগর রক্ষার্থ আয়োজন কবিতে লাগিলেন, যদিও তাঁহারা গ্যারিবল্ডীকে নগর-রক্ষার্থ মফঃস্বল হইতে রোমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন, তথাপি কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে মনে করেন নাই, যে ফ্রান্সের সহিত সত্য সত্যই যুদ্ধ বাধিবে। নগর-প্রবেশ-কালে গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থনা, জাতীয় উৎসাহ ও জাতীয় আনন্দোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়াছিল। এক জন ইতালীয় লেখক (Biagio Miraglia) এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—'যে রাত্রিতে রোম ফরাশিসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে বলিয়া জনরব উঠিয়াছিল, সেই সন্ধ্যার সময়ই গ্যারিবল্ডী রোমে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি অত্যুজ্জ্বল গৌরবচ্ছটা-পরিবেষ্টিত ও পরিশোভিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার সেই তেজঃপুঞ্জ-পরিশোভিত দেহকান্তি দেখিয়া লোকের মনে এই দৃঢ় ধারণা হইল যে রোমীয় সভার প্রতিরোধ-আদেশ (Decree of resistance) কার্য্যে পরিণত করিতে কেবল তিনিই সমর্থ। এইজন্য সকলের একমাত্র আশাস্থল গ্যারিবল্ডীর সহিত আসিয়া রোমের সমস্ত অধিবাসী মিলিত হইলেন। সুতরাং যখন ফরাশি-সেনাপতির প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িল, তখন

সমবেত রোম একপ্রাণীর ন্যায় হইয়া ফরাশি-বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। রোম—পূর্ব্ব গৌরবের অনুরূপ ও কার্য্যের গুরুত্বের অনুপাতী বীরত্ব ও সাহসের সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। ফরাশিরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে পতিত—বহু দিনের দাসত্বে নির্বীর্য্যীকৃত—রোমের নিকট এরূপ অভ্যর্থনা পাইবেন।

১৮৪৯ সালের ৩০এ এপ্রিল প্রত্যূষে রোমের ক্যাপিটলের * প্রকাণ্ড ঘণ্টাগুলি ভীষণ নিনাদ করিয়া রোমের অধিবাসিবৃন্দের অন্তরে ভীতি উৎপাদন করিল। অচিরকালমধ্যেই রোমের প্রাচীরাবলী হইতে কামান সকল ভীষণরবে গর্জ্জিয়া উঠিল, ও প্রাচীরের বহিঃস্থ ক্ষেত্রস্থিত বন্দুক সকল হইতে গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন আর কাহারও জানিতে বাকি রহিল না, যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। পরক্ষণেই ত্রস্তব্যস্ত অধিবাসিবৃন্দে নগরের পথ সকল আকীর্ণ হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি ও বিপণিশ্রেণী হইতে লোক সকল বিবিধ আকারের ও বিবিধ কালের অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পোর্টা কাভালেজেরি (Porta Cavaleggeri) অভিমুখে ধাবিত হইল। কারণ সকলেই জানিত অবস্থান-বিশেষের জন্য ইহাই সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ-কেন্দ্র। এদিকে নগরবাসিনী রমণীগণ ছাদে বা বারাণ্ডায় উঠিয়া অঙ্গ-ভঙ্গি ও জয়ধ্বনি দ্বারা বীরবৃন্দকে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন।

এই প্রত্যাক্রমণের বেগ এত প্রবল হইয়াছিল যে ফরাশি-সেনা বিস্ময়াভিভূত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পরে আবার দলবদ্ধ হইয়া—সমগ্রে সপ্তসহস্র ফরাশি-সেনা—যথায় গ্যারিবল্ডী শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন—সেই পোর্টা-সান্-পান্‌ক্রেজিয়ো-অভিমুখে আক্রমণ-স্রোত চালিত করিল। গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া সবলে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেক ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত রহিল। কিন্তু গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার লীজনের বেগ সম্বরণ করা অসাধ্য। অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অবশেষে ফরাশিসেনা আবার রণে ভঙ্গ দিল। এই চিরস্মরণীয় দিনে ইতালীয় হত ও

আহতের সংখ্যা এক শত মাত্রের অধিক হয় নাই। কিন্তু নিরীহ বীর কবি ইউগোবেসিই একমাত্র রণবন্দী হন। তিনি মরণোন্মুখ একটী সৈন্যকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইতে গিয়া শত্রুহস্তে পতিত হন। এদিকে সেই ভীষণ সমরে ফরাশিদিগের অত্যন্ত অধিক ক্ষতি হয়। এক সহস্র ফরাশি-সৈন্য হত ও আহত হয়—তদ্ভিন্ন পঞ্চশত ফরাশি সৈন্য রণবন্দী হইয়া চির-রাজধানী রোমনগরীতে আনীত হয়। এতদ্ভিন্ন সেনাপতি আউডিনট্‌কে আরও অপমান স্বীকার করিতে হয়। আহত সৈন্যের অস্ত্রচিকিৎসার জন্য গ্যারিবল্‌ডীর নিকট সাহায্য চাহিতে হয়। গ্যারিবল্‌ডী নিজ ঔদার্য্যগুণে আহত শত্রুসৈন্যের অস্ত্রচিকিৎসার জন্য তৎক্ষণাৎ অস্ত্রচিকিৎসাবিশারদ চিকিৎসক প্রেরণ করেন। পর দিন সন্ধ্যার সময় নগররক্ষা কমিশনের অধিনায়ক সমবেত অধিবাসিবৃন্দকে এই বলিয়া আপনাদের বিজয়ের ব্যাখ্যান করেন—'রোমীয় অধিবাসিবৃন্দ! কাল ফরাশি-সেনা—রোমনগরী প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁহাদিগকে বন্দীরূপে পোর্টাসান্ পাঙ্ক্রেজিয়ো (San Pancrajio) দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। আমাদের পক্ষে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ইহা পারিস্‌কে আশ্চর্য্যান্বিত করিবে'।

এই সময়ে সমরসচিব সেনাপতি আভেজানা সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। গ্যারিবল্‌ডী প্রথম সেনাবিভাগের অধিনায়কপদে বৃত হন। তদীয় লীজন্-সেনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেনা, নির্ব্বাসিত দলের সেনা, ও নিয়মিত সৈন্যের সেনা তাঁহার অধীনে নিয়োজিত হয়। তিনি পোর্টীজ (Portese) গেট্ হইতে সান্-পান্ ক্রেজিয়ো পর্য্যন্ত নগর-প্রাচীরের বাহিরের অতি গৌরবের স্থানে স্থাপিত হন। দ্বিতীয় সেনা-বিভাগ কর্ণেল মাসির অধীনে, তৃতীয় সেনাবিভাগ কর্ণেল সাভিনীর অধীনে, চতুর্থ সেনাদল কর্ণেল গ্যালেটীর অধীনে, ও জমাবন্দ (Reserve) সেনাদল মেজর মানারার অধীনে স্থাপিত হয়।

এই যুদ্ধেই রোমানেরা সর্ব্বপ্রথমে রীতিমত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যদিও বহুদিন ধরিয়া রোম যুদ্ধ-ব্যবসায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি

এই যুদ্ধে রোমানেরা অসাধারণ রণনৈপুণ্যে ও অতিমানুষ বীরত্বে ভুবন-বিজয়ী ফরাশি-সেনাকেও বিস্মিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন। গ্যারি-বল্‌ডীই রোমীয় সেনার প্রাণভূত ছিলেন। তাঁহার রণবিষয়িণী প্রতিভা ও তেজঃপুঞ্জ যেন সেই সময়ের জন্য সৈন্যমধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে তিনি রণস্থল এরূপ আলোড়ন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন যে প্রত্যেক সৈন্য তাঁহাকে যেন সততই নিজ সম্মুখে দেখিতে পাইত। সুতরাং তাঁহাদিগের মনে ভয়ের উদ্রেক হইবামাত্র নিমীলিত হইত। সাত ঘণ্টা কাল উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হয় ও পরিশেষে ফরাশিরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। রুস্‌কোনী (Rusconi) এই যুদ্ধের বর্ণনা উপলক্ষে গ্যারিবল্‌ডী-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—

"ফরাশি-সেনাপতি আউডিনট্‌ সসৈন্য গ্যারিবল্‌ডীর উপর আসিয়া পড়িলেন।—ইহাতে গ্যারিবল্‌ডী সৈনিক বিদ্যার আদর্শ বলিয়া জগতে চিরদিন প্রখ্যাত হইবার সুবিধা পাইলেন। তিনি শারীরিক সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যে, ব্যবহারিক সরলতায়, আজীবের পরিমিততায়, ও বীরোচিত সাহসিকতায়, পার্শ্ববর্ত্তী সকলকেই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার নামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহার প্রতি তাঁহাদিগের এতাদৃশ ভক্তি ছিল যে তাঁহার আদেশে তাঁহারা সহস্র বার মরিতেও প্রস্তুত ছিলেন। যখন তিনি প্রকৃতিস্থ তখন সদাশিব, কিন্তু রাগিলে রুদ্রমূর্ত্তি।—তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন কবিবর লর্ড বাইরন্‌ তাঁহার চিরস্মরণীয় কন্‌রাড্‌কে মন্ত্র-বলে মনুষ্যদেহে অবতারিত করিয়াছেন। যখন জ্বলন্ত গোলা সকল গ্যারিবল্‌ডীর চতুর্দ্দিকে বেগে ছুটিতে থাকিত, তখনই তাঁহাকে অধিকতম সুখী বলিয়া বোধ হইত। তিনি কর্ণেল্‌ গ্যালেটী কর্ত্তৃক অধিনীত ফরাসি-সেনার পার্শ্ব-দেশ হইতে ইহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং কয়েক ঘণ্টার নিরন্তর আক্রমণে ইহাকে পর্য্যুদস্ত ও প্রতিহত করিলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে শত্রুরা ঈষৎ হেলিয়াছে মাত্র, কিন্তু পলাইতেছে না, তখন তিনি নিজ সৈন্যগণকে সঙ্গিনের আক্রমণ

করিতে আদেশ করিলেন। তদীয় সেনার দুর্বিষহ সঙ্গিনের আঘাতে অসংখ্য ফরাশি-সেনা সমর-ক্ষেত্রে শায়িত হইতে লাগিল। হতাবশিষ্ট ফরাশি-সৈন্য, সঙ্গিনের আঘাতে প্রাণ হারাইবার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। বিজয় লক্ষ্মী সুতরাং গ্যারিবল্ডীর অঙ্কাগতা হইলেন।

এই যুদ্ধে ফরাশি-কামানের গোলায় রোমের শিল্প ও স্থপতি বিদ্যার অদ্ভুত বিস্ফুরণ—রমণীয় অট্টালিকা প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রপট প্রভৃতির সবিশেষ ক্ষতি হয়। সেণ্ট পিটার গির্জ্জার শিরোগোলোক (Domo) ভাটিকান্ নামক প্রাসাদ ভগ্ন হয়। ফরাশিরা বলেন যে রোমের শিল্প ও স্থপতির কার্য্য সকল নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা রোম-নগরীকে ভগ্নাবশিষ্ট করেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে,তাঁহাদিগের সাধ্যমত অনিষ্ট করিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র ক্রুটি করেন নাই। কারণ ফরাশি কামানরাজির মুখ প্রধানতঃ সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জার দিকেই লক্ষ্যীকৃত ছিল। ইহা অপেক্ষা ফ্রান্সের লজ্জাকর কথা আর কি হইতে পারে? বিজয়ের পর সন্ধ্যাকালে রোমের আনন্দোচ্ছ্বাসের আর সীমা রহিল না। বস্তুত ইহা অপেক্ষা রোমের গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? রোম পাঁচ সহস্রমাত্র নব-সংগৃহীত সমর-বিদ্যানভিজ্ঞ ভলণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া আজ সাত সহস্র প্রবীণ রণদীক্ষিত ফরাশি-সৈন্যকে বায়ুর মুখে তুষের ন্যায় উড়াইয়া দিলেন। এরূপ বিজয়ে রোম কেনই বা আনন্দ প্রকাশ না করিবেন? গ্যারিবল্ডী আজ সমস্ত রোমবাসীর নিকট সিংহসম প্রতীয়মান হইলেন। আজ সকলেই একবাক্যে তাঁহার মস্তকে লরেল্ পত্রের বিজয়-মুকুট পরাইয়া দিলেন। রোমীয় মহিলারা আজ অন্তরের শ্রদ্ধার সহিত রণে আহত বীরবৃন্দের শুশ্রূষায় নিরত হইলেন। সৈন্যগণের ও সৈনিক কর্ম্মচারিবৃন্দের স্বদেশানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, সামরিক শাসন-সমিতি ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এই বিজয়ের সম্মাননার জন্য রোম-নগরী, গৃহে গৃহে দীপমালা পরিধান করিলেন। সেই দীপমালার অগ্নিশিখার সংক্রামণে জাতীয় মন জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইল।

এ দিকে ফরাশি সেনাপতি পরাজয়ের লজ্জায় অধোমুখ হইয়া হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সিভিটা ভেচিয়া বন্দরে যাইবার পথে অবস্থিত

পালো (Palo) নগরে গিয়া ছাউনি করিলেন। কিন্তু তথায় তাঁহার নিরাপদে থাকা ভার হইয়া উঠিল। কারণ গ্যারিবল্‌ডী আপন সৈন্যগণকে কয়েক ঘণ্টা কালমাত্র বিশ্রাম করিতে দিয়া, শত্রুদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাশি সেনা পরাজয়ে ভগ্নোৎসাহ ও নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল—সুতরাং জয়, রোমীয়গণের করায়ত্তই ছিল। তথাপি গ্যারিবল্‌ডী জয়বিষয়ে অধিকতর নিশ্চিন্ত হইবার জন্য প্রধান সেনাপতি আভিজানার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন 'আমাকে আরও সৈন্য পাঠাইয়া দিউন, আমি ফরাশিদিগকে পরাজিত করিব বলিয়া প্রথমবার প্রতিজ্ঞা করিয়া যেমন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলাম, এবারও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে একটী ফরাশি সৈন্যকেও আমি জাহাজে ফিরিয়া যাইতে দিব না'। গ্যারিবল্‌ডী দ্বিতীয় বার আক্রমণোদ্যত হইলে, ফরাশি সেনাপতি আউডিনট্ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, এবং ইহার বিনিময়ে বীর কবি ইউগো বেসিকে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রোমের ত্রিবিক্রম, গ্যারিবল্‌ডীকে নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন। কারণ ম্যাট্‌সিনির এখনও আশা ছিল যে তিনি ফরাশি সাধারণতান্ত্রিক দলের সাহায্য পাইবেন,সুতরাং তিনি ফরাশি সেনার ধ্বংস সাধন করিয়া সে আশা সমূলে উৎপাটিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহারা এই জন্য ইউগো বেসির বিনিময়ে পাঁচ শত ফরাশি বন্দীকে ছাড়িয়া দিলেন। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহাদিগের এই কার্য্যের সবিশেষ প্রতিবাদ করিলেন—বলিলেন এ সন্ধি কেবল ফ্রান্স হইতে সৈন্য আনাইবার সময় পাইবার জন্য ব্যপদেশমাত্র। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিল। কিন্তু সময়ে গ্যারিবল্‌ডীর কথায় কেহ কর্ণপাতও করিলেন না। গ্যারিবল্‌ডী কাতর হৃদয়ে নগর-মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। সন্ধির নিয়ম সকল স্থিরীকৃত হইবার জন্য পরস্পরের দূত সকল গমনাগমন করিতেছে, এমন সময় মসোডি-লেসেপ্স (M. Delesepe) সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া পারিশ হইতে রোমে আসিলেন। তাহার অনতিবিলম্বেই সেনাপতি আউডিনটের সাহায্যার্থে নূতন সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল।

৭ই মে ফরাশি সাধারণ-সভায় রোমনগরীতে সৈন্য পাঠান লইয়া ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হইল। মসো জুলেস্ ফেভর—স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে রোমের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ফরাশি গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা ফরাশি কনষ্টিটিউসনের বিরোধী। কিন্তু ফরাশি সাধারণসভার সভাপতি লুই নেপোলিয়ন্ সঙ্কল্প ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি সেনাপতি আউডিনট্কে লিখিয়া পাঠাইলেন—'আমাদের যে জাতীয় গৌরব বলি পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, আমাদের সে জাতীয় গৌরব আক্রমিত ও পদদলিত হইতে আমি কখনই দিব না। তোমাকে সে গৌরব পুনরুদ্ধার করিতেই হইবে। তোমার সৈন্য-সাহায্যের অপ্রতুল হইবে না'। যদিও ফরাশি সভা রোমীয়গণের সহিত অনুকূল সন্ধিস্থাপনের জন্য সমুৎসুক হইয়া মসো-ডি-লেসেপ্সকে দূত-স্বরূপ রোমে পাঠাইলেন, তথাপি লুই নেপোলিয়ন্ আপন মতেই চলিতে লাগিলেন। যত ক্ষণ না নূতন সেনাদল আউডিনটের সহিত মিলিত হইতেছেন, তত ক্ষণ যে কোন প্রকারে কিছু সময় পাইবার জন্য তিনি নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিলেন। কিন্তু এই সঙ্কট কালে গ্যারিবল্ডী নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। এদিকে নেপল্সরাজ ফার্ডিনাণ্ড তাঁহার বিখ্যাত অতিথি পোপকে—স্বরাজ্যে পুনঃ-প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য মহতী সেনা লইয়া দক্ষিণাপথ হইতে রোমনগরাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিশ সহস্র সৈন্য ও কুড়িটী কামান ছিল। তাঁহারা আল্বানো (Albano) পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন, এমন সময় রোমীয় সভা তাঁহার গতি রোধ করিবার জন্য গ্যারিবল্ডীকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ৪ঠা মে সন্ধ্যার সময় তিনি চারি সহস্র লঘু সৈন্য লইয়া গুপ্তভাবে রোমনগরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—তাঁহার গন্তব্য স্থান কেহই জানিতে পারিল না। তাঁহারা পরদিন প্রত্যূষে ত্রিভোলী (Trivoli) তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা সম্রাট্ আড্রিয়ানের বিলাসভবনের ভগ্নাবশেষের উপর শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহারা ভূগর্ভস্থ গৃহগুলি আলোকিত করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগি-

লেন। নৈশ তিমিরের মধ্যে সেই দীপাবলী, গহ্বরস্থ গৃহসকলকে ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষকে আলোকিত করিয়া দূর হইতে ছিদ্র পথ দিয়া খদ্যোতমালার স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারজড়িত আলোকের মধ্যে গ্যারিবলডীর সেনা ভীষণ আকার ধারণ করিল। বোধ হইল, যেন রাক্ষসরাজ—নিশাচরসেনা লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

গ্যারিবলডী ও তাঁহার সৈন্যগণ লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত ছিলেন; এবং তাঁহারা যে আমেরিক জিনে সমাসীন হইতেন, তাহা এরূপভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, যে সমস্ত পর্দাগুলি খুলিলে ঠিক তাম্বুর মত হইত। এই তাম্বুগুলি বিস্তারিত করিয়া, সুখে তাঁহারা তদভ্যন্তরে রজনী যাপন করিলেন। ৭ই মে বেলা ১টার সময় রোমীয় সেনা পেলেষ্ট্রিনার অদূরবর্ত্তী অধিত্যকাপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরদিন গ্যারিবলডী নিয়োপলিটীয় সেনাকে ভয়প্রদর্শন দ্বারা পলায়নপর করিবার নিমিত্ত কয়েক দল অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধ প্রদান করিবার নিমিত্ত বিবিধ প্রকারে উত্তেজিত করিলেন, তথাপি তাহারা সে দিন কিছুতেই বাহির হইল না। কিন্তু কাপুরুষের স্থায় এরূপ লুক্কায়িত থাকা লজ্জাকর মনে করিয়া, পরদিন (৯ই মে) সাত হাজার নিয়োপলিটীয় সৈন্য নগর হইতে বহির্গত হইয়া রোমীয় সেনাকে আক্রমণ করিল। অচিরকাল মধ্যে হস্তাহস্তি, খড়্গাখড়্গি, ও বেয়নেট্-বেয়নেটি সংগ্রাম উপস্থিত হইল। নিয়োপলিটীয় সেনা সংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও অল্পকাল-মধ্যে রণোন্মত্ত বিক্রম-কেশরী রোমীয় সেনার নিকট পরাজিত হইল, ও ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। তিন ঘণ্টা কালের মধ্যেই সেই মহতী সেনার চিহ্নমাত্রও রণক্ষেত্রে রহিল না। তাহারা গ্যারিবলডীর নামে ও তদীয় সেনার সেই লোহিত পরিচ্ছদের বিকট দৃশ্যে এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, তাহাদিগের হস্ত হইতে অসি ও বন্দুক প্রভৃতি যেন স্খলিত হইতে লাগিল। নিয়োপলিটীয় সেনাপতি স্বয়ং বলিয়াছেন যে তাঁহার সৈন্যেরা এরূপ বিশ্বাস করিয়াছিল যে,

স্বয়ং অপদেবতা (Devil) এই যুদ্ধের নেতা হইয়াছেন, নতুবা পোপ যে সকল খড়্গ মন্ত্রপূত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার গাত্রস্পর্শে সে গুলি কেন খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, আর তাহা না হইলে কেনই বা পোপের পবিত্র রৌপ্য গুলি (bullets) তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিবে না। গ্যারিবল্ডীর প্রধান সহকারী সেনাপতি ডাভেরিয়ো (Daverio) রোমীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বিজয়-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠাইয়া দেন।—"পালেষ্ট্রিনার পরাজয় শত্রু-সেনার পূর্ণপলায়নে পরিণত হইয়াছে। একটীমাত্র নিয়োপলিটীয় সৈন্য রোমীয় সাধারণতন্ত্রের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজা বোম্বা পোপের নিকট নিজের দুঃখের ভরা ঢালিবার নিমিত্ত গেইটা নগরে পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই বিজয়ে ইতালী আপনার প্রাণভূত গ্যারিবল্ডীকে প্রায় হারাইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী হস্ত ও পদে আহত হইয়াছেন!" এ দিকে নির্লজ্জ রাজা বোম্বা ভেলেট্রী পর্য্যন্ত গিয়া স্বীয় রাজধানী নেপল্‌স নগরে বিজয়-সঙ্গীত গীত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন।

১১ ই মে গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার সৈন্যগণ প্যালেষ্ট্রিনার অগষ্টাইন্ মঙ্কগণের আশ্রমগুলি দখল করিয়া লইলেন। মঙ্কেরা তাঁহাদিগের আগমনের পূর্ব্বেই আশ্রম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাঁহার সৈন্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া মঙ্কগণের ডেস্‌ক হইতে কাগজ টানিয়া বাহির করিতে গিয়া অনেক প্রণয়-লেখন পাইলেন। গ্যারিবল্ডীর যাজক-বিদ্বেষ ইহাতে আরও বর্দ্ধিত হইল, ও তাঁহার মঙ্ক-শাসন (Rule of the monk) নামক নবন্যাসের ইহা প্রধান অবলম্বন হইল। নিয়োপলিটীয় সেনাকে কিছুতেই আর যুদ্ধে অবতীর্ণ করিতে না পারায়, গ্যারিবল্ডীর মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, তাহারা বুঝি আউডিনটের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই ভাবিয়া তিনি আর তথায় থাকা উপযুক্ত মনে করিলেন না, তিনি শত্রুসৈন্যের দুই-মাইল-দূরস্থ বক্র পাদপথ ধরিয়া নিঃশব্দে সুশৃঙ্খলায়, এবং বিশ্রামার্থ মুহূর্ত্তমাত্র কোথায়ও না থামিয়া; ২৮ মাইল হাটিয়া ১২ ই মে প্রত্যুষে রোমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইত্য-

বন্দরে মসো-ডি-লেসেপ্‌স সন্ধির প্রস্তাব লইয়া দূতস্বরূপ ফ্রান্স হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রোমীয়গণের মন হইতে আউ-ডিনট্ কর্ত্তৃক আপাত-আক্রমণের আশঙ্কা অপনীত করিলে, তাঁহারা নেপল্‌স হইতে যে বিপদ্‌স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা প্রতিহত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রোমীয় সাধারণ-সভা এই সঙ্কট সময়ে গ্যারিবল্‌ডীর বিজয়ে যেন ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া নিম্নপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী কর্ণেল্ রসিলীর হস্তে সৈন্যাপত্যের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু আদর্শ দেশহিতৈষী গ্যারিবল্‌ডী ইহাতে বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না—তিনি এই দুর্ব্বিষহ অবিচারের একবারও প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন যে, আমার বন্ধুবর্গ অনুরোধ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সে দিন হইল আমার অধীনে চাকরী করিয়াছিল, আমি যেন তাহার অধীনে কাজ করিতে কিছুতেই সম্মত না হই। কিন্তু আমি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছি যে এরূপ আত্মাদর আমাকে কখন জ্বালাতন করে না। যিনি আমাকে স্বদেশের শত্রুর বিরুদ্ধে সামান্য পদাতিক হইয়াও যুদ্ধ করিবার সুবিধা প্রদান করেন, তাঁহাকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই"। ধন্য গ্যারিবল্‌ডী! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ! হে স্ব-স্ব-প্রধান কর্ত্তৃত্ব-পিপাসু ভারতবাসিন্! গ্যারিবল্‌ডীর জীবন হইতে তোমরা এই মহতী শিক্ষা লাভ করিবে যে, প্রকৃত স্বদেশানুরাগের সহিত কর্ত্তৃত্ব-প্রিয়তার কোন সম্পর্ক নাই। স্বদেশের জন্য যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার আত্ম-স্বাতন্ত্র্য নাই। স্বদেশ তাঁহাকে যখন যে অবস্থায় ও যে পদে রাখিবে—তিনি তাহাতেই থাকিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য বিন্দু বিন্দু করিয়া নিজের রক্ত প্রদান করিবেন। যে কোন প্রকারে স্বদেশের কার্য্য করিতে পারিলেই তাঁহার সুখ! তিনি অন্য সুখের ভিখারী নহেন। গ্যারিবল্‌ডী! আশীর্ব্বাদ কর যেন চির-অধীনতা-পীড়িত ভারত তোমার এই উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিতে পারে।

নিয়োপলিটীয় সেনা আবার সমবেত হইল। গ্যারিবল্‌ডীর প্রস্থানের পর তাহারা আবার প্যালেষ্ট্রিনা অধিকার করিল। প্যালেষ্ট্রিনা বেনুম

যাইবার পথের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল বলিয়া, রোমীয় শাসন-সমিতি নিয়োপলিটীয়গণকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন। এইজন্য ১৬ই মে তারিখে বিংশ সহস্র রোমীয় সেনা সান্-জিয়োভানি (San Giovanni) সিংহদ্বার দিয়া নগর হইতে নিয়োপলিটীয় সেনার আক্রমণার্থ বহির্গত হইল। গ্যারিবল্ডী একদল সৈন্য লইয়া অগ্রেই বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামের এমনই মোহিনী শক্তি, এবং তাঁহার প্রতাপ ও প্রভাব সৈন্যগণের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে সকলে তাঁহাকেই প্রধান সেনাপতি বলিয়া মনে করিতে লাগিল। অধিক কি প্রধান সেনাপতি রসেলীই স্বয়ং তাঁহার উপদেশ ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতেন না। গ্যারিবল্ডী দুই সহস্র মাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন—এমন সময় নিয়োপলিটীয় অগ্রগামী সৈন্য তাঁহার গতি রোধ করিল। কিন্তু তাহারা গ্যারিবল্ডীর প্রচণ্ড আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া অচিরকাল-মধ্যে রণে ভঙ্গ দিয়া নগর-মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। গ্যারিবল্ডী মূলসেনাকে দ্রুত আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়া নিজে নিয়োপলিটান্ সেনার দ্রুত অনুসরণে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু রসেলী সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহারা সৈন্যগণের আহার সমাপন না হইলে তাহাদিগকে পাঠাইতে পারেন না। গ্যারিবল্ডীকে সুতরাং অগত্যা নগরের বাহিরে থাকিয়া তাঁহাদিগের প্রতীক্ষা করিতে হইল। রসেলীর সৈন্য অপরাহ্ণে যেন বায়ু-সেবনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং সে দিবস আর নগর অক্রমণ করা হইল না।

রজনীতে গ্যারিবল্ডীর যে সকল সৈন্যেরা প্রত্যবেক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা নগরের নিঃশব্দতায় কৌতূহলোদ্দীপিত হইয়া মই দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; এবং প্রবেশ করিয়া দেখিল যে নগর প্রায় জনশূন্য; শত্রুসৈন্যেরা রজনীর অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, এবং নগরবাসীরা বাহুযুগল প্রসারণ করিয়া গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার সৈন্যগণকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। নিয়োপলিটীয় সেনা গ্যারিবল্ডীর

মন্ত্রমুগ্ধ নামে ও তাঁহার ও তদীয় সেনার লোহিত-গোলাপী বর্ণের পরিচ্ছদে এত ভীত হইয়াছিল যে, তাহাদিগের সেনাপতিগণের কোন প্ররোচনাই আর তাহাদিগকে গ্যারিবল্ডীর সম্মুখীন করিতে পারিল না। সুতরাং তাহারা নিশার তমোময় আবরণে আবৃত হইয়া বিশৃঙ্খল-ভাবে পলায়ন করিল। দুই দিন ধরিয়া নিয়োপলিটীয় সেনার যে যেখানে ছিল, রোমীয় অধিকার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এবার রাজা বোম্বা তাঁহার সৈন্যের পূর্ণ পরাজয় ও পলায়নের বার্ত্তা লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। এবার পরাজিত হইয়া তিনি আর স্বনগরীতে বিজয়-গীত গাইবার জন্য ও বিজয়-দুন্দুভি বাজাইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইতে সাহস করিলেন না। নিয়োপলিটীয় সেনাপতি এ বার রাজকীয় গেজেটে আপনাদিগের দ্রুত প্রতিযানের জন্য প্রশংসা লইলেন।

এই ভীরু নিয়োপলিটীয় সেনা, গ্যারিবল্ডীর বীর ইচ্ছা-সৈন্যের নিকট যেন বায়ুর নিকট তুষের ন্যায় উড়িয়া গেল। গ্যারিবল্ডী প্রত্যূষে যখন জানিতে পারিলেন যে শত্রু-সৈন্য পলায়ন করিয়াছে—তখন তাহাদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহারা অনেক অগ্রে পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া, গ্যারিবল্ডী অতি দ্রুত অনুসরণ করিয়াও তাহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে ফিরিয়া আসিয়া সেনাপতি রসেলীর মূল সেনার সহিত মিলিত হইলেন।

কিয়দ্দিবস পরে তিনি সেই মূল সেনার কিয়দংশ লইয়া নেপল্‌স রাজ্যের অভ্যন্তরে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবার জন্য নিয়োজিত হইলেন। তিনি সেই ক্ষুদ্র সেনা লইয়া পুরাতন সামনাইট্-পথ ধরিয়া ভল্টার্ণস্ নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নেপল্‌সের রাজধানী আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ও তাহাতে কৃতকার্য্য হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, এমন সময় সহসা রোম হইতে দূত আসিয়া 'দ্রুতপদে রোমে ফিরিবার জন্য রোমীয় সভা আপনাকে আদেশ করিয়াছেন'—গ্যারিবল্ডীকে এই সংবাদ জানা-

হইল। এই সময়েই রোমীয় সাধারণতন্ত্রের ক্ষণস্থায়ী জীবনের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইবে। ২৪ এ মে গ্যারিবল্ডী রোমীয় প্রজাবৃন্দের হর্ষোন্মাদ ও জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন রোমের সেই পূর্ব্ব-গৌরবের দিন উপস্থিত হইয়াছে—যে দিনে রোমীয় সেনাপতিগণ দিগ্বিজয় করিয়া বিজয়-তোরণ সকলের (Triumphal arches) ও বিজয়-বৈজয়ন্তী-রাজির মধ্য দিয়া জয়ধ্বনিতে বধির-কর্ণ এবং বাতায়ন-স্থিত নগরবাসিনীগণের পুষ্প-বৃষ্টিতে আকীর্ণমস্তক হইয়া নগর-মধ্যে প্রবেশ করিতেন। আজ ষষ্টিসহস্র ফরাশিসেনা রোমের সিংহ-দ্বারে অতীত পরাজয়ের প্রতিহিংসা লইবার জন্য গর্জ্জন করিতেছে! এই বিষম বিপদে রোমীয় সভা গ্যারিবল্ডীকে নগর-রক্ষার্থ আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, এবং এই জন্যই নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ মনের সাধে ও হতাশতার গভীরতায় জয়ধ্বনি করিল "জয় গ্যারিবল্ডীর জয়! জয় রোমীয় সাধারণতন্ত্রের জয়!!—জয় ইতালীর জয়!!!"

পঞ্চদশ অধ্যায়

রোমীয় সাধারণতন্ত্র-নাটকের শোকাঙ্কের অভিনয়।

মসো-ডি-লেসেপ্‌স রোমীয় সভার সহিত যে সকল নিয়মে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা উভয় পক্ষেরই সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ফরাশি সেনাপতি আউডিনটের নিকট সেই সন্ধি-পত্র লইয়া গেলে, তিনি সেই সন্ধির নিয়মে বাধ্য হইতে অস্বীকৃত হইলেন, এবং বলিলেন যে লেসেপ্‌স তাঁহার ক্ষমতা অতি-ক্রম করিয়া গিয়াছেন, কারণ তিনি ফ্রান্স হইতে যে সকল উপদেশ

প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা এই সন্ধির নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি, আরও বলিলেন যে যখন তিনি ফ্রান্স হইতে নূতন করিয়া সৈন্য-সাহায্য পাইয়াছেন, তখন তিনি ফ্রান্সের সামরিক অপযশকালিমা অপনীত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই কথোপকথনের পর তিনি রোমে সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি অবিলম্বেই সমর আরম্ভ করিবেন। তিনি লিখিলেন যে, ফরাশি অধিবাসিগণকে নগর পরিত্যাগ করার সময় দিবার জন্য তিনি সোমবার প্রত্যূষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। আর সেই দিন প্রত্যূষে তিনি রোমীয় দুর্গ পিয়াজা (Piazza) আক্রমণ করিবেন।

আউডিনট্ সোমবার প্রত্যূষে রোম আক্রমণ করিবেন—এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া রোমীয় অধিবাসিবৃন্দ শনিবার রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রা যাইতেছিলেন। অধিক কি সদা-জাগরূক গ্যারিবল্‌ডীও সেই বিশ্বাসঘাতক ফরাশি সেনাপতির কথায় বিশ্বাস করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন—আগামী যুদ্ধের জন্য শরীর ও মনকে নবীভূত করিয়া লইতেছিলেন—এমন সময় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন রবিবার প্রত্যূষে সহসা নিদ্রোত্থিত হইয়া শুনিলেন—সান্‌-প্রাণ ক্রেজিয়ো সিংহদ্বারের বহিঃস্থিত পাম্ফিলি ও কর্সিনি নামক রক্ষাগৃহ (Outposts) দ্বয় ফরাশিদিগের হস্তগত হইয়াছে। রজনী-তিমিরাবগুণ্ঠিত হইয়া আসিয়া ফরাশিরা সহসা প্রহরিগণকে চমকিত ও হতবুদ্ধি করিয়া সহজে নিহত করে। এই দিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া গ্যারিবল্‌ডী লিখিয়াছেন—'যে সেনাপতি সন্ধির উপর বিশ্বাস করিয়া নিদ্রা যান, তাঁহাকে নিশ্চয় প্রবঞ্চিত হইয়া নিদ্রোত্থিত হইতে হইবে'। আজ গ্যারিবল্‌ডীও প্রবঞ্চিত হইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে ফরাশিরা বীরোচিত অথচ বিফল বাধা সকল অতিক্রম করিয়া পণ্টিমলো (Ponte mollo) প্রাসাদ অধিকার করিল। আউডিনট্ তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতক কার্য্যের এই বলিয়া সমর্থন করিলেন যে তিনি সোমবারে পিয়াজা অর্থাৎ নগর-দুর্গ আক্রমণ করিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নগরের বহিঃস্থ

উপনগর সকল আক্রমণ করিবেন না এরূপ প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন নাই। যাহা হউক আউডিনটের অবরোধকারিণী মহতী সেনার নিকট রোমবাসিগণ কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। আউডিনটের এই হঠকারিতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় রোমের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ কিঞ্চিৎ দ্রুততর হইয়াছিল মাত্র। পতঙ্গপাল যেমন নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অগ্নিতে গিয়া ঝাঁপ দেয় আজ নবজাত রোমীয় সাধারণতন্ত্রের ক্ষুদ্র সেনা সেইরূপ নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও, স্বাধীনতার জন্য ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য আউডিনটের সেই অনন্তসেনা-সাগরে গিয়া ঝাঁপ দিল। এক দিন ট্রিভোলের ক্ষত্রিয়কুল এই প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা ও এই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার জন্য অসিহস্তে মোগল-সেনানলে এইরূপ আত্ম-আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন! ৩রা জুন রবিবার প্রত্যুষে, নগরবাসিগণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন, এমন সময় দুর্গের তরস্থ সকলের ঘোরতর্জ্জর ঘণ্টা-নিনাদে সকলেই চমকিত ও নিদ্রোত্থিত হইলেন। গ্যারিবল্ডীর অধীন সেনা ও বীরবর লম্বার্ডসেনা সর্ব্বাগ্রে নগরের সিংহদ্বার রক্ষার্থে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন যে ফরাশিরা ভিলা-কর্সিনি (Villa Carsini) অধিকার করিয়া বসিয়াছে, ও ভিলা * প্যাম্ফিলি আক্রমণ করিয়াছে। কর্সিনি শত্রু-হস্তগত হওয়াতেই গ্যারিবল্ডী অর্দ্ধ-হতাশ হন। তাহার উপর ভিলা প্যাম্ফিলিও শত্রু-হস্তগত হইয়াছে দেখিয়া—তাঁহারা নগর-প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া বহিঃস্থ উদ্যানে পড়িলেন, এবং তথা হইতে স্যান-প্যান-ক্রেজিয়ো আশ্রমের প্রাচীরের উপর উঠিয়া ভিতরের নিদ্রিত অধিকারি-বৃন্দকে চীৎকার করিয়া বলিলেন 'অস্ত্র গ্রহণ কর! অস্ত্র গ্রহণ কর!'—'To arms—To arms!'

* Villa রোমের বহিঃস্থ উপনগর। রোমনগরী যেমন প্রস্তরময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল; ইহার উপনগর গুলিও সেইরূপ প্রস্তরময় প্রাচীরে পরিরক্ষিত ছিল। প্রত্যেকটী দেখিতে যেন এক একটী দুর্গ বলিয়া বোধ হইত। প্রাচীরগুলি সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য ছিল।

গ্যারিবল্ডী দেখিলেন ভিলা কর্সিনি পুনরাধিকার না করিলে নগর রক্ষার আর কোন আশা নাই। কারণ তথা হইতে ফরাশিরা কামান ছুড়িলে নগরপ্রাচীর চূর্ণীকৃত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি ভিলা কর্সিনি-স্থিত ফরাশি সেনাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার নারায়ণী সেনা দলে দলে ফরাশি সেনাকে কৃতান্ত-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। কিন্তু রক্তবীজের ন্যায় সে অনন্ত সৈন্যের তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদল সৈন্য নিহত হয়, আবার তাহার স্থানে একদল নূতন সৈন্য আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। গ্যারিবল্ডী তখন দেখিলেন যে এ বৃথা আক্রমণে আত্মধ্বংস করিয়া কোন ফল নাই। তখন গ্যারিবল্ডী নগর পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। যে বৈজ্ঞানিক উপকরণ-সামগ্রী লইয়া ফরাশি সেনাপতি নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ উপাদান-সামগ্রী গ্যারিবল্ডীর ছিল না। যে অতিমানুষ বীরত্বে ও প্রচণ্ড আক্রমণে তিনি ব্রাজিলীয়, অষ্ট্রীয় ও নিয়োপলিটীয় সেনাকে ধূলির ন্যায় উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আজ তাদৃশ অতিমানুষ বীরত্ব ও প্রচণ্ড আক্রমণেও বিজ্ঞানপরিরক্ষিত—সংখ্যায় অতিশয়িত—ফরাশি সেনার বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। আজ ষষ্টিসহস্র রণদীক্ষিত—বৈজ্ঞানিক উপাদানে পরিরক্ষিত—ফরাশি সেনার সম্মুখে তাঁহার রণে অপরিপক্ব বৈজ্ঞানিক-উপকরণ-বিরহিত পঞ্চ সহস্র মাত্র সৈন্য জলধি-তরঙ্গ-তাড়িত স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তথাপি সেই ক্ষুদ্র সৈন্য লইয়াও গ্যারিবল্ডী যেখানে প্রয়োজন—সেইখানেই গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিধি রোমের প্রতি প্রতিকূল, সুতরাং গ্যারিবল্ডীর সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। প্রত্যূষে ফরাশিরা যাহা যাহা অধিকার করিয়াছিল, সমস্ত দিনের অশ্রান্ত যুদ্ধেও রোমীয়েরা ফরাশিদিগকে তাহার একপাদ-পরিমিত স্থান হইতেও বিচলিত করিতে পারিলেন না। সে রজনী প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ অধিবাসিবৃন্দের নিকট কাল-রজনী-সম সমাগত হইল। শোকে, দুঃখে, ও ভাবনায় অভিভূত হইয়া রোমীয়েরা সে রজনী অনিদ্রায়

কাটাইলেন।* ৪ ঠা সোমবার প্রাতে গ্যারিবল্‌ডী যুদ্ধপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিলেন। সম্মুখ-সমরে সৈন্য-হানির অধিকতর সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি সুবিধা বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিয়া ও প্রাচীরের মধ্য হইতে গোলাবৃষ্টি করিয়া শত্রুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি কয় দিনই এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিলেন। তাঁহার নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতে অবরোধকারিণী শত্রুসেনা অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার রণে অপরিপক্ক ভলণ্টিয়ার সৈন্য হঠআক্রমণে বিশেষ কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহাদিগের লক্ষ্য আজও ঠিক না হওয়ায়, তাঁহাদিগের প্রক্ষিপ্ত গুলি-গুলি প্রায় লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে

---

* এই দিনের যুদ্ধঘটনা সম্বন্ধে গ্যারিবল্‌ডী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:— "আমার চতুর্দ্দিকে যে গোলাবৃষ্টি হইতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি আমি এরূপ হিস্ হিস্-ঝন্-ঝন্-রব-পূর্ণ ঝটিকা জীবনে আর কখন দেখি নাই। আমি যে ঘরে ছিলাম, সে ঘর গোলার আঘাতে এরূপ কাঁপিতে লাগিল, যেন বোধ হইল ভূমিকম্প উপস্থিত! ফরাশি লক্ষ্যকারিগণকে (marksmen) আমাকে বিদ্ধ করিবার সুবিধা দিবার জন্য আমি চূড়াগৃহে গিয়াছিলাম ও তথায় আমার আহার-সামগ্রী দিতে বলিলাম। আমার সম্মুখে দারুময় প্রাচীর মাত্র ছিল। সুতরাং বন্দুক-ধ্বনি ও প্রাচীরে গুলির আঘাত আমার জলখাদ্যের কার্য্য করিতে লাগিল"। আর একস্থলে লিখিয়াছেন—'আমার সৈন্যাবাসের উপরই ফরাশিদিগের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাহারা সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া অবিরাম গোলা গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। এক দিন রোমীয় সভার সভ্য ভেনি, ও আভেজানা, রীতা প্রভৃতি সেনাপতিগণকে সঙ্গে লইয়া গৃহের সম্মুখস্থ উদ্যানে আমি আহার করিতে বসিয়াছি—উদ্যানে আহার করিতে বসার কারণ এই যে গুলি গোলায় গৃহ এরূপ সঞ্চালিত হইতে ছিল যে টেবেল ঠিক রাখিতে পারা যাইতেছিল না—এমন সময় একটী বড় গোলা আমাদের পদতলের অদূরে আসিয়া পড়িল। আমার অতিথিগণ লম্ফ দিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং পলায়ন করিলেন। ভেনিও পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলাম ও বলিলাম যে আপনি আপনার রথাসন (Chariat chair) পরিত্যাগ করিবেন না। এই কথা বলিতে বলিতে সেই গোলা (Bomb) আমাদের সম্মুখে ফাটিয়া গেল। ইহার বারুদ ও ধুলায় আমরা আচ্ছন্ন হইলাম, এবং আমাদের আহার সামগ্রী সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল"। কি সাহস! কি অদ্ভুত ধৈর্য্য!

লাগিল। কিন্তু রোমবাসিগণ আজ অদ্ভুত বীরত্বের সহিত নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমস্ত প্রাচীরের উপর—প্রত্যেক দুর্গরন্ধ্রের মধ্যে—কামানরাজি স্থাপিত হইল, ও বিশেষ দক্ষতার সহিত তাহা ছোড়া হইতে লাগিল। যদি ফরাশিগোলা আসিয়া একটী কামান ফেলিয়া দেয়, তৎক্ষণাৎ আবার সেই কামান স্বস্থানে স্থাপিত হয়। অব্যর্থ-লক্ষ্য বন্দুকধারিগণকে প্রতিরন্ধ্র-পথে অবস্থাপিত করা হইল। তাহারা অলক্ষিত থাকিয়া এক এক জন ফরাশি কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে লাগিল। তাহাদের অব্যর্থ সন্ধানে অসংখ্য ফরাশি বীর ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন। যেমন ফরাশি কামান সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল, অমনি তাহারা অন্য এক দিকে গিয়া তাহাদিগের সাংঘাতিক কার্য্য আরম্ভ করিল। ইহাতে ফরাশি সেনা ব্যতিব্যস্ত হইল। গ্যারিবল্‌ডী এক-নৌকা-পূর্ণ দাহ্যমান পদার্থ-দ্বারা টাইবার নদীর উপরিস্থিত সেতু উড়াইয়া দিয়া ফরাশিদিগের নগর-প্রবেশের একটী পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন, এবং সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাহাতে বারুদ ভরিয়া অগ্নি লাগাইয়া ফরাশি ব্যাটারী উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফরাশি সেনাপতি পূর্ব্বেই ইহার সংবাদ পাওয়ায়, গ্যারিবল্‌ডী এই উভয় সঙ্কল্পেই অসিদ্ধকাম হইলেন। এদিকে ফরাশি ব্যাটারির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অবরুদ্ধ রোমীয়েরা নগর রক্ষাবিষয়ে ক্রমেই হতাশ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এখন একমাত্র আশা—মসো ডি লেসেপ্‌সের—বন্ধুজনোচিত অনুকূলতা। কারণ লেসেপ্‌সের যাইবার সময় তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি পারিশে পৌঁছিয়াই সব দিক্ বজায় করিবেন। সুতরাং ম্যাট্‌সিনি ও তাঁহার সভাসদ্‌গণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত যে কয় দিন কাটাইতে পারেন—তাহাই এক প্রকার জয় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু মসো ডি কর্সেনিস্ ফ্রান্স হইতে আসিয়া যখন জানাইলেন যে লেসেপ্‌সের সন্ধিপত্র—ফরাশি গবর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তখন রোমীয় সভার শেষ আশা ভগ্ন হইল। অপমানিত সিংহের ন্যায় তখন তাঁহারা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। ম্যাট্‌সিনি

সাফি ও আর্মেলিনি-রোমীয় ত্রিবিক্রম তখন উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা রোমীয়গণকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উদ্দীপনা এখন নিষ্ফল হইল। কারণ সহায়হীন একটী নগরী অষ্ট্রিয়, নিয়োপলিটীয়, ও ফরাশি সেনার বিরুদ্ধে কয় দিন যুদ্ধ করিতে পারে? কিন্তু জলন্ত অগ্নি-স্বরূপ ম্যাট্‌সিনি কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবার নহেন। তিনি বলিলেন যে 'যত ক্ষণ একটী রোমীয়ের দেহে রক্ত সঞ্চালিত হইবে, তত ক্ষণ জগজ্জননী রোমকে শত্রুহস্তে অর্পণ করা হইবে না।' তিনি আরও বলিলেন যে 'আউডিনট্ রোম নগরীকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া আমাদিগকে তদভ্যন্তরে সমাধি-নিহিত করিবে বলিয়াছে—আচ্ছা সে আসুক ও আসিয়া তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করুক্!' কিন্তু গ্যারিবল্ডী এ জাতীয় ধ্বংসের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ম্যাট্‌সিনি ইহাতে গ্যারিবল্ডীর উপর অতিশয় বিরক্ত হইলেন ও তাঁহাকে অৰ্দ্ধ-হৃদয় কাপুরুষ বলিয়া গালি দিলেন। গ্যারিবল্ডীর মনে এই তিরস্কার-বাক্যে যে কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল তাহা বলিয়া উঠা যায় না। এই দিন হইতে গ্যারিবল্ডী ও ম্যাট্‌সিনির মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদ সংঘটিত হইল। এই দিন হইতে দুই জনে দুইটী স্বতন্ত্র হৃদ্গত ভাবের—বিভিন্ন মতের—প্রচারক হইলেন। গ্যারিবল্ডী চাহিলেন যে ইতালী যে কোন প্রকার বৈদেশিক শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া এক কেন্দ্রীভূত শাসন-সমিতির অধীন হউক্—সে শাসন-সমিতি সাধারণতন্ত্রই হউক আর রাজ্যতন্ত্রই হউক তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ম্যাট্‌সিনির রাজবৃন্দের উপর আন্তরিক ঘৃণা ছিল। তিনি জানিতেন ব্যক্তিগত রাজা থাকিতে প্রজার কিছুতেই সুখ নাই। সুতরাং তিনি চাহিলেন যে ইতালী একপ্রাণ হইয়া এক কেন্দ্রীভূত সাধারণতন্ত্রের অধীন হউক। যত দিন তাহা না ঘটে তত দিন বৈদেশিকের উপর জয়পরাজয়ে দেশের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এস্থলে আমরা গ্যারিবল্ডীর মতের সহিত সহানুভূতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তবে আমাদের বিশ্বাস যে এ দিনে না হউক, অন্য দিনে গ্যারিবল্ডী ম্যাটসিনের সহিত যোগ দিলে ইতালীতে একে-

বারেই সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিতেন। তাহা হইলে ইতালীর চিরস্থায়ী মঙ্গল হইত। এ বিষয়ে পরে আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এস্থলে আমরা অবরোধের দৈনন্দিন ঘটনা ধারাবাহিকরূপে বর্ণনা করিব। ৩রা, ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই জুন উভয় পক্ষে অবিরাম যুদ্ধ হয়। অনিদ্রায় ও অবিশ্রামে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ কাতর হইয়া পড়ায় এই তারিখে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে 'পর দিন যুদ্ধ বন্ধ রহিবে' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ৯ই তারিখে শত্রুসৈন্য নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হওয়ায়, গ্যারিবল্ডী সমস্ত রোমীয় সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে শত্রুসৈন্য প্রতিহত হয়। ১০ই তারিখের রজনীতে গ্যারিবল্ডী অতর্কিত-ভাবে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিবেন স্থির করিয়া তদভিমুখে সসৈন্য যাত্রা করেন। কিন্তু ফরাশি-সৈন্য দূর হইতে কলরব শুনিতে পাইয়া উঠিয়া পড়ে। সুতরাং গ্যারি-বল্ডীকে পশ্চাদ্‌পাদ হইতে হয়। গ্যারিবল্ডীর অভিপ্রায় ছিল যে, যে সকল উপনগর শত্রুরা দখল করিয়াছে তাহা পুনর্দখল করেন। কিন্তু সে আশায় তিনি বঞ্চিত হইলেন। ১১ই, ও ১২ই বিশেষ কিছু হয় নাই।

১৩ই তারিখে ফরাশিরা নগর-প্রাচীরের উপর অনবরত গোলা-বৃষ্টি করিতে লাগিল। সেই ধাতু-নিস্রবের জ্বালাময় তরঙ্গের আঘাতে প্রাচীরের পাষাণও গলিত হইতে লাগিল। সুতরাং প্রাচীরের নানা স্থানে ছিদ্র হইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীর সৈন্যাবাস বাসের অযোগ্য হওয়ায়, তাঁহাকে অগত্যা কর্সিনি-নামক প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। অমিতবল, অদমিত-তেজ ও শ্রান্তিহীন মেডিসি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ছিদ্রাভ্যন্তর দিয়া ফরাশিরা যতবার নগর-প্রবেশের উদ্যম করিল, ততবারই তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। ১৩ই হইতে ২০এ পর্য্যন্ত ফরাশিরা নগরপ্রাচীর সকল লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত গোলাবৃষ্টি করিল; এবং ক্রমাগত নগর-প্রবেশের উদ্যম করিয়া বিফল-প্রযত্ন হইল। বলে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে তাহারা কৌশল অবলম্বন করিল। যেখানে গ্যারিবল্ডীর সৈন্যাবাস ছিল, সেই স্থান

সন্ধান করিয়া ফরাশিরা বাহির হইতে একটী সুড়ঙ্গ কাটিয়া ২০ এ তারিখ রজনীতে সহসা মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইল। প্রহরীরা ভয়ে ও বিস্ময়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, হস্তের প্রহরণ হস্তেই রহিয়া গেল। তাহারা কিছুতেই সেই ঊর্দ্ধগামী ধাতব স্রোতের গতিরোধ করিতে পারিল না। ফরাশিরা প্রহরিগণকে সহজেই বন্দী করিতে পারিল। সুতরাং বিনা বাধায় নগরের সেই অংশ তাহাদিগের হস্তগত হইল। গ্যারিবল্ডী যথা-সময়ে এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া না গেলে তিনিও অনুচরবর্গ-সহ রণবন্দী হইতেন সন্দেহ নাই। যে বিধি ছুটন্ত ও জ্বলন্ত গোলোক—রাজির গ্রাস হইতে তাঁহাকে সতত রক্ষা করেন, সেই বিধিই আজ তাঁহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। আউডিনট্ তাঁহাকেই অতর্কিতভাবে রণবন্দী করিবেন বলিয়াই এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে?

বন্দীকৃত প্রহরীরা চীৎকার করিয়া উঠিল— "ফরাশিরা প্রাচীর মধ্যে আসিয়াছে!"—সেই ধ্বনি উত্তুঙ্গ প্রাচীর-মালায় প্রতিহত হওয়ায়—সমস্ত নগরে প্রতি-ধ্বনি উঠিল "ফরাশিরা প্রাচীর-মধ্যে আসিয়াছে!"। অচিরকাল মধ্যে সমস্ত নগর কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। সৈন্যগণ নিদ্রোত্থিত হইয়া আপন আপন স্থানে যাইতে লাগিল। গোলা ও বোমা-(Bomb)র অনবরত বর্ষণে উদ্বেলিত হইয়া বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকগণ আশ্রয়-স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। অস্ত্র-ধারণক্ষম ব্যক্তিমাত্রেই অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। কিন্তু সকলেই বুঝিল যে, রোম শত্রুহস্তগত হইয়াছে—আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত আর রক্ষা নাই—রোমীয় সাধারণ-তন্ত্রের আয়ুষ-কাল নিঃশেষিত হইয়াছে!

২১ এ রজনীতে ফরাশিরা স্যান্-প্যান্-ক্রেজিয়ো সিংহদ্বারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীরের একস্থান ভেদ করিয়া ছিদ্রস্থানে কামান সংস্থাপিত করিল, এবং আর একটী সুড়ঙ্গ কাটিয়া নগরের আর একটী দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিল। এখানেও প্রহরীরা ভয়চকিত হইয়া চিত্র-

পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল ও একে একে সকলেই বন্দী হইল। এইরূপে দুইটী নগর-দুর্গ শত্রুদিগের হস্তগত হইল। কিন্তু এ বার গ্যারিবল্‌ডী সংবাদ পাইয়া যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অল্প সৈন্য সেই মহতী সেনার নিকট স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সুতরাং তিনি বৃথা সৈন্যধ্বংস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি রোসেলী তাঁহাকে সমস্ত রোমীয় সৈন্য লইয়া বেয়নেটাগ্রে অবিলম্বে শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী বলিলেন যে ইহা উন্মত্তের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। কারণ তিনি বলিলেন যখন সমস্ত রোমীয় নাগরিকগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া এই সমবেত আক্রমণে যোগ দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, তখন কাহাকেও নিবৃত্ত করা অসম্ভব হইবে; আর রণে অশিক্ষিত ও অদীক্ষিত সৈন্যগণকে, শত্রু-সৈন্যের ভীষণ গোলাবর্ষণ ও প্রচণ্ড আক্রমণের সময় স্থির রাখা অসম্ভব হইবে; কিন্তু তাহারা একবার ফিরিলে একটী প্রাণীকেও রক্ষা করা যাইবে না; অতএব তাঁহার মতে এই নরমেধ যজ্ঞ হইতে বিরত থাকাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অবশেষে তাঁহার পরামর্শই গৃহীত হইল— স্থির হইল যে পর দিন প্রত্যূষে উঠিয়া শত্রুসৈন্যের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া শেষ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে।

পর দিন ২২এ জুন রোমের শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াই যেন উষাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। তখন সকলেই স্পষ্টরূপে দেখিল যে রোম শত্রুহস্তগত হইয়াছে—আর আশা নাই। গ্যারিবল্‌ডী তথাপি একবার শেষ চেষ্টা করিলেন। তিনি তাঁহার অজেয় সেনাকে আবার আক্রমণ করিতে বলিলেন। আবার তাঁহারা বেয়নেট্‌-চার্জ্জে শত্রুগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু নিমেষ-মধ্যে ফরাশিরা তাঁহাদিগের দিকে সমস্ত কামান-মুখ সংস্থাপিত করিয়া অগ্নি—স্রোত প্রবাহিত করিল। তখন গ্যারিবল্‌ডী বুঝিলেন আর চেষ্টা বিফল। তখন তিনি তাঁহার উৎসর্গীকৃত-প্রাণ পাঁচসহস্র ভলণ্টিয়ার সেনা লইয়া সুদিনের প্রতীক্ষায় রোম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

আবার তিনি 'ভীরু' ও 'কাপুরুষ' বলিয়া গালি খাইলেন। কিন্তু প্রতিকূল পক্ষ যাহাই বলুন, আমরা গ্যারিবল্ডীর এই সঙ্কল্পের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই পাঁচ সহস্র মাত্র সৈন্য রক্ষা না পাইলে ইতালীর দুঃখের দিন দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইত সন্দেহ নাই। আর এই পাঁচ সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া গ্যারিবল্ডী আউডিনটের চল্লিশ সহস্র রণদীক্ষিত সৈন্যের সহিত সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হইলে যে নিশ্চয় সমূলে বিনষ্ট হইতেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

নগর-পশ্চাতে দুইশত পাদ দূরে সম্রাট্ অরিলিয়ান্-প্রতিষ্ঠাপিত একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। গ্যারিবল্ডী আপন সৈন্যগণ লইয়া তথায় গমন করিলেন, এবং তাহার জীর্ণ-সংস্কার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সঙ্কল্প যে তথায় থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত নগর-রক্ষার সাহায্য করিবেন—কিন্তু যখন সকলই নষ্ট হইবে তখন সৈন্যগণ লইয়া আপিনাইন্ গিরিমালার বা উত্তুঙ্গ আল্পস্ গিরিমালার অধিত্যকা-প্রদেশে গিয়া আশ্রয় লইবেন, অথবা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, তথাপি তিনি কিংবা তাঁহার এক জন সৈন্য প্রাণ থাকিতে শত্রুহস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবেন না। ধন্য বীর! ধন্য তোমার সঙ্কল্প! গ্যারিবল্ডী তথা হইতে—যে দুর্গদ্বয় ফরাশিরা দখল করিয়াছেন—সেই দুই দুর্গ লক্ষ্য করিয়া অবিরাম গোলাগুলি চালাইতে আদেশ করিলেন। সেই পেট্রিয়ট্ বাহিনী সুন্দর-রূপে তাঁহার আদেশ-পালন করিতে লাগিল। তাঁহার সেনার লক্ষ্যকারিগণ দুর্গপ্রাচীরের উপর উঠিয়া অব্যর্থ গুলি সন্ধানে ফরাশিকর্ম্মচারিগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডীর প্রিয় সহচর মেডিসি সামরিক কৌশল ও শৃঙ্খলার পূর্ণতায় কেবল তাঁহারই নিম্নে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সহকারী বাগ্মিকবর সিসিরুয়াচিয়ো উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সৈন্যগণকে রণে উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার সৈন্যের পুরোহিত ইউগো বেসি মঙ্কের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মরণোন্মুখ সৈন্যগণের সম্মুখে পবিত্র ক্রস্ ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে গোলাগুলির বৃষ্টি হইতে ছিল; তিনি নিরস্ত্র হইয়াও

মন্ত্রপরিরক্ষিতের স্থায় অক্ষত শরীরে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রোমের বহিঃস্থ প্রাচীর দখল করিয়াই আউডিনট্ ভাবিয়াছিলেন যে রোমনগরী দখল করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভিতরে আসিয়া দেখেন যে দুর্গের ভিতর দুর্গ—তদভ্যন্তরে দুর্গ—এইরূপে প্রাচীরমালা রোমকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। একটী দুর্গ দখল করিতেছেন—আর অমনি অন্য দুর্গের প্রাচীর হইতে গুলি গোলার বৃষ্টি তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতেছে—তখন তিনি ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া বাল-বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সমস্ত নগরের উপর অগ্নিবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। ভগ্ন প্রাচীরের সমস্ত রন্ধ্রোপরি ফরাশিকামান স্থাপিত হইয়া অনবরত অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে গোলা ও বোমার (Bombs) শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। এইগোলা-বৃষ্টিতে সমস্ত নগরের—বিশেষতঃ পশ্চিম ভাগের বসতির ও প্রসাদাবলীর—সবিশেষ ক্ষতি হইল; এবং নিরস্ত্র ও নিরীহ অনেক লোকের প্রাণ-হানি ও সম্পত্তিনাশ সংঘটিত হইল। লোকের ও সাধারণের অনেক অট্টালিকা ভগ্নপ্রস্তরস্তূপে ও ইষ্টক-রাশিতে পরিণত হইল। শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী—জগতে যাহার তুলনা ছিল না—ছিদ্রীকৃত বা ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা; যুবক, যুবতী; বালক, বালিকা; এবং মন্দির, ও তদভ্যন্তরস্থ প্রতিমূর্ত্তি আর প্রসাদ, ও কুটীর;—সকলই যেন এই প্রকাণ্ড চিতানলে ভস্মীভূত হইবার জন্য প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উৎকৃষ্টপ্রাণ শান্তিময়-জীবন খ্রীষ্টের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন আজ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কেন্দ্রীভূত রোমনগরীর এই দুরবস্থা করা হইল। আজ প্রেম-ময়প্রাণ খ্রীষ্টের প্রতিনিধি হইয়া পোপ খ্রীষ্টের নামে কলঙ্ক দিবার জন্যই যেন ফ্রান্সের দ্বারা এই বিশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। পোপ ধিক্ তোমায়! ধিক্ তোমায়! ধিক্ তোমার ধর্ম্মযাজনায়!

২৩এ, ২৪এ, ২৫এ, ২৬এ, ২৭এ, ও ২৮এ এইরূপে নগরের উপর অবিরাম গোলাবৃষ্টি চলিতে লাগিল। সমস্ত আকাশ গন্ধকের ধূমে ও গন্ধে পরিপূরিত হইল। ২৭এ রাত্রিতে ফরাশিরা গ্যারিবল্‌ডীর সৈন্যদল আক্রমণ করিল। গ্যারিবল্‌ডী ভীষণ প্রত্যাক্রমণে ফরাশি-

শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি সে বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে চারিশত রোমীয়কে সমরক্ষেত্রে রাখিয়া তিনি পশ্চাদ্‌পাদ হইলেন।

২৯ এ জুন রাত্রি দুইটার সময় ফরাশিরা রজনী-তিমিরে অবগুণ্ঠিত হইয়া শেষ আক্রমণ করিল। নগর-প্রাচীরের তিনটী ছিদ্র দিয়া তিন দল ফরাশিসেনা নগর-মধ্যে প্রবেশ করিল। ভীতি-সূচক চক্কারবে ও ঘণ্টা-নিনাদে নগরবাসী সকলে চতুর্দ্দিক্ হইতে দৌড়িয়া আসিল। গ্যারিবল্‌ডী স্বয়ং অসিহস্তে সেই আক্রমণকারী ফরাশি-সেনার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা সশস্ত্র তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। হতাশতায় উন্মত্ত হইয়া রোমীয় সেনা অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল। গ্যারিবল্‌ডী রণোন্মত্ত গ্লাডিএটারের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হত ও আহত মৃতদেহের উপর ভিন্ন পা রাখিবার আর স্থান ছিল না। গ্যারিবল্‌ডীকে তখন মহান্ অপেক্ষাও মহত্তর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! তাঁহার গুরু অসি যেন অনবরত বিদ্যুৎ উদ্গীরণ করিতে লাগিল! তাঁহার খড়্গ যাহাকে স্পর্শ করিতে লাগিল, সেই ভূতলশায়ী হইল! একটী হতের নররুধিরে আর একটী হতের নররুধির ধৌত হইতে লাগিল! তাঁহার জীবনের জন্য সকলে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু তিনি অক্ষত শরীরে অটল অচলের ন্যায় দাঁড়াইয়া সংহারকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন! এই অভাবনীয় অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া ফরাশি-সৈন্য ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধীভূত হইল। কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহারা স্খলিত-চমক হইয়া অতি প্রচণ্ড বেগে রোমীয় সৈন্যকে আক্রমণ করিল। গ্যারিবল্ডীর সেনা প্রতিহত হইল। গ্যারিবল্‌ডী বুঝিলেন আর আশা নাই—সুতরাং আর বাধা দেওয়া বৃথা। তিনি তখন রোমীয় সভায় ত্রিবিক্রমকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে সকলেই গিয়াছে—আর বাধা দেওয়া অসম্ভব! তখন তাঁহারা তিন জনে বসিয়া গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন—অতঃপর কি উপায় অবলম্বন করিবেন। ম্যাট্‌সিনি বলিলেন 'তিনটী মাত্র কল্প বিদ্যমান আছে—(১) শত্রুদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন, (২) প্রতিপদে শত্রুদিগের গতিরোধ,

(৩) অথবা রোমের স্বাধীনতা-দেবীকে † সঙ্গে লইয়া সমস্ত রোমীয় সভ্যগণের রোম পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান'।

তখন তাঁহারা গ্যারিবল্‌ডীর কি মত জানিবার জন্য গ্যারিবল্‌ডীকে সভাগৃহে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গ্যারিবল্‌ডী রুধিরাক্ত কলেবরে ও বেয়নেটে ছিন্ন ভিন্ন বসনে রোমীয় সভার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্‌ডী—সভাগৃহে উপস্থিত হইবামাত্র, সভ্যগণ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন 'বেদীর উপরে (To the tribune)'। গ্যারিবল্‌ডী তদনুসারে বেদীর উপর উঠিয়া বলিলেন যে 'আর নগর রক্ষার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই নরমেধ যজ্ঞ হইতে অতঃপর ক্ষান্ত হওয়াই উচিত। যদি আমরা সমস্ত রোমকে নর-কঙ্কাল-স্তূপে * পরিণত করিতে না চাই, তাহা হইলে নগর রক্ষা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। রোমীয় সভা—রোমীয় ত্রিবিক্রম, ও রোমীয় সেনা সমবেত থাকিয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলুন'। আর সকলেই একবাক্যে গ্যারিবল্‌ডীর এই মতের সমর্থন করিলেন। তখন রোমীয় সভা এই আদেশ প্রচার করিলেন—'রোমীয় সাধারণতন্ত্র,ঈশ্বরের নামে ও রোমীয় লোক-সাধারণের নামে—নগরের রক্ষাকার্য্য অসম্ভব বোধ হওয়ায় সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন'। কিন্তু তাঁহারা—সভা, ত্রিবিক্রম ও সেনার—বর্ত্তমান অস্তিত্ব বিড়ম্বনাময় বলিয়া আপাততঃ সে সমস্ত বরখাস্ত করিলেন। এই শেষ আদেশে গ্যারিবল্‌ডী মর্ম্মাহত হইলেন। এই আদেশ-প্রচারের পর ত্রিবিক্রম পদত্যাগ করিলে রোমীয় সাধারণ সভা ৩০এ জুন তারিখে গ্যারিবল্‌ডীকে ডিক্‌টেটর-পদে অভিষিক্ত করিলেন। সেই আদেশ-অনুসারে গ্যারিবল্‌ডী অতঃপর রোমীয় প্রজাসাধারণের স্বত্বাধিকারের বৈধ রক্ষক ও অভিভাবক হইলেন।

১লা, ও ২রা, জুলাই উভয় শিবিরের মধ্যে অনবরত দূত যাতায়াত করিতে লাগিল; কিন্তু সাময়িক অস্ত্র-ত্যাগ ব্যতীত এ দৌত্যকার্য্যের

† Palladium of Roman liberty.

* Second saragossa.

দিতে ফল হইল না। ফরাশি সেনাপতির গর্ব্বিত ব্যবহারে সকলে এরূপ বিরক্ত ও অপমানিত হইয়াছিল যে রোমীয় লোক-সাধারণ শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। অধিক কি তাহারা এরূপ ক্রোধোন্মত্ত হইয়াছিল যে এক জন রোমীয় পুরোহিতের মুখ হইতে '(Well-come to the French) ফরাশিদের শুভাগমন হউক !' এই কথা দৈবাৎ বাহির হওয়ায় সকলে পড়িয়া তাঁহার দেহ টানিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। কিন্তু গ্যারিবল্ডী আর চেষ্টা করা বিফল মনে করিয়া ৩রা জুলাই আপন সৈন্যগণকে ও ভলণ্টিয়ার দলকে সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জার প্রাঙ্গনে ডাকিয়া এই হৃদয়-দ্রবকারী কথাগুলি বলিলেন :— 'সৈন্যগণ! এখন আমি তোমাদিগকে যাহা দিতে পারি, তাহা এই— ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও আতপ! বেতন না, সৈন্যাবাস না, আহার সামগ্রী না; অথচ মুহুর্ম্মুহুঃ ভয়, দ্রুত পলায়ন, এবং কখন কখন বেয়নেটাগ্রে অনুসরণকারী শত্রুর আক্রমণ; যাঁহারা জন্ম-ভূমি ও মানকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভাল বাসেন তাঁহারা আমার অনুবর্ত্তন করিতে পারেন।' তিনি আরও বলিলেন যে যদিও রোমীয় সাধারণতন্ত্র অন্তর্হিত হইয়াছে, তথাপি তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তিনি এখনও অষ্ট্রিয়গণ, নেপল্‌স-রাজ ও পোপের বিরুদ্ধে যুগপৎ যুদ্ধ চালাইবেন। চারি সহস্র পদাতিক ও নব শত অশ্বারোহী সৈন্য গ্যারিবল্ডীর অনুবর্ত্তন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। রোমরক্ষার হতাবশেষ সৈন্যের ইহা দ্বি-তৃতীয়াংশ। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে গ্যারিবল্ডী শোকদুর্ভর হৃদয়ে এই উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সৈন্য লইয়া ত্রিবোলী (Trivoli) সিংহদ্বার দিয়া রোম পরিত্যাগ করিয়া টস্‌কনী-প্রদেশস্থ গিরিরাজির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার হৃদয় শোকে ও দুঃখে এত দূর অভিভূত হইয়াছিল যে তিনি যাইবার সময় বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। যে সকল বীর সহচরকে তিনি ইতালীর স্বাধীনতা-দেবীর মন্দিরে বলি দিয়া গেলেন, তাঁহাদের বিচ্ছেদে তাঁহার কোমল হৃদয় আজ শোকে অভিভূত হইল। আর যে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সৈন্যগণকে স্বদেশ-উদ্ধারানলে আহুতি দিবার জন্য সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের ভাবী

দুঃখ মনে করিয়া তিনি নিদারুণ সন্তপ্ত-হৃদয় হইলেন। এই অতীত ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় তিনি বর্ত্তমান দুঃখ কষ্ট একবারে ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার তেজস্বী মন আত্ম-সমর্পণের অবমাননা সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়াই আজ তিনি প্রাণ-প্রিয়া রোমনগরী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। যেখানে সেনাপতি মেনিন্ আজও শত্রু-সৈন্যের বিরুদ্ধে নগর রক্ষা করিতেছিলেন, সেই ভিনিস্ নগরীর অভিমুখে এক্ষণে তিনি সৈন্যের গতি নির্দ্দেশ করিলেন। তদ্বিরহে রোম আজ মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিল! কালের করাল যবনিকা পতিত হইয়া রোমের এই সুপ্রসিদ্ধ অবরোধ ও রক্ষণ-রূপ অঙ্কের অভিনয় সমাপ্ত করিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

আনিটা—অবরোধ কালীন ও গ্যারিবল্‌ডীর প্রস্থানের পরবর্ত্তী ঘটনা—ভিনিস্ গমনো-দ্যম—সেনাদলের ছত্রভঙ্গতা—আনিটার মৃত্যু—গ্যারিবল্‌ডীর আমেরিকায় পলায়ন—ষ্টেটেন্ দ্বীপে মোমবাতি প্রস্তুত করণ—সিন্‌সিনাটাতে চুরোট্ বিক্রয়—ক্যালিফর্নি-য়ায় গমন—পেরুভীয় জাহাজের অধিনায়কত্ব গ্রহণ—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোষ্টন্ নগরে অবস্থিতি—জেনোয়ায় আগমন—ও ক্যাপ্রেরা দ্বীপ ক্রয় করিয়া তথায় বসতি করণ।

আজ হইতে গ্যারিবল্‌ডী যাযাবরের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পতিগতপ্রাণা আনিটা কয়মাস পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। রোমের সেই ভীষণ অবরোধের সময় আনিটা ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি নাইসে থাকিয়া পারি-বারিক অশান্তি ভোগ করা অপেক্ষা, স্বামিপার্শ্বে থাকিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা সহস্র গুণে অধিকতর সুখকর মনে করিতেন। তাই আনিটা স্বামিপার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া স্বামীর সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণার অংশ-ভাগিনী হইলেন।

এদিকে গ্যারিবল্‌ডীর রোম পরিত্যাগের সংবাদ প্রচারিত হইবা-

মাত্র সেই দিনই বৈকালে বেলা ৪ টার সময় সেণ্ট পিটরের ক্রশাঙ্কিত পতাকা সেণ্ট আঞ্জেলোদুর্গের উপর উড্ডয়মান হইল, এবং রোম আবার পোপের শাসনের অধীন হইল।

রোমের রক্ষণ-কার্য্যের পরিণাম শুভপ্রদ হইল। ইতালী এত দিনে আত্মশক্তির পরিচয় পাইলেন; বুঝিলেন সকলে সমবেত হইলে তিনি আবার দিগ্বিজয়িনী হইতে পারেন। আর এই বৈদেশিক আক্রমণে ইতালীর প্রতিদ্বন্দ্বী নগরী ও প্রদেশ সকলেরও নয়ন উন্মীলিত হইল। তাঁহারা অতঃপর বুঝিলেন যে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দেষাদ্বেষিতে তাঁহাদের এই জাতীয় দুর্গতি ঘটিয়াছে। যত দিন এই দ্বেষাদ্বেষি থাকিবে, তত দিন তাঁহাদিগের জাতীয় দুর্দ্দিন ঘুচিবে না। সুতরাং এখন হইতে তাঁহারা ইতালীর একতার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

আজ গ্যারিবল্ডী কোন রাজ্যেরই চাকর নহেন; আজ জাতীয় বিধির চক্ষুতে তিনি উল্লঙ্ঘিত-বিধি, অদৃষ্টানুসারী, বীর অনুযাত্রিক-বর্গের বীর-চূড়ামণি অধিনায়ক। এই মূর্ত্তিতে গ্যারিবল্ডী ইতালীর মধ্য ও পার্শ্ব প্রদেশ সকলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই সেই প্রদেশের সর্ব্বত্র সেই সময় হয় ফরাশি, নয় অষ্ট্রিয় সেনা আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছিল। যদি কাব্যরচনা-পটু কবি কেহ সেবাইন অধিত্যকা-প্রদেশে সেই সময় জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ইতালীর স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, জাতীয়-বিধি-বহির্ভূত এই বীরবর, বিজিত রোম নগরী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ফরাশি অনুসরণকারী সৈন্যের হস্তএড়াইতে এড়াইতে, কেমন—করিয়া সেই অধিত্যকা-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর কেমন করিয়াই বা তিনি যুদ্ধদ্বারা যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি নিজ গীতি কাব্যে তাহা সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া যাইতেন। রোম হইতে আপিনাইন্ পর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশের উপর দিয়া ত্রিবোলীতে, ত্রিবোলী হইতে তার্ণীতে, তার্ণী হইতে আরেজোতে, আরেজো হইতে সানমারিণো সাধারণতন্ত্রে, তথা হইতে আড্রিয়াটিক্ উপসাগরের উপকূলবর্ত্তী সেই নির্ণাম কুটীরে—যেখানে পতিগত-প্রাণা আনিটা পতিক্রোড়ে প্রাণ-

ত্যাগ করেন—গ্যারিবল্‌ডীর গমন যেরূপ সাহস,অধ্যবসায়, বীরত্ব, প্রেম ও আত্মোৎসর্গের আশ্চর্য্য ও অলৌকিক ঘটনাবলীর কাহিনীতে পরিপূর্ণ, কোন গাথা বা গীতিকাব্য—বা কোন লিখিত বা শ্রুত কবিতা-গ্রন্থে এরূপ আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই অদ্ভুত বীরপুরুষ ও তাঁহার সৈনিকগণের এই সময়ের একটী ফটোগ্রাফ্ তুলিয়া পাঠক-বর্গকে উপহার দিই।

ঐ যে সম্মুখে মধ্যমাকৃতি গ্রীক-মুখচ্ছবি, স্বভাবতঃ শ্বেতঃকান্তি, কিন্তু নিরন্তর আতপ-তাপে বিবর্ণীকৃত বীরপুরুষ দেখিতেছ—যাঁহার দীর্ঘ-কৃষ্ণ নিবিড় কেশ-রাজি স্কন্ধদেশে তরঙ্গায়িত হইতেছে; যাঁহার ঈষৎ-লোহিত গুরু শ্মশ্রু-রাজি মুখমণ্ডলকে অর্দ্ধাবৃত করিয়া রাখিয়াছে; যাঁহার ভিতরের লোহিত সার্ট্‌কে, লোহিত-পার্শ্ব দক্ষিণ আমেরিক ক্লোক্ অর্দ্ধাবৃত করিয়া রাখিয়াছে—উনিই সেই প্রাতঃ-স্মরণীয়-চরিত গ্যারিবল্‌ডী। ঐ দেখ তাঁহার লীজন্ সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণ সকলেই তাঁহার অনুকরণে লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। ঐ যে কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ-পরিধান করে ধৃতবর্ষা কৃষ্ণকায় পুরুষ অশ্বপৃষ্টে সেনা-পতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন, উনি গ্যারিবল্‌ডীর অশ্বপাল নিগ্রো দাস আগুয়ার। ইহাঁকে গ্যারিবল্‌ডী দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, ও অতিশয় অনুগত বলিয়া ভাল বাসিতেন। আর ঐ যে সম্মুখে সৈন্যগণ দেখিতেছ—যাহাদের কটিবন্ধ হইতে পিচ্‌তল্ ও ছোরা বিলম্বিত হইতেছে, ও যাহারা করে মহিষচর্ম্মবিনির্ম্মিত গুরু কশা ধারণ করিয়া রহিয়াছে—উহাদিগকে গ্যারিবল্‌ডী দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। উহারা দক্ষিণ আমেরিক যুদ্ধ সকলে গ্যারিবল্‌ডীর জন্য প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিল বলিয়া উহাদিগকে তিনি অতিশয় ভাল বাসেন।

গ্যারিবল্‌ডী সম্মুখে থাকিলে তাঁহার সৈন্যেরা অগ্নুয়ের বল পাইত ও দেবোচিত বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইত। এত অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া আর কোন সেনাপতি এত বড় বড় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। গ্যারিবল্‌ডী আদেশ করিলে তাঁহার সৈনিক কর্ম্মচারী

ও সৈন্যগণ মৃত্যুরও সম্মুখীন হইতে পারিতেন। তাঁহাদিগের রণোৎসাহ অনেক সময় রণোন্মাদে পরিণত হইত। রোমের অবরোধকালে তাঁহারা যে সকল বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদি অকাট্য প্রমাণ-পরম্পরা দ্বারা সে সকল সমর্থিত না হইত, তাহা হইলে সে সকল উপন্যাসের অলীক ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত; ইতিহাসের বিষয়ীভূত—বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না। গ্যারিবল্ডী নিজের দৈনন্দিন বিবরণে—কর্ণেল্ মেডিসি, ভ্যাঙ্গোলো ভ্রাতৃদ্বয়, ফেরারী, মানেলী, সাচী, মানারা, মারিণা, আভেজানা, অরিজেনী, মোরোসিনি, ডাক্তার বার্টেনী, ইউগোবেসী, সিসিরো ভেচিয়া, মেল্লারা, মামেলী, বাজিয়া গাল্লী, মনফে্ণী এই কয় জনকে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি গ্যারিবল্ডী যখন পীড্মণ্ট ও লম্বার্ডী সমরে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আনিটা পুত্রকন্যা গুলিকে লইয়া নাইসে শ্বশ্রূমাতার কাছে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী যখন হতাশতায় মর্ম্মাহত ও পীড়িত হইয়া জেনোয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন আনিটা আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না—স্বামিশুশ্রূষার নিমিত্ত দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। সেই অবধি তিনি—কি গৃহে, কি বাহিরে, কি রণস্থলে, কি পলায়ন-পথে—নিরন্তর স্বামীর অনুগমন করিতেছিলেন। পূর্ণগর্ভা হইয়াছিলেন বলিয়া গ্যারিবল্ডী অবরোধের প্রথম ভাগে অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে রায়েতী (Rieti) নগরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কয়দিন মাত্র তথায় থাকিয়া অরিজেনী—সমভিব্যাহারে প্রমীলা সুন্দরীর ন্যায় শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া স্বামিসকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফরাশিসৈন্য-শ্রেণীর কামানরাজি যে সময় অবিরাম অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছিল, সেই সময়েই তাঁহারা সেই সৈন্য-ব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া ২৪ এ জুন তারিখে গ্যারিবল্ডীর শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্ডী তৎকালে আহার করিতেছিলেন, সহসা তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। গ্যারিবল্ডীর পাছে মৃত্যু হয়, পাছে তাঁহার

সহ-মৃতা হইতে বিলম্ব হয়, এই আশঙ্কায় গ্যারিবল্ডী-মহিষী, নিজের জীবনের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই ভীষণ অনলরাশির মধ্য দিয়া গ্যারিবল্ডী-সকাশে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার এই অদ্ভুত পতিভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া গ্যারিবল্ডী তাঁহাকে আর কাছ-ছাড়া করিলেন না। ২রা জুলাই গ্যারিবল্ডী যখন ত্রিবোলী সিংহদ্বার অতিক্রম-পূর্ব্বক শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া ভিনিস-অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহার অদৃষ্টের অংশ-ভাগিনী হইবার জন্য আনিটাও—পুরুষপরিচ্ছদ পরিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ধন্য আনিটা! ধন্য তোমার পতি-ভক্তি! তুমিই বর্ত্তমান-যুগের আদর্শ সতী সাবিত্রী-রূপিণী! পতিব্রতে তোমার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণিপাত! ভারত-রমণী যেন তোমার ন্যায় বীরনারী হয়, ও তদীয় পতিভক্তির অনুকরণ করে। তুমি যদি পূর্ণগর্ভা অবস্থায় রোম পরিত্যাগ করিয়া না আসিতে, যদি স্বামীর ভাগ্যের অংশভাগিনী হইবার জন্য পলায়ন-পথের অসহ্য ক্লেশ সহ্য না করিতে-তাহা হইলে হয় ত আজ তোমার মত রমণীরত্নকে মৃতাবস্থায় শত্রুকুটীরে ফেলিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে গ্যারিবল্ডীকে পলায়ন দ্বারা শত্রুর অনুসরন হইতে আত্মরক্ষা করার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না। গ্যারিবল্ডী যখন আনিটাকে বুঝাইয়া কিছুতেই রোমে রাখিয়া যাইতে পারিলেন না—তখন অগত্যা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি আনিটার ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আপনার ঘড়ীটী বিক্রয় করিয়া যাহা পাইলেন তাহা সঙ্গে করিয়া লইলেন; আর সৈন্যগণের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সেনাবিভাগের কোষ হইতে তদুপযোগী অর্থ লইলেন।

ভিনিস্ যাত্রার ভেরী বাজিবামাত্র তাঁহার সৈন্যগণ দ্রুতপদে ভিনিসাভিমুখে যাত্রা করিল। তাঁহার পলায়নের বার্ত্তা দ্রুততর সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইল। এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র ডিউক্ আর্শেক্ষ ও গর্জ্জাউস্কী—অষ্ট্রিয় সেনাপতিদ্বয়, অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ লইয়া তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিয়া রহিলেন। এদিকে ফরাশি ও নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হওয়ার পথ রুদ্ধ করিলেন। এইরূপে তিনটী মহতী সেনা—যেন তাঁহাকে পেষিত করিতে উদ্যত হইল। তথাপি তাঁহার

অটল-অচল-সম হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইল না। তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া তিনটী প্রকাণ্ড সেনাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত অনুসরণকারী সৈন্যকে একত্র করিবার জন্য তিনি কখন কখন এক এক স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিতেন; কিন্তু যেই সমস্ত শত্রুসৈন্য একত্রিত হইত, অমনই তিনি বিদ্যুদ্বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতেন। এইরূপে শত্রুসৈন্যকে ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত করিতে করিতে তিনি টস্কানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১০ ই জুলাই তারিখে তিনি ত্রিবোলী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্য্যন্ত তাঁহার সৈন্যেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন। তৎকালে অষ্ট্রীয় সৈন্য এই প্রদেশ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছিল। এইজন্য তথাকার অধিবাসীরা গ্যারিবল্‌ডীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বা ইতালীর স্বাধীনতার উদ্দেশে অভ্যুত্থিত হইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি তথা হইতে আরেজো (Arezzo) আসিলেন, কিন্তু সেখানেও দেখিলেন অধিবাসীরা তাঁহার বিরুদ্ধে নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। তখন আরেজো হইতে তিনি মণ্টিপল্‌সিয়ানোতে আসিলেন; কিন্তু তথাকার আশ্রম (Convent) হইতে এক জন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী গুলি মারিল। সুতরাং তিনি তথায় থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না।

তাঁহার সৈন্যেরা অনাহার, অনিদ্রা, শীতাতপে আবরণ-শূন্যতা ও দ্রুত গমন জনিত কষ্ট যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কষ্টে অভিভূত হওয়ায় ক্রমে তাহারা শাসনাতীত হইয়া উঠিল। ১১ই জুলাই তারিখে গ্যারিবল্‌ডী যখন তার্ণী ছাড়িয়া আরেজো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহার সৈন্যদল ভাঙ্গিতে লাগিল। আর তিনি শৃঙ্খলা রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যেরা অশ্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিল, ও তথাকার অধিবাসি-বৃন্দের উপর এরূপ অত্যাচার করিতে লাগিল যে, তাহারা সকলেই তাঁহার এখনও-অনুগত সৈন্যগণকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া মারিতে লাগিল। তাঁহার শীজন-সৈন্যের মধ্যে যাঁহারা বীরতম ও যোগ্যতম তাঁহারা, আর মেডিসির ভলণ্টিয়ার সৈন্য ও মানারার লম্বার্ড সৈন্যেরাই শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ কিঞ্চি-

মূলে দুই সহস্র মাত্র সৈন্য গ্যারিবল্‌ডীর সহিত আপনাদিগের ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই তিনি তার্ণী হইতে আরেজোয় আসিয়া পৌঁছিলেন! কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আরেজোর সিংহদ্বার তাঁহার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ ছিল! তাই তিনি তথা হইতে মণ্টিপস্‌সিয়ানোতে গমন করিয়াছিলেন।

কিন্তু তথায় বিপৎ আসন্ন বুঝিয়া তিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক অবিরাম অনুসৃত হইয়া, নদ নদী উত্তরণ ও গহন কানন ভেদ করিয়া অবশেষে বিশ্রামার্থ একটী শান্তি-বন্দর পাইলেন। আপিনাইন্‌ গিরিমালার মধ্যে রিমিনী নগরের পশ্চাদ্দেশে সান্‌মারিণো নামে একটী সাধারণতন্ত্র আজ পঞ্চদশ শতাব্দীর নিরন্তর পরিবর্ত্তন উপেক্ষা করিয়া অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান আছে! ইতালী বহু দিন ধরিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছেন, কিন্তু তিনি বক্ষে এই যে ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রকে ধারণ করিতেছেন, ইহা কখনই স্বাধীনতা-হারা হয় নাই। গ্যারিবল্‌ডীর জীবনের মূলমন্ত্র যে 'স্বাধীনতা'—এই ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রেরও বীজমন্ত্র সেই 'স্বাধীনতা'। তাই আজ গ্যারিবল্‌ডী বিপদের দিনে মিত্রবরের আশ্রয় লইতে আসিলেন, এবং অনুসরণকারী অষ্ট্রীয়গণের আক্রমণ হইতে নিজ বীর সেনাদলকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আতিথ্য-ভিখারী হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি উক্ত সাধারণতন্ত্রের শাসন-সমিতির নিকট তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানাইবার জন্য, ও নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া দিবার জন্য আপনার কোয়াটর্‌ মাষ্টারকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সেই নীতি-ভ্রষ্ট, পুরোহিত-শাসিত, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত সাধারণতন্ত্র অষ্ট্রিয়ার ভয়ে এত অভিভূত ছিল যে, তাঁহাদিগকে সাধারণতন্ত্রের অধীন রাজ্য-মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতে সাহস করিল না; কিন্তু তাঁহাদিগের দুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাদিগের জন্য খাদ্য-সামগ্রী সাধারণ-তন্ত্রের বাহিরে রাখিয়া আসিল।

তাঁহার সৈন্যেরা বার বার পরাজয়ে এরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, যে তাহাদিগকে আর উত্তেজিত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইজন্য গ্যারিবল্‌ডী স্বহস্তে বিধি লইতে বাধ্য হইলেন। সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চদশ শত

পদাতিক ও ত্রিশত-মাত্র অশ্বারোহী সেনা এখনও তাঁহার অনুগত ছিল। এই সেনা লইয়া তিনি নিজের দায়িত্বে নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেই ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত ছিল। সুতরাং দেখিতে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! নিরন্তর বিপৎপাতে ও পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে তাহারা এরূপ নীতি-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, যে কোন প্রকার সামরিক শাসন দ্বারা তাহাদিগকে সংযত রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বাল, বৃদ্ধ, স্ত্রী—সকলেই একত্র উন্মত্তবৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ এরূপ পথশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে নগরে প্রবেশ করিয়াই স্থণ্ডিল-শয্যায় শয়ন করিলেন; কেহ কেহ বা সে বিপদের সময়েও ধীরভাবে সমস্ত সহিতে লাগিলেন। সান্ ম্যারিণোর সাধারণ-তান্ত্রিকগণ তাহাদিগের দুঃখে কাতর হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে তাঁহাদিগের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অনেক স্ত্রী, অনেক ভগিনী স্বামী বা ভ্রাতার সঙ্গে কষ্ট যন্ত্রণা, বিপৎ ও মৃত্যুর অসংখ্য দৃশ্যের মধ্য দিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আজ তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া সান্ মারিণোর অধিবাসিবৃন্দের হৃদয় গলিত হইল।

গ্যারিবল্ডী দুই তিন জন কর্ম্মচারী সহ গবর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়া উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের অস্ত্র শস্ত্র অর্পণ করিতে চাহিলেন, এবং আপনার সৈন্যগণের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। গ্যারিবল্-ডীর এই কথায় সাধারণতন্ত্রের সেনাপতিগণের হৃদয় গলিত হইল। তাঁহারা বলিলেন এরূপ অবস্থায় আমরা আপনাদিগকে আশ্রয় দিতে পারি। এই কথা বলিয়া তাঁহারা নবাগত অতিথিগণের আহার প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন, ও গ্যারিবল্ডী ও আনিটার বাসজন্য নগর-দ্বারের অদূরস্থিত ফ্রান্সিস্কান্ আশ্রম ছাড়িয়া দিলেন।

সৈন্যগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় গ্যারিবল্ডী, তাঁহাদিগের সহিত অতি স্নেহভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গির্জ্জার দ্বারে এই আদেশ লিখিয়া প্রচারিত করিলেন;—"সৈন্যগণ! আমরা এই রাজ্যে আশ্রিতভাবে রহিয়াছি; আমাদিগের দাক্ষিণ্যবান্ আশ্রয়-দাতৃগণের প্রতি আমাদিগের অগর্হণীয়

ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা হইলে এই দুঃখ কষ্ট ও আত্মোৎসর্গের জন্য আমরা যে শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছি—ইহাঁদিগের নিকটও সেই শ্রদ্ধা পাইব। আজ হইতে আমার সমরসহচরগণকে আমি সর্ব্ববিধ প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তি দিলাম। এখন তাঁহারা স্বাধীনভাবে সাংসারিক জীবনে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু পরিশেষে এইমাত্র বক্তব্য যে এইকথা যেন তোমাদের হৃদয়-ফলকে জলদক্ষরে লিখিত থাকে যে—
'বৈদেশিকের অধীনে দাসভাবে জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ'। স্বাধীনতার অবতার গ্যারিবল্ডীর মুখেই এ কথা ঠিক্ সাজিয়াছিল।

এ দিকে অষ্ট্রীয়ানেরা গ্যারিবল্ডীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য রিমিনীর দিক্ হইতে সান্ মারিণো আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছিলেন। সান্ মারিণোর সেক্রেটারী অব ষ্টেট এই কথা শুনিয়া আপনাদিগের ও অতিথিগণের ক্ষেমার্থ সন্ধি-প্রার্থী হইয়া অষ্ট্রিয়শিবিরে গমন করিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়সেনাপতি আর্কডিউক্ আর্ণেষ্ট গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার সৈন্যগণকে অক্ষত শরীরে যাইতে দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না—যদিও স্বীকার করিলেন—যে, সান্ মারিণোর অধিবাসি-বৃন্দের প্রতি তিনি কোন অত্যাচার করিবেন না। ষ্টেট্ সেক্রেটারীর অনেক অনুনয় বিনয়ে শেষে অষ্ট্রিয়সেনাপতি গ্যারিবল্ডীকে নিরাপদে আমেরিকায় যাইতে দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তখন আমেরিকায় যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। এইজন্য গ্যারিবল্ডী রাত্রিযোগে—যখন সান্ মারিণোর অধিবাসিগণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল—কতিপয় মাত্র আনুযাত্রিক ও আনিটাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অলক্ষিতভাবে নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি যাইবার সময় তাঁহার শয্যাগৃহের টেবিলের উপর এই লিখিয়া গেলেন যে—'অষ্ট্রীয়ানেরা আমার উপর যে কঠোর নিয়ম প্রচার করিয়াছেন আমি সে নিয়মে আবদ্ধ হইতে পারি না। এই কারণে ও আপনাদিগের রাজ্যকে বিপদ্গ্রস্ত করিব না—বলিয়াই ইহা পরিত্যাগ করিয়া আমি চলিলাম'।

প্রত্যুষে গ্যারিবল্ডীর সৈন্যগণ সেনাপতির পলায়নবার্ত্তা শুনিয়া

ভয়ে আকুল হইলেন। তাঁহারা আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। কিন্তু ষ্টেট্ সেক্রেটরীর অনেক অনুরোধে শেষে তাঁহার হস্তে অস্ত্রসমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অস্ত্র সমর্পণের পর তাঁহারা সান্ মারিণোর কর্তৃপক্ষ হইতে প্রত্যেকে রিমিনী যাত্রার ছাড়চিঠি ও দুই পাওলী বা পাঁচ পেনস (অর্থাৎ প্রায় চারি আনা) করিয়া পাথের স্বরূপ পাইলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ানেরা গ্যারিবল্‌ডীর পলায়নে এরূপ রাগান্ধ হইলেন যে সেই নিরস্ত্র রিমিনী-যাত্রিগণের নিকট হইতে সেই পাথেয় ও ছাড়চিঠি কাড়িয়া লইলেন, এবং কাহারও কাহারও প্রতি প্রহারও করিলেন।

গ্যারিবল্‌ডী আনিটাকে সান্ মারিণোতে রাখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু আনিটা তাহাতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। যদিও পথশ্রান্তি ও পীড়ায় অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে উত্তেজিত হইয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন 'নাথ! তবে কি তুমি আমায় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ?' এই কথা গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয়ে শেলসম বাজিল। গ্যারিবল্‌ডী আর তাঁহাকে বাধা দিলেন না। পূর্ণগর্ভা সতী পদব্রজে স্বামিসঙ্গে সান্ মারিণো হইতে আড্রিয়াটিক্ সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত গমন করিলেন। সেসেনাটিকো বন্দরে উপনীত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন কতিপয় জালুক নৌকা করিয়া জালে মৎস্য ধরিতেছে। গ্যারিবল্‌ডীর নামে মুগ্ধ হইয়া অষ্ট্রীয়ার অত্যাচার তুচ্ছ করিয়া সেই জালুকগণ তের খানি নৌকা তাঁহাদিগের সাহয্যার্থ প্রদান করিল। তাঁহারা সেই সকল নৌকা-যোগে ভিনিস যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেই রাত্রিতে সেই সময় কয়খানি উদীচ্য মেঘ আড্রিয়াটিক্ সাগরকে যেন কৃষ্ণ চন্দ্রাতপে আবৃত করিল; এবং দেখিতে দেখিতে সেই সাগর তরঙ্গ-সমাকুল হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহারা সমস্ত রাত্রি প্রাণ পণ করিয়াও নৌকাগুলিকে বন্দর ছাড়াইতে পারিলেন না। প্রত্যূষে যখন অষ্ট্রিয়ানেরা সেই নগর-মধ্যে প্রবেশ করে, সেই সময় অনুকূল

বায়ু পাইয়া তাঁহারা পাইল্ তুলিয়া দিলেন। অনুকূল-বায়ু-বশে সেই তের খানি নৌকার মধ্যে চারিখানি মাত্র নৌকা পর দিন প্রত্যুষে গ্যারিবল্‌ডী, আনিটা প্রভৃতিকে লইয়া পো-নদীর মুখে মিসোনী বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই চারি খানির এক খানিতে গ্যারিবল্‌ডী, আনিটা, বক্তা সিসিরুয়াচিয়ো ও তাঁহার পুত্রদ্বয়, ইউগোবেসী এবং আরও এক জন ছিলেন। এই জল-যাত্রার কষ্টে আনিটার স্বাস্থ্য একবারে ভগ্ন হইল। মরণোন্মুখী আনিটাকে হস্তোপরি আরোপিত করিয়া গ্যারিবল্‌ডী তীরে উঠিলেন।

আর নয়খানি নৌকার যাত্রিগণ এরূপ সৌভাগ্য করেন নাই। পূর্ণচন্দ্রের কিরণ-যোগে অষ্ট্রীয়ানেরা তাঁহাদিগকে আবিষ্কৃত করিল, ও তাঁহাদিগের উপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করিয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য করিল।

গ্যারিবল্‌ডী মৃত্যুমুখী আনিটাকে লইয়া যে উপকূলে উঠিলেন অষ্ট্রীয় অনুসন্ধানকারি সৈন্যে সে উপকূল ক্রমে ছাইয়া যাইতে লাগিল। আনিটা উপকূলের অদূরে এক শস্য-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া পতির জানুদেশে মস্তক রাখিয়া বিশ্রাম করিতে ছিলেন। লামাডা-লেনার অধিবাসী লেজিয়ো ও এক জন দক্ষিণ আমেরিকার সহচর মাত্র—তাঁহাদিগের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে পাহারা দিতে ছিলেন। তাঁহাদিগের উপর এই ভার ছিল যে কোন শ্বেত-পরিচ্ছদধারী অষ্ট্রীয়সৈন্য সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র যেন তাঁহারা সংবাদ দেন।

যে জীবন-প্রবাহের সহিত তাঁহার জীবন-প্রবাহ এত দিন মিশ্রিত হইয়া ছিল, সেই জীবন-প্রবাহে আজ ক্রমেই ভাটা পড়িতেছে—গ্যারিবল্‌ডী নির্নিমেষ লোচনে তাহা তাকাইয়া দেখিতে ছিলেন। যে হৃদয়-স্রোতস্বিনীর সহিত তাঁহার হৃদয়-স্রোতস্বিনীর সমস্ত আশা ভরসা, শোক দুঃখ ও আনন্দ এত দিন মিশ্রিত ছিল, আজ সেই হৃদয়-স্রোতস্বিনী ক্রমেই শুষ্ক হইতেছে, গ্যারিবল্‌ডী অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাহা দেখিতে ছিলেন। ইউগোবেসী লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছিলেন। সুতরাং অষ্ট্রীয়ানেরা গ্যারিবল্‌ডীর সৈন্য বলিয়া পাছে

তাঁহাকে চিনিতে পারে,এই বলিয়া তিনি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের জন্য নৌকাভিমুখে যেমন যাইবেন, অমনি অষ্ট্রীয়ানেরা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইল, ও দ্রুত পদে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। সিসিরুয়াচিয়ো এবং গ্যারিবল্‌ডীর আর নয় জন সহচরও অষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও ধৃত হইলেন। নিষ্ঠুর অষ্ট্রীয়ানেরা সেই নির্দোষ নয় জনকে তৎক্ষণাৎ বধ করিবার আদেশ দিল। নয় জন কৃষককে ডাকিয়া আনিয়া নয়টী গর্ত্ত খনন করাইল, সেই নয় গর্ত্তে সেই নয় জনকে কটি পর্য্যন্ত প্রোথিত করিয়া দূর হইতে তাঁহাদিগের উপর গুলি বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেলিল। সেই নয় জনের মধ্যে একটী ত্রয়োদশ-বর্ষীয় বালক ছিল—সে প্রান্তরে একটু হেলিয়া পড়ায় গুলি তাহার লাগে নাই। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক জন নৃশংস অষ্ট্রীয় সৈন্য নিজের বন্দুকের গোড়ালী দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। তাহাতেই সেই বালক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কিছু দিন পরেই অষ্ট্রীয়ানেরা ইউগোবেসী ও সিসিরুয়াচিয়োর উপর বিনা বিচারে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বিধান করিল। তাঁহারা বলোগ্‌নার বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। দীক্ষিত হইবার সময় পুরোহিত ইউগোবেসীর মস্তকে জোর্ডানের জল সিঞ্চন করায় সেই স্থান পবিত্র হইয়াছে,—এবং দীক্ষা দিবার সময় তিনি অঙ্গুলি দ্বারা জোর্ডানের জল দীক্ষিতগণের মস্তকে বর্ষণ করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার অঙ্গুলিগুলিও পবিত্র হইয়াছে—এই ছল করিয়া বলোগ্‌নার পোপ-প্রতিনিধি তাঁহার মস্তকের ও অঙ্গুলির চর্ম্ম খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে বধ্য-ভূমিতে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ধর্ম্মের নামে—ভগবানের নামে—এই লোমহর্ষণ ব্যাপার তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠিত হইল। ইউগোবেসী রুধিরাক্ত-কলেবরে সেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সহচর-সমভিব্যাহারে অম্লান-বদনে বধ্য-ভূমিতে চলিলেন। মৃত্যুভয়ে তাঁহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। ঘাতকগণের পাপ-মোচনের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত-স্থল সেই ধর্ম্ম-বীরদ্বয় অকাতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। অমনি স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল ও তথা হইতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বীর-দ্বয়ের মস্তকে

-পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই পুষ্প-বৃষ্টির মধ্যদিয়া সেই পবিত্র আত্মাদ্বয় বৈকুণ্ঠ-ধামে চলিয়া গেলেন! সেই দিনই স্বজাতীয় রুধিরে পদ ধৌত করিয়া, এবং ভ্রাতৃগণের মৃতদেহ-রূপ পাদপীঠের উপর দিয়া পোপ, রোমের রাজ-সিংহাসনে পুনরারোহণ করিলেন!

আমরা মরণোন্মুখী আনিটাকে সেই শস্য-ক্ষেত্রে রাখিয়া আসিয়াছি। একবার দেখিয়া আসি, ইতালীর অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা-স্বরূপিণী আনিটা কি অবস্থায় রহিয়াছেন! ঐ যে দেখিতেছি সতী স্বামীর জানু-প্রদেশে মস্তক রাখিয়া সেই মৃত্যুকালেও কেবল পতির বিপদের আশঙ্কায় আকুলিত হইতেছেন! ঐ নীলকমল-নিভ নয়ন-মণিদ্বয় পতির মুখপানে অনবরত লক্ষ্যীকৃত রহিয়াছে! পাছে অষ্ট্রীয়ানেরা পতিকে ধরিয়া লইয়া যায় এই ভাবনায় সতী মৃত্যুযাতনা ভুলিয়া গিয়াছেন। পতি-দেবতা সাধ্বীর নিকট ঈশ্বর ও স্বামী অভিন্ন যুগল-মূর্ত্তি। তাই তিনি ইহকাল ও পরকাল এক করিয়া যুগপৎ অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ঈশ্বর ও স্বামীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। এ পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলে পাপীর পাপ খণ্ডন, এবং অসতীর মন হইতে অসতীত্বের বীজ অন্তর্হিত হয়!

দিবসের শেষভাগে অষ্ট্রীয়ানেরা চলিয়া গেলে—কতিপয় কৃষক নির্ব্বাণোন্মুখী দীপ-শিখার ন্যায় সেই মরণোন্মুখী বণিতাকে হস্তোপরি স্থাপিত করিয়া, নির্ণিমেষ জল-ভরিত নয়নে সেই কাল-দগ্ধ সোণার প্রতিমার দিকে গ্যারিবল্‌ডী তাকাইয়া আছেন দেখিয়া স্তম্ভিত ও কাতর হইয়া তথায় দাঁড়াইল। গ্যারিবল্‌ডী তাহাদিগকে র‍্যাভেনা (Ravenna) নগর হইতে এক জন ডাক্তার আনিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সেখানে ডাক্তার আনা অপেক্ষা পীড়িতাকে তথায় লইয়া যাওয়া সহজ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাওয়ার জন্য তাহারা শকট লইয়া আসিল। গ্যারিবল্‌ডী আনিটাকে সেই শকটে অতি সাবধানে শোয়াইয়া নিজে তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। অনুসরণকারী অষ্ট্রীয়ানদের ভয়ে গ্যারিবল্‌ডীর শকটবর প্রস্তর-স্তূপ ও অরণ্যানীতে আবৃত হইয়া অতি কষ্টে মার্কুইস্ গুইসিওলীর (Marquis Guiccioli) বন্ধুরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্যারিবল্ডী আনিটাকে লইয়া রাভেনার অদূরবর্ত্তী মান্দ্রিয়োলী গ্রামের কোন কৃষকের গোলাবাড়ীতে গমন করিলেন। কৃষক তাড়াতাড়ি তাঁহার জন্য একটী শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। গ্যারিবল্ডী সেই প্রাণপুত্তলীকে যেমন সেই শয্যার উপরি শায়িত করিলেন, অমনই সেই অপার্থিব আত্মা পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। আনিটা—বীর-রমণী আনিটা—গ্যারিবল্ডীর জীবন-সর্ব্বস্ব ও গ্যারিবল্ডীগতপ্রাণা আনিটা—আজ পৃথিবীকে কাঁদাইয়া, গ্যারিবল্ডীকে অর্দ্ধমৃত করিয়া এ পাপ-পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন!

উইলিয়ম্ আর্থার এম্, এ—তদীয় "Italy in Transition" নামক গ্রন্থে এই ঘটনা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

"গ্যারিবল্ডী স্বয়ং আনিটাকে মরণোন্মুখী অবস্থায় কৌচে করিয়া রাভিগ্লিয়া নামক ভ্রাতৃগণের গোলাবাড়ীতে আনিলেন। সেণ্ট আলবার্টোর ডাক্তার নাম্নিনী আসিয়া তাঁহার নাড়ী দেখিয়া বলিলেন যে 'রমণী অতি সাংঘাতিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন।' তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ একটী ঘরে লইয়া গিয়া শয্যায় শায়িত করা হইল। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একগ্লাস্ জল তাঁহাকে দেওয়া হইল। কিন্তু দুই এক বিন্দু জল জিহ্বা-সংলগ্ন হইবামাত্র তাঁহার মৃত্যু হইল। গ্যারিবল্ডী তখন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি শোকে এরূপ অভিভূত হইলেন যে সান্ত্বনা সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি এরূপ নিদারুণ দুর্ঘটনাতেও অধিক ক্ষণ শোক করিতে পারিলেন না। অষ্ট্রিয়ানেরা তাঁহার অনুসরণে আসিতেছে শুনিয়া তিনি অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। যাইবার সময় গোলাবাড়ীর অধিস্বামিগণকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিয়া গেলেন যেন তিনি যথোচিত সম্মানের সহিত আনিটার মৃতদেহ সমাধিনিহিত করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ টা আগষ্ট সন্ধ্যাকালে সাপ্তাহিক বেতন গ্রহণের জন্য সমাগত অনেক শ্রমজীবীর সম্মুখে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। গ্যারিবল্ডীকে মুহূর্ত্তমাত্র আশ্রয় দেওয়ায়, ও তাঁহাদিগের গোলাবাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটায়, তাঁহাদিগকে যে বিষম বিপদে

পড়িতে হইবে—গোলাবাড়ির অধিস্বামীরা তাহা বিশেষ-রূপে জানিতেন। এইজন্য তাঁহারা আনিটার মৃতদেহকে গ্যারিবল্‌ডীর প্রার্থনানুরূপ সমাধি দিতে পারিলেন না। তাঁহারা সেই মৃতদেহ গোপন করিবার মানসে ইহা শস্যক্ষেত্রে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন"।

যথন লোকে আসিয়া গ্যারিবল্‌ডীকে জানাইল যে অষ্ট্রিয়ানেরা তাঁহার অনুসরণার্থ আসিতেছে, তখন তিনি শোকে এরূপ অভিভূত ছিলেন, যে তাঁহাকে অনেক কষ্টে আনিটার মৃতদেহ ফেলিয়া যাইতে সম্মত করিতে হইয়াছিল। মর্ম্মচ্ছেদী চেষ্টায় তিনি তদ্গতপ্রাণা প্রাণপ্রিয়া আনিটার মৃতদেহ রাখিয়া শোকদুর্ভর হৃদয়ে ও ক্লান্ত পাদ-বিক্ষেপে বিজন প্রদেশ দিয়া আজ সঙ্গিনী-রহিত অবস্থায় পলায়ন-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে আনিটা এত দিন—কি ভীষণ রণস্থলে, কি বিশাল সাগরবক্ষে, কি শ্বাপদসঙ্কুল-অরণ্যানী-মধ্যে, কি প্রচণ্ড-স্রোতস্বিনী-উত্তরণে, কি অশ্বপৃষ্ঠে, কি পাদচারে, কি কুটীরে, কি প্রাসাদে, কি সুখে, কি দুঃখে—তাঁহার একমাত্র সহচারিণী ছিলেন, আজ গ্যারিবল্‌ডীকে সেই অমূল্য রমণীরত্নকে অকৃত-সমাধি অননুষ্ঠিত-অন্ত্যেষ্টি অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে হইল—এই ভাবিয়া গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আজ সামান্য কৃষকের হস্তে সেই ললনাললামভূতা আনিটার সমাধির ভার দিয়া যাওয়া গ্যারিবল্‌ডীর পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর বোধ হইল। তথাপি যে জীবন তিনি স্বদেশের উদ্ধার-ব্রতে উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন, তাহাকে ব্যক্তিগত কার্য্যে বলি দেওয়ার অধিকার তাঁহার নাই বলিয়াই তিনি আজ অনুসরণকারী অষ্ট্রিয়গণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পলায়ন করিলেন।

কৃষক গ্যারিবল্‌ডীর কথানুসারে আনিটার সমাধি দিয়াছিল বটে, কিন্তু আনিটার প্রিয় কুকুর উপরস্থিত মৃত্তিকা খুঁড়িয়া প্রভুপত্নীর মৃতদেহ বাহির করিয়া ফেলিল। কর্ত্রী ভূগর্ভশায়িনী থাকিবেন, ইহা তাহার সহ্য হইল না। অষ্ট্রিয়ানেরা সেই মৃতদেহ দেখিয়া মৃতা আনিটা বলিয়া চিনিল। তখন তাহারা রাজবিদ্রোহিদিগকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে সেই কৃষকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নিষ্ঠুররূপে বধ করিল। ইতালী উদ্ধারের পর

ইতালীয়েরা আনিটার সমাধিক্ষেত্রে একটী উপাসনামন্দির ও আনিটার দেহাবশেষের উপর একটী সুন্দর সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

গ্যারিবল্‌ডী বন্ধুবর লেজিরো সমভিব্যাহারে নিরাপদে রাভেনায় পৌঁছিলেন। তথায় তাঁহারা একটী বন্ধুর গৃহে কয়েক দিন অতি-সংগোপনে রহিলেন। তথায় তাঁহারা অবগত হইলেন যে ভিনিস্ শেষ দশায় উপনীত হইয়াছে, সুতরাং তথায় যাওয়া অনাবশ্যক মনে করি-লেন। গ্যারিবল্‌ডী ফ্লোরেন্সে একটী বন্ধুকে তথায় অভ্যুত্থানের কোন সম্ভাবনা আছে কি না জানিবার নিমিত্ত এক পত্র লিখিলেন। তদুত্তরে তিনি বন্ধুকে টস্‌কানী যাত্রা করিতে বলিলেন, এবং কোন্ কোন্ স্থান দিয়া আসিলে বিশ্বাসী বৈপ্লবিকগণের নিকট খাদ্য ও বিশ্রামের সাহায্য পাইবেন তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিয়া দিলেন। পথে তাঁহারা একই পান্থনিবাসে অষ্ট্রিয় অনুসন্ধানকারী সৈন্যের সহিত এক টেবিলে আহারাদি করিলেন, অথচ তাহারা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিল না। এক দিন গ্যারিবল্‌ডী আনিটার শোকে ও ইতালীর ভবিষ্যৎভাবনায় অভিভূত হইয়া হস্তের ভিতর মস্তক রাখিয়া টেবিলের দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিলেন, এমন সময় কতিপয় অষ্ট্রিয় সৈন্য অতিক্রত বেগে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা কি লোহিত ডেভিল্‌কে দেখিয়াছ?" গ্যারিবল্‌ডী লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন বলিয়া-ও অষ্ট্রিয়গণের যমদূত ছিলেন বলিয়া—তাহারা তাঁহাকে রেড্ ডেভিল্ (Red Devil) বলিত।

গ্যারিবল্‌ডী তাহাদিগের দিকে না তাকাইয়া বলিলেন "না"। এইরূপে তিনি এবারও অনুসন্ধানকারী, অষ্ট্রিয়গণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হওয়া হইতে রক্ষা পাইলেন। অবশেষে তিনি জেনোয়া উপসাগরের তীরবর্ত্তী স্পেজিয়া নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় গিয়া শুনিলেন যে ফ্লরেন্স এখনও অভ্যুত্থানের উপযোগী হয় নাই। এই কথা শুনিয়া তিনি একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া তদারোহণে চিয়াভেরী নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা উক্ত নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরের সৈন্যাধ্যক্ষ গ্যারিবল্‌ডীকে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ

করিলেন এবং বলিলেন যে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিলে নগরে হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। পর দিন অজ্ঞাতভাবে তিনি তাঁহাদিগকে নগর হইতে বাহির করিয়া জেনোয়ার প্রধান সেনাপতি লা-মর্ম্মোরার নিকট লইয়া গেলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অতিসমাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক আবশ্যকতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই সংবাদ টিউরিণে উপস্থিত হইলে, তথাকার মহাসভায় এই বিষয় লইয়া ঘোরতর তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। কিন্তু পাছে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার কোপনয়নে পতিত হন এই ভয়ে তাঁহারা তাঁহাদিগকে গৌরবের সহিত কারাগারে রাখাই স্থির করিলেন।

গ্যারিবল্‌ডী 'শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি'—কারাধ্যক্ষকে এই গৌরব-বাক্য দিয়া বৃদ্ধা মাতা ও সন্তানগণকে দেখিবার জন্য একবার নাইস্ নগরে গমন করিলেন। গ্যারিবল্‌ডীর জননী তখন চতুঃসপ্ততি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। পাছে জননীকে আর দেখিতে না পান, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি একবার তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিয়া আসিতে গেলেন। জেনোয়ায় প্রত্যাগত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া ইতালী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সার্ডিনিয়ায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন। ফরাশিরা গ্যারিবল্‌ডী তথায় পলাইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিল। গ্যারিবল্‌ডীর বিপদ্‌-প্রিয় মন বিপদের অন্বেষণে যেন ব্যগ্র হইল। তিনি পরিব্রাজকের ন্যায় সেই দ্বীপের গিরিমালার অভ্যন্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যখন ফরাশিরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত, তখন তিনি পলাইয়া সমীপবর্ত্তী ক্যাপ্রেরা-দ্বীপে গমন করিতেন। তাঁহার ভবিষ্য আবাস-ভূমির সহিত এই সময়ই সর্ব্ব প্রথম তাঁহার পরিচয় হয়। এই ক্ষুদ্রদ্বীপের অসভ্য আরণ্যভাব ও পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্যের সহিত তাঁহার তৎকালীন তরঙ্গময় ও দুঃখশোকপূর্ণ জীবনের সামঞ্জস্য থাকায়, সেই ক্ষুদ্রদ্বীপ এই সময়েই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করে। তাঁহার হৃদয়ের চির-লালিত আশা-সকল একে একে নির্ম্মূল হইতে চলিল। তাঁহার

জীবন-সহচরী তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিলেন; আর তাঁহার এমন গৃহ নাই, যথায় থাকিয়া তিনি এই শোকদুঃখপূর্ণ কাল অতিবাহিত করেন। লোকসমাগমাকুলিত নাগরিক জীবন তাঁহার এসময় ভাল লাগিত না। এইজন্য ক্যাপ্রেরার নির্জ্জন বিশালতা ও সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়ে গভীররূপে অঙ্কিত হইল। এইদ্বীপে তিনি সুবিধা পাইলেই আবাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন—এই সঙ্কল্প গ্যারিবল্‌ডীর মনে এই সময়েই উদিত হয়। গ্যারিবল্‌ডীর সহিত ক্যাপ্রেরার আশ্রমে আমাদিগকে আবার আসিতে হইবে।

অবশেষে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অনুরোধ ও উত্তেজনায় তাঁহাকে সার্ডিনিয়া রাজ্যও পরিত্যাগ করিতে হইল। ইতালীতে আপাততঃ অভ্যুত্থানের কোন আশা নাই দেখিয়া, গ্যারিবল্‌ডী ইতালী পরিত্যাগ করিয়া জিব্রাল্‌টরে গমন করিলেন। তথাকার ইংরাজ গবর্ণর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে সে স্থান ছাড়িয়া যাইতে বলিলেন, এবং সেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার গতি বিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল। তথা হইতে তিনি ট্যান্‌জিয়ার্সে গমন করিলেন। তথায় কয়েক সপ্তাহ অবস্থিতি করার পর তিনি একখানি জাহাজ পাইলেন, সেই জাহাজে করিয়া তিনি প্রথমে লিভারপুল্ যাত্রা করিলেন, এবং লিভারপুলে আর একখানি জাহাজে আরোহণ করিয়া তিনি নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের প্রধান নগরী নিউইয়র্কে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি নিউইয়র্কে উপস্থিত হইলে সমস্ত আমেরিকা তাঁহার প্রতি প্রকাশ্য সম্মান প্রদান করিতে উদ্যত হইল। নিউইয়র্কে তাঁহার প্রতি প্রকাশ্য সম্মান প্রদর্শনার্থ একটী মহতী সভা আহূত হওয়ার প্রস্তাব হইল। কিন্তু বিনয়ী গ্যারিবল্‌ডী সম্মানের সহিত সে প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমেরিক-সমাজ দেশ-হিতৈষি-প্রবর কস্থকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও সেই সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহিলেন। ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের রমণীয় রাজধানীতে যে কিছু সুখ সৌকর্য্য পাওয়া সম্ভব, তাঁহারা তাঁহাকে সকলই দিতে

চাহিলেন। তাঁহারা টাউন্‌হলের সুন্দর ঘর তাঁহার জন্য ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন; তাঁহার অশন বসনের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন; এবং তাঁহার যাহাতে কোন বিষয়ে কোন প্রকার অভাব বা অসুবিধা না হয় তাহার সুপরিপাটী বন্দোবস্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী কোন প্রকার অনুগ্রহ বা সম্মান লইতে স্বীকৃত হইলেন না। স্বদেশ-হিতৈষণা ও কর্ত্তব্যের নিষ্ক্রয়-স্বরূপ কিছু লওয়া তিনি অতিগর্হিত বলিয়া মনে করিলেন। এইটীই গ্যারিবল্‌ডী-চরিত্রের নিগূঢ় ও বিশেষ মহিমা! গ্যারিবল্‌ডীর স্বাধীন মন বন্ধু-বান্ধবগণের নিকটও সাহায্য লইতে সঙ্কুচিত হইত। আমেরিকায় তাঁহার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ছিলেন। তাঁহারা বিশেষ আহ্লাদের সহিত তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন; কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী তাঁহাদিগেরও প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। বন্ধুগণের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা তিনি স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা সহস্র-গুণে অধিকতর গৌরবের বিষয় মনে করিতেন।

এই সময়ে অনেক গুলি বৈপ্লবিক আসিয়া আমেরিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪৮—৪৯ সালের ইতালীয় বিপ্লব নিস্ফল হওয়ায় লেড্রোরোলিন্‌-নামক এক জন ইতালীয় আমেরিকায় আসিয়া সমুদ্র-তীরে মুটের কাজ করিতেছিলেন, লুই ব্লাঙ্ক নামক এক জন ইতালীয় নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিতে ছিলেন; ফেলিক্‌স্‌-পিয়াট্‌-নামক এক জন ইতালীয় চিত্র-কর্ম্মের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং লামার্টিন্‌-নামক এক জন ইতালীয় পরিব্রাজকের জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন। এক জন জর্ম্মান্‌ পার্লেমেণ্টের সভ্য রাজকীয় অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া আমেরিকায় আসিয়া ক্ষৌরকারের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর এক জন দেশ-হিতৈষী ফরাশি, দেশীয় গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ ছাড়িয়া আমেরিকায় আসিয়া মাথায় করিয়া কপি বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছিলেন। গ্যারিবল্‌ডীও তাঁহাদের ন্যায় স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ষ্টেটেন্‌-দ্বীপে বাতি ও সাবান্‌ প্রস্তুত করার কারখানায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি নিজের হাতে বাতী ও সাবান্‌ প্রস্তুত করিতে

লাগিলেন, এবং সহশ্রমীদিগের কাহারও অপেক্ষা পরিশ্রমে ন্যূন ছিলেন না। তিনি সমস্ত দিবস এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় বন্ধুবান্ধবগণকে গ্রহণ করিতেন, এবং রাত্রিতে আত্ম-জীবনী লিখিতেন। এইরূপে তিনি এইকার্য্যে জীবনের অষ্টাদশ মাস অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু তিনি সবিশেষ পরিশ্রম করিয়াও ইহাতে বিশেষ দক্ষতালাভ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক তাঁহার ইংরাজ সহশ্রমিগণ তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী ইহাদের সঙ্গে থাকিয়া ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে শিখিয়া ছিলেন। গ্যারিবল্ডী ইতালী উদ্ধার করিয়া ক্যাপ্রেরার নির্জ্জন বাসে যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময় এই কারখানার অধিস্বামী তিন বর্ণের তিনটী প্রকাণ্ড বাতী একটী বাক্সে পূরিয়া তাঁহাকে উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়া দেন—একটী লোহিত, একটী হরিৎ, ও একটী শ্বেত। ঐ বাক্সের ভিতর একখানি কাগজে লেখা ছিল যে গ্যারিবল্ডী যখন রোম বিজয়ার্থ গমন করিবেন, তখন যেন এই তিনটী বাতী সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। রোম যাইয়া তিনি যেন এই ত্রিবর্ণের তিনটী বাতী জ্বালিয়া বিজয়োৎসব করেন।

এই ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি সিন্‌সিনেটাই গমন করেন; এবং তথায় একটী চুরটের দোকান খোলেন। কয়েক মাস এই ব্যবসায়ে কিছু করিতে না পারিয়া, তিনি 'স্বর্ণ-খনি' ক্যালিফর্ণিয়াতে গমন করিলেন। অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য তখন নানাদেশ হইতে অসংখ্য লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু গ্যারিবল্ডীর অদৃষ্ট-দেবী সেখানে প্রসন্না হইলেন না। সুতরাং তিনি আবার নিজ উপাদানে প্রতিগমন করিলেন। তিনি লীমা নগরের ডন্‌পিড্রো-ডি-নিগ্রো—নামক এক জন বণিকের জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের পদ গ্রহণ করিয়া পেরু হইতে হঙ্‌কঙ্‌ যাত্রা করিলেন। উক্ত বণিকের সহিত তাঁহার একটী লেখা পড়া হয়। বণিক্ তাহার পাণ্ডুলিপির একস্থলে লিখিয়াছিলেন যে আসিবার জাহাজ যদি পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে গ্যারিবল্‌ড়ী চীনদাসে জাহাজ

পূরিত করিয়া আনিতে পারেন। গ্যারিবল্‌ডী মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ছত্রটী কাটিয়া দিলেন ও বলিলেন "গ্যারিবল্‌ডী কখনই মনুষ্যের মাংস লইয়া ব্যবসায় করিবেন না।" যিনি স্বাধীনতার উপাসক, তাঁহার দাস-ব্যবসায়ের প্রতি এতাদৃশী ঘৃণাই সঙ্গত।

এই জল-যাত্রা সমাপন করিয়া তিনি আবার নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি 'কমন্ ওয়েলস্' (সাধারণ তন্ত্র) নামক একখানি বাণিজ্য-পোতের কম্যাণ্ডারের (অধিনায়কের) পদ পাইয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যদিও এই জাহাজখানি মার্কিন পতাকা ধারণ করিত, তথাপি ইহার অধিস্বামী ইতালীয় এবং নাবিকগণও নির্ব্বাসিত ইতালীয় ছিলেন। সকলেই উচ্চ-বংশোদ্ভব ও উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত। সকলেই শুভ দিন আসিলে আবার জন্মভূমিতে যাইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক ছিলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্‌টেম্বর মাসে এই জাহাজ মার্কিন বন্দ পরিত্যাগ করে। কয়লা লইবার জন্য জাহাজ যখন ইংলণ্ডের টাইন্ নদীর তীরবর্ত্তী নিউ কাসেল্ নগরের বন্দরে নোঙ্গর করে, তখন ইংলণ্ডের অসংখ্য লোক গ্যারিবল্‌ডীকে সম্মান করিবার জন্য, সেই জাহাজে আগমন করেন। জাহাজ যখন সীল্‌ডস্ নগরে গমন করে, তখন এক খানি তরবারি, ও একখানি দূরবীক্ষণ লইয়া অসংখ্য ভদ্রলোক জাহাজে আসিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। গ্যারিবল্‌ডী এরূপ প্রকাশ্য ভাবে উপহার লইতে প্রথমতঃ অস্বীকৃত হন; কিন্তু উপহার-দাতৃগণের আগ্রহাতিশয়ে অবশেষে স্বীকৃত হন। সকলেই মহোৎসাহে গ্যারিবল্‌ডীর গুণবর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বিনয়ী গ্যারিবল্‌ডী বলিলেন—"আমি ইংরাজী ভাষা অতি অল্প জানি, সুতরাং আপনাদের আমার প্রতি এতাদৃশ অনুগ্রহের অনুরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই"। তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে বিখ্যাতনামা জন্ কাউডেনকে একখানি পত্র লিখিয়া যান। তাহাতে ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডবাসিগণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এই বলিয়া উপসংহার করেন যে—"যদি ইংলণ্ড কখন কোন ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যে আমার অস্ত্রের সাহায্য

চান, তাহা হইলে আমি আপনাদিগের করে যে মহান্ ও উজ্জ্বল খড়্গ উপহার পাইয়াছি, তাহা আপনাদিগেরই কার্য্যে নিষ্কোশিত করিতে আমি আনন্দের সহিত প্রস্তুত হইব।" গ্যারিবল্ডী ইংলণ্ডবাসিগণের এই অভ্যর্থনার স্মৃতি সবিশেষ যত্নের সহিত হৃদয়ে লালিত করিয়াছিলেন। দশবৎসর পরে ইংলণ্ড তাঁহাকে যে সমারোহ-পূর্ণ অভ্যর্থনা প্রদান করেন, এই অভ্যর্থনা তাহার পূর্ব্বসূচনামাত্র। গ্যারিবল্ডীর মন আবার ইতালীর দিকে ধাবিত হইল। চারিবৎসরের নির্ব্বাসনের পর গ্যারিবল্ডী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আবার জেনোয়া-নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই চারি বৎসর তিনি নানা স্থান পর্য্যটন ও নানা ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে স্পেনীয়, ফরাসীয়, জার্ম্মনীয়, ও ইতালীয় সমস্ত ভাষায় তিনি কথাবার্ত্তা কহিতে শিখিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা তিনি বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু নিজে ভাল কহিতে পারিতেন না। এই সময়ে তিনি দেশহিতৈষী ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অবিরাম চিঠিপত্র লেখালিখি করিতেন। তাঁহার আগমনে এক্ষণে দেশহিতৈষিদল যেন মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন।

গ্যারিবল্ডী নাইস্-নগরে নিজবাটীতে আসিয়া জননীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি ৪টা জুলাই তারিখে গ্যারিবল্ডীর জন্মদিনে—পরলোক গমন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা গ্যারিবল্ডীকে নিতান্ত বিস্মিত করিয়াছিল। তাঁহার আরও একটী বিস্ময়ের কারণ এই যে—যখন তিনি এক জাহাজের কাপ্তেন হইয়া চীনদেশে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় ভয়ঙ্কর-ঝঞ্ঝাবাত-পূর্ণ এক রজনীতে তিনি সহসা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় স্বপ্নে দেখিলেন যে তাঁহার জননী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। বাটীতে আসিয়া তিনি যখন শুনিলেন যে সেই রাত্রির ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার জননীর মৃত্যু হইয়াছে, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

তাঁহার পুত্রদ্বয় ও কন্যা গ্যারিবল্ডীর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ডিডিরাই ও তাঁহার স্ত্রীর নিকটে থাকিয়া লালিত-পালিত হইতেছিল। গ্যারি-

বল্‌ডীর প্রিয় সহোদর মাইকেল্, কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিতেন। গ্যারিবল্‌ডীর পুত্রকন্যাগণ মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখা দিয়া আসিতেন।

ইতালীর রাজনৈতিক আকাশ এক্ষণে স্থির ও পরিষ্কার ছিল। সমস্ত ইতালী যেন ঝটিকার পূর্ব্ববর্ত্তী নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছিল। পীড্‌-মণ্টরাজের গ্যারিবল্‌ডী-ভীতিও অনেক পরিমাণে কমিয়াছিল। তিনি এক্ষণে বুঝিয়াছিলেন যে ম্যাট্‌সিনির ন্যায় গ্যারিবল্‌ডী রাজ্যতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না। গ্যারিবল্‌ডীও এক্ষণে দেশহিতৈষী ভ্রাতৃ-বৃন্দের নিকট প্রকাশ্যরূপে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে—'পীড্‌মণ্টই আমা-দিগের এক্ষণে একমাত্র আশা ও আদর্শের স্থল'।

গ্যারিবল্‌ডী ভূমধ্যসাগরে কয়মাস ধরিয়া বাণিজ্য-পোত চালাইয়া পর্য্যাপ্ত অর্থসংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন। সেই অর্থে তিনি চিরাভি-লষিত ক্যাপ্রেরা দ্বীপ ক্রয় করিলেন। তিনি ভবিষ্য শুভদিনের আশায় তথায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতালীতে আবার রণবাদ্য বাজিলে তথা হইতে শুনিতে পাইবেন, ও শুনিয়া সেই জাতীয় সমরে যোগ দিবেন বলিয়া তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। তাঁহার দ্বীপাবাসে তাঁহার নির্ব্বাসিত বন্ধুগণ ও সহচরবর্গ তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই একত্র ভূমিকর্ষণ করিতে, এবং অবসর-সময় অধ্যয়নে ও পত্র-লেখনে যাপিত করিতে লাগিলেন। প্রকৃত-মহত্ত্ব-পূর্ণ এত মহাত্মার একত্র সমাবেশ অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক্, সেণ্ট-হেলেনা * দ্বীপেও কখন হয় নাই। আর কোথাও কখন হইবে কি না সন্দেহ।

* এই দ্বীপে বীর-শ্রেষ্ঠ প্রথম নেপোলিয়ন্ বন্দীভাবে জীবনের শেষ কাল যাপিত করেন। হৃদয়ের মাহাত্ম্যে ও আত্মোৎসর্গের পূর্ণতায় গ্যারিবল্‌ডী নেপোলিয়ন্ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ক্যাপ্রেরা দ্বীপে গ্যারিবল্ডীর গার্হস্থ্যাশ্রম।

রোমের সেই গৌরবের দিনে—যখন রোমের প্রতাপে মেদিনী কাঁপিত,—যখন রোমকে জগৎ আদর্শ-স্বরূপ মনে করিত,—যখন বৈদেশিক স্ববর্ণে রোমের আত্মোৎসর্গবৃত্তি লুপ্ত হয় নাই,—সেই পুরাকালের মহত্ত্বের দিনে—রোমের ডিক্‌টেটর্ সিন্‌সিনেটস্ যেমন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নিজের উদরান্নের জন্য স্বয়ং হলচালন করিতেন, রোমের আধুনিক ডিক্‌টেটর গ্যারিবল্ডীও সেইরূপ রাজনৈতিক কার্য্যের অভাবে হল চালনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি সেই সাগর-পরিখ প্রস্তরময় অনুর্ব্বর ক্ষুদ্র দ্বীপকে রম্য ইডেন্ উদ্যানে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতালীর অধিবাসিগণ আজ যদি গ্যারিবল্ডীর অনুকরণে অতি উর্ব্বর ইতালীক্ষেত্রে তাঁহার অর্দ্ধেক শ্রম ব্যয়িত করিতেন, তাহা হইলে ইতালীতে সুবর্ণ ফলিত সন্দেহ নাই। কিন্তু সিদ্ধি সকল সময় সাধনার অনুবর্ত্তিনী হয় না। গ্যারিবল্ডী আজ প্রাণপণ করিয়াও সেই প্রস্তরময় অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে সামান্য ফসল উৎপাদন করিতে পারিলেন না; আবার ইতালীবাসীরা অল্পচেষ্টাতেই ইতালীক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত শস্য পাইতেন। এক জনের অস্থানে অতিশ্রম; অন্য ব্যক্তিগণের সুস্থানে শ্রমাভাব বা অল্পশ্রম। প্রকৃতির সমান অনুকূলতা না থাকিলে, শ্রমের অনুপাতানুসারে ফলের অনুপাত হয় না।

গ্যারিবল্ডী ক্যাপ্রেরাদ্বীপকে উর্ব্বরা করিতে পারুন্ আর নাই পারুন, মানবজাতি-সাধারণ-সম্বন্ধে তাঁহার মতের সহিত, তাঁহার বর্ত্তমান জীবনের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। তিনি কৃষিকার্য্যে কৃতকার্য্য হউন্ বা না হউন্, তদীয় জীবনের এই অবসর-সময় কৃষিকার্য্যে ব্যয়িত করায় তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি যে নিজে সুখ

শান্তি ভোগ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন তাহা নহে। সেই দ্বীপের অসভ্য পার্ব্বতীয় অধিবাসি-বৃন্দকে তিনি বিবিধ প্রকারে সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি সেই অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা অদম্য অসভ্য জাতির মধ্যে অপূর্ব্ব ভ্রাতৃপ্রেম ও শান্তি সংক্রামিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে মতবিষয়ক ও পদবিষয়ক পূর্ণ সাম্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাহারা পিতার ন্যায় দেখিত, তিনিও তাহাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন।

গ্যারিবল্ডী আপনাকে ক্যাপ্রেরার সন্ন্যাসী (Recluse of Caprira) বলিয়া পরিচয় দিতেন। যাহা কিছু কঠোর—যাহা কিছু বিশাল—সেই ক্যাপ্রেরার সন্ন্যাসী তাহা দ্বারাই পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার আশ্রমের যে দিকেই তাকান যাইত, সেই দিকেই কেবল উত্তাল তরঙ্গমালা ও অভেদ্য প্রস্তর-স্তূপ দেখা যাইত। সেই প্রস্তরস্তূপের উপর কত কত সুগন্ধি পার্ব্বত্য ফুল ফুটিয়া সেই অরম্য স্থানকেও রমণীয় করিতেছে। কত কত সুগন্ধি লতা সৌরভে দশ দিক্ সুবাসিত করিতেছে। গন্ধবাহী বায়ু সেই ফুলের বাস ও লতার সৌরভ দ্বীপ-দ্বীপান্তরে বাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে। সে স্থানে আসিলে বোধ হয় যেন কোন পরীস্থানে আসিয়াছি। সুগন্ধের উগ্রতায় মনপ্রাণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে। গ্যারিবল্ডীর আশ্রম যেন কোন পরীর আবাস-ভূমি বলিয়া প্রতীত হয়। গ্যারিবল্ডী যে স্থানে আশ্রম করিয়াছিলেন, সে স্থান ভিন্ন দ্বীপের আর সমস্ত স্থানই জঙ্গলময় ছিল। গো-পাল সকল তথায় স্বাধীন ভাবে ও মনের সাধে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। তাহারা দ্বীপের ধারে ধারে চরিয়া দিব্য হৃষ্ট পুষ্ট হইত। গ্যারিবল্ডী তথাকার ক্ষুদ্রকায় হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ অধিবাসিবৃন্দের সহিত উক্ত গো-দলের সতত তুলনা করিতেন।

সেই ক্যাপ্রেরার সন্ন্যাসী যে দিকে তাকাইতেন, আপনাকে সেই দিকেরই অধীশ্বর বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার প্রভুত্বে প্রতিবাদ করিবার লোক সেখানে এক জনও ছিল না। গ্যারিবল্ডী বলিতেন যে পৃথিবীতে যে সুখ ও যে সুবিধা দুষ্প্রাপ্য, ক্যাপ্রেরা দ্বীপে তাহা সুখপ্রাপ্য। এখানে যাঁহারা বাস করিতেন, সকলেই গ্যারিবল্ডীর গোষ্ঠ—

সকলেই যেন গ্যারিবল্ডীর পরিবারস্থ লোক। সুতরাং সেখানকার অধিবাসিবৃন্দ বাহ্য-আড়ম্বর-শূন্য হইয়া হৃদয়ের পবিত্রতার সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পাইয়া থাকে। সে উপাসনায় অনুষ্ঠানের কৃত্রিমতার নাম গন্ধ নাই। সে উপাসক-মণ্ডলীর নিকট নীলাকাশ চন্দ্রাতপের, নক্ষত্রমণ্ডল দীপমালার, তরঙ্গনিনাদ বাদ্যধ্বনির, লতাকুঞ্জ মন্দিরের, এবং শৈবালাচ্ছাদিত শিলাপট্ট বেদির কার্য্য করিয়া থাকে।

কিন্তু গ্যারিবল্ডীর অত্যুদার হৃদয় ইহাতে সুখী হইতে পারে নাই। যে সকল আশা-লতাকে তিনি সযত্নে হৃদয়ে এত দিন পোষিত করিয়া আসিতে ছিলেন, সে সকল আজও পুষ্পিতা হইল না দেখিয়া তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি আত্মবিবরণীতে এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যেঃ—"আমি এই আশায় জীবন কাটাইলাম যে লোকের মন ক্রমশঃই নীচ হইতে উদার এবং উদার হইতে উদারতম হইবে; এই জন্যই আমি আমার যথাশক্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা মানব জাতির স্বত্ব সমর্থন করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু আমাকে এক্ষণে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে—যে আমার অল্প আশাই পূর্ণ হইল। তথাপি আমি মানব জাতির ভাবী পূর্ণ দুঃখনিবৃত্তি ও সুখবৃদ্ধির আশা কখন পরিত্যাগ করিতে পরিব না। যদিও সে শুভ দিনের আগমনের বিলম্ব দেখিয়া—উন্নতি-স্রোতের মৃদুতা দেখিয়া—আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, তথাপি সে দিন যে আসিবে—সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই"। গ্যারিবল্ডী এ পৃথিবীকে স্বর্গ করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং অভীপ্সিত বিষয়ের বিলম্ব দেখিয়া সতত ব্যথিত হইতেন। তিনি যাঁহার শিষ্য—সেই উচ্চাদপি উচ্চ ম্যাট্‌সিনিও এই পাপপঙ্কিল স্বার্থ-দুষ্ট পৃথিবীকে স্বর্গধামে পরিণত করিতে না পারিয়া নৈরাশ্যের মর্ম্মন্তুদ আঘাতে আজীবন জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। এইরূপ সকল মহাত্মাই জন-সাধারণকে আপন উচ্চতায় আনিতে চেষ্টা করিয়া পূর্ণকাম না হইয়া ব্যথিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যথিত হইবার কোনও কারণ নাই। তাঁহারা জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যবলে বিবর্ত্তন-পথের যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, সুকৃতি বিনা সেই স্থান অধিকার করা সাধারণ-লোকের পক্ষে অসাধ্য। নির-

ন্তর সাধনার বলে তাহারাও কালে সেই স্থান অধিকার করিবে। তবে আমরা দুঃখিত হই কেন? সে কি আত্মম্ভরিতা? না!—আত্ম-বিস্মৃতিই তাহার মূল।

গ্যারিবল্ডী মানবজাতিকে দেবতা করিতে না পারায় যেরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাঁহার অনুর্ব্বর পাষাণময় দ্বীপকেও নন্দন কাননে পরিণত করিতে না পারায় সেইরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন। আদর্শ অতি মহান্ হইলে, এইরূপ আশাভঙ্গ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। অথচ আদর্শ বা সাধ্য মহান্ না হইলেও, সাধনা মহীয়সী হয় না; এবং মহীয়সী সাধনা ব্যতীতও মহতী সিদ্ধি লাভ হয় না। প্রকাণ্ড আদর্শ সম্মুখে থাকিলে জগৎ অনেক পরিমাণে উঠিবেই উঠিবে।

গ্যারিবল্ডী নিজে উপার্জ্জন করিয়া ও মাতৃদায়াদ হইয়া ১৬০০ পাউণ্ড পাইয়া, তাহার কিয়দংশে—অর্থাৎ ৫২০ পাউণ্ডে ক্যাপ্রেরা দ্বীপ ক্রয় করেন। ইহা সার্ডিনীয়া উপকূলের অনতিদূরে অবস্থিত, এবং পরিধিতে পোনর মাইল ও দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল মাত্র। এরূপ প্রবাদ আছে যে মহর্ষি ষ্টীফেন্ই এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে বাস করেন, ও তথায় প্রস্তর-রাশির অভ্যন্তরে মর্ত্ত্য দেহ রাখিয়া লোকান্তরে গমন করেন। তাহার পর ১৫০ খৃষ্টাব্দে এক জন কর্সিকীয় বিধিবহির্ভূত (Out-law) বৈপ্লবিক তথায় আসিয়া প্রস্তরময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তদভ্যন্তরে বাস করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রোম হইতে পলাইয়া গ্যারিবল্ডী তাঁহারই পরিত্যক্ত প্রস্তরময় কুটীরে আসিয়া আশ্রয় লন। সেই অবধিই এই দ্বীপের প্রতি তাঁহার সবিশেষ মমতা জন্মে। সেই সময় হইতেই এই দ্বীপে বাস করিবেন বলিয়া তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। অনেক দিনের পর সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয়।

এই দ্বীপ লা মাডালেনা নগরের মিউনিসিপালিটীর অধীন ছিল। এই নগর সমীপবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অবস্থিত। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে গ্যারিবল্ডী জেনোয়ায় প্রত্যাগত হইয়া জাহাজের অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করেন, এবং নিজ পুত্র মিনোটী ও কতিপয় ইংরাজ বন্ধু সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে জেনোয়া হইতে প্রথমে সার্ডিনীয়ায়, এবং সেই

দ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে লা মাডালেনায় আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে আসিয়া তিনি অবগত হইলেন যে ক্যাপ্রেরা দ্বীপের অর্দ্ধেকের স্বত্বাধিকারী সিগ্‌নীয়র লুসিনো-নামক এক জন ইতালীয় এবং অপরার্দ্ধের স্বত্বাধিকারী কলিন্‌স-নামক এক জন ইংরাজ। উভয়েই লা মাডালেনাবাসী। এই নগরের মিউনিসিপালিটীরও উক্ত দ্বীপে পশুচারণ-মাঠে পশুপাল ছাড়িয়া দিবার অধিকার ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই গ্যারিবল্‌ডী ৫০০০ হাজার টাকা দিয়া দ্বীপের অর্দ্ধখণ্ড লুসিনি পরিবার ও মিউনিসিপালিটীর নিকট ক্রয় করিয়া লন। অপরার্দ্ধও ক্রয় করা তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কলিন্‌সকে সম্মত করিতে না পারায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এই অপরার্দ্ধের অংশীর সহিত গ্যারিবল্‌ডীর সর্ব্বদাই বিবাদবিসম্বাদ হইত। তাঁহাদিগের পশুপাল কলিন্‌সের অধিকারে যাইলে কলিন্‌সের লোক জনে তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিত; আবার দুরন্ত মিনোটীও তাহাদিগের পশুপাল আপনাদিগের অধিকারে আসিলে, মারিয়া ধরিয়া বিদায় করিত। এই রূপ পরস্পর-সংঘর্ষে তাঁহাদিগের দশ বার বৎসর অতীত হয়, এমন সময় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গ্যারিবল্‌ডীর ইংলণ্ড-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিন্‌সের মৃত্যু হইল। কলিন্‌সের বিধবা পত্নী এক্ষণে বিপন্ন হইয়া গ্যারিবল্‌ডীর নিকট দ্বীপের অপরার্দ্ধ বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইলেন। গ্যারিবল্‌ডীর ইংরাজবন্ধুগণ এই অপরার্দ্ধের মূল্য চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করিয়া দিলেন। গ্যারিবল্‌ডী-ভক্ত মিসেস্ সোয়াব্ (Mrs Schwabe) নাম্নী কোন ইংরাজ রমণী এই মূল্যের অধিকতর অংশ বহন করেন। উক্ত বৎসরের শরৎকালে মিনোটী-গ্যারিবল্‌ডীর নামে অপরার্দ্ধ খরিদ হয়। কিন্তু দলিলে এই নিয়ম লিখিত ছিল যে তাঁহাকে পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার অধীনে থাকিয়া উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে হইবে।

গ্যারিবল্‌ডীর বিশ্বাস ছিল যে লা মাডালেনার বন্দরকে যদি সুশৃঙ্খলিত ও সুগঠিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্দর হইবে। নেল্‌সন্ ও নেপোলিয়নেরও এই ধারণা ছিল। এইজন্য তাঁহারাও এই সার্ডিনীয়া দ্বীপকে ও তৎ-সংশ্লিষ্ট

ক্ষুদ্র দ্বীপাবলীকে আপনাদিগের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ক্যাপ্রেরা দ্বীপ গ্রানাইট্ প্রস্তরে পরিপূর্ণ ছিল। রোমের প্যানথিয়ন্ ও পিসান্ ক্যাথিড্রাল, এবং অন্যান্য বিখ্যাত প্রাসাদাবলী ক্যাপ্রেরা হইতে আহৃত গ্রানাইট্ প্রস্তরেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সেনাপতির নিজ তত্ত্বাবধানে এখানে অনেক গুলি সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। তিনি আপন পরিবারবর্গের সকলকেই এই কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন; এবং নিজেও তাহাদিগের সহিত খাটিতেন। শেষাবস্থায় যখন তিনি নিজে কাজ করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও পার্শ্ববর্ত্তী শিলাপটে আসীন হইয়া পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। পাছে বৃথা সময় নষ্ট হয়, এই জন্য তিনি ভোজনকাল উপস্থিত হইলে শকটে করিয়া আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী তথায় আনাইতেন। এক দিন ফ্রিমেসন্ সম্প্রদায়ের কতিপয় সভ্য সেই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার দ্বীপাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী কৌতুকচ্ছলে তাঁহাদিগের রাস্তা প্রস্তুত করণোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন—এখানে আপনারা পর্য্যাপ্ত মেসন্রী* কার্য্য পাইবেন।

ক্যাপ্রেরা দ্বীপে একটী খাড়া গ্রানাইট্ প্রস্তরের পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের নাম টেলামোন্ (Telamone=বড় পাথর) তাহার উপর দাঁড়াইয়া সাগরের অতি বিশাল দৃশ্য দেখিলে মন ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। কোন অতিমানুষ পুরুষের কর্সিকা হইতে সার্ডিনীয়া যাইবার সুবিধা করিবার জন্যই যেন বিধাতা মধ্যপথে এই দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়া পাদপীঠ-স্বরূপ তাহার উপর এই প্রস্তর-স্তূপ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। এই পাহাড়ের উপর দাঁড়াইলে এক দিকে হিমানী-সমাচ্ছা-

*Masonry স্থপতিকার্য্য, মিস্ত্রীর কার্য্য। Freemason=ফ্রিমেসন্ সমাজের এক জন সভ্য। মেসন্ (Mason শব্দের অর্থ মিস্ত্রী। ফ্রিমেসন্ শব্দের যৌগিক অর্থ স্বাধীন মিস্ত্রী; রূঢ় অর্থ—গূঢ় ও স্বাধীন ভ্রাতৃসমাজের গঠনকারী।

দিত কর্সিকা-শোভিন মণ্টো রোটোণ্ডো গিরির অত্যুচ্চ শিখররাজি নয়নপথে অবতারিত হয়; অন্য দিকে সার্ডিনীয়ার বন্ধুর বিশালতা ও সৌন্দর্য্য, হৃদয়কে বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত করে। সার্ডিনীয়া এক দিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনন্ত খনি, অন্য দিকে আভ্যন্তরীণ বিবাদে ও ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপে অনন্ত দুঃখের অদ্বিতীয় আকর। এরূপ স্বর্গ ও নরকের একত্র সমাবেশ অল্পই দেখা যায়।

গ্যারিবল্‌ডী সার্ডিনীয়া-সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সার্ডিনীয়া ইতালীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যস্থানে অবস্থিত। সুতরাং ভূমধ্য-সাগরের কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, এবং ইহার উপকূল-শোভিনী রমণীয় মহতী বন্দরশ্রেণীর সৌন্দর্য্যে এই দ্বীপ ইতালীবক্ষঃশোভী কৌস্তভ-মণি-স্বরূপ হইয়া আছে। জলযুদ্ধে প্রাধান্য লাভ করিতে হইলে, ইতালীকে এই দ্বীপের উন্নতিসাধনে সবিশেষ যত্নবতী হইতে হইবে। উর্ব্বর অথচ বহুমূল্য খনিজ পদার্থে ও অরণ্যে পরিপূর্ণ এরূপ স্থান ইতালীতে আর নাই। ইহাকে ইতালী-কহিনুর আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অথচ সার্ডিনীয়া মরুভূমির ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার অধিবাসীরা অনাহারে ও জ্বরে অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট একবার সে দিকে তাকাইয়া দেখেন না! একবার তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন না।

আমরা এই প্রস্তরস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া একবার ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিক্ দেখিলাম। এখন পাঠক! চলুন্ একবার নামিয়া 'ক্যাপ্রেরা-সিংহ, গ্যারিবল্‌ডীর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি। ঐ যে সুন্দর সুপরিষ্কৃত সমতল-ছাদ হরিদ্বর্ণ-জানালা-খড়খড়ে চুনখাম-করা একতল প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকাটী দেখিতেছেন—উহাই সেনাপতি গ্যারিবল্‌ডীর গৃহ। গ্যারিবল্‌ডী এখানে আসিয়া গুটিকত মাত্র কুঠুরী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। তাঁহার প্রতিভাও যেমন ক্রমে ক্রমে দলভেদ করিয়া শেষে 'সহস্র দলে' পরিণত হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার গৃহও সামান্য সামান্য কুটীর হইতে

ক্রমে ক্রমে প্রকাণ্ড অট্টালিকায় পরিণত হয়। সর্ব্ব প্রথমে তিনি একটী সামান্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। শেষে তিনি স্বহস্তে একটী দারুময় কুটীর নির্ম্মাণ এবং তাহার পর পাথর দিয়া দুই একটী কুঠুরী নির্ম্মাণ করেন। আবশ্যক-অনুসারে সেই কুঠুরীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল; এবং কালে কুঠুরীগুলির চতুর্দ্দিকে চারিটী প্রশস্ত বারাণ্ডা নির্ম্মিত হইল। সম্পূর্ণ হওয়ার পর ইহা দেখিতে দক্ষিণ আমেরিকার একটী প্রমোদ-প্রাসাদের ন্যায় হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন পোষ্যবর্গের বৃদ্ধির সহিত এই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকাবলী নির্ম্মিত হয়, এবং এই প্রাসাদশ্রেণীকে বেষ্টন করিয়া একটী প্রকাণ্ড পুষ্পফলের উদ্যান প্রস্তুত হয়। এখন যে নন্দনকাননের মধ্যস্থিত ইন্দ্রভবন দেখিতেছেন, উহা সেনাপতির বহু দিনের বহু যত্নের ও বহু অর্থব্যয়ের ফল। গ্যারিবল্‌ডী এই দ্বীপে দুই বৎসর কাল থাকিয়া বহু যত্নে এই উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন। গ্রানাইট্ প্রস্তরের শুষ্ক মৃত্তিকার আবরণ দিয়া তাহার উপর ফুল ও ফলের গাছ রোপণ করিয়াছিলেন। এই উদ্যানের চতুর্দ্দিকে তিনি বিনা মস্‌লায় শুদ্ধ পাথর সাজাইয়া একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি উদ্যানের এক দিকে সাইপ্রেস্ ও পেস্তা বাদাম প্রভৃতির গাছ, ও আর এক দিকে উদ্ভিজ্জাদি ও দ্রাক্ষালতা ও ইক্ষুর গাছ লাগাইয়াছিলেন। উদ্ভিজ্জাদিতে জল সেচন করিবার জন্য উদ্যানের মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

গ্যারিবল্‌ডীর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে চলুন্ আমরা একবার তাঁহার অশ্বশালা দেখিয়া আসি। আহা! কি সুন্দর অশ্বগুলি গ্যারিবল্‌ডীর অশ্বশালা শোভিত করিয়া রহিয়াছে। কত কত স্থান হইতে কত কত লোকে যে অন্তরের ভক্তিচিহ্ন-স্বরূপ বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া কত কত অশ্বরত্ন তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। আর অঙ্গনে ঐ যে অঞ্জনানন্দনের বংশধর-গুলিকে দেখিতেছেন, গ্যারিবল্‌ডী রোমের পোপ পাইও নোনো, সিসিলীর অধীশ্বর জোসেফ্ ফ্রান্সিস্, ও ফ্রান্সের অধীশ্বর লুই নেপোলিয়ন্, সার্থক এই কয় জন

নরপতির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁহাদের নামে ইহাদের নামকরণ করিয়াছেন। এক দিন পাইও নোনো গ্যারিবল্‌ডীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিয়াছিল। সেখানে কোন বন্য জন্তুতে তাহার লাঙ্গুল কর্ত্তন করিয়া লয়। পরাজিত ও কর্ত্তিত-লাঙ্গুল হইয়া পাইও নোনো, গ্যারিবল্‌ডীর পশুশালায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পাইও নোনোর দুর্গতি দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডী ও তৎপার্শ্বচরগণ রোমের পোপকে লক্ষ্য করিয়া সেই বেচারার উপর অনেক বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিলেন। দুগ্ধাদি পারিবারিক প্রয়োজন সাধনের জন্য তাঁহার পশুশালায় গো—মেষাদিও পর্য্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ক্যাপ্রেরার জঙ্গলে ফেরোলা (Forola) নামক এক প্রকার ওষধি জন্মে। সেই ওষধি গবাদির গাত্রে লাগিলে প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠে। সেই ওষধি-দুষ্ট স্থানে তৎক্ষণাৎ এক-প্রকার প্রলেপ না দিলে সেই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পশুদিগের প্রাণাপ-হারক হয়। গ্যারিবল্‌ডীর গবাদি পশুপাল এইরূপে অনেক নষ্ট হইত। গ্যারিবল্‌ডীর গোল আলুর কেয়ারী তাঁহার বিশেষ শ্লাঘার জিনিস্ ছিল। সেই অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য প্রদেশে গোল আলু প্রায় জন্মিত না। যদি কখন দুই একটী জন্মিত, তাহা হইলে তিনি সেইগুলিকে স্বহস্তে তুলিয়া আপন হস্তে ঝল্‌সিয়া লইয়া অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেন।

গ্যারিবল্‌ডী যখন প্রথমে এই দ্বীপে বাস করিতে আসেন, তখন তাঁহার সহবসতি করিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র বৃদ্ধ দীদেরিস্ স্বপত্নীক তথায় আগমন করেন।. বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অপুত্রক থাকায়, তাঁহারা আনিটা-নন্দিনী রূপযৌবনসম্পন্না আশ্রমললামভূতা থেরেসিটা-নাম্নী গ্যারিবল্‌ডীর একমাত্রকন্যাকে দত্তক কন্যারূপে গ্রহণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। থেরেসিটা এই সময় বালিকাবয়স উত্তীর্ণ হইয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিতে ছিলেন। তিনি কখন অশ্বপৃষ্টে আরূঢ়া হইয়া বীরকন্যা-সুলভ সাহস ও দক্ষতার সহিত দ্বীপপ্রান্তে পিতার সহিত ঘোঁড় দৌড় করিয়া বেড়াইতেন, কখন বা পশুশালায় গিয়া পশুদিগকে আহার দিতেন, এবং কখন বা পিয়ানোতে অঙ্গুলি-প্রদান-পূর্ব্বক অতি সুমধুর সঙ্গীতে আশ্রম-বাসিগণকে মুগ্ধ করিতেন।

ক্যাপ্রেরায় প্রথম বসতিকালে গ্যারিবল্‌ডীর গৃহসামগ্রী অতি অল্পই ছিল। ঐ দেখুন্। গ্যারিবল্‌ডীর শয়ন-গৃহের মধ্যস্থানের উপর এপার ওপার করিয়া একগাছি দড়ি টাঙ্গান রহিয়াছে। তাহার উপর গ্যারিবল্‌ডীর লোহিত পরিচ্ছদাদি ঝুলান রহিয়াছে। গ্যারিবল্‌ডী যখন যেখানি ইচ্ছা টানিয়া লইয়া পরিধান করিয়া থাকেন। ঐ যে একখানি সামান্য খট্টার উপর একটী সামান্য শয্যা রহিয়াছে, উহারই উপর শুইয়া গ্যারিবল্‌ডী নিদ্রা যান। আর তাহারই উপর একখানি কৃষ্ণ-দারু-নির্ম্মিত ফ্রেমে যে একগাছি চুল ঝুলিতেছে দেখিতেছেন, উহা সেই জগদারাধ্যা সতীকুলরত্ন আনিটার মস্তকের একগাছি কেশ। আর ঐ যে অসংখ্য ছবির মধ্যে এক রমণী-মূর্ত্তি দেখিতেছেন, উহা গ্যারিবল্‌ডীর স্বর্গীয়া জননীর প্রতিকৃতি। আর ঐ যে একপার্শ্বে দুইখান তরবারি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে দেখিতেছেন, উহার একখানি গ্যারিবল্‌ডীর নিজের, ও অপর খানি বীরবর লা-টুর ডি অভার্গেনের (La Tour d' Auvergne)।

চলুন্ একবার সেনাপতির পতাকা-গৃহে গমন করা যাউক। ঐ যে স্বর্ণ-অক্ষর-খোদিত রেসমের কাপড়ে প্রস্তুত প্রকাণ্ড পতাকা দেখিতেছেন, ইহাই মণ্টিভিডিয়োর বিখ্যাত ধ্বজা। অপরাপর যে সকল পতাকা দেখিতেছেন, ঐ গুলি গ্যারিবল্‌ডীর জয়লব্ধ পতাকা।

পাঠক! এখন একবার চলুন্ গ্যারিবল্‌ডীর পুস্তকাগারে গমন করা যাউক্। ঐ যে অসংখ্য পুস্তক তাঁহার আল্‌মায়রা-গুলিকে সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে দেখিতেছেন, উহার অধিকাংশই নৌযান ও যুদ্ধ-বিদ্যা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। তদ্ভিন্ন সেক্‌সপিয়ার, বাইরন্, প্রভৃতি ইংরাজ কবিদিগের কবিতাবলী, জর্ম্মান্ স্বাধীনচিন্তাবাদী দার্শনিকগণের প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী, বসুয়েটের প্রবন্ধাবলী, লা ফণ্টেইনের গল্পমালা—ও অন্যান্য গ্রন্থও যথেষ্ট রহিয়াছে।

আর ঐ যে সুপরিপাটী সুসজ্জিত ঘরটী দেখিতেছেন, উহা কুমারী থেরেসিটার শয়ন-গৃহ। ঐ যে বড় টেবিল্‌টী এক ঘরের মধ্যখানে পাতা রহিয়াছে, উহা সেনাপতির ভোজন-গৃহ। বাটীর সকলেই আহারের সময় এই টেবিলের পার্শ্বস্থিত কাষ্ঠাসনে আসিয়া উপবেশন করিয়া

সেনাপতির সহিত একত্র আহার করেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দীদেরিস্‌ও এই সহভোজনে যোগ দেন। গ্যারিবল্‌ডীর পুত্রদ্বয়ের এখন ছেলে পিলে হইয়াছে। তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে ইতালীতেই থাকেন; মধ্যে মধ্যে গ্যারিবল্‌ডীর দ্বীপাবাসে আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া যান।

ঐ যে অসংখ্য টেবিল্, চেয়ার, কৃষিকার্য্যোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী দেখিতেছেন—এ সমস্তই গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার ইংরাজ ও অন্যান্য দেশায় তদ্গুণ-মুগ্ধ বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে উপহার-স্বরূপ পাইয়াছেন। আর ঐ দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে যে একখানি সুন্দর তরবারি রহিয়াছে, উহা মেল্‌বরনবাসীরা গ্যারিবল্‌ডীকে উপহার-স্বরূপ দিয়াছেন। উহার গোড়ালীতে ইতালী-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে;—তাঁহার চরণ-শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া পদতলের কাছে পড়িয়া রহিয়াছে;—আর তিনি খড়্গাঘাতে অষ্ট্রিয় সর্পকে দ্বিধা খণ্ডিত করিতেছেন;—খড়্গের হস্তাবরকের (Guard) উপর হীরক-নির্ম্মিত ইতালীর অদৃষ্ট-নক্ষত্র জ্বলিতেছে;—এবং খড়্গ-ফলক সুন্দর হরিদ্বর্ণ মকমলে আবৃত রহিয়াছে।

নানা দেশ হইতে সর্ব্বদা বিখ্যাত-নামা অতিথিগণ গ্যারিবল্‌ডীকে দেখিবার নিমিত্ত তদীয় দ্বীপাবাসে আসিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইতালীর মন্ত্রিগণ—ইতালীর রাজকর্ম্মচারিগণ—সর্ব্বদাই এখানে আসিয়া থাকেন।

গ্যারিবল্‌ডীর পরিবারস্থ সকল ব্যক্তিই শ্রমশীল। তাঁহারা সকলেই প্রত্যুষে অরুণদেব গগনপটে উদিত হইবার পূর্ব্বেই—শয্যা হইতে উঠিয়া থাকেন। বৃদ্ধ দীদেরাই প্রত্যুষে উঠিয়াই ছুরিগুলি শাণিত করেন। ফ্রস্‌সিয়াণ্টি—গ্যারিবল্‌ডীর প্রধান মালী—প্রত্যুষে উঠিয়াই কৃষিকার্য্যোপযোগী অস্ত্রগুলি শাণিত করিয়া লন। ইনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্যারিবল্‌ডীর অধীনে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মিনোটী প্রত্যুষে উঠিয়াই বন্দুক লইয়া শিকারে যান। তাঁহার অনুগত ভৃত্য গস্‌মেরোলী উঠিয়াই বপনোপযোগী বীজগুলি বাছিয়া লন। আর এক জন পরিবারস্থ ব্যক্তি উঠিয়াই সূচী দ্বারা মাছ ধরার জালগুলি পরিষ্কার করিতে

বসেন; এবং বৃদ্ধা দাঁদেরাই সকলের জন্য কাফি, রুটী ও মাখম প্রস্তুত করিতে বসেন। তাহার পর সকলের প্রাতরাশ হয়। প্রাতরাশ সমাপনান্তে সকলেই প্রাতঃকালীন আপন আপন কার্য্যে বহির্গত হন। মধ্যাহ্নে সকলেই গৃহে প্রত্যাগত হইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনে উপবেশন করেন। সেই দ্বীপে যাহা কিছু ভাল খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাই গ্যারিবল্‌ডীর টেবিলে পাচিত হইয়া উপস্থিত হয়। ক্ষেত্রের কার্য্যের তখন বর্ণনা ও সমালোচনা আরম্ভ হয়। কেহ বা অতীত যুদ্ধ ঘটনার বর্ণনা আরম্ভ করেন। আহারান্তে কুমারী থেরেসিটা কোমল করস্পর্শে পিয়ানো ঝঙ্কারিত করিয়া মধুর সঙ্গীতে পরিবারবর্গকে বিমোহিত করেন। ইতালী-বিষয়ক স্বদেশানুরাগোদ্দীপক গীতি বা সমরবিষয়ক গীতিই—তাঁহার সাধরণতঃ গানের বিষয় হইয়া থাকে।

সেনাপতি স্বয়ংও প্রতিদিন রাস্তায়, ক্ষেত্রে ও উদ্যানে গিয়া আর সকলের সঙ্গে কাজ করিয়া থাকেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের অন্তে প্রথমে সঙ্গীতাদি সমাপন হইলে পর, সেনাপতি নিজ জীবনের পূর্ব্ব ঘটনা সকল অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃ-বৃন্দকে পরম সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন।

সেনাপতির অমায়িকতায় দ্বীপ-পুঞ্জের অধিবাসীরা তাঁহার উপর নিতান্ত অনুরক্ত। সকলেই তাঁহার দীর্ঘজীবনকামী। এক দিন এক জন সংবাদ দিল যে সেনাপতির প্রাণবধমানসে এক জন সার্ডিনীয় তদীয় উদ্যানের প্রাচীরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। এ সংবাদে সেনাপতি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কিন্তু দ্বীপবাসীরা এ সংবাদে তাঁহার জীবনের আশঙ্কায় এত ভীত হইয়াছিল, যে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলি করিয়া বধ করিল। গ্যারিবল্‌ডী এ সংবাদে নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহার বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে ঐ ব্যক্তি গৃহবিবাদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শান্তি লাভার্থ তাঁহার আশ্রমে আসিতেছিল। এ দিকে এই সংবাদ লা মাডালেনায় যাইবামাত্র, অসংখ্য লোক নৌকা করিয়া সেনাপতির বিপদ্-মুক্তির জন্য তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ক্যাপ্রেরা

দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাগরিক শাসন-সমিতির সভ্যগণ,—সৈন্যগণ, নাবিকগণ, স্ত্রী ও বালকবৃন্দ,—দলে দলে নৌকা হইতে নামিতে লাগিলেন, এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গ্যরিবল্ডীর গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সকলেই গ্যারিবল্ডীকে অনাহত দেখিয়া—এরূপ মহাপ্রাণ রক্ষা করিয়া ঈশ্বর ইতালীর মহোপকার করিয়াছেন বলিয়া একবাক্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

যদিও গ্যারিবল্ডী পৃথিবীর উত্তেজনা হইতে অনেক দূরে থাকেন—যদিও পূর্ণ মানসিক শান্তির আকাশে তিনি বিচরণ করিয়া থাকেন—তথাপি তিনি এক মুহূর্ত্তও অলস থাকিতে পারেন না। প্রতিদিন লা ম্যাডালেনার ডাকের নৌকা তাঁহার জন্য রাশি রাশি পত্র বহন করিয়া আনে। এক দিনের ডাকে অনেক পত্র আসে। তাহার মধ্যে ফজিয়া নামক এক জন রোমীয় পুরোহিতের একখানি পত্র ছিল। সেই পত্রে তিনি গ্যারিবল্ডীকে ইতালীতে আসিয়া পোপ-রূপ ভূত ঝাড়াইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। আর একখানি পত্র এক জন ফরাশি লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি এক-প্রকার কামান প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা এক সময়ে পঞ্চাশ হাজার লোককে উড়াইয়া দিতে পারে। তিনি এই কামানের একটী তাঁহাকে উপহার দিয়া এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েন যে তিনি এ কামান কখন ইতালীয়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত করিবেন না। প্রতিদিন সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের পত্রে গ্যারিবল্ডীকে যেন ছাইয়া ফেলে। কেহ তাঁহার হস্তাক্ষর লিপির প্রার্থী; কেহ তাঁহার একগাছি কেশের প্রার্থী; কেহ বা তাঁহার গুণেই মুগ্ধ—ইহা জানাইয়াই ক্ষান্ত; কেহ বা তাঁহার প্রেমভিখারী। গ্যারিবল্ডী পরিষ্কার অক্ষরে ও সুন্দর ভাষায়—প্রত্যেক মহিলারই পত্রের উত্তর স্বহস্তে লিখিয়া থাকেন। কারণ গ্যারিবল্ডী স্ত্রীজাতির ভক্ত ও স্ত্রীজাতির গুণে মুগ্ধ; সুতরাং তিনি পত্রের উত্তর দিয়া বিনা অর্থব্যয়ে তাঁহাদিগকে সুখিত করিতে কখন ত্রুটী করেন না।

এতদ্ভিন্ন গ্যারিবল্ডীকে অনেক হিতসাধক কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হয়। এই সময় লা ম্যাডালেনা ও সর্ডিনীয়ার অধিবাসিগণ

ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে দেখিয়া গ্যারিবল্‌ডীর হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার যত্নে এই দুই দ্বীপে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তিনি ইংলণ্ডবাসী বন্ধুবান্ধবগণ হইতে অনেক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অসংখ্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের সন্ততি এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে।

পাঠক! পূর্ব্বে যখন গ্যারিবল্‌ডীর আশ্রমে আসিয়াছিলেন, থেরেসিটা তখন কুমারী ছিলেন। কিন্তু আজ থেরেসিটা বিবাহিতা, সৈনিক কর্ম্মচারী সিগ্‌নোর ক্যান্‌জিয়ো তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। এক্ষণে ষ্টিফেন্‌ ক্যান্‌জিয়োর শ্বশুরালয়ে ও শ্বশুরের উপর বিশেষ আধিপত্য বিদ্যমান। তিনি আসিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দাঁদেরিস্‌দিগকে তাড়াইয়াছেন। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসেন, এইজন্য তাঁহার কোন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। থেরেসিটার এখন চারিটি পুত্র হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে লইয়া নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত—এই জন্য পিতার নিকট এক জন ধাত্রীর জন্য অনুরোধ করেন। গ্যারিবল্‌ডী ধাত্রী দ্বারা সন্তান প্রতিপালনের নিতান্ত বিরোধী—এই জন্য প্রথমে কিছুতেই সম্মত হয়েন নাই। অবশেষে তিনি জামাতা ও দুহিতার নিরতিশয় আগ্রহে ইহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। সুতরাং টস্‌কানী হইতে থেরেসিটার সাহায্যার্থে এক জন ধাত্রী আসিয়াছে।

গ্যারিবল্‌ডী চারি জন বিখ্যাত দেশহিতৈষীর নামে কন্যার পুত্রচতুষ্টয়ের নামকরণ করিয়াছেন। রোমের অবরোধ-কালে তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিতে করিতে যে বীর মামিলী রণস্থলে হত হন, তাঁহার নামে এক জনের; প্রিয়বন্ধু মৃত মহাত্মা আন্‌জিওর নামে আর এক জনের; দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতাসমরে উৎসৃষ্ট-প্রাণ ব্রাউনের নামে তৃতীয়ের; ও ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সের বিখ্যাতনামা সভাপতি লিংকনলের নামে অবশিষ্টের নামকরণ করিয়াছেন। আনিটাবিরহিত হইয়া এইরূপে পারিবারিক সুখে কথঞ্চিৎ সুখী হইয়া গ্যারবল্‌ডী দ্বীপাবাসে দিন কাটাইতেছেন, এমন সময় সহসা ইতালী দেবী তাঁহাকে আহ্বান করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

১৮৫৯ সালের লম্বার্ডী সমর।

১৮৫৪ হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্যারিবল্ডী কৃষির অনুকরণে ও সাংসারিক সুখে রত থাকিয়া ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসে দিন কাটাইতেছিলেন। এই সময় ইতালীগগনে আর একটী নক্ষত্র উদিত হন। তাঁহার ঔজ্জ্বল্যে ইতালী অভিভূত হইয়া পড়ে। সে সময় পীড্‌মণ্ট তাঁহারই ভ্রূকম্পনে উঠিত নামিত। ম্যাট্‌সিনি ইতালীর সূর্য্য, গ্যারিবল্‌ডী ইতালীর চন্দ্র, ও কাভূর ইতালীর ধ্রুবতারা-স্বরূপ ছিলেন। ম্যাট্‌সিনি নিদাঘ-সূর্য্যের ন্যায় খরতর ভাবময় রশ্মিমালায় ইতালীকে ঝলসিত করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা—ইতালীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহা কিছু মলিন, সমস্ত বিশোধিত করিয়া, ইতালীকে এক অপূর্ব্ব স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেন। তিনি আল্‌পস পর্ব্বতের ন্যায় উত্তুঙ্গ তদীয় মহাহৃদয়ে ক্ষুদ্রতর বিষয় ধারণ করিতে পারিতেন না। তিনি ভাবী মহাযুগের অবতার ছিলেন। অধঃপতিত ইতালী এই জন্য তাঁহাকে ধারণ করিতে পারিল না। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে জাতি দাসত্ব-তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, সে জাতি সে সূর্য্যালোক সহিতে পারিল না। ইতালী-চন্দ্র ও ইতালী-নক্ষত্রের মৃদু আলোকই তাঁহাদিগের অভ্যস্ত দৃষ্টির উপযোগী হইল।

এই সময় গ্যারিবল্‌ডী ও কাভূরের একই লক্ষ্য ছিল। ইতালীতে আপাততঃ বিশ্বজনীন সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প—তাঁহাদিগের উভয়েরই এই ধারণা হইয়া উঠিল। এই জন্য তাঁহারা পীড্‌মণ্টরাজ ভিক্‌টর্‌ ইমানুয়েল্‌কে একীভূত ইতালীর অধীশ্বর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ম্যাট্‌সিনি সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী ও রাজ্যতন্ত্রের বিরোধী বলিয়া, গ্যারিবল্‌ডী এখন প্রকাশ্যরূপে ম্যাট্‌সিনির দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন।

এত দিন পরে ম্যাট্‌সিনির 'সাধারণতন্ত্র' গ্যারিবল্‌ডীর নিকট 'আদর্শ মাত্র' এবং কার্য্যতঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। তিনি বুঝিলেন যে সুদৃঢ় নিয়মাধীন রাজ্যতন্ত্র ব্যতীত আর কোন-প্রকার শাসন-প্রণালীই শতধা বিচ্ছিন্ন ইতালীকে একীভূত করিতে পারিবে না। তিনি দেখিলেন যে এই গুরুতর কার্য্যের অধিনায়ক হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল্। বীরত্বে সিংহসম, প্রতিজ্ঞায় ধ্রুবতারা-সম, মত্তে উদারতম, ও অত্যাচারের প্রতি ঘৃণায় অগ্রতম—এরূপ রাজা ইতালীতে তৎকালে আর দ্বিতীয় ছিল না। তিনি নিজের সিংহাসনের জন্য বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত ছিলেন না, কিন্তু প্রজার গৌরব ও সুখই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। গ্যারিবল্‌ডী যেমন ভিক্টর ইমানুয়েলের গুণে মুগ্ধ, ভিক্টর ইমানুয়েল্‌ও সেইরূপ গ্যারিবল্‌ডীর গুণে মুগ্ধ ছিলেন। রাজাও যেমন প্রকাশ্য স্থলে অনেকবার উৎসর্গীকৃত-প্রাণ প্রজাবৃন্দের অধিনায়কের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এদিকে গ্যারিবল্‌ডীও সেইরূপ প্রকাশ্য-রূপে ইতালীয় বিপ্লব ও তাহার অধিনায়ক ম্যাট্‌সিনির সহিত সহানুভূতির অভাব এবং জাতীয় দল ও তাহার অধিনায়ক ভিক্টর্ ইমানুয়েলের সহিত তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যেমন রাজা তাঁহার আবার তেমনই মন্ত্রী জুটিয়া থাকে। এই সময় কাউণ্ট কাভুর ভিক্টর্ ইমানুয়েলের মন্ত্রিসভার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। কাভুর অতিশয় বোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী বলে অষ্ট্রীয়গণকে ইতালীক্ষেত্র হইতে দূরীকৃত করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু কাভুর রাজনীতির কূট-মন্ত্রণা-বলে অষ্ট্রীয়গণকে অপদস্থ ও অবশেষে ইতালীক্ষেত্র হইতে তাড়িত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সুবিধাও জুটিয়া গেল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ক্রিমীয় যুদ্ধের আয়োজনের জন্য পারিস নগরীতে একটী সভা আহূত হয়। সেই সভায় কাভুর রুশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া ভিক্টর ইমানুয়েলের পক্ষে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—দুই প্রবল

রাজ্য দ্বারা তাঁহাদিগের জাতীয় অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল; এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পরাজয়ে জাতীয় সেনার যে সাহসহীনতা জন্মিয়াছিল, ক্রিমীয় সমরের বহুদর্শিতায় তাহা অপনীত হইল। এই সভায় কাভুর অষ্ট্রিয়া ও রোমের বিরুদ্ধে দুই একটী কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং অষ্ট্রিয়ার সহিত পীড্‌মণ্টের পার্থক্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু কাভুরের বুদ্ধিবলে অষ্ট্রিয়ার সমস্ত কৌশল নষ্ট হইতে লাগিল। তাৎকালিক পীড্‌মণ্টবাসিগণের কাভুরের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহারা কাভুর-সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেন—'আমাদের প্রতিনিধি সভাও আছে, কিন্তু এক কাভুর নামের ভিতরই সমস্ত নিহিত রহিয়াছে'।*

কাভুরের কর-মর্দ্দনে ফরাসীয় ও ইতালীয় রাজনীতি ক্রমেই একীভূত হইতে লাগিল। ক্রিমীয় সমরে ইতালীর সাহায্য পাওয়ার পর তৃতীয় নেপোলিয়ন্ ইতালীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্লম্বিয়ার্গে ফরাশি সম্রাটের সহিত কাভুরের একটি গুপ্ত সন্ধি হয়। তাহাতে এই কয়টি বিষয় স্থিরীকৃত হয়ঃ—

(১) ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার সহিত সমরে ইতালীকে সাহায্য করিবেন; (২) আল্‌পস হইতে আড্রিয়াটিক্ পর্য্যন্ত দেশে ঘনীভূত একটি ইতালীয় রাজ্য স্থাপিত হইবে; (৩) ফ্রান্সকে নাইস্ ও সেভয় প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে হইবে; (৪) ইতালীয় রাজকুমারী ক্লটিল্‌ডীর সহিত যুবরাজ নেপোলিয়নের বিবাহ দিতে হইবে। কাভুরের রাজনীতিজ্ঞতার ইহাই পরাকাষ্ঠা। নভারার দুর্দ্দিনের পর ইতালীর এরূপ সৌভাগ্যের দিন আর ঘটে নাই। এই সন্ধি দ্বারা কাভুর অষ্ট্রিয়াকে একপ্রকার সহায়হীন করিয়া ফেলিলেন। অষ্ট্রিয়াধিপতি দলিত অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিলেন; ও পারিসের মিলিত সভার সন্ধিপত্রকে পরিহাস করিবার জন্যই যেন মহতী সেনা লইয়া সার্ডিনীয়া আক্রমণ করিলেন। লুই নেপোলিয়ন্ ইতালীরাজকে সহানুভূতি জানাইয়া পাঠাইলেন; এবং তাঁহার সাহায্যার্থ

* We have chambers of representations, and we have a constitution, and the name of all this is Cavor.

অসংখ্য সৈন্য লইয়া স্বয়ং ইতালী-অভিমুখে অভিযান করিলেন। তাঁহার রণতরি সকল আলেসাণ্ড্রিয়া বন্দর হইতে তাঁহাকে ও তদীয় সৈন্যগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া জেনোয়া বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই নগরে ইতালীরাজ অধীর হইয়া তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এদিকে অষ্ট্রিয়ানেরা টিসিনো-নদী পার হইয়া সেসিয়া নদীর তীরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল। এক লক্ষ ত্রিশ সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য একদিকে টিসিনো ও অন্যদিকে সেসিয়া—ইহার মধ্যস্থলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অশ্বারোহী সৈন্যও ভীষণ আর্টিলারীতে সেই সৈন্যশ্রেণী খচিত ছিল।

ইতালীতে যখন এই সকল কাণ্ড চলিতেছিল—তখন গ্যারিবল্ডী তাঁহার দ্বীপাবাসে অবস্থিত ছিলেন। তিনি এ সমস্ত বিষয়ের কিছুই অবগত ছিলেন না। এমন সময় স্থির থাকা গ্যারিবল্ডীর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শীতকালে যখন কাভূর ও ভিক্টর্ ইমানুয়েল্—গ্যারিবল্ডীকে জাতীয় সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, তখন্ তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে টিউরিণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মস্তকে বিস্তৃত হ্যাট্, গাত্রে লোহিত ও ঢিলা পরিচ্ছদ, হস্তে একগাছি বড় ছড়ী—এক দিন এইরূপ একটী লোক কাভূরের দ্বার-দেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দ্বার-রক্ষক নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি নাম বলিলেন না। দ্বারী তাঁহাকে ভিক্ষুক মনে করিয়া কাভূরের নিকট এই সংবাদ দিল। কাভূর ভাবিলেন কোন ব্যক্তি কোন আবেদন লইয়া আসিয়াছে; ভাবিয়া তিনি উপেক্ষা-সূচক বাক্যে বলিলেনঃ—'এই দীন ডেভিল্‌কে আসিতে দাও'। ডেভিল্ সম্মুখে আসিলে, কাভূর দেখিলেন যে ইতালীর প্রজাবৃন্দের প্রাণভূত সেনাপতি গ্যারিবল্ডী স্বয়ং উপস্থিত। তখন তিনি লজ্জায় অবনতমুখ হইলেন। কিন্তু সে লজ্জা গ্যারিবল্ডীর আগমনজনিত আনন্দোচ্ছ্বাসে শীঘ্রই ভাসিয়া গেল।

পরস্পর-সাক্ষাৎ-কার উভয়েরই বিশেষ প্রীতিকর হইল। স্বদেশের

জন্ত আবার যুদ্ধ করিতে দেওয়ার অভাবনীয় সম্মান প্রদান করায়, গ্যারিবল্ডী কাভুরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী সেই সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন।

এত দিনে ইতালীর জাতীয় সংগ্রাম প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইল। কি লম্বার্ডী, কি ভিনিসিয়া, কি রোম—অধিক কি ইতালীর প্রতিস্থল হইতে অষ্ট্রীয়গণকে তাড়াইয়া দেওয়া-গ্যারিবল্ডীর বহু দিনের আশা, চিন্তা ও স্বপ্নের একমাত্র বিষয় হইয়া আসিয়াছে। আজ সেই সুবিধা উপস্থিত দেখিয়া,—আজ তাঁহার আশা, চিন্তা ও স্বপ্নের একমাত্র বিষয় কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় প্রচণ্ড উন্মত্তে নৃত্য করিতে লাগিল।

আজ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগ। আজ শুভ দিনে তিনি রাজ-দর্শনে গমন করিলেন। ভিক্টর্ ইমানুয়েল্ মহানন্দে ও মহাসমাদরে গ্যারিবল্ডীকে গ্রহণ করিলেন। আজ ভিক্টর ইমানুয়েল্ অন্তরের বিশ্বাসের সহিত ও হৃদয়ের প্রীতির সহিত তাঁহাকে লেফ্টেনেণ্ট জেনেরালের পদে অভিষিক্ত করিলেন; এবং তাঁহাকে একটী মহতী ভলণ্টিয়র সেনা সংগৃহীত করিবার জন্ম ক্ষমতাপত্র প্রদান করিলেন; আর বলিয়া দিলেন যে এই সেনা আল্পস্-সেনা (Ciccatori del Alpi=Chasseurs of the Alps) নামে আখ্যাত হইবে। ডেলা মামোরা (Della Mamora) তৎকালে ইতালীর নিয়মিত সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তিনি রণ-পণ্ডিত হইলেও এরূপ ভীষণ সংগ্রামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তিনি গ্যারিবল্ডীকে এরূপ উচ্চপদ প্রদান করার বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই জন্ম গ্যারিবল্ডীর কার্য্যে নিয়োগ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইল না। কিন্তু গেজেটে প্রকাশ না হইলেও এ-সংবাদ লোকমুখে তাড়িত বেগে নগর হইতে গ্রামে, এবং গুহা হইতে আল্পস্ পর্ব্বতের শিখরে প্রচারিত হইল। যেন সহসা ইতালীর প্রতি শিরায় তাড়িত যন্ত্রের (Galvanic battery) শক্তি অনুভূত হইল। গ্যারিবল্ডীর যুদ্ধকারী শৃঙ্গরবে ইতালীর মোহ-

নিদ্রা যেন সহসা ভাঙ্গিয়া গেল! ইতালীর চতুর্দ্দিকে কি যেন এক অপূর্ব্ব জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইল। নবীন ও প্রবীণ—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—অধ্যাপক ও ছাত্র—ব্যবহারাজীব ও চিকিৎসক—শিল্পী ও কৃষক; যে যেখানে ছিল, যে যাহা কিছু অস্ত্র পাইল—তাহাই হাতে করিয়া সেই মুক্তিকারী সেনাপতির শিবিরোদ্দেশে দলে দলে ছুটিতে লাগিল। জগন্নাথ দেবের রথ দেখিতেও কখন পুরী-অভিমুখে এত লোক ধাবিত হয় নাই! জাতীয় জীবনের এমনই মহিমা বটে!

মার্কুইস্ জিয়র্গিণি প্যালাভিসিনির যত্নে ইতালীর প্রত্যেক স্থানে ভলণ্টিয়ার সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য সমিতি স্থাপিত হইতে লাগিল। ইচ্ছাসৈন্যের কেন্দ্রীভূত সমিতি টিউরিণে অবস্থিত ছিল। সেই সমিতির প্রতিনিধিগণ ফেরিওয়ালা সাজিয়া গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া ভলণ্টিয়ার হইতে ইচ্ছুক যুবকবৃন্দকে এক টুকরা করিয়া কাগজ বিতরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাই তাহাদিগের সীমান্ত প্রদেশে যাইবার অনুমতি-পত্র (Pass-port) স্বরূপ হইল। এই যুবকবৃন্দ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ত্রিশ জন করিয়া এক এক দলে বিভক্ত হইতেন। এক একটী দলের সঙ্গে এক এক জন পথদর্শক যাইত। সেই সকল পথদর্শকেরা তাঁহাদিগকে আল্পস্ বা আপিনাইন্ পর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশের উপর দিয়া জেনোয়া বা টিউরিণে লইয়া যাইত। তথায় আসিয়া তাঁহারা নিয়মিত বা অনিয়মিত সেনার অন্তর্ভুক্ত হইতেন।

এদিকে কর্ণেল মেডিসি ও কর্ণেল কোজেন্স্ নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগত হইলেন। গ্যারিবল্ডী ভলণ্টিয়ার সৈন্যদলকে তিনটী রেজিমেণ্টে বিভক্ত করিয়া কোজেন্স্, মেডিসি ও আর্বুইলো—এই তিন জন কর্ম্মচারীকে তিন দলের অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন। প্রত্যেক রেজিমেণ্টের সহিত কয়েকজন করিয়া পথদর্শক,—এবং জেনোয়া, মিলান্, ও বলোনার সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব কতিপয় অব্যর্থলক্ষ্য বন্দুকধারী সংযোজিত হইল। এই রেজিমেণ্টত্রয় যখন লম্বার্ডীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন অসংখ্য মিলানীজ্-ভলণ্টিয়ার সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত

হইল। এই যুদ্ধের আয়োজনে অষ্ট্রিয়ার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। অষ্ট্রিয়া কাভূরকে এই সকল ভলণ্টিয়ার সৈন্য বিদায় করিতে বলিলেন। কিন্তু কাভূর ইহাই চাহিতে ছিলেন—সুতরাং তিনি ইহাতে অসম্মত হইলেন। অষ্ট্রিয়া ইহাতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া সার্ডিনীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ খ্যাপন করিলেন। গ্যারিবল্ডী নদীর তীরবর্ত্তী বীল্লা নগরে আপনার নিজ সৈন্যদল সংগঠিত করিলেন। দক্ষিণ আমেরিকায় সল্টো-সেণ্ট আণ্টোনিয়ো প্রভৃতি সমরে যাঁহারা তাঁহার পার্শ্বে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ও যাঁহারা রোমীয় অবরোধকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন—সেই সেই বীরই আজ তাঁহার সৈনিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন কর্ণেল কোরাণেও—যিনি রাজা বোম্বার অধীনে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহার কর্ম্মচারীর পদে বৃত হইলেন।

৬ই মে তারিখে গ্যারিবল্ডী বীল্লা পরিত্যাগ করিয়া কাসেল্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৮ই মে তারিখে তিনি সৈন্যগণকে জাতীয় সমরে সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষিত করিলেন। এই দিন একদল অষ্ট্রীয় সৈন্যের সহিত তাঁহার সেনার প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু গ্যারিবল্ডী—সহকারী সেনাপতি সিয়াল্‌ডিনির অধীনে ছিলেন বলিয়া তাঁহার গতি প্রতি পদে প্রতিহত হইতে লাগিল। সেনাপতি লা মর্ম্মোরা, ও সহকারী সেনাপতি সিয়াল্‌ডিনি—গ্যারিবল্ডীর অসাধারণ লোকপ্রিয়তা দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইলেন, এবং প্রতি বক্রে তাঁহার গমনপথে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণকে খাদ্য-সামগ্রী না দিয়া, ও তাঁহাকে একস্থানে অগ্রসর হইতে বলিয়া আবার তখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবার আদেশ দিয়া তাঁহারা স্বাধীনতা-জীবন গ্যারিবল্ডীকে উন্মত্ত-প্রায় করিয়া তুলিলেন। এরূপ বাধা—এরূপ পদে পদে হস্তক্ষেপ—গ্যারিবল্ডীর অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহা তাঁহার তাড়িত গতি ও অনিয়মিত যুদ্ধ-প্রণালীর পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন-জনক। সুতরাং তিনি এরূপ শৃঙ্খলিত হইয়া কার্য্য করিতে হইলে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। এক দিন তিনি রোমাগ্‌নাবায় আপনার

সৈন্যগণকে রাখিয়া সহসা শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার গন্তব্য স্থান কেহই জানিতে পারিল না। তিনি একেবারে রাজ-শিবির লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সহসা তাঁহার আগমন-বার্ত্তার সংবাদ পাইবা-মাত্র ভিক্টর ইমানুয়েল্ তাঁহাকে শিবিরাভ্যন্তরে ডাকিয়া পাঠাই-লেন। গ্যারিবল্ডী রাজাকে বলিলেন যে তিনি এইরূপে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া তাঁহার যুবক-সৈন্য-দলের উৎসাহানল ও বীর্য্য-বহ্নি নির্ব্বা-পিত করিতে ইচ্ছুক নহেন; সুতরাং যদি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে না পান, তাহা হইলে তিনি এই কার্য্য-ভার হইতে অবসৃত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। গ্যারিবল্ডীর চক্ষু দিয়া তৎকালে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সকল নির্গত হইতেছিল। তাঁহার মুখ-মণ্ডল অন্ত-র্নিগূহিত ক্রোধে ও অভিমানে আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাকে দেখিয়া ভিক্টর ইমানুয়েল্ বুঝিলেন—যে গ্যারিবল্ডীর সঙ্কল্প স্থির; আর বুঝিলেন যে এই 'মণ্টিভিডিয়ো-মহাব্যাঘ্র' ব্যতীত এই মহাযজ্ঞে সিদ্ধি অসম্ভব! বুঝিয়া তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায়, এবং প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় তাঁহাকে যথা ইচ্ছা তথা যাইতে, এবং যেরূপ প্রণা-লীতে ইচ্ছা সেইরূপ প্রণালীতেই যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। পীড্‌মণ্টিস্ সাধারণ-সভা তাঁহাকে এই সময় ডিক্টেটরের পদে অভি-ষিক্ত করেন। সুতরাং ভিক্টর ইমানুয়েল্ এরূপ প্রশস্ত অনিয়ন্ত্রিত আদেশ প্রদানে স্বত্বযুক্ত ছিলেন। আদেশ দিবার সময় তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেনঃ—'আমার কেবল এই দুঃখ রহিয়া গেল, যে আমি আপনার অনুবর্ত্তন করিতে পারিলাম না'।

এই আদেশপ্রাপ্তির পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই গ্যারিবল্ডী নিজ আল্পস সেনার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। আর সে গজেন্দ্র-গমন, আর সে অকারণে গমন ও প্রত্যাগমন, আর সে কূট যুদ্ধ-প্রণালী রহিল না। এখন তাহার পরিবর্ত্তে তাড়িত গমন, চমকিত প্রত্যাগমন ও অদ্ভুত সমরপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইল। তাঁহার বিচিত্র বক্রিত চক্রগতিতে রণপণ্ডিত প্রবীণ প্রাচীন অষ্ট্রিয়া-সেনাপতিগণেরও বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইল। তাঁহার ও তদীয় সৈন্যগণের অসম-সাহসিকতা

সময়ে সময়ে হঠকারিতায় পরিণত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু উপর্য্যুপরি অত্যুজ্জ্বল বিজয়পরম্পরায় সেই হঠকারিতাজনিত দোষ কাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার অবদানপরম্পরার কিরণমালায় জগৎ ঝলসিয়া উঠিল! ইউরোপ বিস্মিত ও চমকিত হইল! ইহাতে তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব শতধা উপচীয়মান হইল। এই সকল বিজয়—তাঁহাকে অতীত ও বর্ত্তমান সেনাপতিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিল। আধুনিক যুগে তাঁহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এমন যোদ্ধা—প্রথম নেপোলিয়ন্ ভিন্ন আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। গ্যারিবল্ডী তাই আজ ইতালীর উপাস্য দেবতা, ইতালীর একমাত্র আশাস্থল হইয়া দাঁড়াইলেন।

১ই মে গ্যারিবল্ডী ভেরুয়া নগরে আসিয়া ছাউনী করিলেন। রাত্রিতে শত্রুরা সহসা তাঁহাদিগের শিবির আক্রমণ না করে—তাহার জন্য পূর্ব্ব-বিধান করিয়া গ্যারিবল্ডী সে রাত্রি সুখে নিদ্রা যাইলেন। তাঁহার ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণ জ্বালাময়ী শিবিরাগ্নির চতুর্দ্দিকে তারকা-খচিত গগন-চন্দ্রাতপের নিম্নে অবস্থিত হইয়া আপন আপন ইচ্ছামত কেহ বা তামাকু খাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা পরস্পর গল্প করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ বা বসিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া গ্যারিবল্ডীর মনে সেই দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীন যুদ্ধ-প্রণালীর স্মৃতি উদ্দীপিত হইল। যেখানে তাঁহার ও তদীয় সৈন্য-বর্গের স্বাধীন কার্য্যপ্রণালী কোন কঠোর সামরিক নিয়মাবলী দ্বারা সংযত হইত না, সেই আমেরিক রণক্ষেত্র সকল আবার তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইল! প্রায় এক পক্ষকাল তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিয়া ক্রমাগত অষ্ট্রিয়গণের সহিত অনিয়মিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কখন বা গিরিশৃঙ্গে—কখন বা অধিত্যকা-প্রদেশে এবং কখন বা উপত্যকা-প্রদেশে থাকিয়া তাঁহারা শত্রুগণকে ব্যস্ত সমস্ত করিয়াছেন। অবশেষে ২১এ তারিখের সায়ংকালে তিনি আরোনা (Arona) নগরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তিনি আহারাদি প্রস্তুত করিতে ও শয্যা বিস্তরণ করিতে বলায়, সকলেই মনে করিল তিনি তথায়

কিছু দিনের জন্য অবস্থিতি করিবেন। কিন্তু নিশা-মধ্যভাগে সহসা টিসিনো-অভিমুখে যাত্রার সংবাদ শুনিয়া সকলেরই সে ভ্রম দূরীকৃত হইল। গ্যারিবল্‌ডী—অধিনীত পাঁচ সহস্র ভলণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া সুপ্রসিদ্ধ রিউবিকন্ (Rubicon) নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্‌ডী—ক্যাষ্টেলেটো ও সাইমোনেটা নামক দুই-জন উৎসর্গীকৃত-প্রাণ স্বজাতি-প্রেমিককে নৌকা সংগ্রহের জন্য পূর্ব্ব হইতেই পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা অতি কষ্টে ও অনেক বিপদ্ কাটাইয়া কতকগুলি নৌকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সকল নৌকা করিয়া ২২এ তারিখের রজনীতে সেই ক্ষুদ্র ভলণ্টিয়ার সেনা নদী পার হইয়া লম্বার্ড-প্রদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

লম্বার্ড-প্রদেশে আসিয়াই গ্যারিবল্‌ডী লম্বার্ডীর অধিবাসিগণকে জাতীয় সমরে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিয়া এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেনঃ—'লম্বার্ডগণ! আর কেন? অস্ত্র গ্রহণ করুন্! দাসত্ব বিদূরিত করিতেই হইবে! যে বন্দুক ধরিতে পারে অথচ ধরে না, সে জাতীয় শত্রু ও জাতীয়-বিশ্বাস-হন্তা! ইতালী—যদি তাহার সন্ততিগণ আবার মিলিত হয়, তাহা হইলে—ইতালী,—বিধাতা জাতি-নিচয়ের মধ্যে তাহাকে যে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন,—আবার সেই উচ্চস্থান পুনরধিকার করিবে'।

মহতী অষ্ট্রিয়ার সেনার সম্মুখ দিয়া সেই গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা ২৩শে তারিখে ভারীজ্ এই নগর মাজিয়োর ও কোমে-হ্রদ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত—ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি একটী সুবিধা-জনক অবস্থান প্রাপ্ত হইলেন। গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার এরূপ অসমসাহসিক ক্ষিপ্রগতিতে অষ্ট্রিয়ানেরা অতিশয় ভীত হইল। সেই প্রদেশস্থ ক্ষুদ্র নগরমণ্ডলীর পরিরক্ষণার্থ নগর-দুর্গ-সকলে যে সকল অষ্ট্রীয় সৈন্য অবস্থিত ছিল, তাহারা গ্যারিবল্‌ডীর অজেয়তা ও বীরত্বের বিবিধ ও বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। এই ভয়চকিত ভাব দূরীকৃত করিবার জন্য গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার পূর্ণ ধ্বংস বিধানার্থ অষ্ট্রিয়ার

সেনা-বিভাগ কাউণ্ট গায়ুলে (Gyulai) এর কর্ত্তৃত্বাধীনে সপ্তদশ সহস্র পদাতিক ও দুই দল অশ্বারোহী সৈন্য এবং ছয়টী কামান দিয়া অনলময় ও অশ্রান্ত সেনাপতি অর্ব্বান্‌কে (Urban) পাঠাইয়া দিলেন।

এ দিকে গ্যারিবল্‌ডীর নামের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে ভলণ্টিয়ার সৈন্য আসিয়া গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা ইতালীর উদ্ধার-কর্ত্তাকে দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। গ্যারিবল্‌ডী ও গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার অভ্যর্থনার্থ প্রতিগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল; এবং প্রতি ভোজনাগারের টেবিল্‌ বিবিধ খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ ও সুশোভিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদের আহারাদি বা আমোদ আহ্লাদ করিবার সময় ছিল না। কারণ দেখিতে দেখিতে মণ্টেরেণো হইতে অষ্ট্রীয়া-সেনাপতি অর্ব্বান্‌ নগরের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্‌ডী নগরের দুই সিংহদ্বারে কামান-রাজি সাজাইয়া তৎপরিরক্ষণে মেডিসি ও কজেন্‌সকে নিয়োজিত করিলেন। গ্যারিবল্‌ডী বুঝিলেন যে শত্রু-সৈন্যের সহিত এই প্রথম সম্মুখ-সমরে তিনি যদি বিজয় লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ইতালীর আর কোন আশা নাই। বুঝিয়া তিনি কার্য্যের গুরুত্বের অনুরূপ আয়োজন আরম্ভ করিলেন। এ দিকে সেনাপতি অর্ব্বান্‌ নগরের প্রান্তসীমায় আসিয়া নগর-দ্বার কামানসংরক্ষিত দেখিয়া তথায় ক্ষণকাল থামিলেন, এবং নগরের অবরোধ ও আক্রমণের জন্য প্রকাণ্ড আয়োজন করিতে লাগিলেন; তাঁহার সঙ্কল্প এই যে তিনি গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার একটীকেও পলাইতে দিবেন না—এবং একটীরও প্রাণ থাকিতে ছাড়িবেন না। কিন্তু অর্ব্বান্‌ কখনও বুঝিতে পারেন নাই যে গ্যারিবল্‌ডী—বীরচূড়ামণি গ্যারিবল্‌ডী—মূর্ত্তিমতী রণবিষয়িণী প্রতিভা। গ্যারিবল্‌ডী দুই শত অব্যর্থ-লক্ষ্য বন্দুকধারী সৈন্যকে সিংহদ্বারের রক্ষার ভার দিয়া, স্বয়ং সমস্ত সৈন্য লইয়া রজনীর গাঢ় অন্ধকারের সহায়তায় অলক্ষিতভাবে নগর হইতে বাহির হইয়া সহসা অতর্কিতভাবে অর্ব্বানের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিলেন। গ্যারিবল্‌ডিনী সেনার

প্রচণ্ড বেয়নেট্-প্রতিঘাতে, ও গ্যারিবল্‌ডীর সেই ভীষণ ভেকিল্ মূর্ত্তিতে অষ্ট্রীয় পদাতিক সেনা শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিল। অষ্ট্রীয় অশ্ব-সেনা বিবিধ প্রকারে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহারা ভূতাবিষ্টের ন্যায় ও উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল—আর ফিরিয়া তাকাইল না। মণ্টিবেলো যুদ্ধে * পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই এই লজ্জাকর পরাজয়ে অর্ব্বান্ লজ্জা ও বিষাদে অবনতমুখ হইলেন। অষ্ট্রিয়ার ইতালীয় সিংহাসন আজ অর্দ্ধভগ্ন হইল। ২৫এ মে এই যুদ্ধ হয়। এইযুদ্ধে ইতালী-গত-প্রাণা বিধবা বিখ্যাতনাম্নী কৈরোলীর চারিপুত্রের মধ্যে এক পুত্র নিহত হয়। এই প্রাতঃস্মরণীয়-চরিতা স্বজাতি-প্রেমিকা রমণী ইতালীর স্বাধীনতায় আপনার ধন, প্রাণ ও প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্রচতুষ্টয় একে একে সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। নগরের বহিঃস্থ ম্যাল্‌নেটা (Malnate). গ্রামে অর্ব্বানের শিবির সন্নিবেশিত হয়। এই স্থানের নামে এই বিজয়ের নাম 'ম্যানলেটের বিজয়' হয়। এই পরাজয়ের পর অর্ব্বান্, কোমো নগরের অদূরবর্ত্তী সান্ ফার্মো (San Fermo). গ্রামে গিয়া ছাউনী করেন। গ্যারিবল্‌ডীও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া কোমোর চারি মাইল দূরে অবস্থিত কাভালেস্‌কা (Cavallesca). নামক একটী পার্ব্বতীয় গ্রামে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। ভারীজ্ হইতে কাভালেস্‌কার পথ অতি রমণীয় ও উদাত্ত দৃশ্যে পরিপূর্ণ। সম্মুখে গগন-স্পর্শিনী আল্‌পস-গিরিমালা দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া ইতালীকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যেন বিশাল বাহু-যুগল প্রসারণ-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছেন। গিরিরাজ সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশের বন্ধুর-গাত্র নীল-হ্রদ-খচিত অসংখ্য গ্রাম-নগরীতে-ও ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী চক্রাকার পথশ্রেণীতে, এবং বাদাম মলবেরী প্রভৃতি ফলের বৃক্ষে সুশোভিত গুহাশ্রেণীতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

---

* এই যুদ্ধে সমবেত ফরাশি ও সার্ডিনীয় সেনা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ মে তারিখে মণ্টিবেলো যুদ্ধে ও তদীয় অষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করেন।

গিরিপাদদেশে গিরিনির্ঝরিণী সকল ঝর্ ঝর্ ও কল্ কল্ ধ্বনিতে কর্ণ বধির করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। গ্যারিবল্ডিনী সেনা এই নয়নমনোমুগ্ধকরী দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া গমন করিয়া সমর-ক্লেশ ও পথগমন-শ্রান্তি সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

কাভালেস্কা হইতে কোমো পর্য্যন্ত গিরিপথ সহজেই রক্ষণীয়, কিন্তু অর্ব্বান্ তাহা রক্ষা করিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া, সান্ ফার্ম্মো-গিরিদুর্গে বসিয়া রহিলেন। গ্যারিবল্ডী এক্ষণে কিরূপ যুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় মার্ক্ইস্ রেমণ্ডির দুহিতা কতকগুলি পত্র লইয়া তাঁহার শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক জন অষ্ট্রীয় পত্রবাহকের নিকট হইতে কাড়িয়া গ্যারিবল্ডীকে দিবার জন্য এই পত্র গুলি তিনি আনিয়াছেন। এইপত্রে আর কিছু লিখিত ছিল কি না জানা যায় না, কিন্তু গ্যারিবল্ডী স্বীকার করিয়াছেন যে এই সকল পত্র পাঠ করিয়া তিনি শত্রুগণের অবস্থান-বিষয়ে সবিশেষ অবগত হন, এবং শত্রুগণকে আক্রমণকালে সেই সংবাদ তাঁহার সবিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। এই রমণীর সহিত আমাদের আর এক স্থলে দেখা হইবে। গ্যারিবল্ডী শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি যাহাতে কোমো পৌঁছিতে না পারেন, অর্ব্বান্ তাহার সবিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। অষ্ট্রিয়ানেরা কোমো ও কামালাটার মধ্যবর্ত্তী স্থানে তিন-গুণ সৈন্য স্থাপন করিয়াছেন। এইজন্য গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগকে আর সময় দেওয়া অব্যবস্থা মনে করিয়া, উদ্যত সঙ্গিনে ক্যাসিয়াটোরি সৈন্য লইয়া স্যান্ ফার্ম্মো আক্রমণ করিলেন। উভয় সৈন্যে কিছুকাল ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অবশেষে অষ্ট্রীয় সৈন্য প্রথমে চমকিত, পরে হেলিত, ও অবশেষে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া কোমো নগরে গিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু গ্যারিবল্ডী নিজ সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে না দিয়া শত্রুগণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন, এবং প্রবল বেগে কোমো নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শত্রুদলকে পর্য্যুদস্ত, বিচ্ছিন্ন, ও সর্ব্বতো-বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর একটী অষ্ট্রিয়ানেরও পদচিহ্ন সে প্রদেশে আর দৃষ্ট হইল না।

তাহারা অবশেষে অতি বিশৃঙ্খল-ভাবে পলাইয়া মনজা (Monza) নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। এই দ্বিতীয় বিজয় ভারীজ নগরের বিজয় অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্। কারণ গ্যারিবল্ডীর যে সকল রণোপকরণ-সামগ্রীর অভাব ছিল, তিনি কোমোর সামরিক ভাণ্ডারে সে সমস্তই পাইলেন। অর্ব্বান্ পলায়ন-কালে গোলাগুলি, বারুদ ও কমিসেরিয়েট্-বিভাগের শকটগুলি সমস্তই ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। সে গুলি এক্ষণে গ্যারিবল্ডিনী সেনার সমূহ উপকারে আসিল। কারণ সার্ডিনীর সেনাপতি গ্যারিবল্ডীর বিজয়ে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ যুদ্ধের কোনপ্রকার উপকরণ-সামগ্রীই পাঠান নাই।

ভেরুয়া-পরিত্যাগের পর গ্যারিবল্ডী বন্ধুসেনা কত দূর অগ্রসর হইয়াছে জানিবার নিমিত্ত, কোমোর টেলিগ্রাফ্ অফিসে অর্ব্বানের নাম দিয়া এক টেলিগ্রাম করিলেন; এবং তদুত্তরে অবগত হইলেন যে তাঁহারা এখনও কোন প্রকাশ্য সহায়তা করেন নাই। গ্যারিবল্ডীর বিজয়ে কোমোনগরবাসিগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহারা গ্যারিবল্ডী ও গ্যারিবল্ডিনী বিজয়িনী সেনার সম্মানার্থ সেই নগরকে দীপ-মালায় বিভূষিত করিলেন, এবং জাতীয় বিজয়োৎসবে সকলেই মাতিয়া উঠিলেন। গ্যারিবল্ডী এখন হইতে যে নগর অধিকার করিতে লাগিলেন, সেই নগরেই এই আরতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই নগর দুর্গ-সংরক্ষিত করিয়া, এবং অর্ব্বানের প্রত্যাগমনের পথ রোধ করিবার জন্য, ক্যাপ্টেন্ ফেরারীকে এক দল সৈন্য সহ লেকো-নগরে (Lecco) পাঠাইয়া স্বয়ং দ্রুত গতিতে ভারীজ্ নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কারণ তিনি সংবাদ পাইলেন যে সেনাপতি অর্ব্বান্ সেই নগর পুনরধিকার করিবার জন্য সসৈন্য সেই দিকে ধাবিত হইয়াছেন। তিনি সেই নগরের সিংহদ্বারে আসিয়া গ্যারিবল্ডীকে দূরবর্ত্তী মনে করিয়া নগরবাসিগণের নিকট শবর-নিয়ন্ত্রণ-স্বরূপ বিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক চাহিলেন, এবং ভয় দেখাইতে লাগিলেন যে না দিতে পারিলে তিনি নগর অবরুদ্ধ করিবেন।

এদিকে ৪ টা জুলাই প্রত্যূষে গ্যারিবল্ডিনী সেনা—মাটী ভাজো

পর্ব্বতস্থিত ম্যাডোনা-মন্দিরের * অদূরে গৈরিক অধিত্যকা প্রদেশ হইতে নিম্নবর্ত্তিনী অষ্ট্রীয় সেনার উপর—ব্যাদানোন্মুখিনী হইল। গ্যারিবল্ডীর অগ্রবর্ত্তিনী সেনা, সেনাপতি মেডিসির অধিনায়কত্বে ভিলা মেডিসি নামক গ্রামে গিয়া তাহা অধিকার করিল। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র সেনা অষ্ট্রীয় সৈন্যের সংখ্যার আতিশয্য দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। ক্রমে গ্যারিবল্ডীর সমস্ত সৈন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্ডী তথায় পৌঁছিয়াই আপনাদের শিবির-সন্নিবেশের চতুর্দ্দিকে দারুময় প্রাকার নির্ম্মাণ করিলেন। সেনাপতি অর্ব্বান্ বুঝিলেন যে মণ্টিভিডিয়ো-ব্যাঘ্র, এত দিনের পরে তাঁহার কবলে পড়িয়াছেন। তিনি সেই দিনই মিলানে টেলিগ্রাম করিলেন যে পর দিন প্রত্যূষেই তিনি গ্যারিবল্ডীকে হত বা জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইবেন। অষ্ট্রিয়ানেরা সেই দারুময়-দুর্গ-পরিবেষ্টিত গ্যারিবল্ডিনী সেনাকে অবরুদ্ধ ও অনাহারে প্রপীড়িত করিয়া বিনা যুদ্ধে করতলস্থ করিবে মনে করিয়া সে রাত্রি সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল। এদিকে অনুকূল-দৈব-বশে সে রাত্রিতে ভীষণ ঝটিকা উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্ডী তথায় থাকা অনুচিত মনে করিয়া বিদ্যুদ্বিলসন, বজ্রপাত, ভীষণ বৃষ্টি-পাত, এবং গাঢ় অন্ধকারের সাহায্যে অলক্ষিত-ভাবে দারুদুর্গ হইতে নির্গত হইয়া গিরি-গুহার মধ্য ও গিরিপথের উপর দিয়া প্রত্যূষে কোমো নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে সময় অর্ব্বান গ্যারিবল্ডীর দারুদুর্গ আক্রমণ করিবেন মনে করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি নিরাপদে কোমো-নগরে গিয়া অবস্থিত হইলেন। এদিকে অর্ব্বান্ শিকার হস্তবহির্ভূত হইয়াছে দেখিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপ গ্যারিবল্ডী দৈব-সাহায্যে এক বিষম শঙ্কট স্থান হইতে উদ্ধার

*এই স্থান খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের একটী প্রধান তীর্থস্থল। ইহাতে চতুর্দ্দশ ধর্ম্ম-মন্দির (Chappels) আছে বলিয়া অসংখ্য যাত্রী প্রতিবৎসর এইস্থান দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। ইহার পৃষ্ঠ-দেশে অনন্ত উত্তুঙ্গ আল্পস গিরিমালা ও পাদদেশে সুন্দর হ্রদ শোভমান আছে।

পাইলেন। তিনি যখন যে বিপদে পড়িয়াছেন, বিধাতা যেন স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ভগবান্ বিপন্ন ব্যক্তিমাত্রকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি যে সকল অনুকূল ঘটনা সম্মুখে আনিয়া দেন, যে তাহার সুবিধা লইতে পারে, সেই রক্ষা পায়; যে সুবিধা লইতে জানে না—বা পারে না, সেই মারা পড়ে। দৈব লক্ষণ বুঝিতে ও তাহার সুবিধা লইতে জানিতেন বলিয়াই গ্যারিবল্‌ডী রণে অজেয় ও বিধাতার অনুগৃহীত বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

গ্যারিবল্‌ডীর দ্রুত গতিতে ও অদ্ভুত যুদ্ধ-প্রণালীতে অষ্ট্রীয় সেনাপতি ও সৈন্যগণ ক্রমেই হতবুদ্ধি হইতে লাগিলেন। সভ্য জগতের তদা-প্রচলিত যুদ্ধ-প্রণালীর ব্যতিক্রম করিয়া গ্যারিবল্‌ডী যুগপৎ শত্রুগণের মনে বিরক্তি ও বিস্ময়, এবং নিজ সৈন্যগণের মনে বিশ্বাস ও উৎসাহ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্‌ডী ও তদীয় সেনা কখন ভারীজ—কখন লাভেনো, কখন সানুফার্ম্মো, এবং কখন বা কোমোতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, এবং অবশেষে অষ্ট্রীয় সেনাপতি অর্ব্বান্‌কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার ও তদীয় অজেয় সেনার অদ্ভুত বীরত্ব ও রণ-কৌশলের কাহিনীতে ইউরোপ বিস্মিত ও স্তিমিত হইয়া রহিল। অষ্ট্রীয় সৈন্যেরা মনে করিল যে স্বর্গের দেবতারা আসিয়া গ্যারিবল্‌ডীর সহিত যোগ দিয়াছেন। এই বিশ্বাস করিয়া তাহারা মেরীর নাম জপ করিতে লাগিল।

কোন লণ্ডন-পত্রিকার সংবাদ-দাতা গ্যারিবল্‌ডীর শিবির হইতে ৩০এ মে তারিখে গ্যারিবল্‌ডী শিবিরের তাৎকালিক অবস্থার এইরূপ চিত্র প্রদান করিয়াছিলেন:—"প্রত্যেক গ্রাম ও ক্ষুদ্র পল্লী হইতে ভলণ্টিয়ার সৈন্য দলে দলে গ্যারিবল্‌ডীর শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তদ্ভিন্ন একদল পীড্‌মণ্টিস্ সেনা ও দুইটী ব্যাটারী আসিয়া উপস্থিত হয়। গ্যারিবল্‌ডী নগরদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র কোমো ও লেকো নগরের অধিবাসি-বৃন্দ ভিক্‌টর্ ইমানুয়েলের অধীনতা স্বীকার করিল ও মহা সমারোহে গ্যারিবল্‌ডীকে গ্রহণ করিল। তাঁহার ঘোষণা-পত্র-সকল তৎপ্রদেশের অধিবাসি-বৃন্দকে এত দূর

উত্তেজিত করিয়াছিল যে তাহারা প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। যদিও গ্যারিবল্ডী সার্ডিনীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনও প্রকার অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি তাঁহার অর্থের কোন অসদ্ভাব হয় নাই। কারণ চতুর্দ্দিক্ হইতে অর্থ-সাহায্য আসিয়া তাঁহার রণ-কোষ পরিপুরিত করিতে লাগিল। অধিক কি লম্বার্ড মহিলাগণ আপনাদিগের কণ্ঠ ও কর্ণভূষণ পর্য্যন্ত জাতীয় সমরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। শুনিলে বিস্মিত হইতে হইবে যে দুই দিনে গ্যারিবল্ডী বিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক প্রাপ্ত হন"। ধন্য ইতালীয়গণ! ধন্য তোমাদের স্বদেশানুরাগ! ধন্য ইতালীয় রমণীগণ! ধন্য তোমাদের আত্মোৎসর্গ!

কোমো-প্রাপ্তির সহিত অনেকগুলি অষ্ট্রীয় বাষ্পপোত আল্পসের পাদদেশস্থ সপ্তহ্রদে গ্যারিবল্ডীর করতলস্থ হয়। সৈন্যগণকে ও যুদ্ধ-সামগ্রী সকল বহিয়া লইয়া যাওয়া ও প্রতি বন্দরের সংবাদ লওয়া বিষয়ে, সেগুলি গ্যারিবল্ডীর বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত পত্র-প্রেরক গ্যারিবল্ডী সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেনঃ—"গত ২৭এ মে শনিবার সান্ ফার্ম্মো ও ক্যামার্লেটায় দুই ঘণ্টা কাল ঘোরতর সমরের পর শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া, গ্যারিবল্ডী কোমো নগরে গিয়া তাহা অধিকার করেন। ক্যামার্লেটা কোমোর দ্বার-স্বরূপ। ক্যামার্লেটা ও সান্ ফার্ম্মো—দুই স্থানই বেয়নেটাগ্রে গৃহীত হয়। এই ভীষণ ও রুধিরময় সমরের সহিত পুরাকালীন রোমীয় ও কার্থেজীয়গণের সমরের তুলনা হইতে পারে। গ্যারিবল্ডী অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে অদ্ভুত বিজয়-পরম্পরা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শুদ্ধ পীড্‌মণ্টিস্ সেনাকে কেন—ফরাশি সেনাকেও বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি টিউরিন্ ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব্বে শুনিলাম—যে ফরাশি সম্রাট্, এত অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া এরূপ অদ্ভুত বিজয়-পরম্পরা লাভ করার জন্য তাঁহাকে ও তদীয় বীর সেনা-দলকে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়া দেন"।

এদিকে যেমন গ্যারিবল্ডী ত্বরিত চক্রগতিতে অষ্ট্রীয়গণকে বিস্মিত

বিভ্রান্ত ও পরাজিত করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে আবার মিলিত ফরাশি ও সার্ডিনীয় সেনা তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। মণ্টেবেলো সমরের পর, অষ্ট্রিয়ানেরা মিলিত ফরাশি ও সার্ডিনীয় সেনা কর্ত্তৃক ম্যাজেণ্টা নগরে পরাজিত হয়। মিলিত সেনা এক্ষণে যুদ্ধ-স্রোত অষ্ট্রিয়া-ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। মিলিত-সেনার বিজয়ের অনুপাতানুসারে গ্যারিবল্ডীর কার্য্য-প্রণালীর উপর রাজ হস্তক্ষেপের পরিমাণ বাড়িতে লাগিল। এই সময় প্রায় ৬০,০০০ ষাইট হাজার ভলণ্টিয়ার সৈন্য গ্যারিবল্ডীর সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। সার্ডিনীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার মধ্য হইতে চারি সহস্র মাত্র অকর্ম্মণ্য সৈন্য বাছিয়া লইয়া—অবশিষ্টকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন যে নিয়মিত সেনাই ইতালীকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত, ইহার উপর অনিয়মিত সেনা আর বাড়িলে রাজ্য বিপদ্-গ্রস্থ হইবে। সুতরাং তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে আর এরূপ জ্বালাতন করেন গবর্ণমেণ্ট এরূপ ইচ্ছা করেন না। এই চারি সহস্রের সঙ্গে ঘোটক বা কামানাদি কিছুই না দিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগকে গ্যারিবল্ডীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গ্যারিবল্ডী এই সৈন্যের নাম 'পীড়িত' সেনা রাখিয়াছিলেন। ফরাশি সম্রাট্ নেপোলিয়নও ভলণ্টিযার সৈন্যগণের প্রতি এই দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া নিজে তাহাদিগকে অস্ত্র শস্ত্র ও বস্ত্র দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এবং গ্যারিবল্ডীকে লীজন্ অব্ অনর্ (Legion of Honor) সম্মান প্রদান করিতেও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী ফরাশি সম্রাট্‌কে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, এইজন্য তাঁহার নিকট হইতে কোনও প্রকার অনুগ্রহ লইতে অস্বীকৃত হইলেন।

যদিও গবর্ণমেণ্ট ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণকে তিরস্কার করিয়া বিদায় করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের গ্যারিবল্ডীর প্রতি এত দূর ভক্তি ও অনুরাগ ছিল, যে তাহারা কোমোস্থিত গ্যারিবল্ডীর শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্ডী সেই ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও রণদীক্ষিত করিবার জন্য কতিপয় সৈনিক কর্ম্মচারীকে কোমোতে রাখিয়া, স্বয়ং একদল সৈন্য লইয়া লেকো (Lecco) নগরের মধ্য দিয়া

বার্গেমো নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাজেণ্টা সমরের চারি দিন পরে গ্যারিবল্ডিনী সেনা এই নগর অধিকার করিল। এত দ্রুত ও অভাবনীয়-রূপে গ্যারিবল্ডী এই নগর দখল করেন যে নগরের বহিঃস্থ অষ্ট্রিয়ানেরা কয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহার কোন সংবাদই পায় নাই। একখানি ট্রেন্ নগরে আসিয়া পড়িলে সমস্ত অষ্ট্রীয় সৈন্য নির্ব্বিবাদে গ্যারিবল্ডীর কবলস্থ হইত। কিন্তু অষ্ট্রীয়-গণের সৌভাগ্যে ক্রমে নগর হইতে একমাইল দূর থাকিতে তাহারা সংবাদ পাইল যে নগর গ্যারিবল্ডী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। গ্যারিবল্ডীর নামমাত্রে তাহারা এত দূর ভীত ও চকিত হইল, যে এঞ্জিনের গতি ফিরাইবার আদেশ দিতে ভুলিয়া গিয়া সেই পঞ্চদশ শত সৈন্য গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যে দিকে পারিল দৌড় দিয়া পলায়ন করিল।

১১ ই জুন গ্যারিবল্ডী ব্রেস্কিয়া (Brescia) নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অষ্ট্রিয়ানেরা দুই মাইল পশ্চাতে তাঁহার অনুসরণার্থ আসিতেছিল। গ্যারিবল্ডী যে মিলিত সৈন্য হইতে কোন সাহায্য পাইতেছেন না, তাহা তাহারা জানিত না। জানিলে হয়ত গ্যারিবল্ডীকে দ্রুত আক্রমণ করিত। সুতরাং তাহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে বীর ব্রেস্কিয়ানগণ গ্যারিবল্ডীকে সবিশেষ উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে তাঁহাদিগকে সবিশেষ নিপীড়িত করায়,তাঁহারা অষ্ট্রীয়গণের উপর বিশেষ চটিয়া ছিলেন। গ্যারিবল্ডী ইহা জানিতেন এই জন্য নগর-প্রবেশ-কালে এই ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন-'মহাগৌরবান্বিত ইতালীয়-ফরাশি সৈন্য আজ তোমাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিল, এক্ষণে আশা করি তোমরা তোমাদের উদ্ধারকর্ত্তৃগণের যোগ্য হইবে'। নগরবাসীরা এই ঘোষণা-পত্রের প্রার্থনারূপ কার্য্য করিলেন। তাঁহারা বিশেষ উৎসাহের সহিত নগরের চতুর্দ্দিকে দারুদুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং গ্যারিবল্ডীর সেনার সহিত মিলিত হইবার জন্য ভলণ্টিয়ার সৈন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সমস্ত আয়োজন নিষ্প্রয়োজন হইল—কারণ অষ্ট্রিয়ানেরা সে নগরের অবরোধার্থ আসিল না। ঘটনার

গতিতে তাহারা এক্ষণে দ্রুতপদে মিন্‌সিয়ো-নগরাভিমুখে ধাবিত হইল।

১২ ই জুন সন্ধ্যার সময় গ্যারিবল্‌ডী—পলায়মান অষ্ট্রীয়গণের অনুসরণার্থ চীজ্ (Chiese) নদীর তীরাভিমুখে ধাবিত হইয়া লোনাটো (Lonato) নগর দখল করিবার আদেশ পাইলেন। যদিও সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল, তথাপি গ্যারিবল্‌ডী আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ব্রেস্কিয়া হইতে যাত্রা করিয়া চারি মাইল দূরে সেণ্ট ইউফেমিয়া নগরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

এদিকে মিলিত সেনার বিজয়-পরম্পরায় গ্যারিবল্‌ডীর বিজয়-পরম্পরা যেন ঢাকিয়া যাইতে লাগিল। ভিক্‌টর্ ইমানুয়েল্ ৩০এ মে প্রত্যূষে ভার্সেলীর নিকটে সেছিয়া নদী পার হইয়া প্যালেষ্ট্রো, ক্যাসালাইন্ ও ভিন্‌জাগ্‌লিয়ো নগরস্থ মৃণ্ময়দুর্গপরিবেষ্টিত শত্রুশিবির-ত্রয় আক্রমণ করিলেন। ভীষণ সংঘর্ষের পর ইতালীয় সেনা প্যালেষ্ট্রো প্রভৃতি নগর অধিকার করিল।

৩১ এ মে প্রত্যূষে পঞ্চবিংশ অষ্ট্রীয় সেনা প্যালেষ্ট্রো পুনরধিকার করিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু আবার পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে সার্ডিনীয়ারাজের রণবিষয়িণী প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সিয়াল্‌ডিনি এই যুদ্ধে রাজার অনেক সহায়তা করেন। ৩১ এ মে সন্ধ্যার সময় অষ্ট্রীয়গণ প্যালেষ্ট্রো পুনরধিকার করিবার জন্য আবার বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু সিয়াল্‌ডিনির পদাতিক সৈন্য ও রাজার অশ্বারোহী সৈন্য রণে অজেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। অষ্ট্রীয়েরা প্রাণোৎসর্গ করিয়াও ইতালীয় সেনাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। ৪ ঠা জুন্ ম্যাজেণ্টা নগরে যে মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে মিলিত সেনার অধিনায়কত্ব ফরাশি সম্রাটের হস্তেই ছিল। সেই মহাযুদ্ধে অষ্ট্রীয়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। মাক্‌মেহন, কান্‌রোবার্ট, ডি-হিলিয়ার্‌স, ডি-আন্‌জেলী, মিলিনেট্, ক্লার্, উইম্পফেন্, এস্‌পিনাসী, ও নীল্—এই কয় সেনাপতি এই যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব ও রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গৌরব-সমাচ্ছাদিত হন।

এই সকল বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণে গ্যারিবল্‌ডীর অন্তরে অতিক্রম-লালসা

ও জিগীষা উদ্দীপিত হয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি শত্রুগণের উপর এরূপ বিজয়-পরম্পরা লাভ করিবেন, যাহার ঔজ্জ্বল্যে মিলিত সেনার বিজয়-জনিত গৌরব নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। মনীষীর বাক্য কখন নিষ্ফল হয় না।

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি—বিষয়ের গুরুত্ব-বোধে ও পাঠকগণের স্মরণার্থ আবার সংক্ষেপে নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

গ্যারিবল্‌ডী ৫ই জুন ষ্টীমারে চড়িয়া লেকো-অভিমুখে যাত্রা করেন। লেকোতে পৌছিয়াই তিনি বার্গেমো-অভিমুখে যাত্রা করেন। গ্যারিবল্‌ডীর আগমন-সংবাদ শুনিয়াই অষ্ট্রিয়ানেরা যুদ্ধোপকরণ ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য-সামগ্রী ফেলিয়া ব্রেস্কিয়া-অভিমুখে পলায়ন করে। তথায় নগরবাসীরা ও নাগরিক শাসনসমিতি বহু সম্মান ও সমাদরের সহিত গ্যারিবল্‌ডী ও গ্যারিবল্‌ডিনী সেনাকে গ্রহণ করেন। গ্যারিবল্‌ডী নগরবাসিগণের উৎসব ও জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া নগর-মধ্যে প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে না করিতেই সংবাদ আসিল যে ব্রেস্কিয়া হইতে একদল অষ্ট্রিয়ীয় সৈন্য আসিতেছে। অমনি তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, ক্লান্ত ও পথশ্রান্ত হইলেও, সৈন্যগণকে শত্রুসেনার বিরুদ্ধে চালিত করিলেন। তদীয় সেনার ভীষণ বেয়নেটাঘাতে অসংখ্য শত্রুসৈন্য রণশায়িত হইল। হতাবশিষ্ট শত্রুসৈন্য ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

গ্যারিবল্‌ডী এক্ষণে কয় দিনের জন্য নিজ সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন। কারণ বিংশতি দিবসের অশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁহার সৈন্যেরা একেবারে শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই বিংশতি দিনে সেই গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা একটী প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। সান্ ফার্ম্মো, কোমো, ল্যাডেনো, ভারীজ ও মনজার বিখ্যাত বিজয়-পরম্পরা এই কয়দিনেই লব্ধ হয়। কিন্তু এই বিজয়-পরম্পরা বহুমূল্যে ক্রীত হয়। ঐ সকল যুদ্ধে আল্‌পস সেনার অনেক বীর-রত্ন সমরশায়িত হন। যদিও বাছা বাছা ভলণ্টিয়ার সৈন্যে তাঁহাদিগের স্থান পূরিত হইতে লাগিল, তথাপি গ্যারিবল্‌ডী তাহাদিগের শোক

সহজে ভুলিতে পারেন নাই। দিন দিন অসংখ্য লোক ভলণ্টিয়ার হইবার জন্য আসিতে লাগিল। কিন্তু যাঁহারা শারীরিক ও নৈতিক উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ, যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও সম্মান-জ্ঞান অক্ষুণ্ণ, তাঁহারাই সিকাটোরি সৈন্যের অন্তর্ভূত হইতে পারিতেন।

সৈন্যগণের বার্গেমো-অবস্থিতিকালে গ্যারিবল্‌ডী ভিক্‌টর ইমান্যুয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিলান্‌ যাত্রা করেন। রাজা সবিশেষ উৎসাহ ও সমাদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন। উভয়ের গোপনে অতি নিগূঢ় মন্ত্রণা হয়। সেনাপতি বক্ষে বিজয়-দ্যোতক রাজদত্ত সুবর্ণপদক ধারণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি আপন বীর সৈন্যগণের বীরত্বের পুরস্কার জন্য অসংখ্য রাজদত্ত ক্রস্‌ ও অলঙ্কার লইয়া আসেন। তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি ভিক্‌টর্‌ ইমান্যুয়েলের এরূপ শ্রদ্ধা ছিল, যে তিনি বলিয়াছিলেন যে ইতালীয় 'অগ্র সেনার' অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে যদি তাঁহাকে রাজসিংহাসন ও রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিতে হয়, তিনি তাহাতেও প্রস্তুত আছেন। গ্যারিবল্‌ডীর সৈন্য যখন বার্গেমোতে, তখন মিলিত সেনা পশ্চাতে আদ্দা-নদী-তীরে অবস্থিত ছিল। গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা সতত মূল সেনার অগ্রগামিনী থাকিত বলিয়াই, ইহা 'অগ্র সেনা' বলিয়া আখ্যাত হইত।

১১ই জুন গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা বার্গেমো পরিত্যাগ করিয়া ব্রেস্কিয়া-অভিমুখে অভিযান করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই আদেশ গগন-বিদারী জয়ধ্বনির সহিত গৃহীত হইল। এই নগর দুর্গ দ্বারা সুসংরক্ষিত ছিল। সুতরাং সকলেই জানিত এই নগর বেয়নেটাগ্রে দখল করিতে হইবে, এবং এই আক্রমণে অসংখ্য সৈন্য নিহত হইবে জানিয়াও সকলে মহোৎসাহে সেই নগরাভিমুখে চলিলেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে ইচ্ছা হইলেও আর পশ্চাদ্‌পদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ গ্যারিবল্‌ডীর দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের নিকট "না" শব্দ স্থান পাইত না। যিনিই যাইতে অস্বীকৃত হইবেন, তিনিই সেনাপতির নিকট গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এই ভাবিয়া ও জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া, তদীয় বীর সৈন্যদল

'মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্, শরীরং বা পাতয়েয়ম্'— সঙ্কল্প করিয়া চলিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডী নিজ সৈন্যগণকে নানাদলে বিভক্ত করিয়া নানা দিক্ দিয়া নগর আক্রমণ করিলেন। অষ্ট্রিয়ানেরা ভাবিল— যে এই সকল ক্ষুদ্র সেনাদল মূল সেনার অগ্রদল মাত্র। এই ভাবিয়া তাহারা বার্গেমোতে যেরূপ করিয়াছিল, এখানেও ঠিক্ সেইরূপ করিল। তাহারা পেট্রিয়ট্-সেনার হস্তে নগর অর্পণ করিয়া পলায়ন করিল। গ্যারিবল্ডী যে এই ক্ষুদ্র সেনা লইয়া মূল সেনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এত দূরে আসার সাহস করিবেন—তাহারা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাই তাহারা নগর-রক্ষার জন্য কোন আয়োজন করে নাই। সুতরাং তাহাদিগকে ভয়ে নগর ফেলিয়া পলায়ন করিতে হইল। আজ গ্যারিবল্ডী বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় নগরবাসিগণের জয়ধ্বনি ও নাগরিক-শাসন-সমিতির অভ্যর্থনার মধ্যে মহোৎসাহে ও মহোৎসবে নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিজয়-সূচক ঘণ্টা-ধ্বনি হইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডিনী সেনার জন্য পানীয় ও আহার-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া নগরের প্রতিগৃহ উন্মুক্ত-দ্বার হইতে লাগিল। নগরের সৌধরাজি দীপমালায় আলোকিত হইল। যে নগর ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এক দিন ঘাতক অষ্ট্রীয়-সেনাপতি হেনার্ড—(Haynard.) এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, আজ সেই ব্রেস্কিয়া নগর গ্যারিবল্ডীকে 'উদ্ধারকর্ত্তা' বলিয়া মহাসমাদরে গ্রহণ করিল। আজ তাহার জাতীয় দুর্গতির অবসানের দিন। সুতরাং আজ তাহার অধিবাসি-বৃন্দের হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাসের পরিমাপ করে কাহার সাধ্য?

ব্রেস্কিয়াতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বৈপ্লবিক সমর আরম্ভ হইল। গ্যারিবল্ডী তথা হইতে পার্শ্ববর্ত্তী নগর-সকলের শাসন-সমিতিকে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার অনুরোধ পালন করিতে লাগিলেন। সুতরাং সে প্রদেশের সর্ব্বত্র জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইল। গ্যারিবল্ডী এক খানি বৃহৎ গাড়ীতে (Omnibus) অষ্টাদশ সৈনিক পুরুষকে ইড্রো নগরে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি

কর্ণেল্ টুর্* ও মেজর কামুজি (Cammuzi) তাঁহাদিগের অধিনায়ক হইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাতে আর একখান ছোট গাড়ীতে করিয়া গমন করিলেন। তাঁহারা ইড্রো-নগর-বাসিগণ কর্ত্তৃক মহাসমাদরে পরিগৃহীত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে নগরে মহা উৎসব হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে মঙ্গল-সূচক ঘণ্টা-ধ্বনি হইতে লাগিল; এবং নগরের শাসন-সমিতির প্রাসাদোপরি ত্রি-বর্ণ জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইল। সেনাপতি-দ্বয় সেই অষ্টাদশ জন সৈনিক পুরুষকে নগরের দুর্গ-রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আপনারা সেই ডিষ্ট্রিক্ট হইতে সার্দ্ধ দ্বিশত অত্যুগ্র-উৎসাহ-শীল ও সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব যুবক ভলণ্টিয়ার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বেস্কিয়া নগরে প্রত্যাগত হইলেন।

* কর্ণেল টুর্ (Turr) একজন প্রধান গ্যারিবল্ডী-ভক্ত ও একজন পরম স্বদেশবৎসল বীর। এই বীর পুরুষ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে নিজ দেশ হঙ্গেরী হইতে তাড়িত হন। তিনি স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া রোমের অবরোধকালে গ্যারিবল্ডীর সাহায্য করিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে রোমাভিমুখে আসিতেছিলেন; কিন্তু আসিয়া শুনিলেন রোম শত্রুহস্তগত হইয়াছে। তখন তিনি ভগ্ন-হৃদয়ে তথা হইতে চলিয়া গিয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সুবিধা খুঁজিবার জন্য সমস্ত ইউরোপ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্রিমিয়া যুদ্ধে যাইতে ছিলেন, এমন সময় বুচারেষ্ট (Buchraest) নগরে অষ্ট্রিয়ানেরা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। অতি কষ্টে তিনি কারাগারে কিছুকাল যাপন করেন। বহুদিন ধরিয়া তাঁহার বিচার হইতে থাকে। প্রতিদিন তিনি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন, এমন সময় একদিন এই আনন্দপূর্ণ সংবাদ আসিল যে ইংলণ্ডের অনুরোধে তাঁহার প্রতি পূর্ব্বে যে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছিল তাহা রহিত করিয়া, নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত করা হইল। তিনি তাহাতেই পরম সন্তুষ্ট হইলেন। কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া তিনি দ্রুতপদে গ্যারিবল্ডীর পতাকা-মূলে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। আজ সুবিধা পাইয়া তিনি মনের সাধে পরজাতি-শত্রু অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ত্রি-পন্তীর (Triponti) যুদ্ধে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

পাঠক! আমরা গ্যারিবল্‌ডীকে ব্রেস্কিয়া হইতে চারি মাইল দূরে সেণ্ট ইউফিমিয়া নগরের শিবিরাভ্যন্তরে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। চলুন্‌ দেখিগে, তিনি কি করিতেছেন। সার্ডিনীয় সেনা হইতে সাহায্য পাইবার আশায় বঞ্চিত হইয়া তিনি ত্রি-পন্তী বা ত্রি-সেতু* নামক স্থানে অষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করেন। এই ত্রি-সেতু সমরে গ্যারিবল্‌ডী অষ্ট্রীয়গণকে ছয় বার পরাস্ত করেন, এবং অবশেষে তাহাদিগকে সে স্থান হইতে একবারে তাড়িত করেন। এই যুদ্ধে যদিও তিনি বিজয় লাভ করেন বটে, তথাপি ইহাতে তাঁহার এত সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল যে নব বল সঞ্চয়ের নিমিত্ত তাঁহাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া মূল সেনার সহিত মিলিত হইতে হইল। তথায় যাইবামাত্র তিনি ভল্‌টার্‌লাইন্‌ প্রদেশে সমরানল প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত ভোবানো নগরের পথ দিয়া গার্ডা-হ্রদাভিমুখে যাত্রা করিবার আদেশ পাইলেন।

গার্ডাহ্রদের তীরে ও সালো (Salo) নগরের পথে অবস্থিত কাষ্টে-নেডেলো নগর দখল করিবার জন্য গ্যারিবল্‌ডী দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য লইয়া সেইদিক্‌ যাত্রা করিতেছিলেন। এমন সময় অষ্ট্রীয় সেনাপতি অর্ব্বান্‌ (Urban) মহতী সেনা লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্‌ডী যে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন, একটী গুলির আঘাতে সে ভূপাতিত হইল, ও সেই সঙ্গে আরোহীকেও ভূতলশায়ী করিল। বেগে পতন হেতু গ্যারিবল্‌ডী ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা সেনাপতির মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। গ্যারিবল্‌ডী ইহা শুনিয়া নিমেষ-মধ্যে উল্লম্ফে ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া তরবারির বিঘূর্ণন দ্বারা সৈন্য-গণকে জানাইলেন যে তিনি অব্যাহত আছেন এবং ভীষণরবে বলিয়া উঠিলেন—'আক্রমণ কর'। তাঁহার বাক্যের মোহিনী শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়া তদীয় সৈন্যগণ বিচিত্র চক্রগতিতে বেয়নেট হস্তে শত্রু-দিগকে আক্রমণ করিলেন। সে বেগ সম্বরণ করে কাহার সাধ্য? সে

---

* Tri-Ponti Three-Bridges.

দুর্দ্দমনীয় বেগের সম্মুখে অর্ব্বানুকে পশ্চাদ্‌পাদ হইতে হইল। সেই গতিতেই সেই পেট্রিয়ট্‌-সেনা সালো নগরের ভিতর প্রবেশ করিল। অষ্ট্রিয়ানেরা পূর্ব্ব হইতেই নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল,। সুতরাং তাঁহারা অবাধে নগর অধিকার করিলেন। নগরের অধিবাসিবৃন্দ মহা-সমাদরে ও মহোৎসাহে উদ্ধারকর্ত্তৃগণকে গ্রহণ করিলেন। প্রতিগৃহে উৎসব হইতে লাগিল—ও প্রতিগৃহ রজনী-সমাগমে দীপমালা পরিধান করিল।

পীড্‌মণ্টের দুর্গপ্রাচীর পরিত্যাগ করিয়া গ্যারিবল্‌ডী যে দিন অভিযানে নির্গত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে আজ কেবল একমাস কালমাত্র অতীত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে গ্যারিবল্‌ডী কি অপূর্ব্ব বিজয়মালা পরিধান কবিয়াছেন!—কি অদ্ভুত অবদানপরম্পরা সম্পাদন করিয়াছেন! ইহার তুল্য কাণ্ড পৃথিবী আর কখন দেখে নাই। এই সমরকালে তদীয় পেট্রিয়ট্‌-বাহিনী সার্ডিনীয় ধনাগার হইতে বা সার্ডি-নীয় সমরসচিব-সমিতির নিকট হইতে কোন-প্রকারই সাহায্য পান নাই। কেহ গ্যারিবল্‌ডীকে সৈন্যসাহায্য দেন নাই, অথচ অসংখ্য লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সৈন্যসংখ্যা স্ফীত হইতে লাগিল। যখন তিনি সালো-নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সৈন্যের সংখ্যা পঞ্চদশ সহস্র দাঁড়াইয়াছে। দ্রুতগামিনী চক্রভ্রমিনী গ্যারিবল্‌ডী-সেনা ষ্টেটের নিকট কোনও সাহায্য পায় নাই, অথচ তাহার কোন বিষয়েরই অভাব হয় নাই। সেই বিজয়িনী সেনা পথে যে কোন নগর পাইয়াছে, সেই স্থানেই বিজয়ী উদ্ধার-কর্ত্তার সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইতালীর নগর-সকল পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদিগের প্রতি সমাদর ও যত্ন করিয়া-ছেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত অর্থসাহায্য আসিয়া গ্যারিবল্‌ডীর সামরিক কোষ পূর্ণ করিয়াছে। নগর-সকল অংশাংশি করিয়া তাঁহার সৈন্যগণের ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিল। বার্গেমো দুই সহস্র সৈন্যের, ও কোমো সার্দ্ধ এক সহস্র সৈন্যের, অশন বসনের ভার লইল। লোডি

পঞ্চাশ-সহস্র-ফ্রাঙ্ক-পরিমিত অর্থসাহায্য প্রদান করিল। ব্রেস্কিয়া—সৈন্যবিভাগের এক ডিভিজনের আহারসামগ্রী, জুতা ও ষ্টকিং-এর ভার লইল। অন্যান্য নগরও যথাসাধ্য জাতীয় সমরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ বহন করিতে লাগিল। অনেক সময় গ্যারিবল্ডীর সৈন্যগণকে, বন্ধুর পথে দ্রুতগতি-নিবন্ধন জুতা ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, রিক্তপদে গমন করিতে হইয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা কোন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই নব বিনামায় তাঁহাদিগের চরণ সুশোভিত হইয়াছে। তাঁহার সৈন্যগণের সহিত কোন বোঝাবুঝি যাইত না, ও কোন কামান কোন শকটোপরি বাহিত হইত না। প্রত্যেক সৈনিক নিজ নিজ নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী একটী ব্যাগে পূরিয়া তাহা গলে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের সাদা সিধা ও স্থলসামরিক গাত্রাবরণই—কি নিদ্রিত কি জাগ্রত সকল অবস্থাতেই—তাঁহাদিগকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপকরণ-সামগ্রী ছিল *। তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের ন্যায় লঘু

* এক জন প্রসিদ্ধ লেখক গ্যারিবল্ডিনী-সেনা-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন: "সেই আল্‌প্‌স সেনার অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলে হৃদয় বিগলিত হইত। গাত্র লঘু সামরিক পরিচ্ছদে আবৃত, ও হস্ত হস্তাবরণ-শূন্য—সুতরাং আল্‌প্‌সের দুরন্ত শীতে কম্পান্বিত, তথাপি প্রত্যেক ভলাণ্টিয়ার সৈন্য অকাতরে অতি কঠোর সামরিক শাসনে অবস্থিত। সকলেই প্রায় ভদ্রলোকের সন্তান, সুতরাং কষ্ট ও পথভ্রমণে অদীক্ষিত। এইজন্য সেই কষ্টপূর্ণ ত্বরিত গমনে অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়িতে লাগিলেন; সুতরাং হাঁসপাতাল সকল রোগীর সংখ্যায় পূর্ণ হইতে লাগিল। রোগে তাঁহারা যখন অভিভূত, তখনও একটী গুলির শব্দ শুনিলেই অমনি সমরোৎসাহে উদ্দীপিত হইতেন। গ্যারিবল্ডীর নামোচ্চারণে বা যুদ্ধার্থ আহ্বানের শ্রবণে মরণোন্মুখ ব্যক্তিও সংজ্ঞা লাভ করিতেন। গ্যারিবল্ডিনী সেনার জাতীয় যুদ্ধে এত দূর উৎসাহ ছিল যে একবার—শুনিলে গাত্র বিস্ময়ে লোমাঞ্চিত হয়—আট জন ভলাণ্টিয়ার সৈন্য, গুলির শব্দে যুদ্ধ বাধিয়াছে জানিতে পারিয়া, চিকিৎসালয়ের রুগ্নশয্যা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেই আট জনই প্রাণোৎসর্গের সহিত যুদ্ধ করিলেন। দুই জন যুদ্ধে হত হইলেন, দুই জন আহত হইয়া সৈন্য

সামরিক পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শয়ন করিতেন, এবং সঙ্কেত মাত্র উঠিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে অভিযান করিতেন।

মিলিত সেনা এক্ষণে চীজ্ নদী পার হইয়া ভিনিসিয়া-অভিমুখে যাত্রা করিল। এদিকে গ্যারিবল্ডী স্থালো নগর দখলের পর ষ্টেল্ভিয়ো (Stelvio.) গিরিপথের রক্ষাকার্য্যে প্রেরিত হইলেন। টাইরল্ হইতে লম্বার্ডিতে আসিতে হইলে এই গিরিপথ দিয়া আসিতে হয়। আর সিয়াল্ডিনি একদল সৈন্য লইয়া তলবর্ত্ম (Tunnl pass) রক্ষা করিতে লাগিলেন; ট্রেন্‌গিনো হইতে লম্বার্ডী আসিতে হইলে এই পথ দিয়া আসিতে হয়। মিলিত সেনার মূল অংশ এই সময় টিসিনো ও আদ্দা নদীতীরে অবস্থিত ছিল। টাইরল্ হইতে সহসা আসিয়া অষ্ট্রিয়ানেরা ইহাকে আক্রমণ করিতে যাহাতে না পারে, সেই জন্যই এই উদ্যোগ ও আয়োজন করা হইল। ইত্যবসরে মিলিত ফরাশি ও সার্ডিনীয় সেনা মিন্‌সিয়ো-নদী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্যারিবল্ডী ষ্টেল্ভিয়ো গিরিপথ বন্ধ করিবার মানসে সেই গিরিপথের পার্শ্বস্থিত টিরানো (Tirano) নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য সেই স্থানে এক দল অষ্ট্রীয় সৈন্য স্থাপিত ছিল। গ্যারিবল্ডিনী সেনার সহিত সেই অষ্ট্রীয় সেনাদলের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ভারতের যেমন গুর্খা সৈন্য, ইতালীর সেইরূপ টাইরলীজ্ সৈন্য। ইহারা ক্ষিপ্রপদ, সুদৃঢ়কায়, ও কষ্টসহ। এই টাইরলীজ্ সৈন্য গিরিযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী। ইহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে যেরূপেই হউক্ না সেই গিরিপথ উন্মুক্ত রাখিবে; গ্যারিবল্ডীও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া সে গিরিপথ বন্ধ করিবেন। অবিরাম ঘাত প্রতিঘাতের পর অবশেষে অজেয়

ব্যূহের পশ্চাদ্দিকে আনীত হইলেন। আর চারি জন সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত ও বিশীর্ণ অবস্থায় দিনান্তে আবার হাঁসপাতালে ফিরিয়া আসিলেন"।

গ্যারিবল্ডী সেনারই জয় হইল। এই সকল গিরিযুদ্ধে গ্যারিবল্ডিনী সেনা অদ্ভুত বীরত্ব ওরণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল। উক্ত গিরিপথ বন্ধ করিয়া গ্যারিবল্ডী বোর্মিয়ো (Bormio) অভিমুখে অভিযান করেন। ভীষণ আক্রমণে বোর্মিয়ো তাঁহার হস্তগত হয়। বিস্মিত অষ্ট্রীয় সৈন্য নগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক টাইরলাভিমুখে প্রস্থান করে। জুলাই-এর প্রথম হইতে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে সমস্ত গৈরিক প্রদেশ গ্যারিবল্ডীর হস্তে পতিত হয়। এই ভল্টর্নাইন্ সময়ে গ্যারিবল্ডিনী সেনা গিরিযুদ্ধে প্রথম দীক্ষিত হয়, ও সবিশেষ দক্ষতা লাভ করে। চতুর্দ্দিকে উত্তুঙ্গ আল্পস্ গিরিমালায় পরিবেষ্টিত, পাদদেশ প্রচণ্ড তরঙ্গিণীনিচয়ে শতধা খণ্ডশঃকৃত—এবম্ভূত সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে গ্যারিবল্ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভা সবিশেষ স্ফূর্ত্তি পায়। তাঁহার অধীন সেনাপতিগণ—মেডিসি, বিক্সিয়ো, কোজেন্স, কোটে, চিয়াসি, গিসিরো প্রভৃতি—এই গিরিযুদ্ধে যে বহুদর্শিতা লাভ করেন, তাহা আগামী বৎসরে সিসিলি ও নেপল্সের যুদ্ধে সবিশেষ কার্য্যকারক হয়। গ্যারিবল্ডী ও তদীয় বীর সৈন্যগণ এই সময়ে এতাদৃশী রণনিপুণতা প্রদর্শন করেন, যে রণধুরন্ধর প্রবয়াঃ অষ্ট্রীয় ও ফরাশি সেনাপতিগণও তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

গ্যারিবল্ডিনী সেনা আইসিয়ো (Iseo) নদীর তীরবর্ত্তী লোভিয়ার নগরে অবস্থিত হইয়া ঘটনা-স্রোতের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়—'যুদ্ধ আপাততঃ স্থগিত থাকিল'—সহসা এই সংবাদ আসিল। তাহার পরই ১৫ই জুলাই তারিখে ভিলা ফ্রাঙ্কার (Villa-franca) সন্ধি সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইল। তাহার পরই সাময়িক শান্তির সংবাদ প্রচারিত হইয়া ইতালীকে যেন ক্ষণকালের জন্য জীবনীশক্তি-শূন্য করিল। গ্যারিবল্ডিনী সেনা যখন ভেরোনার প্রাচীরের সম্মুখে দণ্ডায়মান, ভিনিসিয়া যখন এখনও অষ্ট্রীয়গণের করতলস্থ, তখন শান্তি! কি লজ্জার কথা! ইজ্রেল্ পুত্রগণ লোহিত সাগরের মধ্যে যাইয়া জলরাশি-নিহিত হইয়া যেন জীবন্ত সমাধি পাইল। 'শান্তি!' কি

মধুমাখা শব্দ। কিন্তু আজ ইহা যেন সমস্ত ইতালীতে গরল বর্ষণ করিতে লাগিল। আজ শান্তির সম্বাদে ইতালীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। মিলান্, ভেরোনা ও ভিনিসের অধিবাসিবৃন্দের অনেকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল! অধিক কি কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া দাসত্বযন্ত্রণা হইতে মুক্তি-লাভ করিল! দাসত্বযন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু যে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ একথা ভারতবাসীর কর্ণে ভাল লাগিবে না—কারণ ভারতবাসী বহুদিনের দাসত্বে মৃতপ্রায়। কিন্তু সে যন্ত্রণা ইতালীবাসিগণের সত্যই অসহ্য হইয়াছিল বলিয়াই ইতালী আজ স্বাধীন।

এই সন্ধি স্বাধীনতা দেবীর মস্তক হইতে রত্ন-মুকুট কাড়িয়া লইয়া যথেচ্ছাচারিণী দেবীর মস্তকে পরাইল। ইহা তিন কোটী অধিবাসীর হৃদয়-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া শেষোক্ত দেবীর চরণে অঞ্জলি দিল। টিউরিন্, ফ্লরেন্স ও জেনোয়া নীরবে এই অত্যাচার সহিল। কিন্তু মিলান্, ভিনিস্ ও বেরোনার কাতরোক্তিতে সভ্য জগতের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল!

এই সংবাদে গ্যারিবল্ডিনী সেনার ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না। তাঁহারা স্বাধীনভাবে ভিনিসিয়ায় প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিবেন এই সঙ্কল্প করিলেন। গ্যারিবল্ডী তাঁহার সৈন্যগণকে স্থির হইতে বলিয়া অবিলম্বে ভিক্টর ইমানুএলের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও নিজ কর্ম্মভার পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহার কর্ম্মত্যাগ স্বীকার করিলেন না, এবং বলিলেন যে 'ইতালী এখন আপনার সৈন্যের সাহায্যপ্রার্থী; সুতরাং আপনাকে সেনাপতি থাকিতেই হইবে!'

ভিক্টর ইমানুএলের এই নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গ্যারিবল্ডী তাঁহার উপর বিশেষ প্রীত হইলেন। যে দিন ভিক্টর্ ইমানুএল্ প্যালেষ্ট্রো-যুদ্ধে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণোৎসর্গ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই গ্যারিবল্ডীর তাঁহার প্রতি সবিশেষ মমতা জন্মিয়াছিল। আজ তাঁহার এই বাক্যে সেই মমতা দ্বিগুণিত হইল। এই জন্যই গ্যারিবল্ডী নীরবে সেই শান্তি-জনিত মনঃপীড়া সহ্য করি-

লেন। তিনি ইতালীর মানচিত্র হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আবার কোথায় বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করিবেন। তিনি সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

ভিনিস্ ও ভেরোনা অষ্ট্রিয়ার হস্তে থাকিতে, ভিলা-ফ্রাঙ্কার শান্তি-রূপ শ্মশান-বস্ত্র ইতালীর মৃতদেহে কে পরাইল? মরণোন্মুখ রোগীর মুখ হইতে সঞ্জীবনৌষধ কে কাড়িয়া লইল? ভিক্টর্ ইমানুএল্ কি এরূপ জাতীয়-বিশ্বাসহন্তা হইবেন? না! এ বন্দোবস্তে তাঁহার কোনও হস্ত ছিল না। ধূর্ত্ত-চূড়ামণি তৃতীয় নেপোলিয়ন্ ইতালী উদ্ধার করিবার ব্যপদেশে ইতালীকে এই শোচনীয় দশায় আনীত করিলেন! ভিলা-ফ্রাঙ্কার সন্ধির সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বে ভিক্টর ইমানুএল্,তাঁহার মন্ত্রিসভা, বা তাঁহার স্বজাতি—অধিক কি পৃথিবীর কেহই এ সংবাদ জানিতে পারে নাই! নেপোলিয়ন্ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ইতালী উদ্ধারার্থ আসিয়াছিলেন,—তিনি সেই মধুময় কথা সর্ব্বদা বলিতেন, লিখিতেন, ও প্রচারিত করিতেন! তাই সার্ডিনীয়া-রাজ ও তদীয় মন্ত্রিসভা ও প্রজাবর্গ তাঁহাকে ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা ভাবিয়া তাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া—সমস্ত জাতীয় বিশ্বাস তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া—পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। এই সন্ধির সংবাদে তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর হইল। এই সন্ধি আপাততঃ তাঁহাদিগের হস্ত পদ বন্ধন করিল—ভিনিসিয়ার শৃঙ্খল দৃঢ়তর করিল। এখন ভিনিসিয়াকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে হইলে ইতালীকে, সমবেত ফরাশি ও অষ্ট্রীয় সেনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইতালী ইহার জন্য এখনও প্রস্তুত নহে—এই জন্যই ভিক্টর ইমানুএল্ মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় সমস্ত সহিলেন!

যাঁহার পরিষ্কার-বুদ্ধি-বলে ও গভীর হৃদয়ভাবে এত দিন—অতি সঙ্কট সময়ে—ইতালীর রাজকার্য্য অতি দক্ষতার সহিত চালিত হইয়া আসিতেছিল, সেই প্রধান সচিব কাউণ্ট কাভুর এ লজ্জাকর সন্ধিতে সম্মতি দিতে অক্ষম হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

এই সময় গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইমানুএলের কাতর বচনে গলিত না

হইয়া,যদি স্বাধীনভাবে গেরিলাযুদ্ধে নিযুক্ত হইতেন,তাহা হইলেই ভিক্টর ইমানুএলের মস্তক হইতে রাজ-মুকুট খসিয়া পড়িত; আর সমবেত ফরাশি ও অষ্ট্রীয় সৈন্যের সহিত সংগ্রামে গ্যারিবল্ডী যদি পরাস্ত হইতেন,তাহা হইলে ইতালীর শৃঙ্খল দৃঢ়তর ও বহুতর-দিন-স্থায়ী হইত। এ সময় গ্যারিবল্ডী ইতালীরাজের কথায় সম্মত হইয়া ইতালীকে প্রকৃত প্রস্তাবে বিষম সঙ্কট হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণের মনের বেগ এখনও শান্ত হয় নাই। তাঁহারা এ শান্তির নিয়মে কিছুতেই বাধ্য হইতে চাহিতেছিলেন না।

এই জন্য গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ১৯এ জুলাই তারিখে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেনঃ—

"বর্ত্তমান অবস্থায় রাজ-নৈতিক ঘটনাবলীর পরিণতি যেরূপেই হউক না কেন, ইতালীয়গণের অস্ত্র ত্যাগ করিবার বা হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। তাঁহারা অস্ত্রধারণ-পূর্ব্বক আপন আপন স্থানে যুদ্ধার্থ সজ্জিত থাকিয়া, ইউরোপকে দেখাইবেন যে তাঁহারা ভিক্টর ইমানুএলের অধিনায়কত্বে থাকিয়া যে কোন অবস্থায় জাতীয় সমর চালাইতে প্রস্তুত আছেন। কে বলিতে পারে যে যখন আমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছি তখনই আতঙ্কের ভেরী বাজিয়া উঠিবে না? (সাক্ষর)

সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

কাভূরের কর্ম্মত্যাগ ও এই ঘোষণাপত্রে সকলেই বুঝিলেন যে ভিক্টর ইমানুএল্,কাভূর ও গ্যারিবল্ডী—তিন জনেই ইতালী উদ্ধারের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ হইয়া আছেন। এই বিশ্বাস লোকের মনে যত বদ্ধমূল হইতে লাগিল, ততই সকলে স্থির ও শান্তভাব অবলম্বন করিল। ইতালীর মৃতদেহে আবার নূতন আশার অঙ্কুর দেখা দিল।

এদিকে কুচক্রী নেপোলিয়ান্ ইতালীকে আপন ইচ্ছামত ভাগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে লোরেন্সের লিওপোল্ড, ফ্লরেন্সের; ফ্রানসিস্-দি-এষ্ট, মডেনার; বোর্ব্বোণের ডচেস্, পার্ম্মার; এবং পোপের প্রতিনিধিগণ বলোনা, ফেরারা, ফর্লি ও রাভেনার অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু তত্তৎ-স্থানের অধিবাসীরা এ

প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহারা ভিক্টর ইমানুএলের অধীনতা স্বীকার করিল। নেপোলিয়নের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতঃপর ইতালীয় কার্য্য-স্রোত চলিতে লাগিল। নেপোলিয়ন্ ভাবিয়াছিলেন যে তিনি অন্ততঃ তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ নেপোলিয়নের জন্য ইতালীর এক খণ্ড পাইবেন। কিন্তু প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুদ্ধ মানচিত্র দেখিয়াই রাজ্য ভাগ করার কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার কোন আশাই পুর্ণ হইল না।

এই সঙ্কট সময়ে ইতালীর কার্য্য-স্রোতের অধিনয়ন জন্য ভিক্টর্ ইমানুএল্ কাভূরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাভূর ভিলাফ্রাঙ্কার সন্ধি-জনিত মনস্তাপ ভুলিয়া আবার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে মধ্য ইতালী তাঁহার সবিশেষ চিন্তার বিষয় হইল।

এ দিকে গ্যারিবল্ডীর দুর্দ্দমনীয় যুযুৎসা ও তদীয় ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণের অদমিত রণোৎসাহে জিইরিচের কংগ্রেস্ মহাভীত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে গ্যারিবল্ডীর যেরূপ ভাবগতি, যেরূপ রণবিষয়িণী প্রতিভা, এবং যেরূপ লোকপ্রিয়তা, তাহাতে কোনও প্রকার রাজনৈতিক কৌশলেই সমরানল নির্ব্বাপিত হইবে না। গ্যারিবল্ডীও দেখিলেন যে তিনি সেনাপতি থাকিতে ভিক্টর ইমানুএল্ ভিলা-ফ্রাঙ্কার সন্ধিকারিগণের সহিত মিলিয়া ও মিশিয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং তিনি আবার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ভিক্টর ইমানুএল কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলেন না; এবং এই সময় টস্কান সেনাপতি অলোয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করায় তাঁহাকে সেই পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু চতুর্দ্দিক্ হইতেই আপত্তি উঠায় গ্যারিবল্ডী তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। ফ্রান্সের প্ররোচনায় ভিক্টর ইমানুএল্ গ্যারিবল্ডীর অধীনস্থ ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। এক দিনে অষ্টাদশ সহস্র ভলণ্টিয়ার সৈন্য মডেনার মধ্য দিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। গ্যারিবল্ডী ইহাতে আপনাকে সবিশেষ অপমানিত মনে করিলেন।

গ্যারিবল্ডী এই সময় বলোগ্নার সৈন্যবিভাগের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তথাকার সামরিক সচিবসমিতিকে দমিত করিবার জন্য সেনাপতি ফাল্টিকে প্রেরণ করা হয়। তিনি গিয়া আদেশ প্রচার করেন যে কোন সৈনিক কর্ম্মচারীই অতঃপর গ্যারিবল্ডীর আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহেন। এতদ্ভিন্নও তিনি অন্যান্য বিবিধ প্রকারে গ্যারিবল্ডীকে অবমানিত করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডী আর সহিতে না পারিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

তিনি বলোগ্না পরিত্যাগ করিয়া বার্গেমোতে আসিয়া নিজ সৈন্যগণকে উদ্দেশ করিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহার মর্ম্ম এই :—" আমার অস্ত্রসহচরগণ! আমি নানা কারণে আপাততঃ কার্য্য হইতে অবসৃত হইতে বাধ্য হইলাম। সেনাপতি পেমোরেতীকে রাজা আমার স্থানে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি আশা করি, যে তোমাদের সাহস ও বীরত্বের ন্যায় তোমাদের রণ-কুশলতাও কার্য্য-ক্ষেত্রে থাকিলে সবিশেষ পরিবর্দ্ধিত হইবে। তখন তোমরা অধিকতর যোগ্যতার সহিত জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিবে। (স্বাক্ষর) গ্যারিবল্ডী।" বার্গেমো ১১ই আগষ্ট ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ।

গ্যারিবল্ডী কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলে কূট-রাজনীতিকীটেরা এক প্রকার যেন রক্ষা পাইল। গ্যারিবল্ডী আপাততঃ কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেন বটে, কিন্তু ইতালীর প্রজা-বৃন্দ ও রাজাও জানিতেন যে সময় আসিলে তিনিই আবার কার্য্য-স্রোতের নেতা হইবেন। গ্যারিবল্ডী যে নগর দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই নগরবাসিরাই তাঁহার সম্মানার্থ মহোৎসব করিতে লাগিল। তিনি বলোগ্নায় তাঁহার প্রিয় সহচর ইউগোবাসীর সমাধি-মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। অসংখ্য লোক তাঁহার সম্মানার্থ সেই সমাধি-মন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতালী যেন তাঁহার কটাক্ষ-মাত্রে চালিত হইতে লাগিল। এই সামান্য ঘটনায় দুইটী বিষয়ের পরীক্ষা হইল। গ্যারিবল্ডীর প্রতি ইতালীয়গণের প্রগাঢ় ভক্তি— ও তাহাদিগের গোপবিদ্বেষ, এ দুইই পরীক্ষিত হইল।

তিনি সেনাপতি ফাল্‌টীকে মধ্য ইতালীর সেনা সংগ্রহ করা বিষয়ে অনেক সাহায্য করেন; এবং আপনার সহ-সমরিগণকে সেনা-বিভাগের উচ্চপদে অভিষিক্ত করাইয়া দেন। রাভেনায় আসিয়া তিনি দশ লক্ষ বন্দুক কিনিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব করেন, এবং আপনার ভবিষ্য লক্ষ্য সম্বন্ধে একটী উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। শুদ্ধ যে ইতালীই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চাঁদা প্রদান করেন এরূপ নহে। ইংলণ্ড ও আমেরিকাও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য প্রদান করেন। তিনি এক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন যে তিনি অচিরাৎ দক্ষিণ ইতালী আক্রমণ করিবেন, এবং নিষ্ঠুর বোম্বিনো-(Bombino)কে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া ও দুই সিসিলিকে পরাজিত করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ইতালীকেই ভিক্টর ইমানুএলের রাজত্বাধীনে আনিবেন।

তিনি টিউরিণে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে মহা-সমাদরে গ্রহণ করিলেন। গুপ্ত মন্ত্র-ভবনে উভয়ের গূঢ় মন্ত্রণা হইল। উভয়ের মধ্যে কি স্থির হইল স্পষ্ট জানা গেল না বটে,- কিন্তু ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী দ্বারা সকলেই অনুমান করিল যে রাজা তাঁহাকে আপাততঃ ভিনিসিয়া, পোপের রাজ্য বা সিসিলি-দ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করা হইতে ক্ষান্ত থাকিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি মধ্য ইতালীয় সেনার সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া রাজার সহিত সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেন। গ্যারিবল্ডীর কার্য্য-পরিত্যাগ অতঃপর রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত হইল। ভিক্টর ইমানুএল্ সমবেত শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং তিনি এবার আর গ্যারিবল্ডীর কর্ম্মত্যাগে কোন বাধা দিলেন না।

কংগ্রেসের আদেশ পালনের জন্য রাজার অনুরোধ, ও কাভুরের তাহাতে গৌণ অনুমোদন—এই দুই কারণে ইতালীবাসিগণের অন্তরে ক্রোধানল প্রধূমিত হইতেছিল। আজ গ্যারিবল্ডীর কর্ম্মত্যাগে রাজা কোনও বাধা দিলেন না দেখিয়া প্রজাগণের অন্তর্নিগূহিত ধূমায়মান

ক্রোধাগ্নি জলজ্জ্বাল হইয়া উঠিল। তাহাদিগের হৃদয় এক্ষণে প্রবোন্মুখ আগ্নেয় পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া উঠিল। তাহারা স্পষ্টাক্ষরে দেখিল যে গ্যারিবল্‌ডীই তাহাদিগের একমাত্র আশাস্থল। তাহাদিগের অন্তর্জ্বলিত ক্রোধাগ্নি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে রাজবিরুদ্ধে বিদ্রূপরূপ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন বিপ্লব অনিবার্য্য। এই লৌকিক অভ্যুত্থান আপাততঃ স্থগিত রাখিবার জন্য গ্যারিবল্‌ডী ভবিষ্যৎ-আশাপ্রদ ও উদ্দীপনাপূর্ণ এই ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন :—

"ইতালীয় লোকসাধারণের প্রতি।—মধ্য ইতালীর সৈন্যবিভাগের অধিনায়ক হইয়া আমি যে কার্য্য-স্বাধীনতার অধিকারী ছিলাম, ষড়যন্ত্রিগণের গুপ্তমন্ত্রণায় ও অলক্ষিত বাধায় তাহার পদে পদে ব্যাঘাত ঘটায়, এবং সেই কার্য্য স্বাধীনতার সাধু বিনিয়োগ দ্বারা প্রত্যেক ইতালীয়ের হৃদয়ের যে প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে ছিলাম তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায়, আমাকে আপাততঃ অগত্যা সৈন্যবিভাগের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইল।

"আবার যে দিন ভিক্টর ইমানুএল্ স্বদেশের উদ্ধারের জন্য তাঁহার সৈন্যগণকে অস্ত্রগ্রহণ করিতে বলিবেন, সেই দিনই আমি আবার আমার বীরসহচরবৃন্দের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইব। যে শোচনীয় ও কূট রাজনীতি কিছুদিনের জন্য আমাদের কার্য্য-স্রোতের মহীয়সী গতি রোধ করিয়াছে, সেই কূট রাজনীতি যাহাতে বদ্ধমূল না হয়, এই জন্যই আমাদিগকে স্বাধীনতার বৈধ অধিনায়ক বীরবর ভিক্টর্ ইমানুএল্‌কে ঘিরিয়া থাকিতে হইবে। তিনি যে উত্তুঙ্গ ও অত্যুদার পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা হইতে কখনই অধিক দিন স্খলিত থাকিতে পারিবেন না। যাহারা আমাদিগকে আবার অতীতের ভীষণতায় লইয়া যাইতে চায়, তাহাদিগের সহিত সংগ্রামার্থ আমাদিগকে লৌহ ও সুবর্ণে সবিশেষ সংযোজিত হইতে হইবে। "নাইস্, ১৮ই নবেম্বর, ১৮৫৯।" (স্বাক্ষর) জোসেফ গ্যারিবল্‌ডী।"

ভিক্টর্ ইমানুএল্ বিশেষ গেজেটে গ্যারিবল্‌ডীর কর্ম্মত্যাগ প্রচার করিলেন, ও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন

যে গ্যারিবল্ডী তাঁহার অবৈতনিক সেনাপতির উপাধি আজীবন রাখিতে পারিবেন। অল্প দিন নাইসে পুত্রকন্যাগণের সহিত অবস্থিতি করিয়া গ্যারিবল্ডী তদীয় ক্যাপ্রেরাস্থিত দ্বীপাশ্রমে যাইবার জন্য জেনোয়ায় গমন করিলেন; কিন্তু সার্ডিনীয় শাসনসমিতির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহার দ্বীপাগমন আপাততঃ স্থগিত রহিল। তাঁহারা দেখিলেন যে গ্যারিবল্ডী ইতালীক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেই, আবার ইহাতে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে। তাহা হইলে আবার বৈদেশিক রাজবৃন্দ ইতালীর আভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপে আসিয়া হস্তক্ষেপ করিবেন। সার্ডিনীয় শাসন-সমিতির অনুরোধে গ্যারিবল্ডী রাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থান নিবারণের জন্য ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য-দ্যোতক যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"ইতালীর অধিবাসিবৃন্দ! তোমরা প্রত্যেকেই দশ লক্ষ বন্দুক ক্রয় করিবার অংশ বহন করিবে। প্রত্যেকেই আপন আপন বন্দুক সজ্জিত রাখিবে, যদি তোমাদের অপহৃত স্বত্বসকল তোমরা আজ ন্যায়-সঙ্গত-রূপে প্রাপ্ত না হও, তাহা হইলে হয়ত কাল তোমাদিগকে বলে সে সকল পুনরধিকার করিতে হইবে।

(স্বাক্ষর) জোসেফ্ গ্যারিবল্ডী।"

স্থিতিশীল দল এই দশলক্ষ বন্দুকের চাঁদা সংগ্রহ রোধ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু গ্যারিবল্ডীর প্রভাব তাঁহারা কিছুতেই প্রতিহত করিতে পারিলেন না। এই বাধায় ইতালীকে পুনর্জ্জীবিতা করিবার জন্য লোকের উৎসাহ ও ব্যগ্রতা দ্বিগুণিত হইল।

১৮৬০ সালের ১ লা জানুয়ারী টিউরিণে একটী রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে ভিক্টর্ ইমানুএল্ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন যে 'ইতালীয় প্রশ্নের মীমাংসা কামান দ্বারাই হইবে'। রাজবাক্য তারের সংবাদ অপেক্ষা দ্রুততর গমন করিল। সার্ডিনীয়া—রাজের এই বাক্য অচিরাৎ নেপোলিয়নের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। তিনি তিন দিবসের মধ্যে ভিক্টর্ ইমানুএল্‌কে অনুরোধ করিয়া পাঠান, যে তিনি যেন ইতালীতে ক্রমশঃ বদ্ধমূল 'সশস্ত্র জাতি' নামক সভা অচিরাৎ উঠাইয়া-

লেন। গ্যারিবল্ডী এই সভার সভাপতি ছিলেন। রাজার সহিত গ্যারিবল্ডীর এই সময় সবিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মে। সুতরাং রাজার অনুরোধ ও আপাততঃ ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার সমবেত শক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ভবিষ্য প্রকাণ্ড অভ্যুত্থানের ব্যাঘাত ঘটিবে মনে করিয়া তিনি নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র দ্বারা উক্ত সমাজ আপাততঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

" ইতালীয়গণের প্রতি।

" পরস্পর-বিবদমান বিশৃঙ্খল ইতালীয় উন্নতিশীল দলগুলির মধ্যস্থ-স্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে এক করিবার জন্য আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে 'সশস্ত্র জাতি' নামক সভার সভাপতিত্ব-পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

" কিন্তু যেহেতু 'সশস্ত্র ইতালীয় জাতি'—প্রজাদ্রোহী, দুর্নীতি-দূষিত ও যথেচ্ছাচারী ইতালীস্থ বা তদ্বহিঃস্থ রাজবৃন্দ ও আধুনিক জেস্থইট্-গণকে ভীত করিয়াছে, ও তাঁহারা 'পরিত্রাহি, পরিত্রাহি!' করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন; এবং যেহেতু সেই ভয়ত্রস্ত ব্যক্তিগণ আমাদিগের প্রজাবৎসল বীর নরপতিকে এই সভা উঠাইয়া দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন; সেই হেতু আমি আমাদের রাজাকে কোন বিপজ্জালে আবৃত না করিবার জন্য, আমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য আপাততঃ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।

"আমি সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে জানাইতেছি যে আজ হইতে এই সভা ভগ্ন হইল। কিন্তু আমি প্রত্যেক ইতালীয়কে আবার অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন দশ লক্ষ বন্দুক ক্রয় করা বিষয়ে আপন আপন অবস্থানুসারে সাহায্য করেন। যখন বৈদেশিক শত্রু সম্মুখে বিদ্যমান, তখনও যদি ইতালী দশ লক্ষ সৈনিককে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে মানবজাতির আর কোন আশা নাই। ইতালী সশস্ত্র হউন, তাহা হইলেই তিনি স্বাধীন হইবেন।

"টিউরিন্, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৬০ অপরাহ্ণ ৫টা।"

(স্বাক্ষর) জোসেফ্ গ্যারিবল্ডী।"

এই অনুরোধ রক্ষা করায় নেপোলিয়ন্ ইংলণ্ডের প্ররোচনায়, কংগ্রেসের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইমিলিয়া ও টস্‌কানী সার্ডি-নীয়া-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার অনুমতি দিলেন। ম্যাকিয়াভিলির রাজনীতিতে দীক্ষিত নেপোলিয়ন্ এই অনুমতি দিয়া স্যাভয় ও নাইস্ আত্মসাৎ করিবার জাল পাতিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সঙ্কট-সময়ে কাভুর আসিয়া সার্ডি-নীয়া-গবর্ণমেণ্টের কর্ণধার-স্বরূপ হন। তিনি নেপোলিয়ন্‌কে সেভয় ও নাইস্ দিবেন বলিয়া গোপনে স্বীকৃত হওয়াতেই, নেপোলিয়ন্ মধ্য ইতালীর উপর তাঁহার লক্ষ্য ছাড়িয়া দেন। কাভুর ইহা স্বীকার করিয়া বিষম বিপদে পড়িলেন। কারণ সেভয়—ভিক্টর ইমানুএলের বংশের শৈশব-দোলা, ও নাইস্ গ্যারিবল্‌ডীর জন্মভূমি। কাভুর অনেক বুঝাইয়া ভিক্‌টর ইমানুএল্‌কে এ প্রস্তাবে সম্মত করিলেন, কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী এ প্রস্তাবের কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। তিনি হৃদয়ের সহিত নেপোলিয়ন্‌কে ঘৃণা করিতেন, সুতরাং তাঁহার জন্মভূমি নেপোলিয়নের পদানত হইবে—ইহা তিনি কোন মতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন যে এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, তিনি স্বদেশে থাকিয়াও বিদেশীয় হইবেন। এ চিন্তা তাঁহার দুর্ব্বিষহ হইল। এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য এপ্রিল্ মাসে যখন টিউরিণের চেম্বার্সের অধিবেশন হইল, তখন কাভুর এই বিষয় লইয়া প্রমাদে পড়িলেন।

সেভয় ও নাইস্—ফরাশিরাজ্যভুক্ত হওয়ার এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই নাইস্ নগর, গ্যারিবল্‌ডীকে মহাসভায় আপনাদিগের প্রতিনিধি-রূপে পাঠাইলেন। কাভুরের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রতিবাদ আর কি হইতে পারে? কিন্তু সেভয়ের কথা স্বতন্ত্র। সেভয়ের স্বার্থ, রীতি-নীতি, ভাষা—সমস্তই ফরাশিগণের সহিত একীভূত ছিল। সুতরাং সেভয়বাসীরা বিশেষ আহ্লাদের সহিত এই পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিল।

গ্যারিবল্‌ডী সেভয় ও নাইস্—ফ্রান্সের সহিত অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে

যে প্রতিবাদ করেন, ৫ই এপ্রিলের অধিবেশনে সেই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্‌ডী অন্ততঃ স্বনগরী নাইস্‌কে পররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে দিবেন না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী সদ্বক্তাও ছিলেন না, এবং রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিও ধারণ করিতেন না। সুতরাং সে সভায় তাঁহার জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা অল্প ছিল। তিনি ইহা বুঝিয়া নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইলেন। কয়েক ঘণ্টা নীরবে কাষ্ঠাসনে বসিয়া গ্যারিবল্‌ডী সভার কার্য্য দেখিলেন। শেষে অপরাহ্ণ সার্দ্ধ চারি ঘটিকার সময় উঠিয়া কাভুরের দিকে ব্যাঘ্রদর্শনে তাকাইয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে সভার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে সভার কার্য্য ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইলে, তিনি কাভুরকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাঁহার এই প্রস্তাব গৃহীত হইবে কি না এই বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে তাহা ভোটে * প্রদত্ত হইল। কিন্তু অধিকাংশেরই ভোট তাঁহার বিরুদ্ধে হওয়ায়, তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। এই অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া গ্যারিবল্‌ডী বজ্রখণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় কাষ্ঠাসনোপরি বসিয়া পড়িলেন, এবং অবশিষ্ট সময় নীরবে অতি কষ্টে কাটাইলেন।

১২ই এপ্রিল মহা-সভার আবার অধিবেশন হইল। গ্যারিবল্‌ডী এবার পার্লেমেণ্টীয় নিয়মাবলীতে দীক্ষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সার্ড়িনীয় কনিষ্টিটিউসনের † ৫ম প্রকরণ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে—'পার্লেমেণ্টের অনুমতি না লইয়া রাজ্যের কোন অংশ পররাষ্ট্রভুক্ত করা হইবে না'। তিনি বলিলেন যে ২৪এ মার্চ্চের সন্ধিতে পার্লেমেণ্টের অনুমতি না লইয়া সেভয় ও নাইস্‌কে যে পররাষ্ট্রভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন স্বত্ব-পত্রের বিধি লঙ্ঘন করা হইয়াছে, ও জাতিগত স্বত্বকে পদদলিত

* এবিষয়ে সকল সভ্যের মত গৃহীত হইল।

† রাজ্যের ভিত্তিভূত স্বত্বপত্র।

করা হইয়াছে। সেভয় ও নাইস্‌কে নিজ রাজ্য হইতে যখন স্খলিত করা হইল, তখন তাহাদিগকে মনোমত রাজা বাছিয়া লওয়ার অধিকার দেওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ সকল অকাট্য-সত্য-পূর্ণ বাক্য কাভুরের কর্ণে অতি তীব্র লাগিল। তিনি ভাবিলেন যদিও তিনি কিঞ্চিৎ যথেচ্ছচারিতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য মঙ্গলময় ছিল। তিনি ফ্রান্সকে একটী সামান্য নগরী ও কতিপয় আল্‌প্সীয় প্রস্তর-খণ্ড দিয়া রত্নখনি মধ্য ইতালীকে, ইহার গ্রাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ সদনুষ্ঠানে যদি কিছু নিয়মবহির্ভূত কার্য্য হইয়া থাকে ত তাহা ক্ষমণীয়। কাভুর এই বলিয়া যে মনকে প্রবোধ দিতেন, তাঁহার পরবর্ত্তী উক্তি দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত হইতেছে। তিনি গ্যারিবল্ডীর প্রশ্নের এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন—'এই সন্ধির অনুকূলে প্রকৃত যুক্তি এই যে ইহা আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতির অঙ্গীভূত, অতীত রাজনীতির অপরিহার্য্য ও ন্যায়সঙ্গত পরিণাম, এবং উক্ত রাজনীতিকে ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত করার একমাত্র ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান'।

সে দিন কাভুরের অনুকূলে ১৯৬ ভোটের আধিক্য সংঘটিত হয়। পরদিন প্রত্যূষে গ্যারিবল্‌ডী শেষ বিদায় লইবার জন্য জন্মভূমি নাইস্ নগরে গমন করেন। কারণ তিনি ফরাশি নাগরিক ও ফরাশি সৈন্য-বিভাগের সেনাপতি হইতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। ২৪ এ মার্চ্চের সন্ধিতে এরূপ লিখিত ছিল—যে সার্ডিনীয় সৈন্য-বিভাগের কর্ম্মচারিগণের পদ ও বেতন অব্যাহত রাখিতে হইবে। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী বলিলেন যে 'কোন রাজনৈতিক পুরুষ বা রাজনৈতিক দলের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই; আমার জন্মভূমি,—একমাত্র আমার জন্মভূমিই—আমার লক্ষ্য'। গ্যারিবল্‌ডী সভাস্থলে যাহা বলিলেন যদি জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে অবিশেষ মঙ্গলের বিষয় হইত! কিন্তু ভবিতব্যতার দ্বার রোধ করে কাহার সাধ্য? গ্যারিবল্‌ডী ইতালীর আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া জীবনের শেষকালে অপদস্থ ও হতমান হইয়াছিলেন।

এই অধ্যায় সমাপ্ত করার পূর্ব্বে, আমরা গ্যারিবল্‌ডীর পারিবারিক জীবনের দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই যে রমণীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, পাঠকগণের স্মরণার্থ তাঁহার আবার পরিচয় দিই। ইনিই সেই মার্কুইস্ রেমল্‌ডীর কন্যা, যিনি পলায়মান অষ্ট্রীয়গণের নিকট হইতে গোপনীয় পত্র কাড়িয়া আনিয়া ভারীজ্ শিবিরে গ্যারিবল্‌ডীর হস্তে সমর্পণ করেন। এই রমণীর ও তদীয় পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গ্যারিবল্‌ডী তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন। কোমোনগরের গির্জ্জায় বিবাহবাসরে গ্যারিবল্‌ডী জানিতে পারিলেন যে উক্ত রমণী গর্ভবতী হইয়াছেন, এবং আপন লজ্জা নিবারণের জন্য তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতেছেন। জানিতে পারিয়া গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার আর মুখদর্শন করিতে চাহিলেন না। ইহার অল্প দিন পরে রমণী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। গ্যারিবল্‌ডী জানিতে পারেন যে তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধুই এই নবজাত শিশুর জনক। গ্যারিবল্‌ডী স্বাভাবিক সরলতা ও দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া বন্ধুবরের লজ্জা নিবারণের জন্য এই সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক গেজেটে প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু উক্ত রমণী অনেক বৎসর পরে পত্নীর অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য রাজ-দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহাকে অগত্যা বিয়োজনের (Divorce) মোকদ্দমা রুজু করিতে হইল। ইহাতে তাঁহার বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর গুপ্তকথা সমস্ত ব্যক্ত হইয়া পড়িল। ইতালীয় সমাজ একবাক্যে তাঁহাকে ইতালী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। অধিক কি তাঁহার নিজ পরিজনবর্গও তাঁহার মুখ দেখিতে চাহিল না। তিনি কয়েক বৎসর পরে পোলণ্ডের অভিযানে যোগ দেন এবং তথায় রুসীয়গণের হস্তে বন্দী হইয়া, রুসীয়ীয়-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, এবং তথাকার কঠোর শাসনে অনতিকাল মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

গ্যারিবল্‌ডীর সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার এই বিবাহ, কোমোনগরের পীডমণ্টীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে, তথায় সংঘটিত হয়। কারণ অষ্ট্রীয় আইনে এরূপ দুর্ঘটনায় বিয়োজন বিহিত ছিল।

কিন্তু যদি ইহা পীড্‌মণ্টরাজ্যে ঘটিত, তাহা হইলে সপুত্রা রেমণ্ডী-দুহিতাকে তাঁহার আজীবন ভরণপোষণ করিতে হইত, কারণ পীড্‌-মণ্টীয় আইনে কোন অবস্থাতেই বিয়োজন বিহিত নহে।

গ্যারিবল্‌ডী এরূপ সরল-হৃদয় ও ক্ষমাশীল ছিলেন যে তিনি বন্ধু-বরের ও উক্ত রমণীর এরূপ গুরুতর অপরাধ ভুলিয়া বালকটীকে দত্তক-পুত্র-স্বরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলিলেন 'যে এই নিরীহ বালকের কোন অপরাধ নাই, বিশেষতঃ ইহার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন'। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের গুরুতর আপত্তি নিবন্ধন, ও তাহার মাতামহ তাহার ভরণপোষণের জন্য সবিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি বালকটীকে দত্তক গ্রহণ করা হইতে ক্ষান্ত রহিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে তিনি বলোগ্‌নার সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রাণাধিকা আনিটার সমাধি-মন্দির দর্শন করিতে যান। তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রকন্যাগণও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাভেনার অদূরবর্ত্তী পিনেটা নামক স্থানের শস্য-ক্ষেত্রে আনিটার মৃতদেহ সমাধি-নিহিত হয়। এক দিন অষ্ট্রিয়ীয়গণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া গ্যারিবল্‌ডী সেই পথ দিয়া গমন করিয়াছিলেন। আজ তিনি বিজয়ী সেনাপতির বেশে সেই পবিত্র স্থান দর্শন করিতে চলি-লেন। বৃদ্ধা মাডেম্‌ দীদেরাইও তাঁহার সঙ্গে সেই সমাধি-স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেই সমাধির উপর এখন একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তর মনোহর কৃষ্ণবর্ণ মকমলে মণ্ডিত রহিয়াছে। মকমলের উপর বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প বিকীরিত রহিয়াছে। একজন পুরোহিত কৃষ্ণপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ও পুষ্প-স্তবক হস্তে লইয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সেই সমাধি-মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। গ্যারিবল্‌ডী তথায় যাইয়া আনিটার মঙ্গলোদ্দেশে সকলে মিলিয়া উপাসনা করিলেন—এবং উপাসনান্তে পাইন্‌-বৃক্ষ-পরিশোভিত ও নির্জ্জন ছায়াপ্রদেশে কিয়ৎ-কাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া, পরে শোকমূর্চ্ছিত হৃদয়ে সেই সর্ব্বাপেক্ষা

শোকময় স্থান হইতে মৃদুমন্দ গতিতে চলিয়া আসিয়া ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্থান গ্যারিবল্ডীর জীবনের পরম শোকস্থল! তিনি যখনই এই স্থানের উল্লেখ করিতেন, তখনই তাঁহার নয়ন-যুগল অবিরাম বারিবর্ষণ করিত। আনিটার স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ ছিল। ধন্য বীর! ধন্য তোমার পত্নীপ্রেম!

ঊনবিংশ অধ্যায়।

১৮৬০ সালের সিসীলীয় সমর।

ঐ যে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ঝির্ ঝির্ শব্দে গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইতেছে, তুমি আজ ইচ্ছা করিলে পাষাণ মুখে চাপাইয়া উহার গতি রোধ করিতে পার। কিন্তু এই নির্ঝরিণীগুলি যখন মিলিত হইয়া স্ফীতাবয়বে সাগরাভিমুখিনী হইবে, তখন ইহার গতির রোধ বা পরিবর্ত্তন করা তোমার অসাধ্য হইবে। সেইরূপ ইতালীয় হৃদয়-স্রোতস্বিনী যখন বহুধাবিভক্তা ও বিশীর্ণা ছিল, তখন যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দ সেই ক্ষুদ্র ও বিভক্ত স্রোতস্বিনীগুলিকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে ফিরাইয়াছেন। কিন্তু আজ সেই কোটি কোটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী মিলিত হইয়া প্রকাণ্ড নদীতে পরিণত হইয়াছে! আজ তাহার মিলিত বেগ সম্বরণ করে কাহার সাধ্য? ইতালীয় হৃদয়-তরঙ্গিণীতে যে বৈপ্লবিক তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার উপর ভাসমান কয়টী বৈদেশিক পোত না ডুবাইয়া সে তরঙ্গ থামিবার নহে। ভিলা-ফ্রাঙ্কার সন্ধিতে উদীচ্য প্রদেশের তরঙ্গ কিঞ্চিৎ শমিত হইল বটে, কিন্তু সেই অন্তর্নিগূহিত বেগ প্রচণ্ড তরঙ্গরূপে নেপল্‌সে প্রাদুর্ভূত হইল।

'রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ'। যিনি প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া রাজত্ব করিতে সমর্থ, তিনিই—প্রকৃত রাজ-পদবাচ্য। কোন রাজারই প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজত্ব করিবার অধিকার নাই। ভারতীয় নৃপতিগণ এই অমূল্য সত্য বুঝিতেন বলিয়াই নিজের রাজত্বে প্রজার অনুমোদন

গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। রাজা প্রজাদ্রোহী হইলে, সে রাজ্যের মঙ্গল নাই—ইহা তাঁহাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। এই জন্য তাঁহারা প্রজারঞ্জনার্থ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্ত্রী পুত্রাদিও বিসর্জ্জন দিতেন। ইতালীর বৈদেশিক রাজবৃন্দ এ রাজকর্ত্তব্য স্বীকার করিতেন না বলিয়াই ইতালীয় প্রজাবৃন্দ আপনাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কোন বাধাই তাঁহাদিগকে সঙ্কল্প-চ্যুত করিতে পারিল না।

সিসিলীর অধিপতি দ্বিতীয় ফার্ডিন্যাণ্ড ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শপথ গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বীকার করেন যে তিনি প্রজাগণকে নিয়ম-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রদান করিবেন। কিন্তু সিসিলীবাসীরা সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হইয়াছিল। ফার্ডিন্যাণ্ড ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা বারবার বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এমন সময় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উদীচ্য প্রদেশ হইতে বৈপ্লবিক মারুত-হিল্লোল প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদিগের মরণোন্মুখী আশা-লতাকে পুনর্জ্জীবিত করিল।

ভিলাফ্রাঙ্কার সন্ধিতে তাঁহারা ভগ্নোদ্যম হইলেন না। (১) ম্যাট্‌সিনি, (২) গ্যারিবল্‌ডী, ও (৩) কাভুর—এই তিন জন উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মহাপুরুষের গূঢ় উদ্দীপনায় সিসিলী ও নেপ্‌ল্‌সের বিপ্লবাগ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। সিসিলী যে বিপ্লবকেন্দ্র হইবার যোগ্য স্থান—ইহা ম্যাট্‌সিনির মস্তিষ্কেই সর্ব্ব প্রথম প্রবেশ করে। তাঁহারই মস্তিষ্ক হইতে বিপ্লবের সমস্ত মতলব সমুদ্ভূত হয়। গ্যারিবল্‌ডীর কার্য্য-কর্ত্রী প্রতিভা সেই মতলব কার্য্যে পরিণত করেন। কাভুরের রাজনৈতিক প্রতিভাবলে আভ্যন্তরীণ ও বহিশ্চর বিঘ্ন সকল খণ্ডিত হয়। এই তিন জনই প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী। তিন জনেরই লক্ষ্য এক, এবং তিন জনেরই প্রতিভাবলে ইতালীয় বিপ্লব সংসাধিত হয়। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিন জনই পরস্পরকে অবিশ্বাস করিতেন, ও তিন জনেরই ভাব ও প্রবৃত্তি ভিন্নমুখী ছিল। ম্যাট্‌সিনি, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলো ফ্যাব্রিজি-নামক এক ব্যক্তিকে, সিসিলীতে গুপ্ত

বৈপ্লবিক সৈনিক-কেন্দ্র সকল সংস্থাপন করিবার জন্য পাঠান। এদিকে গ্যালার্মোতে গুপ্তভাবে অস্ত্র প্রেরণ করা হইল। লা গ্যান্সিয়া নামক কোন মঠের আশ্রমে গুপ্ত সভা সকলের অধিষ্ঠান হইতে লাগিল। কিন্তু কোন বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি এ সমস্ত প্রকাশ করিয়া ফেলায়, সে উদ্যম অঙ্কুরে বিদলিত হইল। কিন্তু ম্যাট্সিনি ভীত হইবার নহেন। তিনি রোসোলিনো পাইলো ও জিয়োভানী কোরাও নামক দুই জন সিসিলীয় দেশ-হিতৈষীকে বিদ্রোহাগ্নি উদ্দীপিত রাখিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং বলিয়াছেন যে 'এই দুই ব্যক্তিই আমার সহস্র সহচরের অগ্রদূত। ইঁহারা অগ্রে আসিয়া স্বাধীনতার মত প্রচার এবং উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা এট্না আগ্নেয় গিরির বীর অধিবাসি-বৃন্দকে বিপ্লবোন্মুখ করিয়া রাখিয়াছিলেন'। এই জন্যই গ্যারিবল্ডী এক সহস্র সৈন্য সহ সিসিলীতে আসিবামাত্র অসংখ্য সিসিলীয় ভলণ্টিয়ার তাঁহার পতাকা-মূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উক্ত পাইলো প্যালার্মো-অধিকারের কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে, মীন্ নগরের নিকটে শত্রুদিগের সহিত সংঘর্ষে প্রাণ হারান। এই দিনই তিনি গ্যারিবল্ডিনী সেনা-মধ্যে কর্ণেল উপাধি প্রাপ্ত হন।

জেনিভা নগরে ম্যাট্সিনি বিপ্লবার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য একটী সমিতি সংস্থাপন করেন। ম্যাট্সিনি যদিও তৎপ্রেরিত লোকদ্বয়ের বিবরণ-পাঠে অবগত হইয়াছিলেন যে সিসিলীয়গণ এখনও বিপ্লবার্থ প্রস্তুত নহেন, তথাপি গ্যারিবল্ডীকে অর্থ ও লোক সাহায্য দিতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন নাই। গ্যারিবল্ডীর অভিযান কৃতকার্য্য হইলে ম্যাট্সিনি সমস্ত কার্য্যের নিয়ম নিজ হস্তে লইতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু গ্যারিবল্ডী ও কাভূরের সহিত তখন তাঁহার সদ্ভাব ছিল না বলিয়া কৃতকার্য্য হন নাই।

এক সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া দুই সিসিলীর বিরুদ্ধে গ্যারিবল্ডীর অভিযান তৎকালে পূর্ণ উন্মত্ততা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ইহা গ্যারিবল্ডী ও তদীয় সৈন্যগণের পূর্ণ ধ্বংসে পর্য্যবসিত হইবে বলিয়া সকলেই স্থির করিয়াছিলেন। কাভূরও এ অভিযানের কৃতকার্য্যতা বিষয়ে

বিন্দুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে গ্যারি-বল্ডীকে থামান তাঁহার অসাধ্য, সুতরাং তিনি সেই উন্মত্তপ্রায় ইতালীর সমরাশ্বকে সংযত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কাভূরের ভয় হইল যে এই উন্মত্ত অশ্বকে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে দিলে নানা রাজ্যের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া ইতালীর একতা ও স্বাধীনতার দিন অধিকতর বিলম্বিত হইবে। তিনি এইরূপে এ বিষয়ে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন:— অগ্রে আমরা নিজে শৃঙ্খলাবদ্ধ হই, একটী মহতী ও বলবতী সেনা আমাদিগের হস্তগত করি, তাহার পর আমরা ভিনিসিয়া ও দক্ষিণ ইতালীর দিকে তাকাইব, এবং রোম আমাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবে'। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এক সহস্র মাত্র রণে অপরিপক্ক ভলণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া গ্যারিবল্ডীর সিসিলী আক্রমণের সহিত তাঁহার কোনও সহানুভূতি ছিল না।

যখন গ্যারিবল্ডী এক সহস্র ভলণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া সিসিলী অভি-মুখে যাত্রা করেন, তখন কাভূর আড্মিরাল্ পার্সে নোকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করেন। কাভূরের প্রকাশ্য আদেশ এই যে তিনি যেন অচি-রাৎ তাঁহাকে ধরিয়া গৃহে আনয়ন করেন, এবং গুপ্ত আদেশ এই যে যেন সর্ব্বদা তাঁহার কাছে কাছে থাকেন, এবং যদি সম্ভব হয়, তাঁহাকে সাহায্য করেন। তাহার পর তিনি বৈদেশিক রাজবৃন্দের কোপানল নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আল্পস্ পারের রাজবৃন্দ ইউরোপীয় শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা দেখিয়া কাভূর ও তদীয় প্রভুর প্রতি বিরক্ত হইয়া ক্রোধপূর্ণ পত্র লিখিতে লাগিলেন। কাভূর দেখিলেন যে ইউরোপীয় কোন রাজশক্তি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সমরে অবতীর্ণ হইলে, ইতালীর সমস্ত আশা বিনষ্ট হইবে, ইতালীয় একতা ও স্বাধীনতা সুদূর-পরাহত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি ম্যাকিয়াভেলি নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি ভুলাইয়া রাখিবার জন্য স্পষ্টাক্ষরে ইউরোপীয় রাজ-বৃন্দকে জানাইলেন যে 'গ্যারিবল্ডীর সিসিলি-অভিযানের সহিত পীড্-মণ্টীয় শাসন-সমিতির কোন-প্রকার সংস্রব নাই। পীড্মণ্টরাজ গ্যারি-বল্ডীর এই সভ্যজন-বিগর্হিত কার্য্যকে বন্ধুরাজ্যে দস্যু-বৃত্তি করার ন্যায়

মনে করেন'। ইউরোপীয় রাজবৃন্দের ক্রোধ উপশমিত করিবার জন্য কাভূর এই সময় ইউরোপ যাত্রা করেন। ভায়েনা, বার্লিন্, ও সেণ্টপীটর্সবর্গ হইতে তদীয় শিবিরে এই সময় অগ্নিময় পত্র আসিতে লাগিল। এদিকে উদীচ্য প্রদেশের সাধারণতান্ত্রিকগণ কাভূরকে গ্যারিবল্ডীর অভিযান বিফল করিবার চেষ্টার অপরাধে অপরাধী করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ কাভূর যে অন্তরে গ্যারিবল্ডীর অভিযানের প্রতিপক্ষ ছিলেন না, তাঁহার নিম্নলিখিত পত্র পাঠে তাহা স্পষ্ট বোধ হইবে। তিনি তদীয় সিসিলী-স্থিত এজেণ্ট লা ফেরিণাকে এই পত্র লেখেনঃ—'১৮৬০, ১৯এ জুন, টিউ-রিন্।—আমি তোমার ১২ই ও ১৪ই জুনের পত্র পাইয়াছি। আমি ঐতিহাসিক দলিল-স্বরূপ ঐ গুলিকে যত্ন করিয়া রাখিব। আড্মিরাল্ পাসেনো আমাদের পতাকাকে বিপদগ্রস্ত না করিয়া যত দূর সাধ্য তোমা-দিগকে সাহায্য করিবেন। গ্যারিবল্ডী যদি ক্যালাব্রিয়া পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন, তাহা অতি মঙ্গলের বিষয়। এখানকার কার্য্যাবলী একপ্রকার মন্দ চলিতেছে না। কূটরাজনীতি-বিশারদেরা আমাদিগকে আর বড় উত্ত্যক্ত করিতেছেন না। রুসিয়া ভীষণ হুঙ্কার ছাড়িয়াছিলেন, প্রুসিয়া কিঞ্চিৎ কম। আমাদের পার্লেমেণ্টে অনেক অবোধ লোক আছেন—সুতরাং কোন ভয় নাই। আমি অধীরভাবে তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম।—কাভূর।'

কাভূর ইংলণ্ডের নিকট এই সময় বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে গ্যারিবল্ডীর অভিযান বিষয়ে কোনও সহায়তা করিতে চান্ নাই। তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল পীডমণ্টিস্ গবর্ণমেণ্ট সেভয় ও নাইস্ দিয়া যেমন ফ্রান্সের নিকট টস্কানী গ্রহণের অধিকার ক্রয় করিয়াছিলেন, এবারও বুঝি সেইরূপ সার্ডিনীয়া বা জেনোয়ার বিনিময়ে ফ্রান্সের নিকট—সিসিলী-গ্রহণের অনুমতি ক্রয় করিবেন। কিন্তু যখন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন, তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড জন্ রসেল্ প্রকাশ্যরূপে গ্যারিবল্ডীর পক্ষ সমর্থন করি-লেন। তিনি ইংলণ্ডের ইতালীয় প্রতিনিধি সার জেম্‌স্ হড্‌সনকে এইমর্ম্মে পত্র লিখিলেনঃ—'যদি কখন কোন দেশের লোক উপযুক্ত

কারণে কোন অত্যাচারী শাসনকর্তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়, তাহা হইলে এই উৎসাহবিশিষ্ট বীর-পুরুষগণকে তাহাদিগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা করা ন্যায় ও ধর্ম্ম উভয়েরই অনুমোদিত।

লর্ড জন্ রসেল্—গ্যারিবল্ডীতে ও উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জে—সুন্দর সাদৃশ্য দেখিলেন, দেখিয়া তিনি কায়মনোবাক্যে গ্যারিবল্ডীর অভিযানের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি ইংরাজ নৌসেনাপতি আড্মিরাল্ মণ্ডীকে গ্যারিবল্ডীর সাহায্যার্থ লিখিয়া পাঠান, এবং গ্যারিবল্ডী নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি তাঁহাকে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

ইংরাজ-মন্ত্রি-সভার অনুরোধে ফরাশি গবর্ণমেণ্ট মাধ্যমিকতা অবলম্বন করিলেন। ইতালীয় একতা সাধনে তাঁহাকে যে—কোন প্রকার কষ্ট পাইতে হইল না, এই জন্যই লুই নেপোলিয়ন্ যথেষ্ট সুখী হইলেন। এ দিকে রুসিয়া ও প্রুসিয়া অতি দূরবর্ত্তিত্ব নিবন্ধন হস্তক্ষেপ-বিষয়ে ক্রমেই শিথিলতা অবলম্বন করিল।

বহিশ্চর-বাধা-বিরহিত হইয়া গ্যারিবল্ডী মনের সাধে বিপ্লব-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের এইটাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। হ্রদতীরবর্ত্তী সমরাবলীর অবসানে তিনি তাঁহার আল্পস্ সেনাকে যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত থাকিতে আদেশ করেন। তৎকালে যুদ্ধ চালাইতে তাহারা যেরূপ ব্যগ্র ছিল, তাহাতে তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার সে আদেশ প্রতি অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে। তিনি যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহা বিন্দুমাত্র বিফল হয় নাই। কারণ গ্যারিবল্ডী সিসিলী আক্রমণ করিবেন এই বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবামাত্র এক সহস্র সৈন্য ১৮৬০ সালের এপ্রিল্ মাসে জেনোয়া নগরের অদূরবর্ত্তী কোয়ার্টো নগরের ভিলা স্পাইনোলা প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই প্রাসাদে তৎকালে কর্ণেল্ ভেচ্চ (Vecchj) বাস করিতেন। তিনি ঐ প্রাসাদ গ্যারিবল্ডীর ব্যবহারার্থ ছাড়িয়া দিলেন, এবং নিজেই তাঁহার অধীনে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজনের তদারক করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এই অভিযান গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রতিহত ও বিলম্বিত হইল। কারণ গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিলেই বৈপ্লবিক লোক ও অস্ত্র ধরিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অবশেষে গ্যারিবল্‌ডী এই যে ১,০৬৭ জন বাছাই সৈন্য লইয়া সিসিলী-অভিমুখে অভিযান করিলেন। এই ভলণ্টিয়ার সৈন্যদলের মধ্যে ৪২০ জন মাত্র ভদ্র লোকের সন্তান, ও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তছিলেন। সেনাপতি টুর ও বিধবা কৈরেলীর অবশিষ্ট তিন পুত্র গ্যারিবল্ডীর সঙ্গে চলিলেন। উক্ত উচ্চাশয়া রমণী গ্যারিবল্‌ডীর নিকট এই ভিক্ষা চাহিলেন যে তাঁহার মৃত পুত্রের ন্যায় অবশিষ্ট তিন জনও যেন গ্যারিবল্‌ডীর পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার অধিকার পায়। তিনি এই অভিযানের আরও সাহায্যার্থ প্রকাণ্ড এক তোড়া মুদ্রা আনিয়া গ্যারিবল্ডীর হস্তে অর্পণ করিলেন। আর গ্যারিবল্‌ডীর প্রতিকৃতি নাইনো বিক্সিয়োও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। ইনিও গ্যারিবল্‌ডীর ন্যায় কখনও নাবিকভাবে, কখন সৈনিকভাবে, এবং কখন বা বণিক্‌ভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। ইনি নব্য ইতালীসমাজের এক জন দীক্ষিত সভ্য ও ম্যাট্‌সিনির এক জন প্রধান মন্ত্রশিষ্য। আর টকোরী (Tuckory) নামক এক জন হঙ্গেরীয় নির্ব্বাসিতও তাঁহার সহিত চলিলেন। ইহাঁর জীবনও অদ্ভুত-ঘটনা-পূর্ণ। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পালার্ম্মোর যুদ্ধে পতন পর্য্যন্ত সময়ে তিনি যে কত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় নাই। প্রতি যুদ্ধেই তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হন, কিন্তু প্রতিবারেই অতিকষ্টে জীবন লাভ করেন। ইনি ব্যবহারাজীবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও মসী অপেক্ষা অসি অধিকতর ভাল বাসিতেন। তদ্ভিন্ন বিখ্যাত সিসিলীয় নির্ব্বাসিত লা মাসা (La Masa), কালাব্রিয়ার ব্যারন্ ষ্টোকো, বিখ্যাত রাজনৈতিক ক্রিস্পি (Crisspi), এবং আরও অনেক বড় বড় লোক এই অভিযানের যাত্রী হন।

গ্যারিবল্‌ডী সিসিলী যাত্রার পূর্ব্বে তদীয় রাজাকে এই বক্তৃতা-সূচক প্রশংসাপূর্ণ পত্র লিখিয়া যান:—"রাজন্! আমি যে যুদ্ধ-যাত্রায় লিপ্ত হইলাম, যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আপনার

কিরীটে একখানি উজ্জ্বলতম মণি বসাইয়া যে আমি শ্লাঘ্য হইব, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ অল্প '।

ম্যাট্‌সিনির নিরন্তর উদ্দীপনায় জেনোয়া-নগরে বিপ্লবাগ্নি জ্বলনোন্মুখী হইয়াছিল। গ্যারিবল্‌ডীরূপ-ইন্ধন-সংযোগে তাহা জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত জেনোয়া এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বাধা উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ্যরূপে গ্যারিবল্‌ডীর অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিল। ৪ঠা মে গ্যারিবল্‌ডী জেনোয়াবন্দরস্থিত দুইখানি জাহাজ ধরিয়া আপনার ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণকে তাহাতে উঠাইলেন। ৫ই মে মধ্যাহ্ন-কালে সেই আভিযানিক রণতরিদ্বয় জেনোয়াবন্দর পরিত্যাগ করিল। অসংখ্য নৌযানে সামরিক-দ্রব্য-সামগ্রী বোঝাই হইয়া চলিল। সে দৃশ্য অতি মনোহর! যে সকল আত্মীয় স্বজন স্বজনবর্গকে যুদ্ধার্থ বিদায় দিবার জন্য তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সময়ের উদ্দীপনায় এতদূর উদ্দীপিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে জাতীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষে আপনাদিগকে সেই অভিযানের সঙ্গী হইবার জন্য আগ্রহাতিশয় দেখাইতে লাগিলেন। ঐ দেখ! জননী পুত্রকে ও জায়া স্বামীকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতে গিয়া শোকানন্দ-মিশ্রিত অশ্রু-জলে অঙ্কিতদৃষ্টি হইতেছেন। সেই সমুদ্রতীরে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ একটী শ্বেত-প্রস্তরময় তারা বিলম্বিত করা হইল।

পাছে এই সংবাদ সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইয়া গমনের ব্যাঘাত উৎপাদন করে, এইজন্য গ্যারিবল্‌ডী অতি-ত্বরা-সহ প্রস্থানের আদেশ দেন। এই জন্য এরূপ ঘটিয়াছিল যে অনেক লোক যাঁহারা পথে আসিতেছিলেন, তাঁহারা বাদ পড়িয়া গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক অস্ত্র শস্ত্র ও বারুদাদি যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রী-আসিতেছিল, সুতরাং অগত্যা সে গুলিও তাঁহাদিগকে ফেলিয়া আসিতে হইল। যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রীর অল্পতা নিবন্ধন গ্যারিবল্‌ডীকে ট্যালামোনে জাহাজ লাগাইতে হইল। উক্ত স্থানে একটী সার্ডিনীয় দুর্গ ছিল। গ্যারিবল্‌ডী তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দুর্গাধ্যক্ষ দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন, সুতরাং তিনি অবাধে দুর্গের সমস্ত যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া

লইয়া গেলেন। কাভুর ইহার জন্য দুর্গাধ্যক্ষকে কৃত্রিম তিরস্কার করিলেন।

এই স্থান হইতে গ্যারিবল্‌ডী কর্ণেল জাম্‌বিয়ান্‌চী-নামক এক জন সৈনিক পুরুষকে রোমীয় রাজ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। এই সৈনিক পুরুষ গ্যারিবল্‌ডীর কার্য্যের বিঘ্নকারক ছিলেন বলিয়া গ্যারিবল্‌ডী তাঁহাকে এই দুরূহ অনিশ্চিত কার্য্যে নিযুক্ত করেন। যে-কোন-রূপে ইঁহাকে সিসিলীয় অভিযান হইতে অন্তর্হিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। বিদ্রোহানল প্রজ্বালিত করা হউক্ বা না হউক্, গ্যারিবলডীর এ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। কারণ উক্ত কর্ম্মচারী রোমীয় সেনার নিকট পরাস্ত হইয়া অধঃকৃত ও হতমান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ট্যালামোন্ হইতে জাহাজ ছাড়িয়া গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে ভূমধ্যসাগর অত্যুচ্চ ঊর্ম্মিমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই সময় গ্যারিবল্‌ডী উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সৈনিক যাত্রিকগণের তরঙ্গায়িত চিত্তকে সুদৃঢ় ও সুস্থির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রিয় সহচর টুর্ এতদূর পীড়িত হইয়া পড়িলেন যে তিনি আপনাকে জাহাজ হইতে জলে প্রক্ষিপ্ত করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিলেন। গ্যারিবল্‌ডী তাঁহার শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিয়া জাহাজের এক প্রান্তে নির্জ্জনে বসিয়া প্রত্যেক সৈন্য-বিভাগের সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সিসিলী আক্রমণের প্ল্যান স্থির করিলেন। এই সামরিক গুপ্তসভা মার্সালাতে অবতরণ করাই যুক্তিসিদ্ধ স্থির করেন। কারণ পালার্ম্মোতে তৎকালে নিয়োপলিটীয় রণতরি সকল উপকূলবিভাগ রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল। সুতরাং তথায় অবতরণ করিতে গেলে প্রবলতর রণতরির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া কার্য্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মার্সালা আফ্রিকার উদীচ্য উপকূলের নিকটবর্তী। সুতরাং যদি অভিযান ব্যর্থ হয়, তাঁহারা আফ্রিকায় পলাইয়া প্রাণ বাচাইতে পারেন।

এই স্থির করিয়া তাঁহারা ১১ই তারিখে মার্সালা বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্যারিবল্ডীর আভিযানিক পোতদ্বয় মার্সালা-বন্দরে উপস্থিত হইলে তথাকার অধিবাসীরা যেন সহসা বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের ন্যায় স্তম্ভিত ও চমকিত হইল। তাঁহারা তীরে অবতরণ করিতে না করিতেই নিয়োপলিটীয় রণতরি-সকল তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। গ্যারিবল্ডী তাঁহার লোক জন ও যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রী তীরে তুলিয়াছেন মাত্র, এমন সময় উক্ত রণতরিগুলি তাঁহার রণতরিদ্বয়ে অগ্নি প্রদান করিল। গ্যারিবল্ডী দ্রুতপদে সসৈন্য মার্সালা-নগরমধ্যে প্রবেশ করিলে নগরবাসীরা বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তাঁহাদিগের হৃদয়-মধ্য হইতে প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল—'গ্যারিবল্ডী জীব! গ্যারিবল্ডীর জয়!' কিন্তু সে প্রতিধ্বনি তাঁহাদিগের মুখ ফুটিয়া আর বাহির হইল না। কারণ অদূরে নিয়োপলিটীয় রণতরি-সকল তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল, সুতরাং পাছে ইহা নগরকে ভস্মস্তূপে পরিণত করে, এই ভয়ে তাঁহারা মনের ভাব মুখে ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। গ্যারিবল্ডীকে তাঁহারা কোনও প্রকার অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু গ্যারিবল্ডী বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন—তাহাতে তাঁহারা কোনও প্রকার বাধা দিলেন না। তাঁহারা প্রাসাদ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাতায়নে বসিয়া গ্যরিবল্ডীর সৈন্যগণের সামরিক অভিযান দেখিতে লাগিলেন, ও মনে মনে তাঁহাকে উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা গ্যারিবল্ডীর পূর্ণ অভিপ্রায় কি তাহা বুঝিতে না পারায় পরস্পর নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডী ইহা জানিতে পারিয়া উদ্দীপনাপূর্ণ পূর্ণ-অভিপ্রায়-দ্যোতক দুইটী ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। একটী সিসিলী-বাসীগণকে ও অপরটী নিয়োপলিটীয়-গণকে উল্লেখ করিয়া লিখিত।

তিনি এইরূপে সিসিলীয়গণকে ও নিয়োপলিটীয়গণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন—(১) "সিসিলীয়গণ! আমি আমার সহিত একদল বীরসৈন্য লইয়া এখানে আসিয়াছি, আমরা সিসিলীয়গণের বীরোচিত আহ্বানের উত্তর দিবার জন্য এখানে সমাগত। আমরা লম্বার্ডী সমরের

সিংহভাববিশিষ্ট সৈন্য, তোমাদিগের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। স্বদেশের স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। যদি আমরা মিলিত হইতে পারি, তাহা হইলে সে কাজ অতি সহজ ও স্বল্পকাল-সাধ্য হইবে। তবে আর কেন? ভ্রাতৃগণ! আর কাল-বিলম্ব না করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করুন্। যে শক্তি থাকিতে অস্ত্রগ্রহণ করিবে না, সে জাতীয় শত্রু। 'অস্ত্র নাই'—এ আপত্তি গ্রাহ্যযোগ্য হইতে পারে না। আমরা শীঘ্রই বন্দুক আনাইতেছি। কিন্তু যতদিন না বন্দুক আইসে, তত দিন বীরের হস্তে সকল অস্ত্রই কার্য্যকর হইবে; নাগরিক শাসনসমিতি-সকল বাল বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদিগের ভরণ পোষণের জন্য বন্দোবস্ত করিবেন। অতএব সিসিলীবাসিগণ! আপনারা সকলেই অস্ত্র গ্রহণ করুন্। সিসিলী আর একবার পৃথিবীকে দেখাইবে যে একটী সমগ্র জাতির মিলিত ও ঘনীভূত ইচ্ছাশক্তির বলে ইহা অত্যাচারিণী প্রভুশক্তির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।—গ্যারিবল্‌ডী।"

(২) "ইতালীবাসিগণের পরস্পর-অনৈক্য-বশতঃ ইতালীতে দৃপ্ত বৈদেশিক প্রভুশক্তি রাজত্ব করিতেছে। কিন্তু যে দিন স্যাম্‌নাইট ও মার্সিয়াইগণের বংশধরেরা সিসিলীবাসিগণের সহিত একযোগে, উদীচ্য ইতালীয়গণের সহিত মিলিত হইবেন, সেই দিনই—আমাদে জাতি, তোমরাই যে জাতির উৎকৃষ্ট ভাগ, সেই দিনই আমাদের জাতি—পূর্ব্বের ন্যায় ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইবে। আমিও এক জন ইতালীবাসী। আমার এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে আপনারা এই ভারীজ্‌ ও গান্‌-মার্টিনোর যোদ্ধৃবর্গের সহিত পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া একত্র ইতালীর শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন!—গ্যারিবল্ডী।"

এই ঘোষণাপত্রদ্বয়ের প্রচারের পর গ্যারিবল্ডী ক্রিস্‌পি ও লা-মাসা-নামক সৈনিক কর্ম্মচারিদ্বয়কে একদল সিসিলীয় সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইলেন। গ্যারিবল্ডীর নামের মোহিনী-শক্তি-বলে ও তাঁহাদিগের যত্নে শীঘ্রই দ্বাদশ শত সিসিলীয় সৈন্য সংগৃহীত হইল। ইহারা পিসিওটি (Picciotti) সৈন্য নামে অভিহিত হইত। ইহারা পথ-

দর্শকের কার্য্য অতিসুচারুরূপে সম্পন্ন করিত, সুতরাং সিসিলীয় সমরে গ্যারিবল্ডীর বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। ইহাদের প্রকৃতি অতি নৃশংস। পাঠক! আল্‌কেমো (Alcamo) নগরের পতনের পর ইহাদিগের কার্য্যের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন্। ঐ দেখুন্! উহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিয়োপলিটীয় মৃতদেহ সকল তুলিয়া লইয়া কুক্কুর-দিগকে খাইতে দিয়াছে, এবং আপনারা চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছ। পাছে কোন দয়ালু ব্যক্তি আসিয়া সেই সকল মৃতদেহকে সমাধিনিহিত করেন,এই ভয়েই তাহারা এই মৃতদেহগুলিকে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইতেছে। ঐ দেখুন! সেনাপতি গ্যারিবল্ডী ঐ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি এই ভীষণ দৃশ্যে বিরক্ত হইয়া ঐ শুনুন্ সৈন্যগণকে আদেশ করিতেছেন—'এই সকল মৃতদেহকে বীরোচিত সমাধি প্রদান কর'। এই আদেশ শ্রবণ করিয়া পিসিওটিয়োদিগের মধ্যে এক জন কি বলিতেছে শুনুন্! ঐ শুনুন্ সে বলিতেছে—যে 'গ্যারিবল্ডী যাহা বলিয়াছেন, তাহা ন্যায়-সঙ্গত বটে, কিন্তু তিনি জানেন না যে এই জঘন্য জাতির হস্তে আমরা কত যাতনা পাইতেছি'।

মার্সালা হইতে সালেমী পর্য্যন্ত—গ্যারিবল্ডী বিজয়ী বীরের সজ্জায় গমন করিলেন। গ্যারিবল্ডী অতঃপর যে অসংখ্য বৈজয়িক রণ-যাত্রায় নির্গত হন, ইহাই তাহার সূত্রপাত। মঙ্ক,পুরোহিত, স্ত্রীলোক—অধিক কি শিশু পর্য্যন্ত এই রণযাত্রায় তাঁহার সহিত গমন করেন। নিয়োপলিটীয় সৈন্য দৃষ্টিপথের অতীত হইলেই, সিসিলীয়গণ মহান্ উৎসাহে বিজয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিত। সিসিলীয়গণ যুদ্ধ করিতে যত না হউক, বিজয়ধ্বনি করিতে সমুহ তৎপর ছিল।

গ্যারিবল্ডী সালেমীতে আসিয়া দেখিলেন রাজ্যের শাসন-সম্বন্ধে তাঁহার হস্তক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। দেখিয়া তিনি নগরবাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করেন :—

"আমি গ্যারিবল্ডী, সিসিলীস্থিত জাতীয় সেনার প্রধান সেনাপতি। আমি সালেমীর প্রধান নাগরিকগণের অনুরোধে এখানে আসিয়াছি। আমি সিসিলীর প্রধান প্রধান-শাসন সমিতির পরামর্শানুসারে, ও যুদ্ধের

সময় এক ব্যক্তির হস্তে শাসন ও সমরবিভাগের ভার ন্যস্ত থাকিলে কার্য্যের সুবিধা হয় বলিয়া, ইতালীর অধিপতি ভিক্টর ইমানুএলের নামে সিসিলীর ডিক্টেটরের পদ গ্রহণ করিলাম"।

গ্যারিবল্‌ডী নিয়োপলিটীয় সৈন্যের সহিত প্রথম সম্মুখ-সমরে, বিজয়লাভের একান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সালেমী হইতে গ্যারিবল্‌ডী সসৈন্য ক্যালাটাফিমি (Calatafimi) আসিয়া উপস্থিত হন। গ্যারিবল্‌ডী নিয়োপলিটীয় সৈন্যের সহিত সম্মুখ-সমরের জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এখানে আসিবামাত্র তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইল। গ্যারিবল্‌ডিনী সেনা এইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র তথায় সমবেত নিয়োপলিটীয় সেনা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই স্থানে সারাসেনিক, স্পেনীয়, ও নর্ম্মান্ প্রাচীন অট্টালিকা সকলের অসংখ্য ভগ্নাবশেষ পড়িয়া ছিল। সুতরাং গ্যারিবল্‌ডী অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া অসংখ্য নিয়োপলিটীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে সহজে যুদ্ধ করিতে পারিলেন। ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপের অন্তরাল হইতে তাঁহার সৈন্যগণ অব্যর্থ গুলির সন্ধানে অসংখ্য নিয়োপলিটীয় সৈন্যকে সমরশায়িত করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে গ্যারিবল্‌ডিনী অশ্বসেনা সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্য হইতে তীরবেগে নির্গত হইয়া নিয়োপলিটীয় সেনার পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে তিন ঘণ্টাকাল উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। গ্যারিবল্‌ডী-তনয় মিনোত্তী ও ভিনিসীয় মেনিনের পুত্র এই রণে আহত হইলেন, এবং বিখ্যাত-মণ্টিভিডিয়ো-রমণী-কর-বিনির্ম্মিত গ্যারিবল্‌ডিনী পতাকা কিয়ৎকালের জন্য শত্রুহস্তে পতিত হইল। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী পরিশেষে গ্যারিবল্‌ডীকেই বরণ করিলেন। এই বিজয় গ্যারিবল্‌ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভাকে সুপ্রতিষ্ঠাপিত করিল। এত অল্প-সংখ্যক রণে অশিক্ষিত সৈন্য লইয়া কিরূপে গ্যারিবল্‌ডী অসংখ্য রণশিক্ষিত নিয়োপলিটীয় সৈন্যকে পরাজিত করিলেন, অনেক প্রথমশ্রেণীর রণপণ্ডিত ইউরোপীয় সেনাপতি ভাবিয়া তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গ্যারিবল্‌ডীর বিজয়পতাকা ক্যালাটাফিমিতে

উড্ডীন হইয়া সগর্ব্বে স্ফীতবক্ষে ভলটার্ণোনদীতীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল।

ফাদার প্যাণ্টালিয়োন্, ক্যালাটাফিমি সমরক্ষেত্রে গ্যারিবল্ডীর নিজ বিশিষ্ট পুরোহিতের কার্য্য করিতে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। সিসিলীয়গণ ধর্ম্মবিষয়ে কুসংস্কারবশিষ্ট ছিলেন। পোপ সমাজ-চ্যুতির শাসন-পত্র (bull of excommunication) প্রচার দ্বারা গ্যারিবল্ডীকে খ্রীষ্টীয় সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া সিসিলীর অধিবাসিগণ গ্যারিবল্ডীর সহিত পূর্ণ সহানুভূতি করিতে পারিতে ছিলেন না। এই গোলযোগ মিটাইয়া দিবার জন্য প্যাণ্টালিয়োন্, গ্যারিবল্ডীকে গির্জ্জায় গিয়া এই বিজয়ের জন্য ঈশ্বরোপনা করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পোপের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত করিলেন। ইহাতেই সিসিলীয়গণের ধর্ম্মবিষয়ক আপত্তি দূরীকৃত হইল। গ্যারিবল্ডী গির্জ্জাদ্বারে উপস্থিত হইলে, পুরোহিত পবিত্র পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া ও ধর্ম্মপুস্তক হস্তে লইয়া তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া লইলেন। প্যাণ্টালিয়োন্ স্বয়ং বীর-হৃদয় ছিলেন বলিয়াই বীরচূড়ামণি গ্যারিবল্ডীর এরূপ সম্মাননা করিলেন। পালামের্ণা যুদ্ধে তিনি সর্ব্বাগ্রে থাকিয়া পবিত্র ক্রুশ হস্তে লইয়া ইহা শূন্যে ঘুরাইতে লাগিলেন। এই ক্রুশের মোহিনী শক্তিতে সিসিলীয়গণ যুদ্ধক্ষেত্রে অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ ক্যালাটাফিমিতে পরাস্ত হইয়া পালার্ম্মোতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। প্যালামের্ণা সিসিলীর রাজধানী। এই নগর রক্ষা করিবার বিবিধ সুবিধা ছিল। এই নগরে যাইবার দুইটী মাত্র পথ ছিল, ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী হওয়ায় সমুদ্র-পথে খাদ্য সামগ্রী আনাইবার সবিশেষ সুবিধা ছিল। তথাপি যে নিয়োপলিটীয় সেনা নগর-রক্ষা করিতে পারিল না, তাহার গূঢ় কারণ নগরের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় ও তথাকার অধিবাসিগণের চরিত্রে নিহিত ছিল। তাহারা নিয়োপলিটীয় শাসনে নিতান্ত বিরক্ত ছিল, সুতরাং গ্যারিবল্ডীর আগমনে তাহারা মহান্ উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইল, সুতরাং বিবিধ প্রকারে নিয়ো-

পলিটীয়দিগের কার্য্যে ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে লাগিল। বিশেষতঃ নগরের রাজপথ সকলের সঙ্কীর্ণতা-নিবন্ধন নিয়োপলিটীয় সৈন্যের সংখ্যাবাহুল্য কোন কার্য্যকর হয় নাই।

প্যালার্ম্মোতে একটী গুপ্তসমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এই সমাজ গ্যারিবল্ডীকে বলিয়া পাঠান যে যদি তিনি নগরের তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে নগরবাসিগণ সাধারণ্যে তাঁহার অনুকূলে অভ্যুত্থিত হইতে পারেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নগর-প্রবেশের দুইটী মাত্র পথ। একটী পথ মনরীল্ হইতে, ও আর একটী পথ টার্ম্মিনী হইতে আসিয়াছে। নিয়োপলিটীয়েরা অনুমান করিয়াছিল যে গ্যারিবল্ডী মনরীলের পথ ধরিয়া আসিয়া আক্রমণ করিবেন। এই ভাবিয়া তাহারা সেই পথের মুখে সমস্ত সৈন্য কেন্দ্রীকৃত করিয়াছিল। বস্তুতঃই গ্যারিবল্ডী সেই পথ দিয়া আসিয়া নগর আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পথিমধ্যে শত্রুদিগের প্রকৃত অবস্থান-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া শত্রুদিগকে ভ্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিবার মানসে পিসিয়োটী সৈন্যগণকে সেইপথে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং মূল সেনা লইয়া টার্ম্মিণীর পথ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই দুই পথের মধ্যভাগ অতি বন্ধুর। সেই বন্ধুর-অধিত্যকা-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া টার্ম্মিণীর পথে পৌছিতে গ্যারিবল্ডীর এগার ঘণ্টা অতীত হইল। নিয়োপলিটীয় সেনাপতি ভাবিলেন গ্যারিবল্ডী পলাইয়া দ্বীপ-মধ্যভাগে গমন করিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি নিজ রণতরিতে বিজয়জনিত মহোৎসব করিতে লাগিলেন। বিজয়-সঙ্গীতে জলনিধি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; এবং প্রত্যেক সৈনিক চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা উদর পূরণ করিল।

যখন গ্যারিবল্ডী সহসা টার্ম্মিণী তোরণ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন নিয়োপলিটীয়-সৈন্য-মধ্যে হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় সকলে বিস্মিত ও চমকিত হইল। ক্ষণেক অপনীত হইলে নিয়োপলিটীয় সেনা রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া গ্যারিবল্ডীর গতি রোধ করিল। নগরের সঙ্কীর্ণ পথে উভয় সৈন্যে

তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। এই যুদ্ধে গ্যারিবল্ডিনী সেনা অদ্ভুত রণকৌশল ও অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ২৭এ মে প্রাতে গ্যারিবল্ডী নগর আক্রমণ করেন। ছয় ঘণ্টাকাল অবিরাম এই যুদ্ধ চলে। ক্যালাটাফিমি জয়ের অব্যবহিত পরেই গ্যারিবল্ডী ঘোরতর রণের পর আল্‌কেমো ও মন্‌রীল অধিকার করেন। কিন্তু প্যালোর্মো সমরের সহিত তুলনায়—ক্যালাটাফিমি. আল্‌কেমো ও মন্‌রীল্ সমরত্রয় অতিসামান্য বলিয়া বোধ হয়। বিশ সহস্র নিয়োপলিটীয় সেনা সেনাপতি ল্যান্‌জার (Gen. Lanza) অধিনায়কত্বে সমরস্থলে উপস্থিত হয়। এই বিংশ সহস্র শত্রুসেনার প্রায় চারি সহস্র সমরশায়ী হয়। গ্যারিবল্ডিনী সেনা নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণকে প্রতি সূচ্যগ্র ভূমি হইতে তাড়াইতে তাড়াইতে অবশেষে রাজপ্রাসাদ, কষ্টম্ হাউস্, ও দুর্গমাত্রাশ্রয়ী করিলেন।

প্যালার্মো আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইল! পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে কৃষকেরা বিজয়সূচক ঢক্কা ও ভেরী প্রভৃতি বাজাইতে বাজাইতে নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে সার্ডিনীয় ও সিসিলীয় সৈন্যগণে ক্রমে নগর ভরিয়া গেল। গ্যারিবল্ডী অল্পসহস্রক সৈন্য লইয়া নগর আক্রমণ করেন। এক্ষণে ভলণ্টিয়ার সৈন্যে তাঁহার সৈন্যদল পরিপূর্ণ হইল। আক্রমণকারিণী গ্যারিবল্ডিনী সেনা অতঃপর নগরাধিকারকারিণী সেনায় পরিণত হইলেন। গ্যারিবল্ডিনী সেনা ও তদধিনায়ক ইতালী-বাসিগণের আদর্শ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন বলিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতে লাগিল। সুতরাং লোহিত বস্ত্রের—অধিক কি লোহিত বর্ণের দ্রব্য মাত্রেরই দর চড়িয়া গেল। নগরের পথ যেন দূর হইতে পোস্তঢেঁড়ীর ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রমণীগণ লোহিত বস্ত্রের অঙ্গরাখা এবং লোহিত ফিতা ও লোহিত পালকের শিরোভূষণ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

একদিকে যেমন হর্ষ, অন্যদিকে সেইরূপ বিষাদ! নিয়োপলিটীয় সেনামধ্যে গভীর বিষাদ-লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। নিয়োপলি-

টীর সৈন্যগণ অবশেষে হতাশ হইয়া রণপোত, দুর্গ ও জাহাজ হইতে অবিরাম গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল, এবং নগরের রক্ষাবিষয়ে ভগ্নাশ হইয়া নগরধ্বংস-বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইল। ২৭এ হইতে ৩১এ মে পর্য্যন্ত নগর ও নগরের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সকলের উপর অনবরত অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। দুই সহস্র হস্ত দৈর্ঘ্যে ও দুইশত হস্ত প্রস্থে—এই-পরিমিত দেশ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। অনেক পরিবার জীবন্ত জ্বলিত গৃহে দগ্ধ হইয়া গেল। অসংখ্য আশ্রম, গির্জ্জা ও অসংখ্য অট্টালিকা অগ্নিময় গোলার আঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। শুদ্ধ নগরেই ১১০০ গোলা পতিত হয়, তাহার মধ্যে ২০০ গোলা জাহাজ হইতে আইসে। সেই অগ্নিদাহের উপর আবার সৈনিকগণের দুর্ব্বিষহ অত্যাচার! সুতরাং লোকের কষ্টের আর সীমা ছিল না। এই ভীষণ সংঘর্ষকালে গ্যারিবল্‌ডীর চরিত্র অতি উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। তাঁহার ঔদার্য্যে ও তাঁহার বদান্যতায় নগর ও জনপদ-বাসিগণ মুগ্ধ হয়।

নিয়োপলিটানেরা যখন দেখিল যে নগর পুনরধিকার করিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা গোলাবৃষ্টি থামাইল। কিন্তু গ্যারি-বল্‌ডিনী সেনা অভীষ্ট হইতে বিচলিত হইবার নহেন। যত ক্ষণ নিয়ো-পলিটীয় সেনা রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ হইতে তাড়িত না হইল, তত ক্ষণ তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। অবশেষে রাজকীয় সেনা নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। প্যালার্ম্মোর সঙ্গে সঙ্গে, সিসিলীয় রাজলক্ষ্মী আধুনিক ক্যালিওলা সিসিলীরাজ দ্বিতীয় ফ্রান্সিসকে পরিত্যাগ করিয়া, গ্যারিবল্‌ডীর অঙ্কশায়িনী হইলেন। বোর্ব্বোন্-রাজলক্ষ্মী আজ হইতে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কুটীর-বাসিনী হইলেন। তাই আজ বোর্ব্বন্ সেনাপতি ল্যান্জা গ্যারিবল্‌ডীকে (His excelleney General Garibaldi). বলিয়া পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের ভিখারী হইলেন। আড্‌মারি লাল্ মণ্ডীর জাহাজে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইল যে নেপল্‌স হইতে সংবাদ আসা পর্য্যন্ত কয়দিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে।

অবশেষে ৬ই জুন্ তারিখে নেপল্‌স হইতে সন্ধি করিবার সম্মতি

আসিল। এই সন্ধির নিয়মে নিয়োপলিটীয়গণ মেকিনা, মিলাজো, ও অপরাপর কতিপয় দুর্গ ব্যতীত আর সমস্তই গ্যারিবল্ডীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছিল, তখন গ্যারিবল্ডী নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি স্ত্রী ও পুরোহিতগণকে পর্য্যন্ত নগর রক্ষার্থ দারু-দুর্গ নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মঙ্কেরা এসিফিঙ্ক্স হস্তে লোক-দিগকে উত্তেজিত করিতে ছিলেন। সেনাপতি লেটিজিয়া এক দিন সন্ধির প্রস্তাব উপলক্ষে গ্যারিবল্ডীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়া নগরবাসিগণের নগর-রক্ষার জন্য উদ্যোগ ও আয়োজনের এইচিত্র দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া সিসিলীরাজ দ্বিতীয় ফ্রান্সিসকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে সিসিলীতে বোর্ব্বন-বংশের আর কোন আশা নাই।

৬ই জুন্ সমস্ত নিয়োপলিটীয় সৈন্য অপুনরাগমনের জন্য প্যালার্মো পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নেপল্সাভিমুখে জলপথে যাত্রা করিল। ইহারা প্রধানতঃ বেতনভোগী আষ্ট্রিয় সৈন্য, সুতরাং এ পরাজয়ে তাহাদিগের বিশেষ কোন দুঃখ হয় নাই। তাহারা যে অল্প যুদ্ধেই অব্যাহতি পাইল, ইহাই তাহারা লাভ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ইহারা এই সুযোগে লুণ্ঠন দ্বারা অনেক বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়াছিল। সুতরাং মনের উল্লাসে বিজয়ী সৈন্যের ন্যায় বিজয় গীত গাইতে গাইতে, ও সঙ্গীত করিতে করিতে জলনিধি-বক্ষে জাহাজ ভাসাইয়া সিসিলী-অভি-মুখে গমন করিল।

নিয়োপলিটীয় সৈন্যের প্রস্থানের পর নগরবাসীরা আনন্দে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিল। (Viv la Garibaldi!) 'গ্যারিবল্ডী জীব!' শব্দে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। রাজ-নামে লোকে এত দূর বিরক্ত হইয়াছিল যে তাহারা রাজার প্রাসাদ, দুর্গ প্রভৃতি সমূলে ভূমিসাৎ করিতে লাগিল। নাগরিক শাসনসমিতি আদেশ করিলেন যে যাহার যেখানে খোন্তা কোদালী প্রভৃতি আছে সমস্তলইয়া আসিয়া তদ্দ্বারা রাজ-প্রাসাদ ও দুর্গের ভিত্তি পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। এই আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র অসংখ্য লোক খোন্তা কুড়ুল প্রভৃতি লইয়া রাজ-প্রাসাদ ও দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল। খননকারীর সংখ্যা এত বেশী হইল যে

শেষে মিউনিসিপাল শাসন-সমিতিকে তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দমনকার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইল।

নগরে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইল। কে কাহাকে শাসন করে তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে লাগিল। অনেকে এই সুযোগ পাইয়া আপন আপন প্রতি-হিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। অনেকে চির-শত্রুকে বোর্বন্ রাজবংশের গুপ্তচর বলিয়া জনসাধারণকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ক্ষিপ্তপ্রায় জনসাধারণ তাহাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল। এই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া গ্যারিবল্ডীকে শাসনদণ্ড নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে হইল। তিনি এইরূপ দুই এক নৃশংস ব্যক্তির প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া নগরে লোক-মর্য্যাদা পুনঃ-প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

এ দিকে কাভূরও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি গ্যারিবল্ডীর কৃত-কার্য্যতার সংবাদ পাইয়া নিজ এজেন্ট ফেরিণাকে সিসিলীতে পাঠাইলেন। তাঁহার উপদেশ-মত ফেরিণা ও সার্ডিনীয় রণতরির অধ্যক্ষ আড্মিরাল পার্সেণো, সিসিলীকে পীডমণ্টের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য অতিশয় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। গ্যারিবল্ডী ইহাতে সম্মত ছিলেন না। ইতালীর যে খণ্ড যখন জয় করিবেন, সেই খণ্ড তখনই পীডমণ্টরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। সমস্ত দক্ষিণ ইতালী জয় করিয়া ভিক্টর ইমানুএলের হস্তে উপহার দিবেন—ইহাই তাঁহার বড় সাধ ছিল। গ্যারিবল্ডী এক্ষণে সিসিলীর ডিক্টেটর। তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতার প্রতিবাদ করে, সিসিলীতে তখন এমন লোক কেহ ছিল না। সুতরাং তিনি অনায়াসেই সেই ফেরিণাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; এবং পূর্ব্বাভিমুখে যাইবার প্ল্যান ও বন্দোবস্ত আরম্ভ করিলেন।

কাভূর কৌশলে পরাস্ত হইয়া এক্ষণে বল অবলম্বন করিলেন। তিনি গ্যারিবল্ডীর রোমাভিমুখিনী গতির প্রতিরোধ করিবার জন্য ভল্টার্ণো নদীতীরে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কাভূরের আশঙ্কা ছিল

যে গ্যারিবল্ডী রোম আক্রমণ করিলেই ফ্রান্সের সহিত ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে জাতীয় দুর্দ্দিন চির-বিলম্বিত হইবে।

গ্যারিবল্ডী আজ ডিক্‌টেটর হইয়াও নিজের সেই সরল সাদাসিধা ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি রাজপ্রাসাদে অবস্থিত হইয়াও রাজোচিত প্রসাদভোগে বিরত ছিলেন। যে সকল পাচক নেপল্‌সের রাজ প্রতিনিধিকে বিবিধ বিধানে ভোজন করাইত, তাহারাই প্রতিদিন চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি দ্বারা তাঁহার টেবিল সুশোভিত করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি একটু ঝোল, একটু ব্যঞ্জন, ও একটু জল ব্যতীত তাহা হইতে আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না। পাচকগণের পরিশ্রম ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইত। তিনি অতি কঠিন শয্যায় শয়ন করিতেন,—এবং ভৃত্যেরা যদি তাঁহাকে Your Excellency. বলিয়া সম্বোধন করিত, তাহা হইলে তিনি ক্রোধে আরক্ত লোচন হইতেন। কারণ তিনি রাজকীয় কোন-প্রকার উপাধি বা কোন-প্রকার সম্বোধন ভাল বাসিতেন না। তিনি বলিতেন এ সকল উপাধি নিষ্কর্ম্মা লোকদিগের অভিমানতৃপ্তির উপায়মাত্র।

নিম্নলিখিত কয়েকটী দ্রব্য তাঁহার অস্ত্রাগার ও বস্ত্রাগারের একমাত্র উপকরণ ছিল—একটী পুরাতন সৈনিক পরিচ্ছদ, দুই জোড়া ধূসর পেন্টুলেন, একটী পুরাতন হ্যাট্, দুইটী লোহিত বর্ণের অঙ্গরাখা, কয়খানি রুমাল, দুইখানি গলবন্ধ, একখানি তরবারি, একটী রিভল্‌বার এবং একটী মনিব্যাগ্।

বিংশ অধ্যায়।

—***—

সিসিলী-বিজয়

গ্যারিবল্ডী প্যালার্মো জয় করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি সেনাপতি টুর্‌কে সসৈন্য মিলাজো ও মেসিনা-অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন, এবং স্বয়ং তিন সহস্র সৈন্য লইয়া ১৪ই জুলাই মেডিসির সহিত গিয়া মিলিত হইলেন। সেই দিনই নিয়োপলিটীয় সেনাপতি বস্‌কো চারি সহস্র সৈন্য লইয়া মেসিনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বার্সেলোনা-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ২০এ জুলাই গ্যারিবল্ডী-সৈন্য রাজকীয় সৈন্যের সম্মুখীন হইল। রাজকীয় সেনাপতি বস্‌কো গ্যারিবল্ডী-সৈন্যের সম-সংখ্যক সৈন্য লইয়া মেরি ও মিলাজো নগরদ্বয়ের মধ্যে গ্যারিবল্ডীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বস্‌কো পর্ব্বতের উপত্যকা-প্রদেশে সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এদিকে গ্যারিবল্ডিনী সেনা সেই বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশে সকলে একেবারে উঠিতে পারিল না। ছয় শত মাত্র গ্যারিবল্ডিনী সেনা সহসা ছয় সহস্র নিয়োপলিটীয় সেনার সম্মুখে আসিয়া পড়িল, সুতরাং সহজেই প্রতিহত হইল। এই মুহূর্ত্তেই গ্যারিবল্ডী পলায়মান সৈন্যের সাহায্যার্থ, আর এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নববলোপচিত গ্যারিবল্ডিনী সেনা ফিরিয়া নিয়োপলিটীয় সৈন্যকে পুনরাক্রমণ করিল। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং জেনোয়ীজ সৈন্যসহ নিয়োপলিটীয় সৈন্যের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তিনি একটী ভীষণ-অগ্নি-উদ্গারী কামানের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া সেনাপতি মিসোরী ও ষ্ট্যাটেলা পঞ্চাশ জন সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন। কামানের একটী গোলা আসিয়া গ্যারিবল্ডীর জুতার গোড়ালী ও রেকাব উড়াইয়া লইয়া গেল। তাঁহার অশ্ব আহত হওয়ায় অদম্য হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পাদচারে অগ্রসর হইতে হইল।

মেজর ব্রেডা সেই স্থলে নিহত হইলেন, এবং নিসোরীর অশ্ব তাঁহাকে ভূমিতলে প্রক্ষিপ্ত করিল। এই সঙ্কটকালে গ্যারিবল্ডীর সৈন্যগণ অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও অতিমানুষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী দেখিলেন যে সম্মুখ-সমরে কামানটী গ্রহণ করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি কর্ণেল্ ডনে, সেনাপতি নিসোরী ও র‍্যাটে-লাকে কতিপয় সৈন্য লইয়া পশ্চাৎ দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে গ্যারিবল্ডী স্বয়ং অসিহস্তে পাদচারে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

এদিকে সেই কামান হইতে ভীষণ অগ্নি উদ্গীরিত হইতে লাগিল। কিন্তু আক্রমণকারী গ্যারিবল্ডী সৈন্য অতিবেগে পশ্চাতে গিয়া সহসা সেই কামানটী লইয়া পলায়ন করিল। নিয়োপলিটীয় পদাতিক সৈন্য স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময় সহসা এক দল নিয়ো-পলিটীয় অশ্বারোহী সৈন্য পদাতিক সৈন্য-শ্রেণী ভেদ করিয়া অপহৃত কামানের উদ্ধারার্থ ধাবিত হইল। কর্ণেল্ ডনের সৈন্যেরা প্রতিহত হইয়া একটী প্রাচীরাভিমুখে হটিতে লাগিল, কিন্তু যখন প্রাচীরে পৃষ্ঠ-দেশ লাগিল, তখন আর পশ্চাদ্পাদ হইতে পারিল না। তখন তাহারা সেই কামান হইতে অবিরাম ভীষণ গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন নিয়োপলিটীয় সেনাপতি অশ্বসেনা লইয়া পশ্চাদ্পাদ হইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু ফিরিয়াই দেখিলেন, তিনি গ্যারিবল্ডী, নিসোরী, ষ্ট্রাটেলা ও আর পাঁচ ছয় জন বীর কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছেন। গ্যারিবল্ডী তৎক্ষণাৎ নিয়োপলিটীয় সেনাপতির অশ্বের লাগাম ধরিলেন, এবং তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বলিলেন। নিয়োপলিটীয় সেনাপতি তদুত্তরে গ্যারিবল্ডীকে লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন, কিন্তু তিনি সরিয়া সে আঘাত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন, কিন্তু স্বয়ং তাঁহার গলদেশে এরূপ প্রচণ্ড আঘাত করিলেন যে নিয়োপলিটীয় সেনাপতি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে আর কয় জন নিয়ো-পলিটীয় অশ্বারোহী সৈন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্যারি-বল্ডীর মস্তকোপরি তাহাদিগের শাণিত তরবারি পতনোন্মুখ হইল।

অমনি গ্যারিবল্ডী বিদ্যুদ্বেগে আততায়ীদিগের অন্যতমের দিকে ধাবিত হইয়া তদীয় তরবারির শাণিত অগ্রে তাহার দেহ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এদিকে নিসোরী রিভল্ভারের অগ্নি-বর্ষণে দুইজন আততায়ী ও অন্যতমের অশ্বকে আহত করিলেন। এক জন নিয়োপলিটীয় অশ্বারোহী উল্লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক নিসোরীকে আক্রমণ করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রিভল্ভারের গুলি আসিয়া তাঁহার মস্তক ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। যে সময় নিসোরী আক্রমণকারিগণের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় গ্যারিবল্ডী তাঁহার বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণকে সংগৃহীত করিয়া আক্রমণকারিগণকে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। ইহার পরিণাম এই হইল যে সেই পঞ্চাশৎ আক্রমণকারী নিয়োপলিটীয় অশ্বারোহী সৈন্যের কেহই গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিল না;—তাহারা হত, আহত, বা যুদ্ধে বন্দী হইল।

এই ঘটনায় সেই সমস্ত রাজকীয় সেনা—নিয়োপলিটীয়, বাভেরীয়, ও সুইস্—এক্ষণে পশ্চাদ্পাদ হইয়া শত্রুসৈন্যকেন্দ্রের সম্মুখে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে শত্রুসেনা সেই পলায়মান রাজকীয় সেনার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল। ইহাতেই সে দিনের জয় পরাজয় স্থিরীকৃত হইল।

পলায়মান রাজকীয় সেনা মিলাজো নগর পৌঁছান পর্য্যন্ত একবারও থামে নাই। এদিকে বিজয়োন্মত্ত গ্যারিবল্ডিনী সেনাও তাহাদিগের বন অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নগরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। সেনাপতি আসিয়াই মিলাজো নগরের দুর্গ রক্ষক সৈন্যগণকে কামান, অশ্ব, ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রী-সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করণার্থ আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হইল। সুতরাং সবলে দুর্গ অধিকার করিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচার করিলেন।

পরদিন 'সিটি অব্ এবার্ডিন্' নামক জাহাজ গ্যারিবল্ডীর সাহায্যার্থ সৈন্য ও কামান লইয়া বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকীয় সেনাপতি বস্কো আর দুর্গ রক্ষা করা সম্ভব মনে না করিয়া মেসিনায় এই বলিয়া টেলিগ্রাম্ করিলেন যে তিনি আর দুর্গ রক্ষা করিয়া

উঠিতে পারিতেছেন না, এবং নেপল্‌সে আবেদন করিয়া পাঠাইলেন— যে অবিলম্বে যেন আত্মসমর্পণ করিবার উপদেশ প্রদান করা হয়।

দুই দিনের মধ্যেই চারিখানি নিয়োপলিটীয় জাহাজ বন্দরে আসিয়া লাগিল। ইহার অন্যতমে কর্ণেল্ আন্‌জানো সন্ধি করিবার পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়া আসিয়াছিলেন। প্যালার্মোতে অবরুদ্ধ সৈন্যগণকে যে নিয়মে আত্মসমর্পণ করার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, গ্যারিবল্ডী এবারও মিলাজো দুর্গের অধিবাসিগণকে সেই নিয়মে আত্মসমর্পণ করিতে দিবেন—কর্ণেল্ আন্‌জানো প্রথমেই ইহা দাবী করিয়া বসিলেন। কিন্তু এবার গ্যারিবল্ডী সে নিয়মে সম্মত হইলেন না। গ্যারিবল্ডী বলিলেন যে তাঁহার নিয়ম তিনি পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত নিয়োপলিটীয় রণতরী আসিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেও, তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। তখন কর্ণেল অগত্যা ডিক্‌টেটরের নিয়মে বাধ্য হইলেন।

পরদিন দুর্গ-পরিত্যাগ-কার্য্য আরম্ভ হইল। সেনাপতি বস্কো কতিপয় সৈনিক কর্ম্মচারি-সমভিব্যাবহারে সর্ব্বপ্রথমে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া জাহাজে উঠিতে চলিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে অবজ্ঞা-সূচক হিস্ হিস্ শব্দে তাঁহার কর্ণকুহর বধির হইয়া গেল; তিনি মেডিসির অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া গ্যারিবল্ডী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জাহাজ হইতে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। সুতরাং তাঁহাকে অশ্ব-সহ দুর্গে ফিরিয়া আসিতে হইল। ফিরিয়া আসিলে গ্যারিবল্ডী তাঁহার অশ্ব কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে পাদচারে জাহাজে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন।

গ্যারিবল্ডী আহত সৈন্যগণকে সমুদ্রতীরে প্রেরণ করিলেন। তথায় গিয়া তাহারা জাহাজে উঠিয়া প্রস্থান করিল। অনেক সৈন্য, রাজকীয় সৈন্যশ্রেণী পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্যারিবল্ডীর পতাকামূলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এতদ্ভিন্ন পঞ্চাশটী কামান, এক লক্ষ রাউণ্ড বারুদ, ও ১৩৯টী রণদীক্ষিত অশ্ব এই বিজয়ের ফলস্বরূপ পরিলব্ধ হইল। নিয়োপলিটীয় সেনানায়কগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে এইযুদ্ধে পরাজিত করায় গ্যারিবল্ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভা সর্ব্বতঃ প্রশংসিত হইল।

মিলাজো দুর্গস্থ সৈন্যগণের আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই গ্যারিবল্ডী তদীয় বিজয়োন্মত্ত সৈন্যগণকে মেসিনাভিমুখে ধাবিত হইতে আদেশ দিলেন। বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা—গ্যারিবল্ডী ইহা বিশেষ বুঝিতেন। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে যে সকল সৈন্য মিলাজো দুর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, সময় পাইলেই তাহারা মেসিনা দুর্গে আশ্রয় লইবে। আর অন্যান্য স্থান হইতে বিক্ষিপ্ত রাজকীয় সৈন্য সকল মেসিনায় আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইবে। এদিকে অবসর পাইলে তাঁহার সৈন্যেরাও বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া পড়িবে। এই জন্যই তিনি অবিলম্বে সেই নগরা শ সসৈন্য ধাবিত হইলেন। মেডিসি পূর্ব্বেই রওনা হইয়াছিলেন।

নিয়োপলিটীয়গণ পথে তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে সাহস করে নাই। তাঁর দ্রুত আগমনে নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ অধিত্যকাপ্রাগারিক নগর হই রে পলায়ন করিয়া দুর্গমধ্যে া আশ্রয় গ্রহণ করিল. হারা দ্রুতে ভ্যওরে পলায়ন করিবার সময় নাগরিক ধনাগার ন ক র্সা র্গী- হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিল। মতির

একদিকে নিয়োপলিটীয় সৈন্যের নগর পরিত্যাগপূর্ব পল ও অন্য দিকে গ্যারিবল্ডিনী সেনার নগরপ্রবেশ—এই দুই শুভ ঘট যুগপৎ আবির্ভাবে নগরবাসিগণ আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তাহাদিগের অন্তর্নিগূহিত বিদ্রোহানল এতদিনে ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যখন সমস্ত সিসিলী স্বাধীনতার নব আ ক আনন্দে নৃত্য করিতেছিল, নব নব আশাকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল, সমস্ত দেশ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছিল, ও পরস্পরের সহিত মনের কথা কহিয়া হৃদয়ের চিরভার কমাইতেছিল,—সেই সময় এই দুর্ভাগ্য নগর পাঁচ ছয় সহস্র সৈন্যে ও শত শত কামানে পরিবেষ্টিত হইয়া নিঃশ্বাস ফেলিবারও সুবিধা পাইতেছিল না। এতদিন দুর্ব্বিষহ অধীনতার মর্ম্মন্তুদ নিগড়ে তাহাদিগের হস্তপদ আবদ্ধ ছিল। যাহারা কোন প্রকারে নগরের বাহিরে যাইতে পারিয়াছিল, তাহারা আর নগরমধ্যে

ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং এ নগরে বাণিজ্য ও সামাজিক জীবন একরূপ অতীত ঘটনামধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যাহারা নগরে ছিল, তাহারা আপন আপন জীবন লইয়াই যখন ব্যতিব্যস্ত, তখন বাণিজ্যাদি করিবে কে? আজ মুক্তিদাতা গ্যারিবল্ডীকে দেখিয়া তাহাদিগের আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না!

যে গ্যারিবল্ডী ইতালীর নিপীড়িত প্রজাবৃন্দের সহিত একপ্রাণ ও এক সহানুভূতিসূত্রে অনুস্যূত, আজ সমস্ত মেসিনাবাসির হৃদয়-দ্বার তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইল। তাহারা যেন আপনিই জানিতে পারিল যে যে মহাপুরুষ আ[illegible]হাদিগের মধ্যে অবতীর্ণ, তিনি তাহাদিগের সমস্ত দুঃখ বুঝিয়াছেন, তাহাদিগের অসংখ্য দোষ ও দুর্ব্বলতা সত্বেও তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন, এবং তাহাদিগের [illegible]রের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।

[illegible] অবিলম্বে হইতে দূত গ্যারিবল্ডীর নিকট সন্ধিভিখারী হইয়া [illegible]সিলেন। [illegible] র[illegible]রা সমস্ত সিসিলী দ্বীপ[illegible] অধিকাংশ দুর্গ ছাড়িয়া আ[illegible] সম্মত[illegible]দতে [illegible]লন। গ্যারিবল্ডী সাইরাকিউজ, অগোষ্টা প্রভৃতি দিতে অব[illegible]জকীয় সৈন্যগণকে অবাধে জাহাজে উঠিয়া প্রস্থান দুর্গে[illegible]তে [illegible] স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে প্রায় সমস্ত সিসিলী গ্যারিবল্ডীর শাসনা[illegible]ধীনে আসিল। কেবল রাজধানী নেপল্‌স ও তৎসন্নিকৃষ্ট কয়েকটী দুর্গমাত্র আপাততঃ নেপল্‌সরাজের অধীনে রহিল। কিন্তু এগুলির সমর্পণসম্বন্ধেও সন্ধি চলিতে লাগিল।

যখন পালার্মো[illegible] অন্যান্য নগরের নাগরিক সমিতিসকল গ্যারিবল্ডীকে সিসিলীদ্বীপকে ইতালীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া উত্তর দিলেন যে এই একীকরণই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও প্রার্থনীয় বিষয়, এবং ভিক্টর ইমানুয়েলের প্রতি ও তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে; বিশেষতঃ তাঁহার বিশ্বাস যে ইতালীকে একটী সমগ্র জাতিরূপে পরিণত করিতে কেবল তিনিই সক্ষম; কিন্তু শুদ্ধ সিসিলীকে পীডমণ্টরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা আপাততঃ তিনি শুভকর বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না।

আর তাঁহার বিশ্বাস যে ইতালীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলকে একীকৃত করার পূর্ব্বে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অন্তর্দৌর্ব্বল্য দূরীকৃত করিতে হইবে।

গ্যারিবল্ডীর ভবিষ্য কার্য্যপ্রণালী পরিস্ফুট ও সুসঙ্গত। তিনি ইতালীর কোনও শত্রুর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহেন না। তিনি টস্কানীর ন্যায় সিসিলী বিজয় করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যতক্ষণ নেপল্‌স্ হস্তগত না হইতেছে, ততক্ষণ তিনি ডিক্‌টেটরের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্যালার্মোদুর্গ যেরূপ অগ্নিমুখে অধিগত করিয়াছিলেন, নেপল্‌স ও সেইরূপ সবলে গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নেপল্‌স্ হস্তগত করিয়া তিনি পোপের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন ইহা তাঁহার দ্বিতীয় সঙ্কল্প। তিনি নেপল্‌স ও রোম্ ইতালীর সমবেত রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত না করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না। যতদিন না তিনি তাঁহার অস্ত্র-সহচর সার্ডিনীয়রাজ ভিক্‌টর্ ইমানুয়েল্‌কে রোমের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইলে তিনি যুদ্ধস্থল হইতে অপুনরাগমনের জন্য অনসৃত হইয়া আপনার ক্যাপ্রেরা দ্বীপস্থিত শৈল আবাসে গমন করিবেন। জগৎ তখন সবিস্ময়ে দেখিবে তাঁহার লক্ষ্য স্থির ও কার্য্য স্বার্থচ্ছায়াশূন্য। এক্ষণে দেখা যাউক্ গ্যারিবল্ডীর এই সঙ্কল্প কতদূর সিদ্ধ হইয়াছিল।

রাজকীয় সেনাপতি ক্ল্যারী দুই সহস্র সৈন্য লইয়া নগরের দুর্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে গ্যারিবল্ডী নগরের শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য সুব্যবস্থা করিলেন। ২৮ এ জুলাই সর্ব্বপ্রথম জাতীয় সেনাদল, মেডিসি ও কেব্রিজি সেনাপতিদ্বয়ের অধিনায়কত্বে, নগরমধ্যে প্রবেশ করিল।

কেব্রিজির আবির্ভাবে নগর-বাসিগণের অন্তরে অপূর্ব্ব বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হইল। মেডিসিকে দেখিয়া তাহারা অধিকতর বিস্মিত হইল। উভয় সেনাপতির দেহ দীর্ঘ ও সুন্দর এবং মুখকান্তি প্রীতিপ্রদ। নিয়োপলিটীয় সেনাপতিগণ দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, ও তাঁহাদিগের মুখকান্তি

শীতলতাময়। সুতরাং এই বিসদৃশ দৃশ্যে তাহারা মুগ্ধ ও বিস্মিত হইল।

এদিকে প্রধান সেনাভাগ লইয়া গ্যারিবল্ডী সহসা নগর-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদিও তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে পর দিন আসিবেন, তথাপি তিনি মেসিনাতে তাঁহার অভ্যর্থনার বহ্বাড়ম্বর পরিহার করিবার মানসে এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন! কিন্তু তাঁহার কৌশল ব্যর্থ হইল। কারণ নগরবাসিগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গাড়ীর অশ্ব খুলিয়া আপনারা তাঁহার গাড়ী টানিয়া তাঁহাকে মহাসমারোহে নগরের ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, এবং ফেব্রিজি ও মেডিসি যে প্রাসাদে আসিয়া অগ্রেই অবস্থিত হইয়াছিলেন, তথায় লইয়া গেল।

গ্যারিবল্ডীর আগমনবার্ত্তা দাবানলের ন্যায় মেসিনা নগরের সর্ব্বত্র সহসা বিস্তারিত হইল। এই সংবাদ শুনিয়া অসংখ্য লোক সেই প্রাসাদের বাতায়ন-সমক্ষে গ্যারিবল্ডীর দর্শনকামনায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিমুখে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল—'গ্যারিবল্ডী জীব!' (Viva Garibaldi!)। এই জয়ধ্বনি আকাশে প্রতিধ্বনিত হইয়া গ্যারিবল্ডীর কর্ণকুহর ভেদ করিল। তখন তিনি বাতায়নমুখে আসিয়া সমবেত জনবৃন্দকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অমনি সহস্র সহস্র হ্যাট্ ও রুমাল গগণে বিলাসিত হইল—আবার জনসাধারণ উন্মত্তবৎ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—'গ্যারিবল্ডী জীব! ইতালী জীব!' (Viva Garibaldi! Viva Italia!) গ্যারিবল্ডীর পরিচ্ছদ এরূপ সাদাসিদা ছিল, যে তাঁহাকে পরিচ্ছদ দেখিয়া সাধারণ সৈন্য হইতে চিনিয়া লওয়ারও কোন সুবিধা ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ উজ্জ্বল নয়ন, তাঁহার সুপ্রশস্ত ললাট, ও তাঁহার উদার মুখকান্তি দেখিলে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে আর কোন ক্লেশ হইত না। মিলাৎসো নগরে তাঁহার অতিমানুষ বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া মেসিনাবাসীরা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রতি বিস্ময়-পূর্ণ হইয়াছিল—আজ তাঁহার পুরাকালোচিত সরলতা ও বিলাসশূন্যতা দেখিয়া আরও বিস্মিত হইল।

মিলাজোর রুধিরস্রাবী ও অবসাদকর সমরের পর সায়াহ্নে সিসিলীয় সেনার অধিনায়ক ডিক্‌টেটর গ্যারিবল্ডীর সহিত বিখ্যাতনামা আলেক্‌জাণ্ডার ডিউমাস্ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন গ্যারিবল্ডী কোন গির্জ্জার তোরণদ্বারে সমস্ত শরীর ছড়াইয়া খড়ের শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, তাঁহার মস্তক জিনের উপর সন্ন্যস্ত রহিয়াছে, এবং তাঁহার সৈনিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বেষ্টন ক. .া বসিয়া আছেন। অদূরে তাঁহার নৈশ-ভোজন সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তাহা একটুকরা রুটী ও এক গ্লাস জল মাত্র। তাঁহার দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দশ ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতেন। এরূপ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সেনাপতির পক্ষে এরূপ আয় অতি যৎসামান্য বলিতে হইবে।

সিসিলী দ্বীপ হইতে নেপল্‌স রাজ্যে ডিকটেটরের অবতরণ-সঙ্কল্প দিন দিন প্রচারিত হইতে লাগিল। তখন সার্ডিনীয়ারাজ—সম্রাট্ নেপোলিয়নের নিকট যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার অনুরোধে, গ্যারিবল্ডীকে তদীয় সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিলেন। তিনি স্বহস্তে লিখিয়া নিম্নলিখিত পত্রিকা গ্যারিবল্ডীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন:—

"প্রিয় সেনাপতি!—আপনি জানেন যে আপনি যখন সিসিলী-অভিযানে বিনির্গত হন, তখনও আমার অনুমোদন প্রাপ্ত হন নাই। আজ উপস্থিত ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আপনাকে আবার সতর্ক করিতেছি; কারণ আমি জানি আপনি আ প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন—তাহা অকৃত্রিম; সুতরাং আমার কথা আপনি অবশ্য শুনিবেন।

"ইতালীয়গণের সহিত ইতালীয়গণের সমরের অবসান করিবার মানসে, আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি যে যদি নেপল্‌স-রাজ সিসিলী দ্বীপ হইতে আপনার সৈন্য সকল উঠাইয়া লইতে স্বীকৃত হন, এবং সিসিলীবাসিগণকে স্বাধীন তর্ক বিতর্কের পর আপনাদিগের ভবিষ্য শাসনপ্রণালী নির্ব্বাচন করিতে দেন, তাহাহইলে আপনি যেন নিজ বিজয়োন্মত্ত ও বীরোচিত-সাহস-সম্পন্ন সৈন্যগণ লইয়া নেপল্‌সরাজ্য আক্রমণ করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।

"যদি নেপল্‌সরাজ সিসিলী সম্বন্ধে এ প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে সিসিলীবিষয়ে আমার পূর্ণ-কার্য্য-স্বাধীনতা আমি নিজ হস্তেই রাখিলাম।

"সেনাপতি! আমার এই উপদেশের অনুবর্ত্তন করিলে, আপনি দেখিবেন ইহাতে ইতালীর ... ফল হইবে, ও ইতালীর বিশাল পরিণতি আপনা দ্বারা দ্রুততর সংস...ত হইবে; এবং ইউরোপ দেখিবে যে আমরা কিরূপে জয় করিতে হয় তাহাও জানি, আর বিজয়ের কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাও বিদিত আছি।

"ভিকটর ইমানুয়েল্।"

গ্যারিবল্ডী নিম্নলিখিত প্রকারে রাজকীয় পত্রের উত্তর দিলেন :—

"মহারাজ!—আপনিই বিদিত আছেন যে মহারাজের প্রতি আমার কিরূপ প্রগাঢ় ভক্তি, এবং মহারাজের কার্য্যে আমি কিরূপ উৎসর্গীকৃত-প্রাণ। যদিও মহারাজের আদেশের অনুবর্ত্তন করা আমার একান্ত অভিমত, তথাপি ইতালীর বর্ত্তমান অবস্থা আমাকে সেই ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করিতে দিতেছে না। নেপল্‌সের অধিবাসিগণ আমাকে বার-বার আহ্বান করিতেছেন, এবং নেপল্‌সরাজ্য হস্তগত করিবার জন্য একান্ত উদ্দীপিত করিতেছেন। আমার যতদূর প্রভাব ও ক্ষমতা আমি তাঁহাদিগকে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কারণ এ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শুভতর সময়ের যে প্রয়োজন, তাহা আমি নিজেই অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু আমি কিছুতে ... হাদিগকে এ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারিতেছি না। সুতরাং এ সময়ে যদি আমি দোলায়মানচিত্ত হই, তাহা হইলে আমি ইতালীর ভবিষ্য শুভের পথে কণ্টক রোপণ করিব, এবং ইতালীবাসীর কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটীমান্ হইব। অতএব আমি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে মহারাজ এবার আমাকে আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিবার অনুমতি প্রদান করুন্। নেপল্‌সের যথেচ্ছাচারী বোর্ব্বন্ রাজবংশের অত্যাচারে মর্ম্মাহত নেপল্‌সবাসি-গণের ঐকতানিক ও ঐকান্তিক ইচ্ছা, আমার হস্তে যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছে, যে মুহূর্ত্তে আমা দ্বারা সেই গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে,

সেই মুহূর্ত্তেই আমি আমার এই তরবারি মহারাজের চরণে অর্পিত করিয়া, আমার জীবনের অবশিষ্ট কাল মহারাজের আদেশ প্রতি-পালনে অতিবাহিত করিব।

"গ্যারিবল্ডী।"

গ্যারিবল্ডী আর এক দিনও নষ্ট করিলেন না। মাসের অব-সানের পূর্ব্বেই তিনি ক্যাপো ডি ফ্যারো ত পার হইয়া ক্যালাব্রিয়াতে যাইবার জন্য প্রায় চারিসহস্র লোক ও নৌকা সংগ্রহ করি-লেন। এই অভিযানে নির্গত হওয়ার বহিত পূর্ব্বেই তিনি নেপ-ল্‌সের অধিবাসিবৃন্দকে আহ্বান করি এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন ;—

"নিয়োপলিটীয় দেশের অধিবাসিবৃন্দের প্রতি,—যে বৈদেশিক আমাদের অবনতিসাধনের জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, তৎকর্তৃক বাধা, এবং আভ্যন্তরীণ বিবাদ, এই দুই কারণ সমবেত হইয়া, ইতালীয় জাতির একতা বিলম্বিত করিয়াছে। এক্ষণে বোধ হইতেছে—আমাদের দুর্দ্দশা অপনোদন করিবার মানসেই ন দৈবী শক্তি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন। কারণ পরস্পর-বিবদমান প্রদেশ-সকল আজ আশ্চর্য্য-রূপ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, ও জয়লক্ষ্মী স্বাধীনতাদেবীর সন্তান-গণের উপর সর্ব্বত্র প্রসন্নবদনা হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া বোধ হই-তেছে যে প্রতিভা-ভূমি ইতালীর কষ্ট যন্ত্রণার দিনের অবসান হই-বার উপক্রম হইয়াছে।

"একটী সোপান এখনও অমুত্তীর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু আমি তাহার জন্য ভীত নহি। যে ক্ষীণ সাধন-সামগ্রী অল্পসংখ্যক বীরপুরুষগণকে প্রণালীমালা অতিক্রম করিয়া এই দ্বীপে আনয়ন করিয়াছে, সেই ক্ষীণ সাধন-সামগ্রী এক্ষণে একটী প্রকাণ্ড সেনায় পরিণত হইয়াছে, সুতরাং অভীষ্ট নব অভিযান আমার নিকট কষ্টসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইতালীয়গণের মধ্যে রক্তপাত পরিহার করাই আমার একান্ত মানস। এই জন্যই আমি আপনাদিগকে—নিয়োপলিটীয় অধিবাসিবৃন্দকে—লক্ষ্য করিয়া এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিলাম।

"আমি জানি আপনারা প্রকৃত বীর-সন্তান, কারণ আমিই ইহা প্রমাণীকৃত করিয়াছি; কিন্তু আর আমি তাহার প্রমাণ চাই না। আমরা এক্ষণে পরস্পরের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ না হইয়া পরস্পর সমবেত হইয়া ইতালীর শত্রুগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব। এই জন্য আজ আমি অ. ... স্বরীণ সমরের বিরুদ্ধে শান্তিভিখারী হইয়া আপনাদিগের নিকট দণ্ডায়মান।

"উদারমতি নিয়ে ... অধিবাসিবৃন্দ! যে ব্যক্তি কখন কোন যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির পা ... করে নাই, এবং যে ব্যক্তি জনসাধারণের সেবায় আজীবন দীক্ষিত, সেই ব্যক্তি আজ তাহার দক্ষিণ কর প্রসারণ করিতেছে, আপনারা তাহাকে হস্তাবলম্ব প্রদান করুন্। আপনারা সকলে সমবেত হইয়া বিনা ভ্রাতৃরুধিরপাতে একটী সমবেত ইতালীয় জাতি সংগঠিত করুন এই আমার বিনীত প্রার্থনা। আসুন্ আমার সহিত জন্মভূমির সেবায় নিযুক্ত হউন্, আর যদি প্রয়োজন হয়, আসুন্ জন্মভূমির জন্য আমার সহিত প্রাণোৎসর্গ করুন্।

"সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

এদিকে মেসিনাপ্রণালী উত্তরণপূর্ব্বক নেপল্‌স রাজ্য আক্রমণের বিশেষ উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু অভিযানের দিন কেহই অবধারিত রূপে জানিতে পারিল না, যদিও সকলে উদ্যোগের অবস্থা দেখিয়া ৮ই আগষ্ট নির্দ্দিষ্ট দিন বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। প্রত্যুতঃ সেই দিন প্রত্যুষেই অভিযান আরম্ভ হইল। বিংশসহস্র সেনা চারিভাগে বিভক্ত হইয়া সেনাপতির আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—একদল ফ্যারো পয়েন্ট ও তৎসমীপে; মেসিনাতে দুই দল—এক দল মেডিসির ও এক দল কোজেন্‌সের অধিনায়কত্বে, এবং চতুর্থ দল নিকসিওর অধিনেতৃত্বে।

এদিকে উপকূলে চারি ব্যাটারী গুরু কামানরাজি বিনির্ম্মিত হইল। আর ওপারে অবস্থিত স্কাইলা দুর্গ লক্ষ্য করিয়া এপারে ক্যাবিরডিস্ অন্তরীপে ছয়টী ৩২ পাউণ্ডার ও দুইটী ৬৫টী পাউণ্ডার কামান স্থাপিত করা হইল। মধ্যস্থলের ব্যবধান ছয় হাজার গজের গজ। এই স্থানে

নিয়োপলিটীয় রণতরিসকল আসিয়া তাঁহাদিগের অভিযান-কার্য্যের যাহাতে ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে না পারে তাহারও পূর্ব্ব বিধান করা হইল।

৮ই আগষ্ট অপরাহ্ণে গ্যারিবল্ডী 'ছিটী অব্ এ্যাবর্ডিন্' নামক রণতরিতে আরোহণ করিয়া এপারের ডেকের এদিক্ ওদিক্ আন্দোলন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং ফীলড-গ্লাস দ্বারা ওপারে শত্রুগণের অবস্থান ও গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে জেলেডিঙ্গী করিয়া তিনি গুপ্তভাবে স্বয়ং ওপারে গিয়া শত্রুগণের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া আসিলেন।

দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে একটী দক্ষিণপশ্চিমমুখী ঝড় উঠিয়া চতুর্দ্দিকের মেঘমালাকে তাড়িত করিয়া ক্যালাব্রিয়া-উপকূলাভিমুখে লইয়া গেল। নবোদিত চন্দ্রের কিরণমালাও সেই ঘনীভূত ঘনঘটাকে বিকীরিত করিতে পারিল না; সুতরাং সমস্ত উপকূলভাগ কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়া রহিল। রাত্রি আটটা বাজিল, অমনি সেনানায়ক মেজর মিসোরীকে গ্যারিবল্ডী যাত্রা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সর্ব্ব[illegible]ত পঞ্চাশৎমাত্র সৈন্য লইয়া, তাঁহারা ক্যালাব্রিয়া-উপকূলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য এই অভিযানে যোগ দিতে না পারায় মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন যে তাঁহারা অতর্কিতভাবে ফোর্ট ক্যাভালো দুর্গ অধিকার করিবেন। তথা হইতে সঙ্কেত করিলে, সমস্ত সৈন্য তদভিমুখে অভিযান করিতে পারিবেন।

রাত্রি সাড়েনয়টার সময় তাহারা এপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ফ্যারোনগরের গির্জার টাওয়ার হইতে ঘণ্টানিনাদ শ্রুত হইতেছিল। সেই টাওয়ারের গবাক্ষ হইতে উদ্গীরিত ক্ষীণালোকের সাহায্যে তাঁহারা উপকূল বহিয়া ফোর্ট ক্যাভালো-অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এ অভিয়ানের অনুরূপ ইতিহাসে প্রায় দৃষ্ট হয় না। এরূপ অল্প-সংখ্যক লোকে এরূপ অসাধারণ দক্ষতার সহিত এরূপ গুরুতর লক্ষ্য সাধনের জন্য এরূপ বিপৎসঙ্কুল অভিযানে আর কখন নির্গত

হয় নাই। সম্মুখে অতিভয়াবহ, অসংখ্য-সৈন্য-পরিরক্ষিত কামান-রাজি-বিরাজিত অপরিজ্ঞাত উপকূলবিভাগ,—আর প্রণালীবক্ষে ভাসমান অসংখ্য সুসজ্জিত ও সুসংরক্ষিত শত্রুরণতরি—উভয়কে পরিহাস করিতে করিতে সেই ক্ষুদ্র আভিযানিক সেনা ফোর্ট ক্যাভালো দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিল।

এদিকে সিসিলীয় উপকূলে বিশ সহস্র জাতীয় সেনা নির্ন্নিমেষ লোচনে গ্যারিবল্ডীর সঙ্কেত প্রতীক্ষায় ক্যালাব্রিয়া উপকূলের দিকে তাকাইয়া রহিল। অবশেষে ক্যালাব্রিয়া উপকূলের গিরিশিখর হইতে একটী ক্ষীণ আলোক সিসিলী দ্বীপের সৈন্যগণের নয়নসমক্ষে বিরাজিত হইল। সুদীর্ঘ একাদশবৎসরের কষ্ট যন্ত্রণা ও হতাশতার পর আজ জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা—ক্যালাব্রিয় গিরিরাজির মেঘচুম্বিত শিখরে উড্ডীন হইল।

অর্দ্ধ ঘণ্টার পর শত শত বন্দুকধ্বনি সাগর-বক্ষ ভেদ করিয়া সিসিলীদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে সহসা বন্দুক-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া সাগরের দিকে ছুটিতে লাগিল। তাহারা মধ্যে মধ্যে গুলি ছুড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের নির্লক্ষ্যগুলিতে বরং তাহাদিগের দলের লোকেরই গতি প্রতিহত হইতে লাগিল। এদিকে সিসিলীয় সৈন্যও আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্ডী ফ্লোটিলার পর ফ্লোটিলা প্রেরণ করিয়া যেন ক্যালাব্রিয়া উপকূল ছাইয়া ফেলিলেন। কেহ তাঁহার সৈন্যগণের গতিরোধ করিল না বা কেহ তাহাদিগের প্রতি একটী গুলির আঘাত করিল না। এদিকে ক্যালাব্রিয়ার গ্রামবাসিগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া গ্যারিবল্ডীর অধীনতা স্বীকার করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই এক বাক্যে বলিতে লাগিল যে গ্যারিবল্ডী উপকূলে উত্তরণ করিলেই তাহারা আবালবৃদ্ধবনিতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিবে—"ডিক্টেটর দীর্ঘজীবী হউন! ভিক্টর ইমানুয়েল দীর্ঘজীবী হউন! আর বোর্বন্‌-রাজবংশ দূর হউক্!"। কিন্তু গ্যারিবল্ডী কিছুতেই নামিলেন না। তাঁহার ফ্লোটিলাসকল কোথায় কি উদ্দেশে গমন করিতেছে, এবং

তিনিই বা কোথায় অবতরণ করিবেন, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। অনেকে ভাবিতে লাগিল, গ্যারিবল্ডী বুঝি সমস্ত উপকূল-বিভাগ রণতরি দ্বারা ঘিরিয়া অগ্নিগোলক দ্বারা দগ্ধ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রত্যুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল।

একবিংশ অধ্যায়।

নেপল্‌স-অভিযান।

এদিকে গ্যারিবল্ডীর আগমনে চতুর্দ্দিক বিপ্লবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকেই বোর্ব্বনাধিকৃত নগরসকল বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করিল। এব্রুজ্জি নগরের দুর্গাধ্যক্ষ সেনাপতি ফ্লুরি (Fleury) ১৯এ আগষ্ট বোর্ব্বন্‌রাজ দ্বিতীয় ফ্রান্‌সিস্‌কে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন ;—

"পূর্ব্বদিনের পূর্ব্বেকদিনে ভিলা ফেজিয়া বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করিয়াছে। অধিক কি, দুর্গরক্ষক সৈন্যগণও—'গ্যারিবল্ডী-জীব ! ভিক্টর ইমানুএল্ জীব !' এই বৈপ্লবিক জয়ধ্বনি করিতে করিতে জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহাদিগের দমনের জন্য আমি ত্রয়োদশ রেজিমেণ্টের সৈন্যগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারাও বৈপ্লবিকদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। অবশেষে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমি স্বয়ং গমন করিলাম। তাহারা আমার আদেশের অনুবর্ত্তন করিতে যেন উদ্যত হইল বোধ হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদিগের মত ফিরিয়া গেল। তাহারা আবার বৈপ্লবিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইল। আমি কেবল আমার কর্ম্মচারিগণকে লইয়া দুঃখভূর্জ্জরচিত্তে ফিরিয়া আসিলাম।"

এই উদীচ্য দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নেপল্‌সরাজ্যের কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত বাসিলিকাটা (Basilicata)

প্রদেশবাসিগণ নেপল্‌সরাজের অধীনতা পরিত্যাগ করিল, এবং কর্ণেল বোল্‌ডিনিকে অধিনায়ক করিয়া পোটেনজা (Potenza) নগরে গিয়া ছাউনী করিল। তাহারা নেপল্‌সরাজ্যের নগরে নগরে দূত প্রেরণ করিয়া সকলকেই পোটেন্‌জা নগরে আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুরোধ করিল। সকলেই তাহাদিগের আহ্বানের অনুবর্ত্তন করিল। পোটেন্‌জ নগর 'ইতালী ও ভিক্টর ইমানুয়েল' ধ্বনিতে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বৈপ্লবিকসমিতি আভ্যন্তরীণ সমর পরিহার করিবার মানসে নগরের প্রিফেক্ট ও পুলিশ কমিশনরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা জনসাধারণের প্রতিকূলে দাঁড়াইবেন, অথবা তাহাদিগকে আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে দিবেন। তিনি কিছু সময় চাহিলেন, এবং পরে বলিলেন যে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছেন, কিন্তু কোন কার্য্যের আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি জাতীয় সেনানায়ককে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি জাতীয় দলের সহিত মিলিত হইবেন। তাঁহার যে কথা, সেই কার্য্য। তিনি নিজের চারিশত সৈনিক সহ নগরের অদূরবর্ত্তী গিরিশিখরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সুতরাং নগর বৈপ্লবিকগণের হস্তে পতিত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই পোটেন্‌জানগরে দশ সহস্র বৈপ্লবিক সেনা আসিয়া সমবেত হইল। আর ভিক্টর্‌ ইমানুয়েলের নামে তথায় সামরিক শাসনপ্রণালীও প্রতিষ্ঠাপিত হইল।

এদিকে গ্যারিবল্ডী উপকূলে অবতরণ করিয়া সসৈন্য পশ্চাৎদিক্‌ হইতে রিজিও (Reggio) নগর আক্রমণ করিলেন। নগরাধ্যক্ষ গাল্লোত্তী (Gallotti) জানিতেন যে গ্যারিবল্ডী উপকূলে সসৈন্য অবতরণ করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন গ্যারিবল্ডী সমুদ্রের দিক্‌ হইতেই নগর আক্রমণ করিবেন। আর এত শীঘ্র যে আক্রমণ করিবেন তাহা ভাবেন নাই। নগরের দুইটী দুর্গ তাঁহার দখলে ছিল। দেড়শত সৈন্য সেই দুইটী দুর্গের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কামান, অস্ত্রশস্ত্র ও একমাসের আহার—দুর্গমধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। কিন্তু ২১ এ আগষ্ট

একবিংশ অধ্যায়।

রাত্রি ২৷৹ টার সময় যখন গ্যারিবল্ডিনী সে
আক্রমণ করিল, আর যখন গাল্লোর্ত্তীর
শত সুসজ্জিত বৈপ্লবিক সেনা গড়-বৃদ্ধি
আছে, তখন তিনি একেবারে

বীরবর চিয়াসো (Chiasso) অগ্রসে
প্রবেশ করিলেন। আর তিনদল সেনার অধিনায়ক হইয়া গ্যারিবল্ডী-পুত্র মেনোত্তী (Menotti) তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে বোল্ডিনী তাঁহার সৈন্যগণ লইয়া নগরদুর্গের পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গের কামানসকলের মুখ সমুদ্রের দিকে ছিল, সুতরাং আক্রমণকারী সৈন্যগণ নির্ভয়ে দুর্গ আক্রমণ করিল। নিয়োপলিটানগণ ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়া সকলেই দুর্গমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। এদিকে 'গ্যারিবল্ডী-জীব!' এই জয়-ধ্বনিতে গগণ বিদীর্ণ করিয়া আক্রমণকারিণী সেনা সমবেত হইয়া দুর্গ-প্রাচীরাভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা বিড়ালের মত সহজে প্রাচীরের উপর আরোহণ করিয়া দুর্গমধ্যে গিয়া পড়িল, এবং অবাধে দুর্গ দখল করিল। নিয়োপলিটানেরা ভয়ে বিহ্বল হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিল।

এই ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া বিজয়িনী সেনা বৃহত্তর দুর্গ বা কাসেল অধিকার করিতে ধাবিত হইল। কিন্তু সে দুর্গ হইতে দুর্গরক্ষক সৈন্যগণ অনবরত গুলিবৃষ্টি ও গোলা করিয়া নগর ছাইয়া ফেলিতেছিল। চিয়াসো ও বোলডিনী দুর্গদ্বারের সম্মুখে কামানরাজি পাতিয়া দুর্গ হইতে পলায়নের বা আক্রমণের পথ বন্ধ করিলেন। এদিকে সেনাপতি বিক্সিয়ো আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। গাল্লোত্তী—নিয়োপলিটান সেনাপতি—রিজিয়ো হইতে ৭।৮ মাইল দূরে অবস্থিত সান্ জিয়োভিনি নগরে সেনাপতি ব্রিগান্টীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, তিনি যেন বিলম্বে তাঁহার দ্বাদশ শত সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করেন। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র সসৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন, এমন সময়

সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধি-
সহিত সম্মুখসমর পরিহার করিবার
...ন করিলেন। এদিকে গ্যারিবল্ডী
...লেন, আসিয়াই তিনি সবলে
...ন। তাহার উদ্যোগ হইতেছিল, এমন
সময় গালোত্তী সন্ধির প্রস্তাবসূচক শ্বেতপতাকা দুর্গমধ্যে উড্ডীন করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব অবশেষে আত্মসমর্পণে পর্য্যবসিত হইল। গ্যারিবল্ডী রাজকীয় সৈন্যগণকে—দুর্গ, আহারসামগ্রী, যুদ্ধোপকরণ-সামগ্রী, এবং ঘোটকাদি বিজয়ীর হস্তে সমর্পণ করিয়া জাহাজে উঠিয়া আপন আপন গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপে রিজিয়ো নগরে বহুকাল হইতে প্রচলিত নিয়োপলিটীয় শাসনের অবসান হইল।

রণপণ্ডিত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সামরিক পরিচ্ছদে বিভূষিত নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ আজ অর্দ্ধাবৃত, পর্য্যাপ্ত আহার বিরহে শীর্ণকায়, সুতরাং বিকট-দৃশ্য গ্যারিবল্ডিনী সেনার চরণসম্মুখে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছে—এ দৃশ্য দেখিলে কাহার হৃদয়ে না অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হয়? গ্যারিবল্ডিনী সেনার এই অভাবনীয় কৃতকার্য্যতার মূল, সেনাপতি গ্যারিবল্ডীর প্রতি ইহার অনির্ব্বাপনীয় বিশ্বাস, এবং স্বাধীনতার প্রতি ইহার সর্ব্বগ্রাসিনী অনুরক্তি।

জাতীয় সে... এই সংঘর্ষে গ্যারিবল্ডিনী সেনার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তাহাদিগের উদ্দীপনায় ও সহযোগিতায় গ্যারিবল্ডিনী সেনার বীর্যবহ্নি নিয়তই ইন্ধনযুক্ত থাকিত। এই যুদ্ধে তাহাদিগের এক-জন উৎকৃষ্ট সেনানায়ক ক্যামেরিণী এবং আটজন সহসামরিক হত হইলেও, তাহারা জাতীয় সেনার সহানুভূতি ও সহকারিতানিবন্ধন কাতর বা ভীত হয় নাই। গ্যারিবল্ডী প্লোটিনোনামক এক ব্যক্তিকে রিজিও প্রদেশের সাময়িক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

ব্রিগান্টী ও আসেরেলো নামক নিয়োপলিটীয় সেনানায়কদ্বয়ের সহিত গ্যারিবল্ডীর সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল দর্শিল না।

সুতরাং গ্যারিবল্ডী নিজ সৈন্যগণকে রজনী দুইপ্রহরের সময় সেলানো (Selano) অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে সেনাপতি কোজেন্‌স আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। একদল ইংরাজসেনা ও একদল ফরাশিসেনাও আসিয়া সেই অভিযানকারিণী সেনার সহিত সংযুক্ত হইল। সেলানোগ্রামে নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ ছাউনী করিয়াছিল। তাহারা এই অভিযানকারিণী সেনার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করায়, উভয়সেনায় ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অভিযানকারিণী সেনা বেয়নেটাগ্রে গ্রাম দখল করিয়া নিয়োপলিটীয় সেনাকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিকীর্ণ করিয়া ফেলিল। এই সংঘর্ষে ফরাশিসেনার অধিনায়ক কর্ণেল ফ্লোটে একাকী অসিহস্তে শত্রুগণের অনুসরণে ধাবিত হওয়ায় একজন প্রচ্ছন্ন নিয়োপলিটীয় সৈন্যের গুলির আঘাতে হত হন। সকলেই তাঁহার শোকে অভিভূত হন, এবং গ্যারিবল্ডী তাঁহার প্রশংসাসূচক ঘোষণাপত্র প্রকাশিত করেন। গুডল্‌ নামক একব্যক্তি ফরাশিসেনার অধিনায়ক নিযুক্ত হন।

প্রত্যূষে এই বিজয়িনী সেনা ক্যাম্পো (Campo) নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কারণ নিয়োপলিটীয় সেনা এক্ষণে ক্যাম্পো নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিয়াছিল। মধ্যে পিয়ালে গ্রামে একদল নিয়োপলিটীয় সেনা সেনাপতি মেলাগুজের অধিনায়কত্বে ছাউনী করিয়া ছিল। তাহাদিগের সঙ্গে বাহুমান কামানরাজি থাকায় তাহারা অভিযানকারিণী সেনার গতিরোধ করিতে ভীত হইল না। তাহাদের গোলাবৃষ্টিতে গ্যারিবল্ডীর ছয় জন সৈন্য হত, ও দ্বাদশজন সৈন্য আহত হইল। তথাপি গ্যারিবল্ডী বেয়নেটাগ্রে নিয়োপলিটীয় সেনাকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন, এবং তাঁহার আদেশে সেই বিজয়িনী সেনা নিয়োপলিটীয় সেনাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া একটী উচ্চস্থান গিয়া অধিকার করিল। এইরূপে তাঁহারা ব্রিগাণ্টী ও মিলাগুজের পরস্পর মিলনের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত করিলেন।

বিজয়ের অব্যবহিত পরেই গ্যারিবল্ডী কাউণ্ট ট্রেচী ও মেজর ভেচীকে সেনাপতি মেলাগুজের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন

যে তিনি যেন অবিলম্বে সসৈন্য আত্মসমর্পণ করেন। গ্যারিবল্ডীর প্রস্তাবে মিলাণ্ডেজ প্রথমে সম্মত হইলেন না। যে ব্যক্তি গ্যারিবল্ডীর শিবিরে সন্ধিসূচক শ্বেতপতাকা ধারণ করিয়াছিল, মিলাণ্ডেজের শিবির হইতে একজন গুলি করায়, গ্যারিবল্ডী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, এবং মিলাণ্ডেজকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যদি বেলা তিন ঘটিকার মধ্যে আত্মসমর্পণ না করেন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহাকে পুনরাক্রমণ করিবেন এবং তাঁহার সৈন্যগণকে সমুদ্রের অতল জলে নিক্ষেপ করিবেন। মিলাণ্ডেজ অগত্যা আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার দুই সহস্র পঞ্চশত সৈন্য গ্যারিবল্ডীর চরণে অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। মিলাণ্ডেজ আত্মসমর্পণ করায় ব্রিগাণ্টিজের আর বিকল্পান্তর রহিল না। রজনী সমাগত হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি গ্যারিবল্ডীর হস্তে ক্যাম্পোনগর অর্পণ ও আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার দ্বাদশ শত সৈন্য চ্যুতাস্ত্র হইল। এইরূপে সেই এক দিনেই গ্যারিবল্ডীর অস্ত্রাগারে দুই সহস্র বন্দুক, চারিটী বাহ্যমান কামান, এবং দশটী গুরুতর কামান প্রবেশিত হইল। নিয়োপলিটান সেনাপতিদ্বয়ের আত্মসমর্পণের নৈতিক ফল আরও অধিক হইল। কারণ যে সকল সৈন্য পরাজিত ও চ্যুতাস্ত্র হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল, তাহারা সর্ব্বত্র গ্যারিবল্ডীর বীর্য্যবত্তা ও মহদাশয়তার কাহিনী প্রচার করিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ প্রদেশে গ্যারিবল্ডিনী সেনার প্রভাব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল।

২৫এ আগষ্ট হইতে ২৮এ আগষ্ট পর্য্যন্ত কালের মধ্যে গারিবল্ডী সেই বিজয়িনী সেনা লইয়া অশীতিমাইল বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে বিচরণ করেন। ইহাতে তাঁহার শক্তি, সাহস, ও অধ্যবসায়—বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইল; এবং যে সকল নিয়োপলিটীয় সৈন্য সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের হৃদয়ে গভীর ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। সপ্তসহস্র নিয়োপলিটীয় সৈন্যকে তিনি যেন মেষপালের ন্যায় ইতস্ততঃ তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ডতাপেও তাঁহাদিগের ৩৫ মাইল করিয়া দৈনন্দিন

গতি প্রতিহত হইল না। তাঁহারা ক্রমশঃই নেপল্‌স নগরীর অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

গ্যারিবল্ডিনী সেনা পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিতেছে ও জনসাধারণ তাহাদের সহিত সহানুভূতি দেখাইতেছে এই সংবাদ যখন নেপল্‌সে আসিয়া পৌছিল, তখন বোর্ব্বন্‌রাজ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কাতরভাবে বলিলেন—"যাহা হউক্‌, আমার সৈন্যেরা আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছে যে তাহারা আমাকে রক্ষা করিবেই।" প্লবমান ব্যক্তি যেমন তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করে, আজ নেপল্‌সরাজ হতাশতার মর্ম্মন্তুদ আঘাতে প্রপীড়িত হইয়া ক্ষীণা, ভগ্ন-হৃদয়া ও ইতস্ততোবিক্ষিপ্তা নিজ সেনার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া রহিলেন। বোর্ব্বন্‌রাজবংশ প্রজার রাজভক্তির উপর নির্ভর করিতে সাহসী না হইয়া চিরদিনই পাশব বলের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং শেষ বোর্ব্বন্ রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্‌সিসের নিজ সৈন্যের উপর এরূপ আত্মনির্ভর চিরাগত প্রথার অননুমোদিত নহে। কিন্তু একজন সেনাপতি তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "মহারাজ! আপনার সৈন্যেরা যখন আপনার সম্মুখে থাকে, তখন তাহারা জয়ধ্বনি করে—'মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন্' 'আর যে মুহূর্ত্তে তাহারা আপনার দিকে পৃষ্ঠ প্রদান করে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা জয়ধ্বনি করিতে থাকে—'গ্যারিবল্ডী জীব!'। মহারাজ! বলিতে কি, সেই কুহকী গ্যারিবল্ডী তাহাদিগকে মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের একজনকেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।"

কিন্তু এ সারগর্ভ কথা মোহান্ধ নরপতির হৃদয়ে স্থান পাইল না। তিনি নিজ সৈন্যগণের বিশ্বাসিতার উপর নির্ভর করিয়া নিজ শৈশবদোলা—ও জন্মভূমি নেপ্‌লসরাজধানী এবং এতদধিষ্ঠিত পিতৃপৈতামহিক রাজপ্রাসাদ যতদিন সম্ভব অধিকার করিয়া রহিলেন। দুইবৎসরকালমাত্র তিনি রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, ইহারই মধ্যে তাঁহার ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পাপের উপযুক্ত দণ্ড হইতে চলিল। তাঁহার সৈন্যগণের চিত্তবিকার তাঁহাকে নিতান্ত

ব্যথিত করিল। তাঁহার স্থলসৈন্য ও জলসৈন্যের অধিনায়কগণ দিন দিন যে সকল বিবরণী পাঠাইতে লাগিলেন, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যে সকল উপকরণসামগ্রী লইয়া তিনি এই বিপদ্‌সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবেন মনে করিয়াছিলেন তাহা আর তাঁহার করায়ত্ত নাই। অবশেষে তিনি জাতীয় আত্মরক্ষক সেনার উপর শেষ আশা ন্যস্ত করিলেন। কিন্তু কোন জাতীয আত্মরক্ষক সেনাই তাঁহার বা তদনুরূপ নৃপতির উপর অনুরক্ত থাকিতে পারে না। যাহা হউক অন্তরে বিরক্ত হইলেও তাহারা এখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এই জন্য তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া—তাহাদিগের উপর নাগরিক দুর্গরক্ষার ভার দিয়া, নিজে রাজনৈতিক কার্য্যোপলক্ষে নগর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

তিনি নেপল্‌স পরিত্যাগ করিয়া গেইটা (Gaeta) নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার সেনাপতিগণ তাঁহার সৈন্যগণের দুর্নীতিক অবস্থা জানাইয়া আসিতেছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকেই রাজদ্রোহী বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আজ তাঁহাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। আজ তাঁহার নৌসেনার সৈনাগণ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হইল। তিনি তাহাদিগকে গেইটা নগরে তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহারা নগরের এক ক্রোশ দূরে গিয়া থামিল। কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। এদিকে তাঁহার স্থলসৈন্যও বৈপ্লবিক সমতির প্ররোচনায় বৈপ্লবিক সেনার সহিত মিশিয়া গেল।

ইত্যবসরে গ্যারিবল্ডী সসৈন্য নেপল্‌সাভিমুখে ধাবিত হইলেন। যখন 'গ্যারিবল্ডী আসিতেছেন'—এই সংবাদ নগরমধ্যে প্রচারিত হইল, তখন প্রথমে কেহই ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন নগরের চতুর্দ্দিকে ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল, এবং নাগরিক সেনা গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন জনসাধারণের আশা-নদী খরতর বেগে প্রবাহিত হইল, এবং নগরের প্রতি কেন্দ্রে অসংখ্য লোক সমবেত হইতে লাগিল। জাতীয়

প্রহরিগণ গবর্ণমেণ্টপ্রাসাদে যাইবার পথের দুই ধারে সারি সারি দণ্ডায়মান হইল। ইত্যবসরে রাজকীয় যে সেনা গ্যারিবল্ডিনী সেনার সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহাও আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল ব্যাপার নব রাজার আগমন সংসূচিত করিয়া দিল।

গ্যারিবল্ডী নেপল্‌সে।

মধ্যাহ্নকালে গগনবিদারী রবে কর্ণকুহর ভরিত হইতে লাগিল। জনকোলাহল ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। শত শত ও সহস্র সহস্র লোক দলে দলে আসিয়া সেই জনস্রোতস্বিনীর সহিত মিলিত হইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী সসৈন্য ট্রেনে করিয়া ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিয়াছেন শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে দেখিবার জন্য ষ্টেসন-অভিমুখে ছুটিতেছে। কিন্তু কেহই প্রকৃত গ্যারিবল্ডীর দেখা পাইতেছে না। গ্যারিবল্ডীর আকৃতির সহিত যে সৈনিক কর্ম্মচারিগণের কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য ছিল, তাঁহাদিগকেই জনসাধারণের অবিশ্রান্ত গাঢ় আলিঙ্গন ও ঘন ঘন চুম্বনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। তাহারা গ্যারিবল্ডীভ্রমে তাঁহাদিগকেই অভীষ্ট পূজা প্রদান করিল।

এ দিকে গ্যারিবল্ডী জনসাধারণের হৃদয়োচ্ছ্বাসময়ী অভ্যর্থনা পরিহারমানসে ষ্টেসনে নামিয়াই নিজ সৈনিক কর্ম্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া অন্য দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া অশ্বশকটে আরোহণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র গলির ভিতর দিয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই পরিজ্ঞাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া অসংখ্য ভদ্র লোক অশ্বশকটে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। শকটগুলি যদিও লোকে পরিপূর্ণ ছিল, তথাপি অশ্বগণ প্রচণ্ড কশাঘাতে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছিল। শকটের লোকগণ জাতীয় পতাকা হস্তে লইয়া প্রাণ ভরিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন—'জয় ইতালীর জয়'—'জয় গ্যারিবল্ডীর জয়!' সেই মিলিত জয়ধ্বনিতে গগণতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অতীত দুঃখের স্মৃতি ও ভবিষ্য

জাতীয় জীবনের আশা যুগপৎ তাঁহাদিগের চিত্তপটে উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিল। তাঁহারা পাগলের ন্যায় কখন হাসিতে কখন কাঁদিতে লাগিলেন, এবং প্রাণ ভরিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া জাতীয় জীবনের প্রথম আস্বাদ অনুভব করিলেন। রাজপথের দুই পার্শ্বের প্রাসাদাবলীর গবাক্ষমালা হইতে অসংখ্য জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল। বাতায়নস্থিত রমণীবর্গের অট্টহাসিতে ও করতালিতে নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি নগর-দুর্গের পার্শ্ব দিয়া যেমন যাইতে লাগিলেন, অমনি সৈন্যগণ তাঁহার সম্মানার্থ সামরিক অভ্যর্থনা করিল, এবং তাঁহার নিকট হইতে অনুগ্রহসূচক প্রতি-অভ্যর্থনা পাইল। তিনি যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে 'জয় ইতালীর জয়!'—'জয় গ্যারিবল্ডীর জয়!'—এই জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। এই অনন্ত ঘনীভূত ধ্বনির মধ্য দিয়া সেই জনস্রোত গ্যারিবল্ডীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া গ্যারিবল্ডী অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জনসমিতি তাঁহার অভ্যর্থনার্থ তথায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং তিনি উপস্থিত হইবামাত্র মহাসমাদরে ও মহোল্লাসে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

এদিকে জনসাধারণ প্রাসাদবহির্ভাগে গ্যারিবল্ডীকে দেখিবার নিমিত্ত ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিল। এই জন্য গ্যারিবল্ডীকে তদীয় সামরিক লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া প্রাসাদের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। তিনি বারাণ্ডার রেলিঙের উপর দাঁড়াইয়া অনন্ত ঊর্দ্ধশির জন-শ্রেণীর দিকে তাকাইয়া তাহাদিগের সেই ভীষণ চীৎকার-নিবারণ-মানসেই যেন করসঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জনসাধারণের জয়ধ্বনি আরও বর্দ্ধিত হইল। তখন গ্যারিবল্ডী কর-সঞ্চালন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'শান্ত হও!'—'শান্ত হও!' অতঃপর জনসাধারণ নীরব হইল।

তখন তিনি জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন—"নেপল্‌সের অধিবাসিগণ! আজ তোমাদের অতি পবিত্র, উদাত্ত, ও চিরস্মরণীয় দিন।

যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তি এতদিন তোমাদিগকে যে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তোমরা তাহা হইতে উন্মোচিত হইলে। আজ সমবেত ইতালীর নামে আমি তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। তোমরা ইতালীর জন্য যে কার্য্য করিয়াছ—তাহা শুদ্ধ ইতালীর কার্য্য নহে—মানব জাতির কার্য্য। কারণ তোমরা ইতালীর অপহৃত স্বত্বের উদ্ধার সাধন করিয়াছ। আজ এস আমরা সকলে একতানে বলি—"জয় স্বাধীনতার জয়!"। স্বাধীনতা সকল জাতি অপেক্ষা ইতালীর অতি আদরের ধন। কারণ ইতালী সকল জাতি অপেক্ষা অধীনতার অধিকতর কষ্ট পাইয়াছে। এই সময় সকলে মিলিয়া একবার বল—'জয় ইতালীর জয়!'।"

গ্যারিবল্ডীর বাক্য শেষ হইতে না হইতে অসংখ্য মুখ হইতে বহির্গত হইল—'জয় ইতালীর জয়!'—'জয় গ্যারিবল্ডীর জয়!'। সেই জয়ধ্বনিতে ইতালীয়গণ ঘন ঘন আলোড়িত হইতে লাগিল।

জনসাধারণের দর্শনপিপাসা নিবৃত্ত করিয়া গ্যারিবল্ডী প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় ভিনিসিয়া প্রদেশের প্রতিনিধিগণ স্বদেশের উদ্ধারসাধনে তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগকে বলিলেন যে তাঁহাদিগকে অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্য তিনি যত ব্যাকুল, এত বোধ হয় আর কেহই নহে। তাঁহাদিগকে এই আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া গ্যারিবল্ডী বিশ্রামাগারে গমন করিলেন। নিরন্তর অভিযানে তাঁহার শরীর ও মন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক ঘণ্টার বিশ্রামের পর তিনি রাজযানে আরোহণ পূর্ব্বক নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, নিয়োপলিটীয় সম্ভ্রান্ত লোকগণ তাঁহার স্তব করিবার জন্য প্রাসাদে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের স্তুতিপূর্ণ অভ্যর্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া গ্যারিবল্ডী অতি অমায়িকভাবে তাহার উত্তর প্রদান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। সেই সঙ্গে

সঙ্গে বোর্ব্বনরাজলক্ষ্মী নেপল্‌সনগর হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। বিসর্জ্জনবাদ্যে সৈন্যগণ রাজাকে নগর হইতে বহির্গত করিয়া দিল। নগরবাসিগণ রাজমার্গের দুই পার্শ্ব হইতে নিষ্পন্দভাবে সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল, কেহ কোনপ্রকার বাধা প্রদান বা অবমাননা করিল না। অমনি নগরদুর্গোপরি পীডমণ্টের পতাকা উড্ডীন হইল। রজনীতে নেপল্‌স অনন্ত দীপমালা বক্ষে ধারণ করিল। আলোকমালায় ইহার প্রাসাদাবলী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এদিকে অসংখ্য লোক মশালহস্তে রাজপথসকল আলোকিত করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সমস্ত রজনী অসংখ্য রথ রাজপথের এদিক্ ওদিক্ যাতায়াত করিতে লাগিল। সমস্ত নগর যেন উৎসবে মাতিয়া সমস্ত রাত্রি বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল! বোর্ব্বনরাজচিহ্ন যে যেখানে পাইল, উৎপাটিত ও বিদূরিত করিতে লাগিল।

এদিকে গ্যারিবল্ডীর ঘোষণা-অনুসারে অসংখ্য লোক লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দলে দলে মফঃস্বল হইতে নগরে আসিতে লাগিল। তাহারা গ্যারিবল্ডীর নামের মোহিনীশক্তিবলে অনুপ্রাণিত হইয়া অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। প্রত্যেক গ্রাম গ্যারিবল্ডীর আদেশের অনুবর্ত্তন করিল। ক্রমে এই বিপ্লব বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিল। রাজকীয় সৈন্যগণের মধ্যে কিয়দংশ প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, এবং অবশিষ্টাংশ বৈপ্লবিক দলের সহিত মিশিয়া গেল। অধিক কি, এই বিপ্লব পোপের রাজ্য মধ্যেও সংক্রামিত হইল, এবং পোপীয় রাজচিহ্নসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সকলে একবাক্যে ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে ইতালীর রাজা ও গ্যারিবল্ডীকে ডিক্‌টেটর বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল।

গ্যারিবল্ডী সেলার্ণোনগরে ও নেপল্‌সে জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহাতেই এই বিপ্লববহ্নি সন্ধুক্ষিত ও সর্ব্বত্র সংক্রামিত হয়। সেই উদ্দীপনাপূর্ণ ঘোষণাপত্রের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

"নেপল্‌সের প্রিয় অধিবাসিগণ! অন্তরের প্রীতি ও ভক্তির সহিত

আজ আমি ইতালীয় জাতিনিচয়ের এই উদার কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। যদিও অনেক শতাব্দীর দাসত্ব-ঝটিকা ইহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহাকে যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির নিকট অবনত-মস্তক করিতে পারে নাই।

ইতালীর বর্ত্তমান প্রধান অভাব সামঞ্জস্য। "এই বিশাল ইতালীয় জাতি এক্ষণে ছিন্ন ভিন্ন ও বিশীর্ণ হইয়া আছে। ইহাকে একটী সমবেত প্রকাণ্ড পরিবারে পরিণত করিতে হইবে। স্বজ ভগবান্ এই ছিন্ন-ভিন্ন ও বিশীর্ণজাতিনিচয়ের উদাত্ত একতা সংসাধন উদ্দেশ্যের মানসে—এই পতিত জাতির পুনর্গঠনের উদ্দেশে—ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর আমরা তাঁহাকে ইতালীয় জাতির প্রকৃত পিতা বলিয়া মনে করিব। যে জাতি হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময়ী ভক্তির সহিত ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে আজ জাতীয় সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল, সেই জাতির উন্নতিসাধনবিষয়ে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের কি কর্ত্তব্য, তিনি তাঁহাদিগের অন্তরে তাহা চির-অঙ্কিত করিয়া যাইবেন সন্দেহ নাই।

"আজ আমি ইতালীর যাজকবর্গকেও অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। ন্যাগ্রান্‌সিয়ার উদার-হৃদয় মঙ্কগণ হইতে নিয়োপলিটীয় দেশের উচ্চাশয় মঙ্কগণ পর্য্যন্ত সকলেই স্বদেশহিতৈষণা ও একাগ্রতার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহারা গুরুতর বিপদ্‌পরম্পরা তুচ্ছ করিয়া জাতীয় সৈন্যগণসহ রণমুখে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণোৎসর্গের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা যে জাতীয় ভক্তির প্রকৃত পাত্র, তাঁহাদিগের প্রতিকার্য্যে তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"আমি আবার বলিতেছি;—যখন একতাই ইতালীর অদ্বিতীয় অভাব, তখন আমরা ইতালীর সকল অধিবাসীকেই ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিব। যাঁহারা পূর্ব্বে আমাদিগের সহিত বিপক্ষতাচরণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি এক্ষণে জাতীয় কীর্ত্তিমন্দিরের গঠনোপযোগী একখানি প্রস্তর আনিতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে আমরা প্রেম-ভরে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি।

"অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে—আমরা যেমন অপরের গৃহের মর্য্যাদার সম্মান করিব, সেইরূপ আপনাদের গৃহের আপনারাই প্রভু হইব। জগতের প্রভুতাশালী ব্যক্তিগণ ইহাতে রুষ্টই হউন্ আর সন্তুষ্টই হউন্—তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

"জোসেফ্ গ্যারিবল্ডী।"

নিয়োপলিটীয় জাতীয় সেনা ও সেনাপতির সৈন্যগণ নগরের দুর্গগুলি দখল করিল। এই দুর্গগুলির অভ্যন্তরে, যে সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাতেই ইউরোপের বোর্ব্বনরাজবংশের প্রতি অক্ষালনীয় ঘৃণা জন্মে; এই জন্য এই সকল পাপাগার ভূমিসাৎ করা হইবে কি না—ইহা লইয়া অনেক বিতর্ক উপস্থিত হয়। অবশেষে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। কেবল সে সকল হইতে কামানগুলি অপসারিত করা হইল মাত্র। তাহার পর জনসাধারণের দর্শনের জন্য সেগুলির দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এতদিন ভয়ে কেহ তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিত না, এক্ষণে দায়াদ যেমন পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ জনসাধারণ অকুতোভয়ে ইহাদিগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও নির্ম্মাণ-কৌশলের দোষগুণ বিচার করিতে লাগিল। প্রত্যেক দুর্গের অভ্যন্তরে একশত করিয়া নিয়োপলিটীয় সৈন্য এবং বহির্ভাগে ত্রিশজন করিয়া সার্ডিনীয় সৈন্য সন্নিবেশিত হইল।

এই একটী একটী কাস্‌ল বা দুর্গ বোর্ব্বন্ রাজত্বকালে এক একটী কারাগারের কার্য্য করিত। অনেক পরিবারের লোকই ইহার কোন না কোন একটীতে অশেষ কষ্ট যন্ত্রণা পাইয়াছে। ইহাদিগের নিকট যাইতেও এত দিন কেহ সাহস করে নাই। কারণ প্রহরিগণের উপর আদেশ ছিল যে—'যে কেহ নিকটে আসিবে তাহাকেই গুলিকরিবে।' প্রহরিগণ নিজ নিজ প্রাণভয়ে অক্ষরে অক্ষরে এই আদেশ পালন করিত। যে কামানরাজি বহিঃশত্রু হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই সকল কামানের মুখ দুর্গের অভ্যন্তরের দিকে প্রেরিত রহিয়াছে। আজ প্রজাবৃন্দ সেই সকল দুর্গের অভ্যন্তরে

প্রবেশ করিয়া যেখানে বোর্ব্বন্‌রাজ-চিহ্নসকল পাইল, চূর্ণীকৃত ও পদদলিত করিতে লাগিল। আজ তাহারা বহুদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল।

সেই সকল দুর্গের প্রাচীরাবলী এরূপ দুর্ভেদ্য, এবং দুর্গের প্রবেশ-পথগুলি এরূপ বক্রাকার, যে সেই সকল দুর্গ সবলে দখল করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীরের স্থূলতা ও দৃঢ়তা এত অধিক যে গুলি গোলা তাহাতে প্রবেশ করে না; এবং স্থূলতা এত বিশাল, যে তাহার অভ্যন্তরে অনেক সুদৃঢ় বড় বড় কুঠুরী নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই সকল কুঠুরী গুলি এরূপ ভাবে গঠিত, যে সহজদর্শনে তাহাদিগের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। সেই সকল ঘরের পাষাণময় অনাচ্ছাদিত বেদীগুলিই এতদিন হতভাগ্য কারাবাসিগণের শয্যার কার্য্য করিত। বহিঃপ্রাচীরের গবাক্ষ, এবং প্রবেশদ্বারের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়াই কেবল বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। প্রত্যেক গবাক্ষ আবার লৌহদণ্ডাবলী দ্বারা সুসংরক্ষিত। ভাল ভাল লোককে রাজ-বিদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ করিয়া এই ভীষণ কারাগারসকলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। যদি কোন কারাবাসী কখন কোন উপদ্রব করিত, অমনি ঘাতকহস্তে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইত! কত নিরীহ লোক যে এইরূপে এই সকল নরককুণ্ডে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এদিকে বিদ্রোহী প্রজাগণকে বহ্নিমুখে প্রক্ষেপ করিবার জন্য দ্বাচত্বারিংশৎটী কামানকে নগরমুখী করিয়া দুর্গপ্রাচী-রের উপর সংস্থাপিত করা হইয়াছে। গ্যারিবল্ডী এই সময় আসিয়া নগর অধিকার না করিলে, হতভাগ্য নগরবাসিগণ ইত্যবসরে গৃহাদি-সহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইত! আজ তাহারা গ্যারিবল্ডীকে উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

গ্যারিবল্ডী কোন নূতন স্থান অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। এই জন্য তিনি অন্যান্য নগরের ন্যায় এখানেও শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। গ্যারিবল্ডীর রণবিষয়িনী প্রতিভার ন্যায় তাহার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা-

স্থাপনের শক্তি অসাধারণ ছিল। সেই শক্তির পরিচালনের জন্য নিয়ো-পলিটীয় মনিটাব-নামক সংবাদপত্রকে তিনি অতঃপর শাসন-সমিতির সংবাদপত্ররূপে পরিণত করিলেন। যেরূপ নিয়মে তিনি অতঃপর সিসিলী ও নেপল্‌স শাসন করিবেন, উক্ত পত্রিকায় তাহা প্রচারিত হইতে লাগিল। সেই সকল আদেশ-পত্রে তিনি নিজ নাম স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। এবং তাহাদের শীর্ষদেশে—"ভিক্টর ইমানুয়েল ও ইতালী এবং সিসিলীদ্বয়ের ডিক্টেটর"—এই পদাবলী অঙ্কিত করাইলেন। তিনি নেপল্‌সে একটী মন্ত্রি-সভা প্রতিষ্ঠাপিত এবং উক্ত সংবাদপত্রে সেই সভ্যগণের নাম প্রচারিত করিলেন। এই মন্ত্রিসভায় নিয়োপলিটীয় উপাদানই প্রবল হইল। অতি অল্পমাত্র লোকতান্ত্রিক ইহার সহিত সংযোজিত হইলেন। বার্টেনি ডিক্টেটরের প্রধান সেক্রেটারী হইলেন; এবং রোমানো অন্তঃ প্রদেশের মন্ত্রীও নগরাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য পদেও বাছা বাছা লোক অভিষিক্ত হইলেন।

সেই স্বাধীনতার প্রথম দিনে নগরমধ্যে যেন প্রচণ্ড আনন্দ-ঝটিকা প্রবাহিত হইল। যখন দুর্গ-দ্বারসকল উদ্‌ঘাটিত হইল, তখন দুর্গরক্ষক সৈন্যগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নবোন্মোচিত দাসের ন্যায় ইতস্ততঃ দৌড়িতে ও লাফাইতে লাগিল। কেহ বা হস্তের বন্দুক ও কেহ বা হস্তস্থিত রুটীখণ্ডগুলের ন্যায় ভূতলে সবেগে প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। জনসাধারণও ছোরা, তরবারি ও বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া মহোল্লাসে 'গ্যারিবল্ডীর জয় হউক' ধ্বনিতে গগণতল বিদারিয়া নগর আলোড়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিল—যেন সকলেই আজ নবজীবন পাইয়াছে। এই আনন্দোৎসবে যোগ দিবার জন্য সকলেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রাজপথে বা অন্য প্রকাশ্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই নির্ভয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল—কাহারও মনে কোন ভয় নাই—কোন স্থানে কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই। দ্বিতীয় রজনীতে গ্যারিবল্ডীর সম্মানার্থ নাগরিক রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইল। তথায় গ্যারিবল্ডীকে দেখিবার জন্য এত লোক সমবেত হইয়াছিল, যে কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার স্থান ছিল না।

এদিকে নেপল্‌সরাজ ফ্রান্‌সিস্ গেইটাতে গমন করিয়া একটী নব মন্ত্রি-সভা সংগঠিত করিলেন। গ্যারিবল্ডী বুঝিলেন যে তিনি অচিরাৎ কার্য্যক্ষেত্রে পুনরবতরণ না করিলে শত্রুপক্ষ আবার প্রবল হইয়া উঠিবে। গ্যারিবল্ডী অতি অল্প সময় নগরে থাকিয়াই বোম্বার নিষ্ঠুরতার বিবিধ প্রমাণ পাইয়াছিলেন। নেপল্‌সরাজ নগর-পরিত্যাগকালে আদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন যে গ্যারিবল্ডী সসৈন্য নগরপ্রবেশ করিলেই নগরের দুর্গ সকল হইতে যেন অবিরাম গোলাবৃষ্টি করা হয়, এবং দুর্গাভ্যন্তরস্থ কারাগারসকল হতভাগ্য কারাবাসিগণসহ অগ্নি-বারুদ-সংযোগে উড়াইয়া দেওয়া হয়। গেইটায় অবস্থিতিকালে তিনি যখন অবগত হইলেন যে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই, তখন তিনি মহাক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন—"হায়! আমি প্রতারিত হইলাম!"। এই বলিয়া তিনি কিয়ৎকাল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চিত্রলিখিত পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

বোম্বার এই ক্ষোভের বিষয় গ্যারিবল্ডীর নিকট অবিদিত রহিল না। তিনি বুঝিলেন, যে সুবিধা পাইলে এই আশাভঙ্গের প্রতিহিংসা লইতে তিনি ত্রুটি করিবেন না। সময় পাইলে ইতালীর অসংখ্য অধিবাসিবৃন্দকে পুনঃশৃঙ্খলিত করিবার জন্য নেপল্‌সরাজ পোপ ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত মিলিত হইয়াও কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় গ্যারিবল্ডী আর কালহরণ করা অযৌক্তিক মনে করিলেন।

সেই জন্য তিনি নিয়োপলিটীয় ও সার্ডিনীয় রণতরিসকলকে ও স্থলসৈন্যগণকে অচির-অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু লোকের আনন্দোচ্ছ্বাস্ এখনও প্রশমিত হয় নাই। বহুদিনের পর স্বাধীনতা পাইয়া লোকে এতদূর উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যে কেহই আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহিল না। গৃহপ্রাঙ্গণ যেন তাহাদিগের নিকট কারা-প্রাঙ্গণ বলিয়া বোধ হইল। তাহারা উন্মুক্তভাবে গগনবিহারী বিহঙ্গের ন্যায় যেন রাজপথে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে কেবল—"গ্যারিবল্ডী!"—"ভিক্টর ইমানুয়েল"—এবং

"সমবেত ইতালী"—এই জয়ধ্বনি-ত্রিতয় শ্রুত হইতে লাগিল। যদি গ্যারিবল্ডী অশ্বারোহণে বা অশ্বযানে নগরমধ্যে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, অমনি লোকে তাঁহার অশ্ব বা শকট ঘিরিয়া ফেলিত, এবং নতজানু হইয়া তাঁহার চরণ বা বস্ত্র চুম্বন করিত। বৃদ্ধ নাগরিকগণের গণ্ডস্থল বহিয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা পড়িতে থাকিত; ভাবোচ্ছ্বাসে রুদ্ধকণ্ঠ হওয়ায় তাহারা আশীর্ব্বচন বা জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারিত না; তাহারা কেবল হস্তপ্রসারণ করিয়া ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করিত। এদিকে প্রাসাদবাতায়ন হইতে সম্ভ্রান্ত রমণীগণ তাঁহার মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিত।

একশতসপ্তবিংশ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে তৃতীয় চার্লস এই রাজ্য হইতে অষ্ট্রিয়গণকে বিদূরিত করিয়া "পিক্ ডিগ্রোটা"—নামক মহোৎসব করিয়াছিলেন। আজ সেই দিনে গ্যারিবল্ডী অষ্ট্রিয়গণকে বিদূরিত করিয়া স্বাধীনতা পুনঃ সংস্থাপিত করিলেন বলিয়া লোকের আনন্দোচ্ছ্বাস দ্বিগুণিত হইল। আজ সেই মহোৎসবের দ্বিতীয় অবতারণা হইল দেখিয়া লোকের মন বিস্ময়ে অভিভূত হইল। গ্যারিবল্ডী এই উৎসবের দিনে সমস্ত আফিস বন্ধ দিলেন, এবং নিজেও প্রজাসাধারণের সঙ্গে উৎসবে যোগ দিলেন।

তাঁহার আদেশে সমস্ত জাতীয় সেনা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রধান রাজপথের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল, এবং তিনি নিজ সৈনিক কর্ম্মচারিগণসহ অশ্বারোহণে তাহার মধ্য দিয়া গমন করিলেন। যদিও তখন প্রচণ্ডবেগে বৃষ্টি পড়িতেছিল—তথাপি লোকে মহোল্লাসে গ্যারিবল্ডীর সেই নগর যাত্রায় যোগ দিল। নগরবাসিগণের আনন্দধ্বনিতে বর্ষণধ্বনি অভিভূত হইয়া গেল।

গ্যারিবল্ডীর ইচ্ছা ছিল যে তিনি আর বিলম্ব না করিয়া সসৈন্য রোমাভিমুখে ধাবিত হন, এবং রোমের কুইরিনাল হইতে ভিক্টর ইমানুয়েলকে সমবেত ইতালীর রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। যদিও ইতালী ও ফ্রান্সের অধিকাংশ রাজনৈতিকগণ গ্যারিবল্ডীর এই সঙ্কল্পের অনুমোদন করিয়াছিলেন, তথাপি কাভুর এই সংবাদে ভয়ে কম্পান্বিত

হইলেন এবং নেপোলিয়ন্‌ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা উভয়েই গ্যারিবল্ডীর এ সঙ্কল্পের প্রতিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। নেপোলিয়ন্ তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করায়—তিনি উত্তর দিলেন—“আমাদের বিষয় জানিবার ফ্রান্সের আবশ্যকতা কি? পাইয়ো নেনো ইচ্ছা করিলে পোপের পদ অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি অতঃপর আর ইতালীর প্রদেশবিশেষের রাজা থাকিতে পারিবেন না।”

কাভূরের রাজনৈতিক চা'লসকল গ্যারিবল্ডীর সরল প্রাণে বড় ব্যথা দিতে লাগিল; কিন্তু তথাপি তিনি তাহাতে বিস্মিত বা লক্ষ্যচ্যুত হইলেন না। যাহাহউক চতুর্দ্দিকের বাধানিবন্ধন তাঁহাকে আপাততঃ রোমযাত্রা স্থগিত রাখিতে হইল।

গ্যারিবল্ডী আপাততঃ রোমযাত্রা স্থগিত করিলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্য অভিযানের জন্য গুরুতর আয়োজন আরম্ভ করিলেন। নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা আপাততঃ গৃহে যাইতে সমুৎসুক হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন যে প্রয়োজন হইলেই তাহাদিগকে আসিয়া আভিযানিক সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইতে হইবে। এদিকে তিনি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য ইচ্ছা-প্রবৃত্ত সৈন্যের সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসরের অধিকবয়স্ক এবং নিজের ব্যয়-ভার-বহনে সমর্থ যুবকবৃন্দকে তিনি এই শ্রেণীভুক্ত করিতে লাগিলেন। তখন ইতালীর যুবকবৃন্দ এরূপ উত্তেজিত ছিলেন যে তাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহার করিয়া কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়াই কাটাইতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে ইচ্ছা-সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বরং সবিশেষ প্রীতিকর বোধ হইল।

টিউরিণে কাভূর।

কিন্তু গ্যারিবল্ডীর রোমযাত্রার উদ্যোগ আয়োজনের সংবাদ পাইয়া কাভূর নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি দেখিলেন, যে গ্যারিবল্ডী রোম

আক্রমণ করিলে, ইউরোপের সমস্ত রাজশক্তি ইতালীর বিরুদ্ধে সমবেত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি সার্ডিনীয় মহাসভা আহূত করিলেন, এবং উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর নিকট এইরূপে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন ঃ—

"সভ্যগণ! অতঃপর ভিনিসিয়া ভিন্ন ইতালীর প্রায় সমস্ত প্রদেশ স্বাধীন হইয়াছে। ভিনিসিয়া অধিকার করিতে গেলেই অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং ইহা ইউরোপের সমস্ত প্রভূশক্তির সমবেত ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সুতরাং এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সমস্ত ইউরোপ আমাদিগের বিরুদ্ধে খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিবে। কিন্তু যদি সমস্ত ইতালী সমবেত হয়, তাহা হইলেও ভিনিসিয়ার অনেক উপকার হইবে; কারণ সমবেত ইতালীর সম্মুখে অষ্ট্রিয়া ভিনিসিয়ার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবেন না। সেই একই কারণে আমরা রোমের প্রতিও হস্তক্ষেপ করিব না। রোমীয় প্রশ্নের মীমাংসা তরবারি দ্বারা হইতে পারে না; কারণ অনেক নৈতিক বাধা এই মীমাংসা-পথে অবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং নৈতিক বল দ্বারাই এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। মন্ত্রিসভার উপর পার্লেমেণ্টের বিশ্বাস আছে কি না জানিবার জন্যই আজ ইহার আহ্বান করা হইয়াছে। কারণ, যে গ্যারিবল্ডীর স্বরে সমস্ত ইতালী আজ সঞ্চালিত, যে গ্যারিবল্ডী এক্ষণে ইতালীবাসিগণের হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেব, তিনিই রাজার প্রতি ও স্বদেশের প্রতি মন্ত্রিসভার কর্ত্তব্যপালনবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।"

কাভূরের এই বক্তৃতা শুনিয়া মহাসভা মন্ত্রিসভার প্রতি তাঁহাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস খ্যাপন করিলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে কাভূরকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, যে তাঁহার সহিত গ্যারিবল্ডীর মনান্তর বা মতান্তর সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে যেন আর কিছু শুনিতে না হয়।

ভিক্টর ইমানুয়েলের দক্ষিণযাত্রা।

এদিকে আঙ্কোনার পতনসংবাদে উল্লাসিত হইয়া ইতালীপতি ভিক্টর ইমানুয়েল ৩০এ সেপ্টেম্বর টিউরিন্ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বলোগ্নার

পথ দিয়া আঙ্কোনা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কাভুরও তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন তথায় জনসাধারণ মহোল্লাসে গ্রহণ করিল। ভিক্টর ইমানুয়েল্ আঙ্কোনায় আসিয়াই দক্ষিণ ইতালীর অধিবাসিবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া একটী বিস্তৃত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। সেই ঘোষণাপত্রে তাঁহার ও তদীয় মন্ত্রী ফার্মিনির নাম স্বাক্ষরিত ছিল। গ্যারিবল্ডীকে তাঁহারা প্রকারান্তরে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কাভুরের লিপিচাতুর্য্য ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কেই ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া প্রচারিত করিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গ্যারিবল্ডীই ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা। এই গ্যারিবল্ডীই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজ্য সকল ক্রমে ক্রমে জয় করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং নিষ্কামযোগীর আসনে আসীন হইয়াছেন। ইতালীতে তৎকালে তাঁহার ন্যায় বীর, তাঁহার ন্যায় দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ও তাঁহার ন্যায় নিষ্কাম স্বদেশহিতৈষী দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। তিনি ভিন্ন আর কেহই এত অল্পদিনে এত রাজ্য অধিকার করিতে পারিতেন না, এবং অধিকার করিয়া নির্ব্বিকার-চিত্তে তাঁহার হস্তে তাহা সমর্পণ করিতে সক্ষম হইতেন না। আজ ইচ্ছা করিলে তিনি প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় সমস্ত ইতালীর অধীশ্বর হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের সে লক্ষ্য নহে। ইতালীর উদ্ধার ভিন্ন তাঁহার আর কোন কামনা ছিল না। যে মুহূর্ত্তে সমস্ত ইতালী একটী কেন্দ্রীভূত প্রভুশক্তির অধীনে আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার কামনা পূর্ণ হইবে। যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইবার উপায় নাই।

এইজন্য গ্যারিবল্ডী রোম-আক্রমণের উদ্যোগ হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। দলে দলে নিয়োপলিটান ভলণ্টিয়ার সৈন্য তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। দশ সহস্র ক্যালাব্রিয় যুবক সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া পাঠাইলেন; এবং ইংরাজ, পোল, প্রভৃতি অনেক বৈদেশিক ভলণ্টিয়ারগণও তাঁহার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

গ্যারিবল্ডী সেনাপতি টুরকে একদল ভলণ্টিয়র সৈন্যের অধিনায়ক

করিয়া দক্ষিণে অগ্রে প্রেরণ করেন। তিনি গ্যারিবল্ডীর আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া ক্যাপুয়ানগরের অবরোধকার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই নগর নেপল্‌স হইতে পঁচিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ভল্‌টার্ণো-নদী তিন দিকে এই নগরকে ধনুরাকারে বেষ্টন করিয়া আছে। ইত্যবসরে গ্যারিবল্ডী সসৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি আসিয়াই এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, তিনি বলপূর্ব্বক ক্যাপুয়া অধিকার করিবেন। তিনি এইস্থলে যেরূপ সমর নির্ধারণী-প্রতিভা ও দূরদর্শীতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণও তাঁহা হইতে তাহা আশা করেন নাই। শত্রুসৈন্য ক্যাপুয়ার দুর্গ হইতে বার বার বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু প্রতিবারই প্রতিহত হইয়া দুর্গ-মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে কিছু দিন তথায় অতিবাহিত হইল; কিন্তু ইহারই মধ্যে দুর্গ আক্রমণের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইয়া গেল।

ভলটার্ণো সমর।

১৮৬০ সালের ২২এ সেপ্টেম্বর গ্যারিবল্ডী সর্ব্ব প্রথমে নেপল্‌সের দুর্গোপরি ইতালির ত্রিবর্ণ-পতাকা উড্ডীন করেন। কিন্তু ইহার চল্লিশ দিন পরে ভল্‌টার্ণোর মহারণে বিজয়ী হইয়াই তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে দক্ষিণপ্রদেশ-গুলিকে সার্ডিনীয়া-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমবেত ইতালীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এতদিন তিনি কেবল তাঁহার সৈন্যগণকে গৌরবের পথে লইয়া যাইতেছিলেন। আজ ১৮৬০ সালের ১লা অক্টোবর ভল্‌টার্ণোনদীর তীরে তাঁহার মহতী অজেয় সেনার ভাগ্য-পরীক্ষা হইবে। আজ তাঁহাদিগের বীরত্ব কঠিনতম নিকষে পরীক্ষিত হইবে। কারণ নিয়োপলিটীয় সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া ক্যাপুয়া-নগরের দুর্গে কেন্দ্রীকৃত হইয়াছে। পঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র সুসজ্জিত ও রণদীক্ষিত নিয়োপলিটীয় সৈন্য আজ রণক্ষেত্রে তাহাদিগের অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইবার জন্য গেইটা হইতে নেপল্‌সরাজ দ্বিতীয় ফ্রান্সিস্‌কে তথায় আনয়ন করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছে। তাহারা ফ্রান্সিসের

জন্মোৎসবের দিনই এই মহারণের দিন বলিয়া স্থিরীকৃত করিল। প্রত্যেক নিয়োপলিটান সৈন্য প্রতিজ্ঞা করিল যে, হয় সেই রণে জয়লাভ করিবে, নয় প্রাণোৎসর্গ করিবে। প্রত্যুত তাহারা তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। তাহাদি[illegible] অভিপ্রায় ছিল যে, তাহারা গ্যারিবল্ডীর ব্যূহভেদ করিয়া নেপলস্-অভিমুখে ধাবিত হইবে, এবং তথায় উত্তীর্ণ হইয়া সবলে সেই নগর গ্রহণ করিবে।

ভল্‌টার্ণো-মহারণই গ্যারিবল্ডীর রণবিষয়িণী প্রতিভার পরমা স্ফূর্ত্তির স্থল। তাঁহার সৈন্যশ্রেণী সান্‌আন্‌জেলো হইতে ম্যাডালোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথের মধ্যে সাণ্টামেরিয়া অবস্থিত। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং সান্ আঞ্জেলো ও সাণ্টা মেরিয়ার অবস্থান রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং বীরবর বিক্‌সিয়োকে ম্যাডালোনীর অবস্থান রক্ষা করিবার ভার দিলেন। দুইজনেই এই রণে অদ্ভুত দূরদর্শীতা ও অস[illegible] রণ-পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং এ বিজয়ের অংশভাক্ তাঁহারা দুইজনেই। রাত্রি চারিটার সময় নিয়োপলিটান সৈন্যগণ গাঢ় কুজ্ঝটিকার আবরণে আবৃত হইয়া ক্যাপুয়াদুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গ্যারিবল্ডীর ব্যূহাভিমুখে অতি প্রচণ্ডবেগে আসিয়া পতিত হইল। গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগকে প্রত্যাক্রমণ করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সৈন্যশ্রেণী অবিচলিতভাবে সেই প্রচণ্ডশত্রু-সৈন্যস্রোতস্বিনীর বেগ ধারণ করিল। তাহাদিগের বেয়নেটের বেগ সহ্য করি[illegible] শত্রুসেনা পশ্চাৎ-পাদ হইল, বোধ হইল যেন পশ্চিম [illegible] ঘাটপর্ব্বতের পাদদেশে পতিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন ও [illegible] দ্বাদশ ঘণ্টাকাল উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। নিয়োপলিটান সৈন্য, গ্যারিবল্ডিনী সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিবার মানসে প্রতিবিন্দুতে পর পর আপনাদিগের সমস্ত বল কেন্দ্রীভূত করিতে লাগিল; কিন্তু কোনস্থানে কৃতকার্য্য হইল না, অবশেষে যখন গ্যারিবল্ডিনী সেনা বেয়নেট-অগ্রে প্রচণ্ডবেগে নিয়োপলিটান সৈন্যের বিরুদ্ধে ধাবিত হইল, তখন তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। [illegible] মুহূর্ত্তেই গ্যারিবল্ডী নেপল্‌সে টেলিগ্রাম করিলেন—

"বিজয়, সমস্ত সৈন্য-শ্রেণীতেই! সিসিলী-দ্বয়ের উদ্ধার এতদিনে সম্পন্ন ঘটনায় পরিণত হইল!"।

ক্যাপুয়ানে তোপে উড়াইয়া দিবার জন্য অনেকে গ্যারিবল্ডীকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন; গ্যারিবল্ডী তাহাতে স্বীকৃত হইলে ইহার অনেক পূর্ব্বে কাপুয়ার দুর্গবাসীগণ গ্যারিবল্ডীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিত। কিন্তু গ্যারিবল্ডী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই: তিনি বলিলেন—"নৃশংস বোম্বার ন্যায় তিনি কখন একটী নগরীকে তোপে উড়াইয়া দিয়া নিরপরাধ স্ত্রী শিশু ও বৃদ্ধ প্রভৃতি নিরস্ত্র অধিবাসিগণের প্রাণনাশের পাতকভাক্ হইবেন না।" প্রত্যুতঃ যে গ্যারিবল্ডীর প্রাণ ইতালীর দুঃখে সতত কাঁদিতেছে, তিনি কোন্ প্রাণে নিরীহ ভ্রাতা ও ভগিনী-গণকে বহ্নিমুখে নিক্ষেপ করিবেন? এরূপ নর-মেধ-যজ্ঞে তাঁহার মত মহাপ্রাণ বীরের আহুতি দেওয়া অসম্ভব। এই নরমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে বিরতি গ্যারিবল্ডীর যশঃ শশধরকে একেবারে কলঙ্ক-স্পর্শ-শূন্য করিয়া রাখিয়াছে। গ্যারিবল্ডীর বিজয়ের অব্যবহিত পরেই পীড্‌মণ্টীয় সৈন্য তাঁহার সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং নিয়োপলিটীয় সেনা দুর্গ-রক্ষার আশা পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ ফেলিয়া পলায়ন করিল। এতদিনে সিসিলী-দ্বয় সার্ডিনীয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

সেনাপতি সিয়াল্‌ডিনী ডিক্‌টেটরের নিকট অনুমতি লইয়াই সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যার্থ ভল্‌টার্ণো-তীরে আসিয়া উ[illegible] গ্যারিবল্ডীর অনুমতি-সূচক টেলিগ্রাম পাইয়া ৪ঠা অক্টোবর [illegible] ইমানুয়েল স্বয়ং সেনাপতি সিয়াল্‌ডিনী ও প্রায় সমস্ত পীড্‌[illegible] আঙ্কোনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভল্‌টার্ণো-তীরে গ্যারিবল্ডীর [illegible] আসিয়া মিলিত হন। তাঁহার সৈন্যের কিয়দংশ তিনি নেপ[illegible] গ্যারিবল্ডীর সৈন্যের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়া আসেন। ভিক্টর ইমানুয়েল ও গ্যারিবল্ডী পরস্পর অতি প্রেমভরে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করেন। এতদিনে জগৎ নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে বুঝিল যে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উপাসক!

গ্যারিবল্ডীর দলের লোকেরা অনেকেই গ্যারিবল্ডীর আত্যন্তিকী রাজভক্তি দেখিয়া তাঁহার উপর চটিয়া গেলেন। ম্যাট্‌সিনি দক্ষিণ ইতালীতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্ত তদীয় মন্ত্রশিষ্য গ্যারিবল্ডীকে বিশেষ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। ভিক্টরের সিসিলী ও নেপল্‌সের মন্ত্রিবর্গের এবং ভলণ্টিয়ার সৈন্তের অধিকাংশই ম্যাট্‌সিনির মতের পোষকতা করিতে লাগিলেন। এইজন্য গ্যারিবল্ডীকে ক্যালাব্রিয়ার ভলণ্টিয়ার সৈন্তের অধিকাংশকে ছাড়িয়া দিতে হইল। আর বার্টিনীও রাজ্যের সাময়িক শাসন-ভার হইতে অবসৃত হইলেন। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহেন। গ্যারিবল্ডী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, ম্যাট্‌সিনি তাঁহার বিরুদ্ধে দল বাঁধিতে লাগিলেন। সুতরাং গ্যারিবল্ডী তাঁহাকে নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

কাভুর টিউরিণে।

এদিকে চতুর্দ্দিক্ হইতে জনস্রোত টিউরিন্-নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। সকলেই নবাধিগত প্রদেশসকলকে সার্ডিনীয়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। এই উত্তেজনায় সার্ডিনীয় মহাসভার ২রা অক্টোবর তারিখে এক অধিবেশন হইল। এই সভায় কাভুর ইতালীর একীকরণ-বিষয়ক এক বিলের অবতারণা করিলেন। তথায় কাভুরকে দুই প্রবল দলের আপত্তি নিরাশ করিতে হইয়াছিল। একদল গ্যারিবল্ডীর পক্ষে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যখন কাভুরের সঙ্গে গ্যারিবল্ডীর এত মতান্তর চলিতেছে, তখন আপাততঃ ইতালীর একীকরণ স্থগিত থাকুক। অপর দল ম্যাট্‌সিনির মতের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, অধিকৃত প্রদেশসকলে একটী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হউক্।

গ্যারিবল্ডীর সহিত কাভুরের মতভেদ রোম লইয়া। গ্যারিবল্ডী এখনই রোমের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাহা অধিকার করিতে চাহেন। কাভুর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা তাহার বর্ত্তমান অযৌক্তি-

কতা প্রতিপন্ন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, পোপ যখন ইউরোপের ধর্ম্মগুরু, তখন পোপের রাজ্য আক্রমণ করিলে সমস্ত ইউরোপ তাঁহাদিগের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন। আর এখন তাঁহারা কিছু সমবেত ইউরোপের সঙ্গে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবার যোগ্য হয়েন নাই। সুতরাং গ্যারিবল্ডীকে আপাততঃ এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইবে, গ্যারিবল্ডীর পক্ষের সভ্যগণ, কাভূরের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিবাদক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেন। ম্যাট্‌সিনির মতসমর্থক সভ্যগণকে তিনি বলিলেন যে, ইতালীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রে বিভক্ত করিলে, ইতালীয় অন্তর্দৌর্ব্বল্যের হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। প্রাদেশিক বিদ্বেষানল প্রজ্জলিত হইয়া আবার ইহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাকিবে। সেই গৃহ বিচ্ছেদ ও অন্তর্দৌর্বল্যের সুবিধা লইয়া বৈদেশিক প্রভুশক্তি আবার ইতালীকে শৃঙ্খলিত করিবে। সুতরাং ইতালীকে এক কেন্দ্রীভূত প্রবল প্রভুশক্তির অধীনে সমবেত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই তাঁহার প্রস্তাব যে আপাততঃ রোম-আক্রমণ স্থগিত থাকে, এবং নবাধিগত সিসিলীদ্বয় সার্ডিনিয়ারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আপাততঃ তিনি ভিনিসিয়া সম্বন্ধেও হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করেন। কারণ তিনি বলিলেন যে, ভিনিসিয়া আক্রমণ করিলেই তাঁহাদিগকে ফ্রান্সেও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এখনও তাঁহারা আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতায় অভিভূত। এরূপ অবস্থায় ভিনিসিয়ায় তাদৃশ প্রবল শত্রু অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যদি তাঁহারা কিছু দিন অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে ভিনিসিয়া আপনিই অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবে। তখন অষ্ট্রিয়ার কঠিন নিগড় হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিলে ইউরোপ ও ইংলণ্ড আমাদের কার্য্যের নিশ্চয় অনুমোদন করিবেন।

কাভূরের এই সারগর্ভ বক্তৃতাতে সকলেই প্রীত হইলেন। তখন তিনি সেই গলিত সভ্যমণ্ডলীর সম্মুখে সিসিলি-দ্বয়কে সার্ডিনীয়ারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করণের পোষক একটী বিল অবতারিত করিলেন। দুইশত ষট্‌নবতী জন সভ্যের মধ্যে দুইশত নবতি জন সভ্য সেই

বিলের সমর্থন করিলেন। ছয়জন মাত্র সভ্য ইহার প্রতিকূলে মত ভোট দিলেন। সুতরাং এই বিল্ আইনে পরিণত হইল। আ সর্ব্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইল যে, গ্যারিবল্ ইতালীর সমূহ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন; এইজন্য তিনি জাতীয় ধন্য বাদের পাত্র।

নেপল্‌সে রাজ-অভ্যর্থনা।

এদিকে গ্যারিবল্ডী নেপল্‌সে গিয়া দেখিলেন যে, নগরবাসিগণ ভিক্টর ইমানুয়েলের অভ্যর্থনার জন্য সবিশেষ ব্যস্ত আছেন। প্রতিগৃহ দীপমালা ধারণ করিয়াছে; নৃত্যগীতাদির আয়োজন হইতেছে বিজয়সজ্জার জন্য রাজপথসকলে অনন্ত পুষ্পমালা স্তম্ভে স্তম্ভে বিলম্বিত হইয়াছে; প্রাসাদাবলীর বাতায়নসকল হইতে বিজয়পতাকাসকল বায়ু-তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে; এবং রাজ-অভ্যর্থনার জন্য আর যাহা কিছু প্রয়োজন—সমস্তেরই অনুষ্ঠান হইতেছে।

১২ই অক্টোবর গ্যারিবল্ডী নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন :—

"কাল ইতালীরাজ ভিক্টর ইমানুয়েল—যাঁহাকে সমস্ত ইতালীবাসী এক বাক্যে ইতালীর সিংহাসন অর্পণ করিয়াছেন—সার্ডিনীয়া-রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া নবরাজ্যে পদার্পণ করিবেন। যে সিসিলীদ্বয় বহুদিন পর্য্যন্ত অঙ্গী ইতালী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, ইতালীর দুই বাহু-স্বরূপ সেই সিসিলীদ্বয়কে কাল তিনি প্রধান অঙ্গের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

তিনি যখন আপনাদের ঐকতানিক আহ্বানে আহূত হইয়া এখানে আসিতেছেন, আর যখন তিনি বিধাতা-কর্ত্তৃক এই গুরুতর দায়িত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনা যেন তাঁহার গৌরবের এবং আপনাদিগের তাঁহার প্রতি যে অবিচলিত ভক্তি ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা তাহার উপযোগিনী হয়। অতঃপর যেন আর রাজনৈতিক মতভেদ, রাজনৈতিক দলাদলী, এবং রাজনৈতিক বর্ণভেদ ছিন্ন ভিন্ন ও শীর্ণ করিতে না পারে। এই মহানগরীর নাগরিকগণ বীরতম রাজ ভিক্টর ইমানুয়েলকে সমবেত ইতালীর অধীশ্বর মনোনীত করিয়া তাঁহা

দের বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, ও সহৃদয়তার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ইহাই আমাদের পুনর্জ্জীবন লাভের জ্বলন্ত প্রমাণ, এবং ভবিষ্য জাতীয় গৌরব ও সমৃদ্ধির অভ্রান্ত পূর্ব্ব সূচনা।"

"সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

১৩ই অক্টোবর গ্যারিবল্ডীর সম্মাননার জন্য নেপল্‌সে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইল। সেই উৎসব-উপলক্ষে তিনি ফরিষ্টিয়া প্রাসাদের দারু-মঞ্চ হইতে সমবেত দর্শকমণ্ডলী-সম্মুখে নিম্নলিখিত উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা করেন:—

"কাল আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম যে রাজা আজ নগরে প্রবেশ করিবেন; আজ আমি তাঁহার পত্র পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন যে গত ১০ই অক্টোবর পীডমণ্টীয় সেনা সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া এই রাজ্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, এবং তিনিও অচিরাৎ তাঁহার সৈন্যগণের সহিত আসিয়া মিলিত হইবেন। সুতরাং আমরা অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের রাজাকে দেখিতে পাইব। এই কয় দিন আপনারা বিশেষ সহিষ্ণুতা, বিশেষ বিচক্ষণতা, ও পরস্পরের সহিত সদ্ভাবের সহিত কালযাপন করুন। তাহা হইলেই নিয়োপলিটীয় জাতির বীরত্বগরিমা পরিরক্ষিত হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই এই সাময়িক শাসনপ্রণালীর স্থলে নিত্য ও দুর্লঙ্ঘ্য শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। বিদ্বেষ্টৃগণের অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) বিশাল ইতালীক্ষেত্র অতি অল্প দিনের মধ্যেই একটী প্রকাণ্ড ইউনাইটেড রাজ্যে পরিণত হইবে।" ক্রমাগত করতালি ও ঐক্য-তানিক স্বরধ্বনির মধ্যে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন।

গ্যারিবল্ডী কর্ত্তৃক সিসিলিদ্বয় রাজহস্তে সমর্পণ।

গ্যারিবল্ডী জাতীয় জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া নেপল্‌স হইতে ক্যাসের্টা (Caserta) নগরে গমন করিলেন। সিসিলিদ্বয়কে সমবেত ইতালী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে আর বিলম্ব করা তিনি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া

মনে করিলেন না। কারণ তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে রোমীয় অভিযান আপাততঃ চতুর্দ্দিকে বিপদ্‌-সঙ্কুল। তাহার অপেক্ষায় এই সম্মিলন বিলম্বিত করিলে লোকের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইবে। অনেকে হয়ত এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে তিনি আপনার আধিপত্য স্থায়ী করিবার জন্য সিসিলিদ্বয়ের ডিক্‌টেটরের পদ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন না। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি ১৫ই অক্টোবর তারিখ দিয়া সান্‌ আঞ্জেলোর (San Angelo) ১৭ই তারিখের সরকারি গেজেটে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন :—

"ইতালীর অধিবাসিবৃন্দের রুধিরপাতে যে সিসিলিদ্বয় চিরন্তন দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, এবং যে সিসিলিদ্বয়ের অধিবাসিবৃন্দ একবাক্যে আমাকে তাঁহাদিগের ডিক্‌টেটরের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই সিসিলিদ্বয় আজ হইতে অঙ্গী ইতালীর অবিভাজ্য অঙ্গরূপে পরিগণ্য হইল। আর ভিকটর ইমানুয়েল্‌ এই সমবেত ও অবিভক্ত ইতালীর প্রজাতন্ত্র রাজা মনোনীত হইলেন। ইতালীয় জাতি আমার হস্তে যে ডিক্‌টেটরত্ব অর্পণ করিয়াছেন, রাজা এখানে উপস্থিত হইলেই আমি তাঁহার হস্তে তাহা অর্পণ করিয়া গুরুতর দায়িত্ব হইতে অবসৃত হইব।

"সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

২৪এ অক্টোবর বেলা চারি ঘটিকার সময় সেনাপতি সিয়ালডিনির কোন কর্ম্মচারী গুপ্তভাবে আসিয়া কাসার্টা নগরে গ্যারিবল্ডীকে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে রাজা পীড্‌মণ্টীর সেনা-সহ টিয়ানো নগরের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিয়াল্‌ডিনি গ্যারিবল্ডীকে এই বলিয়া অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যেন সসৈন্য রাজার অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হন।

এই সংবাদ পাইয়া গ্যারিবল্ডী সসৈন্য কাণ্ডীনগরে গিয়া শিবির-সন্নিবেশ করিলেন, এবং টিয়ানোতে রাজার অভ্যর্থনার্থ কর্ণেল মিসোরীকে পাঠাইয়া দিলেন। এরূপ বন্দোবস্ত হইল যে টিয়ানো ও কাণ্ডীনগরের মধ্যে সাণ্টা মেরিয়াডেলা ক্রোস (Santa Maria della-

Croce) নগরের পাদদেশে উভয় সৈন্য মিলিত হইবে, এবং তথায় রাজার সম্মানার্থ একটী প্রকাণ্ড সৈন্যপ্রদর্শনী হইবে।

এই প্রস্তাব-অনুসারে ২৫এ অক্টোবর শুক্রবার প্রাতঃকালে গ্যারিবল্ডী আপনার সৈন্যগণ লইয়া টিয়ানো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে ভিক্টর ইমানুয়েল্ও টিয়োনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ডল্টার্ণোর পথ ধরিয়া সিসিলী-বিজয়ী গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থনার্থ ধাবিত হইলেন। ২৬এ অক্টোবর টিয়ানো ও স্পেরাঙ্গন্ নগরদ্বয়ের মধ্যে উভয় সৈন্য পরস্পরের দৃষ্টিগোচর হইল। গ্যারিবল্ডী নিজ সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। অমনি তাহারা যেন কৃত্রিম যুদ্ধ-সজ্জায় দণ্ডায়মান হইল। সেই লোহিত-জীর্ণ-বসন-পরিধায়ী বীর-বৃন্দের তাৎকালিক অপূর্ব্বদৃশ্য চিত্রকরের তূলিকায় সুন্দর প্রতিফলিত হইতে পারিত। গ্যারিবল্ডী নিজ সৈন্যগণকে সেই অবস্থায় রাখিয়া স্বয়ং আপন সৈনিক-কর্ম্মচারিগণ-পরিবৃত হইয়া রাজার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। রাজা লোহিত-সার্ট সৈনিক কর্ম্মচারিগণকে দেখিয়া অনুমান করিলেন যে নিশ্চয় গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের সঙ্গে আসিতেছেন। এই অনুমান করিয়া তিনি নিজ দূরবীক্ষণযন্ত্র সেই দিকে প্রেরিত করিলেন, এবং দেখিতে পাইলেন যে, গ্যারিবল্ডী আসিতেছেন। তখন তিনি গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থনার্থ সেই দিকে অশ্ব চালিত করিলেন। দশ পাদ দূর থাকিতে উভয়পক্ষের সৈনিক কর্ম্মচারিগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন—"জয় ভিক্টর ইমানুয়েলের জয়"। গ্যারিবল্ডী আর এক পাদ অগ্রসর হইয়া মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া ভাবোচ্ছ্বাসে কম্পিত স্বরে বলিলেন—"ইতালীর রাজা! (**King of Italy!"**)! ভিক্টর ইমানুয়েল ও ততোধিক ভাবোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া একবার টুপি তুলিয়া পরক্ষণেই গ্যারিবল্ডীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুইকর প্রসারণ করিলেন—এবং "আপনাকে ধন্যবাদ"! (**Thank you!**) এই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বচনে গ্যারিবল্ডীর অভিবাদনের উত্তর দিলেন। প্রত্যুত: এই সংক্ষিপ্ত উত্তরই প্রকৃত ঘটনায় ও সেই ভাবোদ্বেল সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল।

'ইতালীর রাজা'—ইহা কি মধুর ও গৌরবপূর্ণ উপাধি! ইতালীর উদ্ধার-কর্তার কঠের সরলতাময় অন্তঃকরণে সাধু ও সরল-প্রকৃতি ভিক্টর ইমান্নুয়েলকে সম্মান করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা অধিকতর মধুর,—অধিকতর গৌরবময়—ও অধিকতর উপযোগী সম্বোধন উদিত হয় নাই। পরস্পর-বিদ্বেষ-বিশিষ্ট শতধা-বিচ্ছিন্ন সুতরাং বিশীর্ণাঙ্গ ইতালীকে সমবেত করিয়া এক প্রবল দেশীয় নরপতির চরণে অর্পণ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ইচ্ছা ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল। আজ ভগবানের ইচ্ছায় সেই চির-লালিত আশালতা পুষ্পবতী হইয়াছে। আজ গ্যারিবল্ডীর আনন্দ তাঁহার দেহে স্থান না পাইয়া সমস্ত ইতালীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। 'সমবেত ইতালীর রাজা!'—এই গভীর ভাব-ব্যঞ্জক সম্বোধনে সেই ব্যক্তিগত ও জাতীয় আনন্দোচ্ছ্বাস পূর্ণ অভিব্যক্ত হইতেছে! গ্যারিবল্ডী আজ পূর্ণকাম! ইতালীর উদ্ধারসাধন ভিন্ন তাঁহার জীবনের আর কোন কামনা ছিল না। সুতরাং তিনি জাতীয় ধন্যবাদ ভিন্ন আর সমস্ত পুরস্কার অকাতরে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ক্যাপুয়া অবরোধ।

রাজদর্শনের পর গ্যারিবল্ডী ক্যাপুয়া-নগরে গমন করিয়া শান্তি-পতাকা উড্ডীন করিলেন, এবং রাজার নামে তথাকার দুর্গবাসীগণকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহারা তদুত্তরে দুর্গ হইতে গুলি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। রজনীতে দুইজন নিয়োপলিটান সৈনিক কর্ম্মচারী দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সাণ্টা-মেরিয়ানগরে সেনাপতি ডেল্লা রোকাকে গিয়া বলিলেন যে ক্যাপুয়ার সেনাপতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তিনি শেষ পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিবেন, এবং অবশেষে দুর্গরক্ষক সৈন্যগণসহ দুর্গের ভগ্নাবশেষের অভ্যন্তরে সমাধি-নিহিত হইবেন। সেনাপতি রোকা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে যখন গেইটার সহিত সমস্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে তখন ক্যাপুয়া দুর্গ তাঁহারা কখনই রক্ষা করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ

যখন উত্তরপক্ষের যোদ্ধৃমণ্ডলী ইতালীর অধিবাসিগণ, এবং যখন এ সময়ে জয়লাভ করা তাঁহাদিগের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, তখন এরূপ ভ্রাতৃঘাতী-সমরে প্রবৃত্ত হওয়া কোনমতেই নীতি ও যুক্তির অনুমোদিত হইতে পারেনা। কারণ তাঁহাদিগের কামানের মুখ হইতে একটী গোলা নির্গত হইয়াও যদি একজন ইতালীবাসীকে নিহত করে, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃহত্যাপাতকে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু এ যুক্তি ও তর্ক তাঁহাদিগের সমর-বধির কর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইল না। তাঁহারা দুর্গে ফিরিয়া গেলেন, এবং তৎপরেই দুর্গের কামানরাজি ভীষণ অগ্নি উদগীরণ করিতে লাগিল।

যখন সেনাপতি রোকার যুক্তিপূর্ণবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ক্যাপুয়ার দুর্গবাসিগণ রাজকীয় শিবিরসন্নিবেশের উপর গুলিগোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন রাজপক্ষে তোপদ্বারা নগর উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা ভিন্ন বিকল্পান্তর রহিল না। সুতরাং তাহার জন্য গুরুতর আয়োজন আরম্ভ হইল।

এদিকে রাজশিবিরে গ্যারিবল্ডীর প্রভুতা খর্ব্ব করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। এত দিন রাজকীয় সেনাপতি রোকা গ্যারিবল্ডীর আদেশের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতেছিলেন, কিন্তু রাজার মন্ত্রিবর্গের ও সৈনিক কর্ম্মচারিগণের ইহা অসহনীয় হওয়ায় তাঁহারা রোকাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিবার জন্য রাজাকে বুঝাইয়া তাঁহার নিকট হইতে এক আদেশপত্র বাহির করিলেন। এই আদেশপত্রে রাজা গ্যারিবল্ডীকে লিখিলেন যে তিনি যেন ক্যাপুয়া অবরোধের ভার রোকার হস্তে অর্পণ করেন। এই আদেশে গ্যারিবল্ডী মর্ম্মাহত হইয়া নিজের সেনাপতিত্ব ও ডিক্‌টেটরত্ব পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া পত্রসহ কর্ণেল নল্লোকে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা দেখিলেন, প্রমাদ উপস্থিত। তখন তিনি অনেক বুঝাইয়া গ্যারিবল্ডীকে এক স্নেহপূর্ণ পত্র লিখিলেন, এবং তাঁহার পদ-পরিত্যাগ-পত্র-গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। এই পত্রে রাজা ক্যাপুয়া-অবরোধের সমস্ত কার্য্যাবলী তাঁহার হস্তেই রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। গ্যারিবল্ডী অগত্যা রাজার প্রস্তাবে

সম্মত হইলেন, কিন্তু লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সমরাবসানে তিনি আর এ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেন না। গ্যারিবল্ডী রাজার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে, ঘোরতর দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত। কারণ, তাঁহার ত্রিংশ সহস্র রণ-দীক্ষিত বিজয়-প্রোৎসাহিত ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণও নিশ্চয় তাঁহার সহিত সমর-ক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইতেন। কারণ, সঙ্গত কারণে রাজকীয় সেনার উপর তাঁহারা নিতান্ত বিদ্বেষ-বিশিষ্ট ছিলেন। সুতরাং গ্যারিবল্ডী-বিরহে তাঁহারা কখনই সার্ডিনীয় সেনার সহিত একযোগে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইতেন না, এবং সার্ডিনীয় সেনাও একাকিনী এই গুরুতর কার্য্য সংসাধন করিয়া উঠিতে পারিত না।

অবরোধকারিগণ সমবেত হইয়া মহোৎসাহে অবরোধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ছয় স্থানে উৎক্ষেপক কামানাবলী সংস্থাপিত হইল। এই সকল কামান হইতে জ্বলন্ত গোলা সকল গগণে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, এবং পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অগ্নিকণারূপে চতুর্দ্দিকে প্রবলবেগে বিক্ষিপ্ত হয়। ক্যাপুয়ানগরে তৎকালে অষ্ট সহস্রমাত্র অধিবাসী বাস করিতেছিল। কামান ছুড়িলে সর্ব্বাগ্রে এই সকল নিরীহ লোকই মারা পড়িবে। কারণ, তাহাদিগের গৃহাবলী ভলটার্ণোনদীর তীরে, এবং সে তীরভূমি প্রাকার-পরিরক্ষিত নহে। সুতরাং অবরোধকারিগণের কামানের মুখ হইতে রক্ষা পাওয়ার তাহাদিগের কোনও আশা নাই।

আজ ১লা নবেম্বর! আজ ক্যাপুয়ানগরকে বহ্নিমুখে প্রক্ষেপ করিবার সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ সমাপ্ত হইয়াছে। সকলেই কেবল রাজাদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। অপরাহ্ণে ইতালী-রাজ ভিক্টর ইমানুয়েল্ সেনাপতি রোক্কা কর্ত্তৃক প্রত্যুদ্গত হইয়া নগরের প্রান্তবর্ত্তী অধিত্যকা ভূমিতে আরোহণ করিলেন। তথায় তাঁহার আদেশে অগ্নি-প্রদানের সঙ্কেতস্বরূপ অগ্নিজিহ্ব লোহিত পতাকা উড্ডীন হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে শত শত কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। অচিরকালমধ্যে কার্ডিটেলো (Cardi-tello) হইতে সান্ আঞ্জেলো পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ গভীর ধূমজালে আবৃত হইল। এদিকে ক্যাপুয়া দুর্গ হইতেও ভীষণ তোপধ্বনি শ্রুত হইতে

লাগিল। বোধ হইল, যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত! পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, নর-নারী, তৃণ লতা, বৃক্ষ বাটিকা সকলই ভস্মস্তূপে পরিণত হইতেছে! যেন কাল-ভৈরব মহাপ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ কবলিত করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন!

এই ভীষণ নর-নিসূদন-কার্য্যে নিরতিশয় ব্যথিত হৃদয় হইয়া করতলে কপোল-বিন্যাস-পূর্ব্বক সাশ্রুলোচনে এক পার্শ্বে যিনি বসিয়া আছেন, ঐ মহাপুরুষ কে? জাতীয় ধ্বংসের ভীষণ অভিনয় দেখিয়া যাঁহার হৃদয়গ্রন্থিসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, এবং তাহার মর্ম্মন্তুদ যাতনায় যিনি ছট্ ফট্ করিতেছেন, ঐ নর-দেব কে? রণবাদ্য কর্ণকুহরে শেলসম বিদ্ধ হওয়ায়, যিনি গৃহাভ্যন্তরে গিয়া আশ্রয় লইতেছেন, ঐ মানব-প্রেমিক কে? পাঠক! বলিয়া দিতে হইবে কি ইনিই ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা গ্যারিবল্ডী? গ্যারিবল্ডী শত শত সমরে জয়লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিরস্ত্র ও নিরীহ অধিবাসিবৃন্দকে অগ্নিমুখে বা অস্ত্রশস্ত্রে করাল কবলে প্রক্ষিপ্ত করার যাতনা ভোগ করিতে হয় নাই। সশস্ত্র যুদ্ধার্থীবীরবৃন্দের সহিতই তিনি এত দিন যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়া আসিতেছিলেন। তাই আজ এই ভীষণ দৃশ্যে তাঁহার এত যাতনা বোধ হইতেছে। তিনি এরূপ হতাশ ও ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলেন, যে কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া রহিলেন। এদিকে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে সমস্ত জগৎ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। গাঢ় রজনী-তিমিরের সহিত ধূমপুঞ্জ মিশ্রিত হওয়ায়, ইহাকে গাঢ়তর ও ভীষণতর করিয়া তুলিল। চতুর্দ্দিকে কেবল জ্বলন্ত গোলকের বিলসনমাত্র পরিদৃষ্ট, ও পতন্তী গৃহাবলীর ভীষণ পতনশব্দমাত্র শ্রুত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে উদীচ্যবায়ু শিশু ও বামাগণের আর্ত্তনাদও বহন করিয়া আনিতে লাগিল! কি ভয়াবহ দৃশ্য! কি লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড! এই স্বজাতি-নিসূদন-দৃশ্যে কোন্ স্বজাতি-প্রেমিক ব্যক্তির হৃদয় না ব্যথিত হয়।

বন্ধুবর গ্যারিবল্ডীর ন্যায় ভিক্টর ইমানুয়েল্‌ও এই দৃশ্যে নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। যদিও ক্যাপুয়াদুর্গ হইতে প্রক্ষিপ্ত গোলকে তাঁহার

পক্ষে চারিজন মাত্র হত বা আহত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার মন সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইল। তিনি তাঁহার সেনাপতিগণকে বলিলেন—"মহাশয়গণ! আমরা একটী ইতালীয় নগরে ধ্বংস ও মৃত্যু প্রেরণ করিতেছি বলিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি আশা করি যে, নিরাশ্রয় নিরীহ অধিবাসীগণের হৃদয়বিদারক ক্রন্দনে নিয়োপলিটীয় সেনাপতি সার্ণী (Cerni) চালিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতেও পারেন"। রাজার আশা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

সমস্ত রজনীই উভয়পক্ষের কামানরাজি অবিরাম অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যূষে ক্যাপুয়াতুর্গের উপর সন্ধিসূচক শ্বেত-পতাকা উড্ডীন হইল। নিয়োপলিটীয় সৈনিক কর্ম্মচারী লিগুয়োরী (Liguori) সন্ধির প্রস্তাব লইয়া গ্যারিবল্ডীর নিকট আসিলেন। গ্যারিবল্ডী নিজে এবিষয়ে কোনও উত্তর না দিয়া তাঁহাকে সেনাপতি রোকার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উভয়পক্ষে অনেক কথাবার্ত্তা চালাচালির পর নিয়োপলিটীয় সেনাপতি রাজকীয় সেনাপতি রোকার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। সেই প্রস্তাব-অনুসারে তিনি ৩রা নবেম্বর প্রাতে ক্যাপুয়াতুর্গসহ নগর রাজ-হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই আত্মসমর্পণে ১০,৫০০ শত সৈন্য, ও দশজন সেনাপতি রণ-বন্দী হইলেন। এতদ্ভিন্ন ২৯০টী কামান, ১৬০ খানি কামানবাহক শকট, ২০,০০০ বন্দুক, ১০,০০০ তরবারি, ৮০ খানি দ্রব্যপূর্ণ গাড়ী, ৫০০ অশ্ব ও অশ্বতর, ও অন্যান্য বিবিধ যুদ্ধের উপকরণ-সামগ্রী রাজকীয় সমরকোষের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশা রাজার মনে উদিত হয় নাই।

ক্যাপুয়া অধিগত হওয়ার পর গ্যারিবল্ডী ও ভিক্টর ইমানুয়েল্ উভয় রাজা অশ্বারোহণে উভয়ে একত্রে নেপল্‌স্ নগরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গ্যারিবল্ডী নেপল্‌সে অবস্থানকালে ২৯এ অক্টোবর তারিখে সার্ডিনীয় রাজসভায় তদীয় প্রতিনিধি মর্ডিনীকে (Mordini) নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখেন :—

"প্রতিনিধি ডিক্টেটর মহাশয়! গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ই ও ১৮ই তারিখের আদেশপত্রে আমি যে দক্ষিণ ইতালীর অধিবাসিবৃন্দকে ভিক্টর ইমান্নুয়েল্‌কে ইতালীর রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়াছি, তাহা বোধ হয় আপনারা অবগত আছেন। আজ বিশেষ আহ্লাদের সহিত আপনাদিগকে আরও জানাইতেছি যে, যে উদ্দেশে আমরা জাতীয় সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহা প্রায় সংসিদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

"দক্ষিণ ইতালীর অধিবাসিবৃন্দ আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে ইতালীর রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আমি বিবিধ কার্য্য ও নানা বাক্যদ্বারা যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছি, সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। যে সৌভাগ্যবান্ ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে, ভগবান্ সমবেত ইতালীর অধিরাজ্য ভোগ করিবার জন্য সৃষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারই হস্তে আমি অচিরাৎ সিসিলিদ্বয়ের শাসন-ভার অর্পণ করিব। সুতরাং আমার শাসনের পরিবর্ত্তে অতঃপর তাঁহার শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে। আপনাদিগকে এক্ষণে রাজার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। পারিস্ ও লণ্ডন রাজসভায় যাঁহারা আমার প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও এই মর্ম্মে পত্র লেখা হইয়াছে।

"দেশের মঙ্গলের জন্য আপনাদিগকে আমি আমার কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিলাম। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, যে সঙ্কটকালে আপনারা এই গুরুতর কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের প্রতি আমার পূর্ণসন্তোষ না হওয়াই অসম্ভব। আপনি আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, এবং হৃদয়ে যেন এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, আপনাদিগের নিঃস্বার্থ কার্য্যাবলীর জন্য আমার চিত্ত চিরদিনই আপনাদিগের নিকট বদ্ধ থাকিবে।

"সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

উভয় রাজা নেপল্‌সে উত্তীর্ণ হইয়া রেল্‌ওয়ে ষ্টেশন হইতে চেরেটে চড়িয়া ক্যাথিড্রাল্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইমা-

য়ুয়েলের বামপার্শ্বে, এবং সিসিলী ও নেপল্‌সের প্রতিনিধি ডিক্টেটরদ্বয় তাঁহাদিগের সম্মুখের আসনে আসীন ছিলেন। তাঁহাদিগের অনুযাত্রিক-বর্গ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শকটারোহণে আসিতেছিলেন। রাজ-মার্গের দুই পার্শ্বে অনন্তলোকশ্রেণী ক্রমাগত জয়ধ্বনি করিতেছিল। পথের দুই ধারের অট্টালিকাশ্রেণী বক্ষে ও গবাক্ষদেশে বিবিধ পুষ্প ও পল্লবের অখণ্ড মালা ধারণ করিতেছিল। ছবি, রেশম বা পশমের প্রতিমূর্ত্তি, পতাকা ও অন্যান্য রাজসম্মানসূচক দ্রব্য সামগ্রী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেই রাজযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। পর্য্যন্যদেব যেন রাজাকে অভিষিক্ত করিবার জন্য অবিরাম তাঁহার মস্তকে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র ঘন ঘন বজ্রনিনাদে সেই ভীষণ জনতার হর্ষনিনাদ অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ দুর্য্যোগ ও জনতার মধ্য দিয়া রাজশকট ক্যাথিড্রালে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই ক্যাথিড্রালের হল্ বা দালান সুরম্য চন্দ্রাতপে আবৃত ও সুন্দর-রূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। নগরের কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই অঙ্গনভূমিতে রাজা ও গ্যারিবল্ডীকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিয়া উচ্চ বেদীপীঠে লইয়া গেলেন। তাঁহারা যখন সোপানাবলী দিয়া সেই সুসজ্জিত বেদীপীঠে উঠিতেছিলেন—সেই সময়—"জয় ভিক্টর ইমানুয়েলের জয়! জয় গ্যারিবল্ডীর জয়!! জয় সমবেত ইতালীর জয়!!!"—শব্দে সেই দালান ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সে ভীষণ ধ্বনির সহিত বহিঃস্থ বজ্রধ্বনি মিশ্রিত হইয়া একঅশ্রুতপূর্ব্ব গগনবিদারী ধ্বনি উৎপাদন করিয়াছিল। সেই অগণ্য জনব্যূহ সেই জয়ধ্বনির সহিত অতিবেগে আপনাদিগের হ্যাট্ ও রুমাল পরিভ্রামিত করিতে লাগিল। এই ক্যাথি-ড্রাল্ সেণ্ট জানুয়েরিয়স্ (St. Januarius) ঋষির নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এই ঋষিই বোর্ব্বনরাজবংশের বিশেষ রক্ষক বলিয়া বিদিত ছিলেন। আজ এই ক্যাথিড্রালে রাজার অভিষেক হইলে, উক্ত ঋষি ভিক্টর ইমানুয়েলের ও তদীয় বংশাবলীর রক্ষক হইবেন বলিয়াই যেন এই স্থানেই অভিষেক-কার্য্যের আয়োজন হইল। অভিষেক-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য জনসাধারণকে যত স্থির হইতে বলা যাইতে

লাগিল, ততই তাহাদিগের চীৎকার-ধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। বোধ হইল, যেন তাহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়া আত্মসংযম-শক্তি একেবারে হারাইয়াছে।

রাজা বেদীপীঠে উঠিয়াই একেবারে রাজসিংহাসনে আসীন হন নাই। কিয়ৎকাল তিনি সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া ঘর্ম্মাক্ত বদনমণ্ডল ও কেশপাশ রুমাল দিয়া সবেগে ম্রক্ষণ করিতেছিলেন, এবং চতুর্দ্দিকে নির্ভীক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। যাহা হউক, অবিলম্বেই অভিষেককার্য্য আরম্ভ হইল। রাজা রাজপুরোহিতের সম্মুখে নতজানু হইলেন, এবং গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি অন্যান্য সকলে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়-মান হইলেন। অভিষেক-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে একটী ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত অভিগীত হইল। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে রাজা সদলে বেদীপীঠ হইতে অবতরণ করিলেন। সেই সময় পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমিক কর্ণবিদারী জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। তাহার পর ক্যাথিড্রাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহারা রাজকীয় ধনাগার ও অন্যান্য অট্টালিকা পর্য্যবেক্ষণ করি-বার মানসে বহির্গত হইলেন।

যে সময় রাজা ও গ্যারিবল্ডী বেদীপীঠ হইতে নামিয়া ক্যাথিড্রালের অভ্যন্তর হইতে পার্শ্বপথ দিয়া বিনির্গত হইতেছিলেন, একজন দর্শক তাঁহাদিগের তৎকালীন মুখচ্ছবি দেখিয়া এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন— "রাজা ও ইতালীর উদ্ধার-কর্ত্তার মুখমণ্ডলে সূর্য্যরশ্মি প্রতিভাত হও-য়ায় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। উভয়ের মুখমণ্ডলে সূর্য্যকিরণ প্রতি-বিম্বিত হওয়ায় উভয় মুখের প্রতি শিরা পরিদৃষ্ট হইতেছিল। দেখিয়া বোধ হইল, যেন মানবজাতির অধিষ্ঠাতা দেব অগ্রে করিয়া স্বয়ং ভগবান্ আগমন করিতেছেন। অতি স্থূলদর্শী ব্যক্তিও এই দুই মুখাকৃতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিমাত্রে অবলোকন করিতে পারে। ভিক্টর ইমানুয়েলের সুদৃঢ় ও সুধীর মুখাকৃতি এবং নির্ভীক কটাক্ষ অবলোকন করিলে বোধ হয়, যেন জগতের শাসনকর্ত্তৃত্ব তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্যই বিধাতা তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সিদ্ধবাক্ রাজর্ষি যেন করাল করবাল দ্বারা নিজের বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ

হইয়াছেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডীকে দেখিয়া মনে অন্যভাব উদিত হয়। তাঁহার চরিত্রের নৈতিক-মাহাত্ম্যে যেন অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তাঁহাকে রাজনীতিকুশল মন্ত্রী বা রণপণ্ডিত বীর অপেক্ষা অনেক উচ্চ আর কিছু বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মুখমণ্ডলে তাঁহার চিত্ত যেন পূর্ণ প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। বিশ্ব হৃদয়-বিজয়ী অমায়িকতা, এবং সর্ব্বাপদতিক্রামিণী কার্য্যকরী শক্তি যেন তাঁহার মুখচ্ছবিতে মাথান রহিয়াছে! যেন দুষ্টের দমন ও জগতের মঙ্গল সাধনের জন্যই স্বয়ং বিধাতা গ্যারিবল্ডী-মূর্ত্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন!"।

উভয়ের চতুর্দ্দিকে জনতার পরিসীমা ছিল না। যদিও তাঁহাদিগের দেহরক্ষক সৈন্যগণ তাঁহাদিগের চতুঃপার্শ্বে স্থান রাখিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছে, তথাপি কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতেছে না। কারণ এই বিশ্বজনীন উৎসাহের মধ্যে তাহা অসম্ভব। অতি দীন দুঃখী একজন প্রজা আসিয়া অনায়াসেই রাজার হস্ত ধারণ করিল, এবং নির্ভীক ও নির্ব্বিকার চিত্তে রাজার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অধিক আর কি বলিব?—প্রজাসাধারণ গ্যারিবল্ডীকে ঘিরিয়া কেহ বা তাঁহাকে চুম্বন এবং কেহ বা তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভাবিয়া ভক্তিগদ্গদভাবে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। সেই দেবমন্দিরে তিনিই সে দিন সর্ব্বাপেক্ষা আরাধ্য দেবতা হইয়াছিলেন। এইরূপে ভজনালয় হইতে পাদচারে কিয়দ্দূর আসিয়া সেই রাজসঙ্গ গভীর ও সুবিলম্বিত জয়ধ্বনির মধ্যে শকটারোহণ করিলেন। রাজা বিভাগীয় সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিয়া নগর-পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন।

আজ রাজার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া—আপনার বিজয়-পরম্পরা-লব্ধ ফলে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইয়া, গ্যারিবল্ডী শান্তিনিকেতন নিজ দ্বীপাবাসে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এরূপ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। জর্জ্জ ওয়াসিংটন্ যখন আমেরিক সেনার সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিয়া ভার্ণন গিরিস্থিত নিজ গৈরিক আবাসের শান্তিসুখ ভোগ করিতে গিয়াছিলেন, তখনই কেবল ইতিহাস এরূপ আত্মত্যাগের প্রতিরূপ দেখাইতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রকৃত নিষ্কাম কার্য্যে ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে ওয়াসিংটন্‌কেও গ্যারিবল্ডীর নিকট চিরদিন মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হইবে। কারণ, গ্যারিবল্ডী স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিয়া তাহার নিষ্ক্রয়-স্বরূপ একটী কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ওয়াসিংটন্ কিছুদিনের জন্যও নিজের বিজয়-ফল ভোগ করিযাছিলেন। সুতরাং গ্যারিবল্ডীর এ আত্মত্যাগের প্রকৃত তুলনা অতীত ইতিহাসে নাই। ভবিষ্য ইতিহাসে পাওয়া যাইবে কিনা, ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না।

আজ ৮ই নবেম্বর। আজ গ্যারিবল্ডীর নেপল্‌স হইতে নিজ দ্বীপাবাসে যাত্রা করিবার পূর্ব্বদিন। গ্যারিবল্ডী রাজার সহিত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া সায়াহ্নে ফিরিয়া আসিয়া নিজ সমরসঙ্গিগণের নিকট বিদায়-গ্রহণ-কালে নিম্নলিখিত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতার ঘোষণা দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয় দ্রবীভূত করিলেন :—

"মদীয় সহসমরিগণ!

"আমরা আমাদিগের জাতীয় সঞ্জীবনের একোন শেষ সোপানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি; এবং বিধাতা বিংশতি পুরুষপরম্পরায় যে সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাশার পূর্ণীকরণের ভার মহাসৌভাগ্যবান্ বর্ত্তমান পুরুষের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, এস, আমরা সেই গুরুতর কর্ত্তব্য সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হই।

"সত্য যুবকবৃন্দ! যে গৌরবপূর্ণ অবদানপরম্পরার জন্য ইতালী আজ জগতের বিস্ময় উদ্দীপন করিয়াছেন, সত্য ইতালী সেই সকলের জন্য তোমাদিগেরই নিকট ঋণী আছেন। তোমরা রণক্ষেত্রে অনেক বার বিজয় লাভ করিয়াছ, এবং এখনও করিবে। কারণ যুদ্ধে জয় পরাজয়, যে সকল সামরিক কৌশলের উপর নির্ভর করিতেছে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছ। যে বীরবৃন্দ ম্যাসিডোনীয় সৈন্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া আসিয়ার বিজয়-দৃপ্ত রাজবৃন্দকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন, তোমরা সর্ব্বথা তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইয়াছ। কিন্তু আমাদিগের দেশের এই অদ্ভুত-ঘটনা-পূর্ণ ইতিহাস-গ্রন্থে অধিকতর অদ্ভুত-ঘটনাপূর্ণ আরও একটী পত্র সন্নিবেশিত করিতে হইবে। কারণ,

যে লৌহময় শৃঙ্খলে আমাদিগের জাতীয় চরণ এতদিন শৃঙ্খলিত ছিল, সেই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া আমরা যে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাদিগের তীক্ষ্ণধার একবার আমাদিগের স্বাধীন ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখাইতে হইবে।

"সুতরাং তোমরা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হও, দেখিবে প্রবলপরাক্রান্ত ও অত্যাচারিগণ তোমাদিগের সম্মুখে ধূলির ন্যায় উড়িয়া যাইবে। "আর ইতালীর রমণীবৃন্দ! তোমাদিগকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি—তোমরা যেন ভীরু কাপুরুষগণকে ভুজপাশে আবদ্ধ করিও না। কারণ ভীরু কাপুরুষগণ তোমাদিগকে ভীরু ও কাপুরুষ সন্তানই প্রদান কবিবে। তোমরা সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি ইতালীর দুহিতা হইয়া যদি মহদাশয় বীর সন্তান প্রসব করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাদিগের জন্ম বৃথা।"

"ভীরু-মত-প্রচারকগণ আমাদিগের নিকট হইতে শীঘ্র পলায়ন করুক্। তাহারা অন্য দেশে যাইয়া তাহাদিগের জঘন্য দাস্যভাব ও ঘৃণিত ভীরুতা প্রচার করুক্। এক্ষণে প্রজাবৃন্দই আপনারা তাহাদিগের আপনাদের প্রভু হইয়াছে। যে সকল জাতি আমাদিগের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন, আমরা তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইব। কিন্তু যাঁহারা গর্ব্বিত, তাঁহাদিগের উপর আমরা সগর্ব্ব কটাক্ষপাত করিব। তাঁহাদিগের চরণে পড়িয়া তাঁহাদিগের নিকট আমরা স্বাধীনতা ভিক্ষা করিব না। যাহাদের হৃদয় নীচ, তাহাদিগের দ্বারা ইতালী আর চালিত হইবে না। না! না! কখনই নহে! বিধাতা ইতালীর উপর সুপ্রসন্ন হইয়া ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে ইতালীর রাজা করিয়া পাঠাইয়াছেন; সুতরাং এস, আমরা সমস্ত ইতালীবাসী তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াই। এস, আমরা তাঁহার পতাকা-মূলে সমস্ত জাতীয় বিবাদ বিসম্বাদকে বলি প্রদান করি। অতঃপর আমাদিগের মন হইতে পরস্পরের প্রতি সমস্ত রাগ দ্বেষ অন্তর্হিত হউক!

"আমি আমার রণ-শব্দ (Battle-cry) আবার উচ্চারণ করি।

তোমরা সশস্ত্র হও! সকলেই তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হও! যদি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে দশ লক্ষ লোক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত না হয়, তাহা হইলে ইতালীর স্বাধীনতার কোন আশা নাই! জানিবে, তাহা হইলে ইতালীর জীবনের কোনও আশা নাই। আশা নাই! তাহা হইতে পারে না! যে চিন্তাকে আমি বিষবৎ ঘৃণা করি, সে চিন্তাকে কেন আমি অকারণে মনে স্থান দিতেছি! ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে, যদি প্রয়োজন হয় ত, ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা সকলেই আমাদের যথাস্থানে আসিয়া মিলিত হইব।

"ক্যাটাগাফিমি, প্যালার্মো, ভল্‌টর্ণো, আঙ্কোনা, কাষ্টেল্‌-ফিডার্ডো এবং ইসার্ণিয়া—এই সকল নগরের প্রত্যেক অধিবাসী—যে দাস, ভীরু বা কাপুরুষ নহে—নিশ্চয় আমাদিগের পক্ষে থাকিবে। আমরা সকলেই! আমরা সকলেই! আমি মুক্তকণ্ঠে আবার বলিতেছি, আমরা সকলেই প্যালাষ্ট্রোর মহাগৌরবান্বিত বীরের চতুর্দ্দিকে আসিয়া শীঘ্রই মিলিত হইব, এবং আসিয়া পতনোন্মুখী যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিব।

"হে মদীয় বীর ভলণ্টিয়র সৈন্যগণ! তোমাদিগের সাহায্যেই আমি দশটী বিখ্যাত রণে বিজয় লাভ করিয়াছি। তাই আজ এই বিদায়কালে 'পথে মঙ্গল হউক!' (Fare-well) এই শব্দ উচ্চারণ করিতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আজ আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে স্নেহপূর্ণ এই বিদায়-বচন উত্থিত হইতেছে। আমি আজ তোমাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি বটে, কিন্তু তাহা অতি স্বল্পকালের জন্য। হে ইতালীর স্বাধীনতার উদ্ধারকারী বীরবৃন্দ! দেখিবে, যুদ্ধের সময় আমি তোমাদিগের পার্শ্বে আসিয়া আবার উপস্থিত হইব। কিন্তু যাঁহাদিগের পারিবারিক অনিবার্য্য কর্ত্তব্য তাঁহাদিগকে গৃহে আহ্বান করিতেছে, অথবা যাঁহারা রণে আহত হইয়া দেশের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল গৃহে গমন করুন্। তাঁহারা তাঁহাদিগের উদার উপদেশ-বাক্যে ও রণক্ষতের উদার দৃষ্টে দেশের অনেক উপকার সাধন করিতে পারিবেন। আর

সকলে এখানে অবস্থিত হইয়া মহাগৌরবান্বিত জাতীয় পতাকা সংরক্ষিত করুন্।

"আমরা আবার মিলিত হইয়া এখনও যে সকল ভ্রাতৃগণ দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ আছেন—তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধন করিব।

"সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

গ্যারিবল্ডীর গৃহে প্রত্যাগমন।

যে ভুবনবিজয়ী বীর দশটী প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া একটী প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে হস্তামলকবৎ অর্পণ করিলেন, আজ তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পাথেয় পর্য্যন্তেরও অভাববান্! তিনি ইচ্ছা করিলে লুণ্ঠন-লব্ধ অর্থে ও দ্রব্যসামগ্রীতে জাহাজ পূর্ণ করিয়া নিজ দ্বীপাবাসে গিয়া মহাসমৃদ্ধিতে জীবন কাটাইতে পারিতেন! কিন্তু সেই নিষ্কাম স্বদেশ-হিতৈষীর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে তাঁহার সৈন্যগণ পর্য্যন্ত কাহারও কোন বস্তু স্পর্শ পর্য্যন্তও করে নাই। আজ গৃহগমন-কালে তাঁহার স্বকীয় কার্য্যসম্পাদক (Private Secretary) তাঁহাকে এই অপ্রিয় সংবাদ দিলেন যে, যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার নিজ কোষে ত্রিশ পাউণ্ডমাত্র অবশিষ্ট আছে। গ্যারিবল্ডী কিছুমাত্র ভীত বা বিস্মিত না হইয়া উক্ত কার্য্যসম্পাদক বাস্সোকে (Basso) বলিলেন—"বাস্সো! উদ্বিগ্ন হইও না! আমাদের ক্যাপ্রেরা দ্বীপে অপর্য্যাপ্ত কাষ্ঠ ও শস্য আছে। আমরা ম্যাডেলেনা (Maddalena) দ্বীপে সেইগুলি বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিব!"। গ্যারিবল্ডীর এই উত্তর পাইয়া বাস্সো নীরব হইলেন। গ্যারিবল্ডী গৃহ হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আজ তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প অর্থ লইয়া প্রফুল্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

গ্যারিবল্ডী সায়াহ্নে রাজার নিকট বিদায় হইয়া ড্যাঙ্গ্লাটেরী নামক হোটেলে রজনী যাপন করিলেন। প্রত্যূষে তিনি বন্ধুবর্গের

শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে নিজ জাহাজে আরোহণ করিলেন। যাইবার সময় ইংরাজ-জলতরীর অধ্যক্ষ আড্‌মিরাল মণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। তদীয় জাহাজ ওয়াসিংটন (Washington) যেমন মণ্ডের (Munday) জাহাজ হ্যানিবলের সম্মুখীন হইল, অমনি হ্যানিবল্ হইতে সম্মান-সূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী সেনাপতির পরিচ্ছদে আবৃত ছিলেন, কেবল তরবারি তাঁহার কটিদেশ হইতে বিলম্বিত হয় নাই। তিনি মণ্ডের জাহাজে গিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"সেনাপতি! ঐ দেখ আমার জাহাজ আমাকে ক্যাপ্রেরাদ্বীপে লইয়া যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে ইংরাজ-পতাকার গৌরবের উপর আমার অবিচলিত বিশ্বাস না জানাইয়া যাওয়া অকৃতজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া আমি আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি"। এই বলিয়া গ্যারিবল্ডী অতি বিনিতভাবে ইংরাজ-সেনাপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গ্যারিবল্ডীর চরিত্র-মাহাত্ম্য।

যেরূপ উদার সরলতার সহিত গ্যারিবল্ডী আজ রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ ও মহাগৌরবান্বিত স্থান হইতে অবতরণ করিয়া সামান্য প্রজার ন্যায় অতি দীনভাবে নিজের দ্বীপাবাসে জীবন যাপন করিতে গমন করিলেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে নাই। অধিক কি, অদ্ভুত-ঘটনা-পূর্ণ গ্যারিবল্ডীর নিজের জীবনেই এরূপ চিত্তাকর্ষক ও মহত্ত্বব্যঞ্জক দৃশ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ সিসিলী ও নেপল্‌সের বিজেতা রিক্ত-হস্তে নিজের অজ্ঞাত আবাসে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, ভিক্টর ইমানুয়েলের হৃদয় কৃতজ্ঞতা-ভরে অভিভূত হইল! আজ গ্যারিবল্ডীর বিজয়লব্ধ-রাজ্য ও ধনে তিনি মহামহিমান্বিত ও অতুল সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। কিন্তু সেই রাজ্য ও ধনের সম্প্রদান-কর্ত্তা আজ ভিখারী-বেশে দেশে গমন করিতেছেন, সহৃদয় রাজার পক্ষে এ চিন্তা অসহনীয় হইল! আজ তিনি নিজের সম্পদ্ ও কৃতজ্ঞতা-অনুরূপ ধন ও গৌরবে

সেই বীরচূড়ামণিকে বিভূষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি গ্যারিবল্ডীকে 'ক্যালাটাফিমির রাজা (Prince of Calatafimi) এই উপাধি দিতে, ইতালীয় সেনার সেনাপতি (marshal) পদে অভিষিক্ত করিতে, আনন্সিয়াটার প্রকাণ্ড ক্রস (Grand Cross of the Annunciata) দ্বারা তাঁহার মস্তক বিভূষিত করিতে এবং বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ ফ্রাঙ্কের আয়ের ভূসম্পত্তি দিতে চাহিলেন,—কিন্তু সেই মনীষী রাজার এ সমস্ত প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি রাজার নিকট কেবল নির্জ্জন-বাসের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন, বলিলেন যে, বিপদের দিনে তিনি তাঁহার উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীরবৃন্দ লইয়া আবার সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি রাজাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, লোকে যে যাহা বলুক না কেন, তিনি যেন বিবেচনা না করেন যে, তিনি অসন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে গমন করিতেছেন। রাজার মনে বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য তিনি কেবল 'পীড্‌মণ্টীয় সেনার সেনাপতি' এই উপাধিমাত্র গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। কারণ, সিসিলী-অভিযানের পূর্ব্বেও তাঁহার এই উপাধি ছিল। সুতরাং এই উপাধি-গ্রহণ, সিসিলী ও নেপল্‌স বিজয়ের নিষ্ক্রয়স্বরূপ হইতেছে না। ধন্য বীর! ধন্য তোমার আত্মোৎসর্গ!

গ্যারিবল্ডীর জীবনের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্যের এই চরম সীমা। যদি গ্যারিবল্ডী তাঁহার দ্বীপাবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আর ইতালীতে না আসিতেন, অথবা যদি তাঁহার জাহাজ সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন হইত, তাহা হইলে তাঁহার অবদানপরম্পরা ঔপন্যাসিক বলিয়া লোকে মনে করিত। লোকে নিশ্চয় ভাবিত, বুঝি বিধাতা ইতালী-উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ইতালী-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এত অল্প-কালের মধ্যে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন! কারণ এরূপ কার্য্য কোন মানবের সাধ্যাতীত! তাহা হইলে নিশ্চয়ই গ্যারিবল্ডীর প্রতিমূর্ত্তি ইতালীতে দেবভাবে পূজিত হইত। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা হইল না। গ্যারিবল্ডী ইতালীর পূর্ণ উদ্ধারসাধনের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া অল্পদিন পরেই আবার ইতালী-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইলেন! স্বর্গের দেবতা ইতালীর মঙ্গলের জন্ত স্বর্গ ছাড়িয়া একবার ইতালীক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এবার সে আবশ্যকতা নাই, অথচ মানুষের কার্য্যের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় সেই স্বর্গের দেবতাও মানবীয়ভাবে আক্রান্ত হইলেন! হায়! কেন এরূপ হইল? কেন স্বর্গের দেবতা স্বর্গে রহিলেন না?

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

গ্যারিবল্ডীর দ্বীপাবাস।

যখন সেনাপতি ক্যাপ্রেরা-দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি ইহার পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যৎকালে তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার আবাসগৃহের চতুঃপার্শ্ব ভিন্ন ইহার আর সমস্তই প্রস্তরময় মরুভূমিমাত্র ছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার চতুর্দ্দিকেই শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র ও বৃক্ষপূর্ণ রম্য উদ্যান, এবং লতাকুঞ্জপরিশোভিত উদ্যানপথসকল দেখিয়া তিনি বিস্ময়-বিহ্বল হইলেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কুটীর এক্ষণে বিলাসিগণের সুখকর গ্রাম্য বিলাসভবনে পরিণত হইয়াছে! শস্যভাণ্ডারসকল শস্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে! দেখিয়া তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন যে, কোন বন্ধু তাঁহাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবার জন্ত তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার সুখসীমা পরিবর্দ্ধন-মানসে এই সকল কাণ্ড করিয়াছেন। যখন তিনি সেই নবনির্ম্মিত অট্টালিকার দালানে গিয়া দেখিলেন যে, ভিক্টর ইমানুয়েলের পূর্ণ-প্রতিকৃতি বিলম্বিত রহিয়াছে, তখন তাঁহার বিস্ময় আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিণত হইল! দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার পরম বন্ধু ভিক্টর ইমানুয়েলেরই এ সমস্ত কীর্ত্তি!

গৃহদেবতাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় অশ্বত্রয়কে দেখিতে গেলেন। তাহাদিগের মুখ ধরিয়া প্রত্যেককে আদর করিয়া, গ্যারিবল্ডী গলদেশ হইতে তাহাদিগের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। গ্যারিবল্ডী স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন বলিয়াই সকলকেই বন্ধন-মুক্ত করিতে ভাল বাসিতেন। আজ তাহারা অনেক দিনের পর প্রভুকে পাইয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রাণের সাধে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী ইউরোপ হইতে শস্যপেষণযন্ত্র বা (Mill) আনাইয়া আবার গ্রাম্য জীবন আরম্ভ করিলেন।

গ্যারিবল্ডী টিউরিণে।

কিন্তু সে নির্জ্জনবাস তাঁহার ভাল লাগিল না। রোম—জগতের আরাধ্যা রাজরাজেশ্বরী রোম নগরী এখনও ইতালীর সহিত সংযুক্তা হইল না, ইহার অধিবাসীগণ আজও পোপের অধীনতা হইতে উন্মুক্ত হইল না, এ চিন্তা তাঁহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। এই চিন্তা তাঁহার সচ্ছন্দ আহার বিহারেরও ব্যাঘাত করিতে লাগিল। তাই গ্যারিবল্ডী কিছুদিন দ্বীপাবাসে থাকিয়া, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে টিউরিন্ নগরীতে সমবেত ইতালীয় মহাসভায় সভাস্থ হইলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া ও ধূসরবর্ণ টুপি মস্তকে দিয়া অসংখ্য দর্শকমণ্ডলীর জয়ধ্বনির মধ্যে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। শপথগ্রহণাদি আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে, তিনি এই সর্ব্বপ্রথমে মহাসভায় আসনে আসীন হইলেন। মহাসভার অন্যতম সভ্য রিকাসোলি (Ricasoli) দক্ষিণ সেনার প্রতি ব্যবহার উল্লেখ পূর্ব্বক ভবিষ্য-কার্য্যপ্রণালী-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিলেন। গ্যারিবল্ডীও তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণের প্রতি কুব্যবহার করার জন্য মন্ত্রিসমিতিকে সবিশেষ তিরস্কার করিলেন, এবং

ভয় প্রদর্শন করিলেন যে, এরূপ হইলে দেশে আভ্যন্তরীণ সমরানল আবার প্রজ্বলিত হইবে। এই অভিযোগে মন্ত্রিপ্রবর কাভূর আসন হইতে অভ্যুত্থিত হইয়া বলিলেন—"আমি এই অভিযোগের বিরুদ্ধে অন্তরের সহিত প্রতিবাদ করিতেছি"। এই কথায় মহাসভায় মহাগণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল। মন্ত্রিগণ ও সভ্যমণ্ডলী—সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন, এবং সভাপতি মস্তকে টুপি দিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। গ্যারিবল্ডীর অনুরোধে তাঁহারা আবার ফিরিলেন। তখন তিনি মন্ত্রিসমিতির প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি বিক্‌সিয়ো উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশানুরাগ ও জাতীয় একতার অনুরোধে গ্যারিবল্ডী ও কাভূরকে গত ঘটনা ভুলিয়া পরস্পরকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন। কাভূর বলিলেন যে, তিনি অলক্ষিতভাবে বরাবর গ্যারিবল্ডীকে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহার ভলণ্টিয়ার সৈন্য-সংগ্রহ-বিষয়ে তাঁহার যতদূর সাধ্য, তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। গ্যারিবল্ডী উঠিয়া বলিলেন যে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার অনুকূলে যাহা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবেন। কিন্তু তাহার পর তিনি তাঁহার ও তাঁহার ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণের প্রতি যেরূপ কুব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে মহাসভায় যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা তিনি তুলিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। এক্ষণে সেই অভিযোগ তিনি কোমলতর ভাষায় করিতেছেন মাত্র। তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাঁহার বিবেচনায় তাহারা তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তিনি আরও বলিলেন—"যখন আমার দেশ বিপদে পড়িবে, তখন আমি অবশ্য বশ্যতা স্বীকার করিব। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে আমার জন্মভূমিতে বৈদেশিক করিয়াছে, আমি কি তাহার সহিত করমর্দ্দন করিব? কখনই নহে! সমরসচিব বলিতেছেন যে, তিনি আমার ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণকে অপদস্থ করিয়া মধ্য ইতালীকে অরাজকতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদিগের উপর মধ্য ইতালীর শাসন ভারার্পিত ছিল, আমি এবিষয়ে তাঁহাদিগকেই প্রশংসা-

স্বরূপ মানিতেছি। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, মধ্য ইতালীতে অরাজকতার কোনও আশঙ্কা হয় নাই। ব্যক্তিবিশেষের যশোকীর্ত্তন করা আমার অভিপ্রায় নহে, কিন্তু আমি নিজের গৌরব রক্ষা করিতে বাধ্য!"।

এইরূপ তর্ক বিতর্কের পর সে দিনের সভাভঙ্গ হইয়া গেল। মহাসভায় সে দিন আর কোনও প্রশ্নের মীমাংসা হইল না।

রাজা এই কথা শুনিয়া টিউরিণের ছয় সাত মাইল দূরে মঙ্কালিয়েরী (Moncalieri) নামক তদীয় প্রাসাদে কাভূরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গ্যারিবল্ডীকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। গ্যারিবল্ডী রাজাদেশক্রমে তদ্ভবনে আসিয়া কাভূরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাদিগের উভয়ের সহিত রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলীসম্বন্ধে এবং অন্তরঙ্গ ও বহিশ্চর রাজমণ্ডলীর সহিত সন্ধি বিগ্রহাদি বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কাভূর প্রাণ খুলিয়া অতি সরলভাবে গ্যারিবল্ডীকে আপন অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন। তখন গ্যারিবল্ডী তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন। সায়াহ্নে সেনাপতি সিয়াল্ডিনির সহিত গ্যারিবল্ডীর সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। সিয়াল্ডিনি বলিলেন যে, তিনি সাধারণতান্ত্রিক দলের উপর বিশেষ বিরক্ত। কারণ, তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্যশূন্য ও শান্তিনাশক বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাহাদিগ হইতে রাজ্যের ভাবী অনিষ্টের সম্ভাবনা। তিনি গ্যারিবল্ডীকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, সেই জন্যই তিনি তাঁহার ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী বলিলেন যে, তাঁহার সমরসঙ্গিগণ এরূপ সন্দেহের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ সরলভাবে তাহাদিগের অনেক গুণানুবাদ করিলেন, এবং অবশেষে সিয়াল্ডিনিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"যদি ইতালী আমাদিগের সাহায্য আবার চাহেন, আমরা আবার ইঁহার রক্ষার্থ মিলিত হইব। আমার জীবনের এই একমাত্র আকাঙ্খা বা কামনা—যে যাঁহারা আমার ন্যায় আমার জন্মভূমিকে ভাল বাসেন, আমি তাঁহাদিগের সহিত জননীর কার্য্যে

আত্মবিসর্জ্জন করিব"। ধন্য গ্যারিবল্ডী! ধন্য তোমার মাহাত্মা!! ধন্য তোমার জীবনের লক্ষ্য!!!

সিসিলী অভিযানের বাৎসরিক উৎসব।

এই সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের পর গ্যারিবল্ডী মার্ক্‌ুইস্ পল্ল ভিসিনি ট্রিভল্‌জিয়োর গ্রাম্য বিলাসভবনে গমন করিলেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে গ্যারিবল্ডীর সিসিলী-অভিযানের দিন। আজ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে জেনোয়াবাসিগণ উক্ত ঘটনার সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রমত্ত! ভীষণ শীত ও অজস্র বারিবর্ষণ সত্ত্বেও পঞ্চদশ সহস্র জেনোয়াবাসী গ্যারিবল্ডীর সম্মানার্থ সমুদ্রতীরের যে স্থান হইতে তিনি সিসিলী যাত্রা করিয় ছিলেন, জেনোয়ার তিন মাইল দূরে অবস্থিত সেই স্থানে গিয়া, একত্র মিলিত হইলেন। যে স্থানে শেষ পাদ-বিক্ষেপ করিয়া গ্যারিবল্ডী সেই বিপদ-সঙ্কুল যুদ্ধ-যাত্রায় বিনির্গত হইয়াছিলেন, বীরের সম্মানার্থ সেই স্থানে এক স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইল। সেই তীর্থযাত্রিগণ সকলেই সেই স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি-পাষাণের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রোফেরিয়ো, ফ্রেরারী, গুইরাজি, ও মরো মাচ্চি—এই কয়জন উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সমবেত ব্যক্তিমণ্ডলীকে প্রীত ও স্তব্ধ করিলেন। শেষোক্ত বাগ্মী, যে সহস্র জন বীর সেই অদ্ভুত অভিযানে গ্যারিবল্ডীর সহিত এখান হইতে গত মে মাসে সিসিলী যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বীরত্বের ও আত্মোৎসর্গের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"রিভীরা (Riviera) নদীর তীরস্থিত এই সুরম্য স্থান হইতে তাঁহারা যখন যাত্রা করেন, তখন তাঁহারা একসহস্র মাত্র ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা নেপল্‌সে ও ভলটর্ণো নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা ত্রিংশসহস্রে পরিণত হন। তাঁহারা এই স্থান হইতে যখন প্রথম যাত্রা করেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, তাঁহারা বহ্নিমুখ-প্রবিবিক্ষু পতঙ্গপালের ন্যায় নিশ্চিত মৃত্যুমুখে গমন করিতেছেন। কিন্তু

তাঁহারা তাঁহাদিগের জয়স্তম্ভ-স্বরূপ এককোটী লোক আনিয়া আমাদিগের জাতীর সহিত মিলিত করিয়া দিলেন। একাগ্র ও অবিচলিত ইচ্ছার শক্তি আমরা এই স্থানে অনুভব করিতে পারি।' ইহা দেখিয়া আমরা ভবিষ্য সংঘর্ষের জন্য সাহস সঞ্চয় করিব।" সিসিলী-অভিযানের সাম্বৎসরিক উৎসব জেনোয়ার ন্যায় ইতালীর প্রত্যেক নগরেই মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কাভুরের মৃত্যু।

সিসিলী-অভিযানের সাম্বৎসরিক উৎসবের একমাস পরে মন্ত্রিচূড়ামণি কাভুর সপ্তদিনের পীড়ায় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। যখন চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবন-বিষয়ে নিরাশ হইলেন, তখন রাজা তাঁহার নিকট শেষ বিদায় লইতে গেলেন। কাভুরের তখনও বেশ জ্ঞান ছিল। রাজাকে দেখিয়াই তিনি নিরীহ নিয়াপলিটান্ দিগের কথা তুলিলেন, বলিলেন, "যদিও তাহারা বুদ্ধিমান্, তথাপি তাহারা নিতান্ত নীতিভ্রষ্ট। কিন্তু সে দোষ তাহাদের নহে, তাহাদিগের উৎপীড়ক দুরাচার ফার্ডিন্যাণ্ডের"। ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন —"আমরা তাহাদিগকে এরূপ নীতিশিক্ষা দিব যে, তাহাদিগের চরিত্রগত সমস্ত দোষ কাটিয়া যাইবে। আর আমরা কোন নগরীর অবরোধ করিব না। কারণ অবরোধ দ্বারা শাসন করিতে ত সকলেই পারে!" বলিতে বলিতে আবার নীরব হইলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর আবার বলিতে লাগিলেন—"ভিনিস্-গ্রহণ-বিষয়ে গ্যারিবল্ডীর সহিত আমার পূর্ণ ঐকমত্য আছে। কিন্তু টাইরেল্ ও ইষ্ট্রিয়াকে (Istria) আরও এক পুরুষ অপেক্ষা করিতে হইবে"! কিয়ৎক্ষণ থামিয়া তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর পাঠ করিয়া ইউনাইটেড্ষ্টেট্সের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু সে বিভ্রম হইতে আমি এক্ষণে মুক্ত হইয়াছি"। অবশেষে রিকাসোলি (Ricasoli) ও ফারিনি (Farini) এই দুইজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহাদিগকে আপনার পদের যোগ্য উত্তরাধিকারী

বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সর্ব্বশরীরে মৃত্যুর ছায়া পতিত হইল। তখন পুরোহিত তাঁহার শরীরে শেষকালোচিত সুগন্ধি প্রলেপ প্রদান করিলেন। কাভুর পুরোহিতের হস্ত পেষণ করিয়া বলিলেন—"ভ্রাতঃ! ভ্রাতঃ! আমি স্বাধীনরাজ্যে স্বাধীন ধর্ম্ম-প্রণালী রাখিয়া চলিলাম"।—কাভুরের মুখ হইতে এই শেষ বাক্য নির্গত হইল! কয় মিনিটের মধ্যেই সমস্ত শেষ হইয়া গেল। স্বদেশ-হিতৈষী কাভুর মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেও স্বদেশের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন! পোপ যদিও তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত ও জাতি-ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার দেহ মহাসমারোহে রাজকীয় সমাধি-স্থানে বিনা আপত্তিতে সমাহিত হইল। পোপের নির্যাতন-সত্ত্বেও সেই মনীষীর নাম ইতিহাসে অনন্তকালের জন্য জ্বলদক্ষরে লিখিত থাকিবে।

কাভুর-নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রিদ্বয়ের অন্যতর ব্যারন্ রিকাসোলি কাভুরের মৃত্যুর পর প্রধান-অমাত্য-পদে বৃত হইলেন। ইতালীর প্রতি অবিচলিত অনুরাগ ও অসাধারণ রাজনীতি-কুশলতা জন্য ইনি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য এই পরিবর্ত্তনে বিশেষ কোনও ক্ষতি হইল না।

গ্যারিবল্ডী ক্যাপ্রেরায়।

মহাসভা সমাবেশিত থাকিতে থাকিতে গ্যারিবল্ডী শারীরিক অস্বাস্থ্য-নিবন্ধন ক্যাপ্রেরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অতি প্রিয় কৃষিকার্য্যের অনুসরণ দ্বারা তিনি পুনরায় শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যূষে উঠিতেন, এবং উঠিয়া চুরট্ টানিয়া ও প্রাতরাশ সম্পাদন করিয়া, মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত আপন গোলাবাড়ীতে অবস্থিতি করিতেন। মধ্যাহ্নে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তিনি মাধ্যাহ্নিক আহারে বসিতেন, এবং আহার-সমাপনান্তে চিঠিপত্র লিখিতে ও কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি স্ত্রীজাতির সুখসচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধন করিতে সতত চেষ্টিত থাকি-তেন। এইজন্য তিনি সম্রান্তরমণীগণকে স্ত্রীজাতি-উন্নতি-সাধনী সভা-

সমিতি করিতে সর্ব্বদা উত্তেজিত করিতেন। তিনি মার্সনেস্ পম্‌ভিসিনিকে স্ত্রীজাতির হিতকরী সভার (Ladies' Philanthropic Society) সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক অতি কোমল-ভাব-পূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। দরিদ্র রমণীগণের ও তাহাদিগের সন্তানসন্ততিগণের অবস্থার উন্নতিসাধন করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সম্ভ্রান্তমহিলাগণের শারীরিক অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ, তাঁহাদিগের উপযুক্ত কার্য্যের অভাব। কিন্তু যদি তাঁহারা পরহিতব্রতে রত হইয়া দীন দুঃখীর অভাব মোচনের জন্য কার্য্যপ্রবণ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের শরীর ও মন উভয়ই ভাল থাকিতে পারে। "একবার যদি শরীরের উপর মনের আধিপত্য পর্য্যাপ্তরূপে সংস্থাপন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে শারীরিক ও মানসিক বল আপনা হইতেই আসিবে। হৃদয়ের সহিত শ্রমশীল হওয়া আর ঈশ্বরের মহাবিধির নিকট মস্তক অবনত করা, একই বস্তু। যাহারা সেই মহাবিধি উলঙ্ঘন করিয়া আপাততৃপ্তি-প্রদ বিলাসিতার অনুসরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের নিয়মভঙ্গজনিত মহাপাপে লিপ্ত হয়, এবং মানসিকসুখ ও শারীরিক স্বাস্থ্য—উভয়েই বঞ্চিত হয়। কিন্তু কর্ত্তব্য-পালন-জনিত আত্মপ্রসাদ সাংসারিক জীবনের সুখকে দ্বিগুণিত করে"—এইরূপ বাক্যে তিনি উক্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাকে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আগষ্ট মাসে বিবিধ মনস্তাপজন্য তিনি জ্বরাক্রান্ত হন। নেপল্‌সের শাসন-সমিতি সৈন্যগণের উপর গৌরব ও পুরস্কার-প্রদান-বিষয়ে অযথা ব্যবহার করায় তিনি প্রথমে বিরক্ত ও অবশেষে চ্যুত-ধৈর্য্য হইয়াছিলেন। নেপল্‌সের শাসনসমিতি, অন্যান্য নিয়মিত শাসনসমিতির ন্যায়, ক্রমে সজীবতা ও সহৃদয়তা হারাইতে লাগিলেন। পুরোহিত-সম্প্রদায় ও প্রাচীন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রধানতঃ এই নবগঠিত শাসন-সমিতি-সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া রাজ্যের হিত উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ স্বার্থসাধনে নিরন্তর ব্যস্ত রহিলেন; আর বিবিধ-প্রকারে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কুৎসা ঘোষণা করিয়া ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের মনে প্রগাঢ়

বিদ্বেষভাব উৎপাদন করিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডীর কর্ণে এই সকল কথা অতি রঞ্জিতভাবে আসিতে লাগিল। সুতরাং তিনি ক্রোধে অগ্নিময় হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু নেপল্‌সের আবালবৃদ্ধবনিতা—সকলেরই মনে গ্যারিবল্ডীর প্রতি ভক্তি আজও অটলভাবে রহিয়াছে। অধিক কি, নেপল্‌সবাসীরা এক প্রকার গ্যারিবল্ডীর উপাসক হইয়া উঠিয়াছিলেন। নেপল্‌সবাসীরা গ্যারিবল্ডীকে ক্যাপ্রেরা দ্বীপে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন—"নেপল্‌সের অধিবাসিগণ আজ পত্রযোগে তাঁহাদিগের গ্যারিবল্ডীর নিকট উপস্থিত। প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টা, প্রতিমুহূর্ত্ত—আমরা ভগবানের নিকট আমাদের পিতা জোসেফ্ গ্যারিবল্ডীর শুভকামনা করিতেছি। তুমি আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছ। আমাদের পুত্রকন্যাগণ সর্ব্বাগ্রে তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের দৈনন্দিন প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের নামের সঙ্গে তোমার নাম মিশ্রিত করে। তুমি আমাদের জাতির পিতা। তুমি একাকী বিপদ্ বা ক্লান্তিতে ভীত না হইয়া, আত্মজীবন দিয়া, আমাদের জাতির অসংখ্য লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছ। তোমাতে আমাদের আশা আজও অমৃত রহিয়াছে, এবং তোমার প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা অবিচলিত ভাবে বর্ত্তমান আছে। আমরা পুরুষপরম্পরাক্রমে পিতা হইতে পুত্রে—এই আশা ও এই কৃতজ্ঞতা সংক্রামিত করিব। আমাদের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে আজ যে স্বর উত্থিত হইতেছে, আকাশবায়ু তাহা যেন বহন করিয়া ক্যাপ্রেরা-দ্বীপে তোমার নিকট লইয়া যায়! গ্যারিবল্ডী! আমাদের প্রাণের গ্যারিবল্ডী! আমরা কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তুমি যেন দীর্ঘজীবি হও!" এই পত্র সর্ব্বপ্রথমে নেপল্‌সের নেসনেল্ (Nazionale) নামক পত্রিকায় সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হয়। গ্যারিবল্ডী যে নেপল্‌সবাসীগণের হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন, এই পত্রদ্বারা তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে।

এদিকে গ্যারিবল্ডীর কৃষিকার্য্যের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃ তাঁহার কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাড়াইতে লাগিলেন।

তিনি কৃষিকার্য্য ভাল বাসিতেন বলিয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ কৃষিকর্ম্মোপযোগী বিবিধ যন্ত্র প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল যন্ত্রযোগে তাঁহার মরুতুল্য দ্বীপ অপূর্ব্ব-শস্তশালী হইয়া উঠিল। তাঁহার গোলাগুলি বিবিধ প্রকার শস্যে পরিপূর্ণ হইল। প্রায়ই তাঁহাকে দেখিবার জন্য নানাস্থান ও নানাদেশ হইতে দর্শকমণ্ডলী তাঁহার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত তিনি প্রাণ খুলিয়া সস্নেহভাবে কথোপকথন করিতেন। তিনি কাহারও সম্বন্ধে কোন কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিতেন না। অধিক কি, নেপল্‌সরাজ ফার্ডিন্যাণ্ড-সম্বন্ধেও কোন কথা উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার উপর কোনও দোষ না দিয়া, তাঁহার মন্ত্রিবর্গকে তাঁহার অতীত অত্যাচারের জন্য দায়ী করিতেন। এই সকল দর্শকমণ্ডলীর অভ্যর্থনা, সেবা ও তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে তাঁহার অমূল্য সময়ের অনেকটা নষ্ট হইত বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে বিরক্ত বা দুঃখিত হইতেন না। বরং ইহা তাঁহার জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

চতুর্দ্দিক হইতে যেমন দর্শকমণ্ডলী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, সেইরূপ নানাস্থান হইতে তাঁহার পরিগ্রহের জন্য বিবিধ বহুমূল্য উপঢৌকনও প্রেরিত হইত। সেই উপঢৌকনগুলি বহুমূল্য বলিয়া তাঁহার রুচিকর হইত না। এইজন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রদাতৃগণের মনকে ব্যথিত করিতে হইত। একদিন বহুমূল্য বিবিধ দ্রব্যজাত উপহার লইয়া একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সকল দেখিয়াই তাঁহাকে বলিলেন—"মহাশয়! যদি আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চান, তাহা হইলে আমি আপনাকে সানুনয়ে নিবেদন করি যে, এক্ষণে অষ্ট্রীয়া রাজ্যের একাংশে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। আমি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ একশত ফ্রাঙ্ক মুদ্রামাত্র প্রেরণ করিয়াছি। আমার তাহার অধিক সাহায্য প্রেরণ করায় সামর্থ্য ছিল না। আপনি যদি এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সেই বিপন্ন ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে

আমি আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিব”। সেই ভদ্রব্যক্তি জানিতেন, গ্যারিবল্ডী অষ্ট্রিয়গণকর্তৃক অনুসৃত হইয়া কি অবস্থায় প্রাণপ্রিয়া আনিটাকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার এই অনুরোধে বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“কিন্তু তাহারা না অষ্ট্রিয়ান্?” গ্যারিবল্ডী উত্তর করিলেন—“এইরূপে বুঝি আপনারা খ্রীষ্টের উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবেন? তিনি না সকলের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন? আর তিনি না প্রচার করিয়াছিলেন যে, মানবজাতি সকলেই পরস্পর ভাই ভগিনী। যদি অষ্ট্রিয়ার শাসন-প্রণালী মন্দ হয়, তাহা হইলে তাহার অধিবাসীগণ আমাদের আরও দয়ার পাত্র। কারণ, তাহাদিগের অপরাধ কি?” এই কথা শুনিয়া সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে নীরবে গ্যারিবল্ডীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রোম লইয়া আন্দোলন।

এদিকে রোমকে ইতালীরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ইতালীর সমস্ত নগর একবাক্যে রাজাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান অমাত্য রিকাসোলীও জনসাধারণের মতে মত প্রকাশ করিলেন। ভিক্টর ইমানুয়েল্ সাধারণ স্রোতের গতি রোধ করা অসম্ভব মনে করিলেন। তথাপি যতদূর সাধ্য, আপাততঃ রোম-আক্রমণ নিবারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি সেই সময় ফ্লরেন্সে গিয়াছিলেন। ফ্লরেন্স-বাসীরা সমবেত হইয়া তাঁহাকে এই বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া উত্তর দিলেন—“ভদ্রগণ! আপনারা এতদূর অধীর হইবেন না—শান্ত হউন্। আমি আপনাদিগকে খুলিয়া বলিতেছি যে, রোমের ব্যাপার অতিশয় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে জটিল গ্রন্থিদ্বারা এই বিষয় আবদ্ধ রহিয়াছে—তাহা কাটিলে চলিবে না, ইহাকে ধীরে ধীরে খুলিতে হইবে; কিন্তু তাহা সময়-সাপেক্ষ”।

খ্রীষ্টমাস্ (Chirstmas) দিনে গ্যারিবল্ডীকে ধন্যবাদ দিবার উপ

লক্ষে ট্রিচিনা (Trichina) নগরের অধিবাসিগণও গ্যারিবল্ডীকে এই মর্ম্মে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তদুত্তরে তিনি তাঁহাদিগকে লিখেন—"আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক আমার কথা শ্রবণ করুন্। আপনারা যে সর্ব্বাগ্রেই বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাহা আমি জানি। আমরা যে অচিরাৎ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইব, তাহাতে আর সংশয় নাই। রোমের পুরোহিতগণ ও তাঁহাদিগের সমর্থকগণই যে আপনাদিগকে বিশেষ কষ্ট দিতেছেন, তাহাও আমি জানি। কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদিগকে বধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া বাঁচিতে চান, বাঁচুন; অতঃপর তাঁহাদিগকে জীবিত মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করিতে দেওয়া হইবে না। আমি আপনাদিগের সহিত শীঘ্রই মিলিত হইবার আশা করি। ইত্যবসরে আপনারা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হউন্; এবং আপনাদিগের চতুর্দ্দিকের প্রদেশ সকলকেও সশস্ত্র হইতে উপদেশ দিউন্। তাহা হইলেই দেখিবেন যে, পুরোহিতের দল অন্তর্ধান করিবে। আমাদিগের আরব্ধ কার্য্য-প্রণালী আপনারা শিরোধার্য্য করুন্। ইতালী ও ভিক্টর ইমানুয়েলের জয় উদ্ঘোষিত করুন্। ইহাই আমাদিগকে এত প্রবল করিয়া তুলিয়াছে।"

নববর্ষের অভিনন্দন-প্রাপ্তির সময়ে রাজাও প্রকাশ্য-রূপে বলিয়াছিলেন যে—"ইতালীর স্বাধীনতা পূর্ণ করিবার জন্য ইতালীকে নূতন প্রাণোৎসর্গ করিতে হইবে"। ফ্লরেন্সেও লোকের মনে এই ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, গ্যারিবল্ডী কোনও নূতন অভিযানের কল্পনা করিয়াছেন, এবং রাজাও তাঁহার সহিত একমত হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন। যুবরাজও একটী স্থানীয় সভার প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে—"কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে ইতালীর প্রত্যেক অধিবাসীকে সশস্ত্র পাওয়া যাইবে, এরূপ একান্ত আশ্বাস-বাক্য পাওয়া আবশ্যক হইয়াছে।"

এই সময় রাটাজি (Ratazzi) প্রধান অমাত্যের পদে ব্রতী হন। তিনি পত্র লিখিয়া গ্যারিবল্ডীকে টিউরিণে আনয়ন করেন। মন্ত্রিবর

রোম্-আক্রমণ-বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ সাহায্য করিতে সম্মত হওয়ায়, তিনিও তাঁহাকে পূর্ণ হস্তাবলম্ব প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, কোনও বৈদেশিক রাজশক্তিকে ইতালীর আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবেনা, এবং রোমকে ইতালীর রাজধানী করিবার যে জাতীয় ইচ্ছা, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে। এই কথা স্থির হইয়া গেলে গ্যারিবল্ডী টিউরিন্ পরিত্যাগ করিয়া জেনোয়ার মধ্য দিয়া ক্যাপ্রেরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। জেনোয়াবাসিগণ মহাসমাদরে ও মহোৎসবে তাঁহাকে গ্রহণ ও বিদায় করিলেন।

রাজকুমারগণকে লইয়া গ্যারিবল্ডীর দক্ষিণ পরিভ্রমণ।

আবার জুন্মাসের শেষে গ্যারিবল্ডী, যুবরাজ ও অন্যান্য রাজকুমারগণকে লইয়া প্যালার্মো যাত্রা করিবার মানসে ক্যাপ্রেরাদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। তিনি আসিতেছেন শুনিয়া, প্যালার্মোর নগরসমিতি তাঁহাদের প্রতি তৎকৃত উপকারাবলী আলোচনা করিয়া এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নগরের স্থানে স্থানে ঘোষণাপত্রসকল লিপ্ত বা বিলম্বিত করিয়া দিলেন। অবশেষে নগরের ট্রিনাক্রিয়ো হোটেলে আসিয়া তিনি যখন উপস্থিত হইলেন, তখন অসংখ্য লোক হোটেলের বহির্ভাগে সমবেত হইয়া তাঁহার দর্শনার্থ চীৎকার করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী তাহাদিগের চীৎকারে অস্থির হইয়া হোটেলের বারাণ্ডায় বহির্গত হইয়া বলিলেন—"প্যালার্মোর অধিবাসিবৃন্দ! আমি তোমাদিগকে অভিবাদন করি। আমরা বিপদের সময় পরস্পরকে চিনিয়াছি; যদি কোন স্থানের লোকের প্রতি আমার বিশেষ স্নেহ থাকে, সে তোমাদের প্রতি। সেই রণমুখে তোমরা আমায় যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলে, তাহাতে তোমরা সমস্ত ইতালীর কৃতজ্ঞতাভাজন, এবং সমস্ত পৃথিবীর প্রশংসাপাত্র হইয়া আছ। সত্য বলিতেছি, তোমাদের ভাবোচ্ছ্বাসে

আমার হৃদয় গলিত হইয়াছে। তোমরা আমাকে কাঁদাইবার চেষ্টা করিতেছ। আমি তোমাদিগকে অন্তরের সহিত অভিবাদন করিতেছি। জানিও, আমি তোমাদের সহিতই রহিয়াছি, এবং শীঘ্র তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি না"।

পরদিন গ্যারিবল্ডী রাজকুমারগণ ও তদীয় পুরাতন বন্ধু পলভিসিনি, এবং প্যালার্মোর মেয়র সমভিব্যাহারে সৈন্য-পরিদর্শনী দেখিতে গেলেন। দুই দলে বিভক্ত রাজকীয় সৈন্যগণের প্রকাণ্ড কৃত্রিম যুদ্ধ হইয়া গেল।

প্রায় দুই লক্ষ লোক সেই সৈন্যপরিদর্শনীতে গ্যারিবল্ডীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যে তাঁহাদিগকে ইতালীর একতা-সাধনকার্য্যে ব্রতী হইতে বলিলেন; বলিলেন "জানিও যে, ইতালীর মধ্যে দুইজন লোক তোমাদিগকে কখনই প্রবঞ্চিত করিবেনা। সে দুইজন লোক—ভিক্টর্ ইমানুয়েল্ ও আমি। রোম্ ও ভিনিস্ অচির-কালমধ্যেই সমবেত ইতালীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু তাহার সংসাধনের জন্য নব নব আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন। ইতালীকে এক করিতেই হইবে!—করিতেই হইবে! করিতেই হইবে!"।

গ্যারিবল্ডী প্যালার্মো পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রথমে ত্রেপণী (Trapani) এবং পরে মার্সালায় (Marsala) গমন করিলেন। মার্সালার সমস্ত অধিবাসী যেন একপ্রাণ ও একদেহ হইয়া গ্যারিবল্ডীসকাশে উপনীত হইল, এবং তাঁহাকে 'মার্সালার বীর' (The hero of Marsala) এই উপাধি প্রদান করিল। নগরের মেয়র (Mayor) ও শাসন-সমিতি (Council) জাতীয় সেনা লইয়া চারি পাঁচ মাইল অগ্রসর হইয়া মহাসমারোহে তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদন করিতে গিয়াছিলেন। নগরপ্রাসাদাবলীর সমস্ত গবাক্ষে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হইয়াছিল, এবং নগরের ক্যাথিড্রাল্ সুসজ্জিত করিয়া যাজকমণ্ডলী তথায় তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি উপস্থিত হইলেই তাঁহারা মহাসমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাঁহারা কল্যাণ-সূচক ভগবৎ-স্তোত্র অভিগীত হইতে আদেশ দিলেন। সঙ্গীতাবসানে একজন মহন্ত বা পুরোহিত মঞ্চোপরি

আরোহণ করিয়া গ্যারিবল্ডীবিষয়ে এমন একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন যে, তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে গ্যারিবল্ডী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং বলিলেন যে "আপনিই খ্রীষ্টের প্রকৃত প্রচারক"।

নগরবাসিগণ তাহার পর গ্যারিবল্ডীকে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে বর্ণনাতীত সমারোহের সহিত লইয়া গেল। গ্যারিবল্ডী প্রাসাদমঞ্চোপরি আরোহণ করিলে, জনসাধারণমধ্যে অতি গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী প্রশান্ত ও গুরুগম্ভীরস্বরে তাঁহার চির-লালিত ইতালীয় একতা-বিষয়ে এক উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা করিলেন, বলিলেন :—"সেই সময় আসিয়াছে, যখন আমরা আর জন্মভূমির বক্ষে বৈদেশিকের পদাঘাত সহ্য করিতে পারি না। ভ্রাতৃগণ! ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন্ যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ইতালীর উপকারার্থ নহে। আমরা তাঁহাকে নাইস্ ও সেভয় দিয়াছি, তথাপি তিনি তাহাতে পরিতৃপ্ত নহেন। তিনি আরও চাহেন। হাঁ, আমি সব জানি! তাঁহার পরিবারবর্গের দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করাই তাঁহার লক্ষ্য ও পরিশ্রমের বিষয়। তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের একজনকে রোমে, ও এক জনকে নেপল্‌সে, এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে ইতালীর অন্যান্য খণ্ডে অভিষিক্ত করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আমি ইহা নিশ্চয় জানি! নিশ্চয় জানি! সুতরাং তাঁহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্যও নহে, এবং তাহার কোনও আবশ্যকতাও নাই। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে, ফ্রান্সের জনসাধারণের সহানুভূতি আমাদের অনুকূলে। যদি নেপোলিয়ন রোম হইতে অপসৃত হন, তাহা হইলে সে রাজধানী আমাদেরই। আজ তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হওয়ায়, আমার মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়াছে। ভগবান্ তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন্! আজ বিদায়!"

ফরাশিসম্রাট্ নেপোলিয়নের অনুরোধে মন্ত্রিবর রাটাঝি (Ratezzi) গ্যারিবল্ডীকে বন্দী করিয়া সিসিলী হইতে ক্যাপ্রেরা দ্বীপে পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু ভিক্টর ইমানুয়েল্ তাঁহাকে এই দুর্ব্যবহার হইতে নিরস্ত হইতে বলিয়া, গ্যারিবল্ডীকে স্বহস্তে গোপনে এই মর্ম্মে

এক পত্র লিখেন যে, তিনি যদি প্যালার্মোতে যেরূপ বক্তৃতা করিয়াছেন, এরূপ বক্তৃতা আর করেন, তাহা হইলে নেপোলিয়নের সহিত সংঘর্ষ পরিহারের জন্য অগত্যা তিনি তাঁহাকে ক্যাপ্রেরা পাঠাইতে বাধ্য হইবেন।

গ্যারিবল্ডীর প্রতি রাজাদেশ ও গ্যারিবল্ডীর উপেক্ষা।

রাজা মন্ত্রীর উত্তেজনায় প্যালার্মোর শাসনকর্ত্তা (Prefect) সেনা-পতি কিউজিয়া (Cugia) কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে; তিনি যেন মার্সালার নগরপালকে ও নগরের শাসনসমিতিকে বলেন যে, তাঁহারা গ্যারিবল্ডীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করেন, আর তাঁহার ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্যালার্মোয় পাঠাইয়া দেন। তথায় পৌঁছিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ভার লইবেন, এবং তাহাদিগের প্রত্যেককে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নিজ নিজ আলয়ে পাঠাইয়া দিবেন। নগরপাল ও নগরের শাসন-সমিতি রাজাদেশ পাইয়া তাঁহার সহিত গোপনে দেখা করিতে চাহিলেন, কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি আপনার সৈনিক-কর্ম্মচারিগণকে তাঁহাদিগের কথোপকথনের সাক্ষি-স্বরূপ নিজের কাছে রাখিতে চাহিলেন। তাঁহারা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া গ্যারিবল্ডী-সকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাদিগের দায়িত্ব-ক্ষালনার্থ রাজাদেশ তাঁহাকে দেখাইলেন। গ্যারি-বল্ডী ক্রোধে স্কন্ধাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন—এ আদেশ-পত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। আমি ভিক্টর ইমানুয়েলের মনের কথা সকলই জানি। মন্ত্রিগণ বৈদেশিক রাজবৃন্দকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রাজাকে এই আদেশ-পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজা আমাকে ঠিক্ এইরূপ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি আমাকে মেসিনা প্রণালী অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ, তখনও নেপলসের রাজার সহিত তাঁহার সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। সে সময় আর এ সময়ের অবস্থান ঠিক একরূপই।

সুতরাং আমি যেমন তখন রাজাদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলাম, এখনও সেই-রূপ করিব"। কিন্তু যখন সমর-সচিবের পত্র তাঁহাকে দেওয়া হইল, তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন যে, তিনি রাজাকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিগণকে তিনি গ্রাহ্যও করেন না। এই কথা বলিয়া তিনি মেডিসির পত্র না খুলিয়াই পত্র-বাহকের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। রাজা ও তদীয় মন্ত্রিগণ গ্যারিবল্ডীর এই ব্যবহারে ক্রোধে অগ্নিময় হইয়া উঠিলেন।

এ দিকে গ্যারিবল্ডী নির্ভীক-চিত্তে সসৈন্য ইতালী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি রোকাপলোম্বায় (Rocca-palomba) গিয়া সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে বলিলেন—"আমি আপনাদিগের উচ্ছ্বাস দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। যাহা ভালরূপে আরব্ধ হইয়াছে, তাহার পরিণামও অবশ্য ভাল হইবে"। অমনি জনসাধারণ চীৎকার করিয়া উঠিল—"রোম বা মৃত্যু! (Romo o morte!)।" গ্যারিবল্ডী উত্তর দিলেন—"হাঁ—রোম বা মৃত্যু! আমাদের বাক্য আমরা কার্য্যে পরিণত করিব"। এমন সময়ে একদল স্ত্রীলোক গ্যারিবল্ডীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন গ্যারিবল্ডী সেই রমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"হাঁ, আমরা রোমে যাইব, আমাদিগের জাতীয় স্বাধীনতার এই নব পরিরক্ষণে তোমাদিগেরও অংশ থাকিবে। ইতালীর রমণীবৃন্দ! তোমরা কাঁদিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া এবং ভয়ে স্বামী ও পুত্রগণকে সমরগমনে বিরত না করিয়া, অতঃপর স্পার্টান্ রমণী-গণের ন্যায় তাহাদিগকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিবে, এবং যে কাপুরুষগণ ইতস্ততঃ করিবে, তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে যাইতে বাধ্য করিবে। যদি তাহা না কর, তাহা হইলে তোমাদের স্বামী-পুত্র-গণ সকলে দাস হইবে, এবং দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লোকাভাবেই বোর্ব্বনদিগকে মেসিনায় রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা তথা হইতে আসিয়া তোমাদিগকে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আমরা সেই আরণ্য পশুকে তাহার গর্ত্তে আসিয়া ধরিলাম, কিন্তু সেখানেও নেপোলিয়ান্ আমাদিগের গতিরোধ

করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। * * * আবার এক্ষণে তিনি আমার রোমাভিমুখিনী গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে রোম অধিকার করিবার জন্য সমস্ত ইতালী উন্মত্ত হইয়াছে, তিনি আমাদিগকে সেই রোম-অভিমুখে যাইতে দিতেছেন না। কিন্তু আমরা যাইব; যাইয়া তাঁহার এই বাধাদানের প্রতিশোধ লইব।"

গ্যারিবল্ডী সেই মহতী সেনা লইয়া রোক্কাপলোম্বা হইতে পত্রিণায় (Patrina), এবং তথা হইতে ক্যাটানিয়ায় (Catania) গমন করিলেন। নগরের অধিবাসিগণ মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। এই মহোৎসবের সময়ে উভয়পক্ষের বন্ধুগণ রাটাঝি মন্ত্রিদলের অনুরোধ লইয়া গ্যারিবল্ডীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গ্যারিবল্ডীকে এ অভিযান হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। কারণ, তাঁহারা বলিলেন, মেসিনা ও ক্যাটানিয়া দুর্গদ্বারা সুসংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ক্যাটানিয়া হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এ আগষ্ট, নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেনঃ—

"যদি আমি আমার দেশের জন্য কিছু করিয়া থাকি ত, আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করুন্। আমি বিজয়িভাবে রোমে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, আমি হয় ইহা অধিকার করিব, নয় ইহার প্রাকারমূলে প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমি মরি, আপনারা আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবেন, এবং আমার আরব্ধ কার্য্য পরিসমাপ্ত করিবেন।

"ইতালী দীর্ঘজীবি হউক! ভিক্টর ইমানুয়েল্! তুমি রোমের সিংহাসনে আসীন হও, ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা"।

"সেনাপতি গ্যারিবল্ডী"।

রোম-অভিযান ও আস্প্রোমণ্টেতে রাজসৈন্যের সহিত সংঘর্ষ।

গ্যারিবল্ডী আপনার ভলণ্টিয়ার্ সেনার মধ্য হইতে বাছাই বাছাই সৈন্য লইয়া অতি দুর্গম পথ দিয়া রোমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রচণ্ড

মাতগুতাপে, পথশ্রমে, ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় সেই অল্প-সংখ্যক সৈন্যেরও অনেকে আবার মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে লাগিলেন। ২৮এ আগষ্ট সায়ংকালে অবশিষ্ট সৈন্য-সহ গ্যারিবল্ডী আস্‌প্রোমন্টের (Aspromonte) অধিত্যকাভূমিতে গিয়া শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। এই অধিত্যকাভূমি রিজিয়ো-প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম, ও ক্যালাব্রিয়া প্রদেশের অন্তর্গত। যখন উক্ত অধিত্যকা প্রদেশে তিনি উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা—পঞ্চদশ শত মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সেই অধিত্যকা-প্রদেশে দুইটী মাত্র গৃহবাটীকা ছিল। তাহার অন্যতরের একটী ক্ষুদ্র গৃহে সেনাপতি স্বয়ং আশ্রয় লইলেন। সেই রাত্রিতে অতিশয় শীত পড়িয়াছিল, এবং তাহার উপর প্রচণ্ড ঝটিকার সহিত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। তাঁহার ভলণ্টিয়ারগণ সেই দুর্যোগে অতি কষ্টে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে যৎসামান্য খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভক্ষণ করিলেন, এবং শিবির রক্ষার জন্য মহাকষ্টে অগ্নি জ্বালিয়া অনাবৃত ভূমিতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজকীয় সৈন্যগণ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে করিতে সেই দিকে আসিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী তাঁহার সৈন্যগণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পথ দিয়া আসিতেছিলেন। এই কারণে, রাজকীয় সৈন্য তাঁহাদিগের গতি ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু যখন গ্যারিবল্ডীর দুইদল সৈন্যই আস্‌প্রোমন্টের অধিত্যকা প্রদেশে আসিয়া মিলিত হইল, তখন রাজকীয়-সেনা সেই দিকে ধাবিত হইল। যখন রাজকীয়-সেনা সান্ ষ্টেফ্যানো (San Stefano) তে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন গ্যারিবল্ডী আস্‌প্রোমন্টের শিবির ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী উত্তরণপূর্ব্বক গ্যারিবল্ডিনী-সেনা উদীচ্য-পর্ব্বতাভিমুখিনী হইল। ২৯এ আগষ্ট মধ্যাহ্নে গ্যারিবল্ডিনী-সেনা গিরিগাত্রের মধ্যভাগে বিলম্বিত হয়। একদিকে গিরিগাত্রবিলগ্ন পাইনঅরণ্য ও সম্মুখে অনুসরণকারিণী রাজকীয়-সেনা—এই অবস্থায় থাকিয়া গ্যারিবল্ডিনী-সেনা ঘটনার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। রাজকীয় সেনার সহিত যুদ্ধ করা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় নহে;

যুদ্ধ পরিহার করাই তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য। কারণ, তাঁহারা রোম পরাজয় করিতে বিনির্গত হইয়াছেন; নিজ রাজার বিরুদ্ধে বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করেন নাই, বা করিতে প্রস্তুত নহেন।

সেই গিরিগাত্রবিলম্বিনী নিজ সেনার মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া গ্যারিবল্ডী দলে দলে তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে সম্মুখে পাঠাইয়া আদেশ করিতে লাগিলেন, যেন কেহ কোনও কারণে বন্দুক না ছোড়ে। তিনি অব্যাকুলিত-চিত্তে সেই অভিমুখিনী রাজকীয় সেনার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তাহাদিগের আগমনের ভাব দেখিয়া গ্যারিবল্ডী বুঝিলেন যে, তাহারা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে। কিন্তু তথাপি তাঁহার বিশ্বাস হইল না যে, তাহারা তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। কারণ তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পরম বন্ধু ভিক্টর ইমানুয়েল্ হইতে তাঁহার বা তদীয় সৈন্যগণের কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার সৈন্যগণেরও সেই ধারণা ছিল। যুদ্ধের কোনও সম্ভাবনা নাই জানিয়া প্রহরিগণ নিরুদ্বেগে আপন আপন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া পাহারা দিতেছিল, এবং সৈনিককর্ম্মচারিগণ গৈরিক অরণ্যমধ্যে গিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। কোন ধ্বনি বা বন্দুক-নির্ঘোষ সেই গভীর নিস্তব্ধতার ভাবকে ব্যাহত করে নাই।

সেই নিস্তব্ধ ও নিশ্চল সৈন্যশ্রেণীর কেন্দ্রভাগে গ্যারিবল্ডী লোহিত রেখাবলী-বিচিত্রিত ধূসর আমেরিক পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া চিত্রপুত্ত-লিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রাজকীয় সেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। যেমন সেই রাজকীয়-সেনা তাঁহার সৈন্যশ্রেণীর সম্মুখীন হইল, অমনি তিনি আদেশ দিলেন—"অগ্নি বর্ষণ করিও না!" মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই ধ্বনি গ্যারিবল্ডিনী-সেনা-মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল। প্রত্যেক সৈন্যের মুখ হইতে শব্দ উচ্চারিত হইল—"অগ্নি বর্ষণ করিও না!" কিন্তু রাজকীয় সেনার অধিনায়কের উপর অন্য আদেশ ছিল। গ্যারি-বল্ডিনী-সেনাকে আক্রমণ করিতে তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সৈন্যশ্রেণী যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি তাঁহাদিগের বন্দুকশ্রেণী অবিরাম অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। আত্ম-সমর্পণ

করিবার জন্য কোন আহ্বান নাই, অথবা সন্ধি-সূচক শান্তি-পতাকা উড্ডীন হইল না। ক্রমে সেই অগ্ন্যুদ্গারী গুলির ঝাঁক ঘনীভূত হইতে লাগিল। সেই সকল গুলির হিস্ হিস্ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জনকত নব-নির্ব্বাচিত সৈন্য সেনাপতির আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজকীয় সৈন্যের উপর গুলি বর্ষণ করিল। কিন্তু অধিকাংশই অবিচলিতভাবে সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল—কেহবা বসিয়া —কেহবা দাঁড়াইয়া। সমস্ত শৃঙ্গ হইতেই সঙ্কেত-ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল—"অগ্নি বর্ষণ করিও না!" অমনি প্রত্যেক কর্ম্মচারীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইল—"অগ্নি বর্ষণ করিও না!" তথাপি রাজকীয়-সেনা আক্রমণ হইতে ক্ষান্ত হইল না।

গ্যারিবল্ডী ও তৎপুত্র গিনোতি আহত।

গ্যারিবল্ডী তখনও আপন স্থানে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"অগ্নি-বর্ষণ করিওনা! অগ্নিবর্ষণ করিও না!" এমন সময়ে দুইটী গুলি আসিয়া তাঁহাকে আহত করিল, একটী আসিয়া তাঁহার বাম উরুতে লাগিল, অপর একটী আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ পাদের গ্রন্থিতে গুরুতর আঘাত করিল। তিনি ভূতলে পতিত হইলেন না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উচ্চভূমিতে উঠিয়া আপনার মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"ইতালী দীর্ঘজীবি হউন্! গুলি করিও না!" তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে আহত দেখিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অদূরবর্ত্তী-তরু-মূলে গিয়া বসাইলেন। সেখানেও গ্যারিবল্ডী স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেখান হইতেও তিনি অবিরাম চীৎকার করিতে লাগিলেন—"রাজকীয় সেনাকে অগ্রসর হইতে দেও; কিন্তু তোমরা গুলি করিও না!" ধন্য গ্যারিবল্ডী! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা! গ্যারিবল্ডীর অবিরাম আদেশে তদীয় সেনার সকলেই অগ্নিবর্ষণ হইতে বিরত হইল। কিন্তু অচিরকালমধ্যে মিনোতী পাদদেশে আহত হইয়া পিতৃ-পার্শ্বে আনীত হইলেন।

তখন রাজকীয় সেনাপতি পল্লভিসিনি গ্যারিবল্ডীর সম্মুখে উপনীত হইলেন। গ্যারিবল্ডী তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ মস্তক হইতে টুপি অপসারিত করিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক কথোপকথনের পর ধার্য্য হইল যে "গ্যারিবল্ডী তাঁহার ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিবেন। তিনি ও তাঁহার সৈনিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগের তরবারি রাখিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে সৈন্য-পরিরক্ষিত করিয়া স্কিল্লা (Scilla) পর্য্যন্ত রাখিয়া আসা হইবে। তথা হইতে তাঁহারা কোন ইংরাজী পোতে আরোহণ করিয়া ক্যাপ্রেরাদ্বীপে গমন করিতে পারিবেন। পথে তাঁহারা আপন ইচ্ছামত যথাতথা অবতরণ করিতে পারিবেন"।

গ্যারিবল্ডী বন্দী।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়েই গ্যারিবল্ডীর ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণের নিরস্ত্রীকরণকার্য্য সম্পাদিত হইল। গ্যারিবল্ডীকে লইয়া যাইবার জন্য একখানি অতি জঘন্য শিবিকা আনীত হইল। সেই শিবিকা করিয়া তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ও ভৃত্যবর্গ আপনাদের ব্যয়ে তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। পরদিন বেলা অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় তাঁহারা গ্যারিবল্ডীকে লইয়া সমুদ্রের উপকূলস্থিত স্কিল্লানগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পল্লভিসিনি গ্যারিবল্ডীর জন্য তথায় একটী সামান্য গৃহ ভাড়া লইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী সেই গৃহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সায়ংকালে পল্লভিসিনি আসিয়া তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল কথোপকথন করিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে টিউরিন্ হইতে আদেশ আসিল যে, তাঁহাদিগকে কোন্ ইংরাজ-পোতে যাইতে দেওয়া হইবেনা। গবর্ণমেণ্টের আদেশে গ্যারিবল্ডী তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ও কতিপয় আর্দালী লইয়া "ডিউক্ অব জেনোয়া' নামক জাহাজে উঠিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যখন সেই জাহাজ তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল—তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে এই ধ্বনি উত্থিত হইল—"গ্যারিবল্ডী দীর্ঘজীবি হউন্। চল সবে রোমে চল! চল সবে রোমে চল!" তিনি তৎকালে যাতনায় অধীর ছিলেন, তথাপি শয্যা হইতে উঠিয়া হস্তের আবর্ত্তন দ্বারা তাঁহাদিগকে আশার্ব্বাদ করিলেন।

গ্যারিবল্ডীর প্রতি বিশ্বজনীন সহানুভূতি।

গ্যারিবল্ডী বন্দীভূত ও আহত—এই সংবাদ শুনিয়া ইউরোপ স্তব্ধ হইল। সকল দেশের লোকেই তাঁহার এই দুর্দ্দশায় মর্ম্মাহত হইল। ইংলণ্ড এই সংবাদ শুনিবামাত্র সুবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার প্যাট্রিজকে এক সহস্র পাউণ্ড অর্থসহ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। সকল শ্রেণীর লোকেই সভাসমিতি করিয়া গ্যারিবল্ডীর নিকট সান্ত্বনাপূর্ণ পত্র লিখিতে লাগিলেন। গ্যারিবল্ডীর প্রতি এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির ভাব দেখিয়া অমাত্যবর রাটাঝিঝ অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি সেনাপতি টুর্কে (Turr) তাঁহার নিকট পাঠাইয়া জানিতে চেষ্টা করিলেন, কিসে গ্যারিবল্ডীর কোপ উপশমিত হইতে পারে। কিন্তু গ্যারিবল্ডী কিছুতেই আপনাকে ধরা ছোঁয়া দিলেন না। তিনি অতি সাবধানে ও দৃঢ়তার সহিত ঐ বিষয়ের কথোপকথন পরিহার করিতে লাগিলেন। সুতরাং অমাত্যবর গোলোকধাঁধায় পড়িয়া গেলেন। এদিকে ফরাশিসসম্রাট্ আস্প্রোমণ্টের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইয়া সেনাপতি পল্লাভিসিনিকে গৌরবপদকে বিভূষিত করিলেন, এবং সেনাপতি সিয়ালডিনিকে রাজা দর্শন দিবার জন্য টিউরিনে আহ্বান করিয়া পাঠা-

কিন্তু ইতালীবাসিগণ উদাসীনভাবে গ্যারিবল্ডীর অবমাননা দেখিতে পারিলেন না। নেপল্সের অধিবাসিগণ গ্যারিবল্ডীর অপমানে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া তাঁহাকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক সান্ত্বনাপূর্ণ পত্র লিখিলেন:—

"সেনাপতি! অদ্য দুইবৎসর কাল অতীত হইল, নেপল্স বোর্ব্বন্ রাজ-

বংশের যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির উচ্ছেদ পরিদর্শন করিয়াছে। আপনি সেই প্রকাণ্ড অবদানের প্রাণভূত ও নেতা হইয়া একাকী এই নগরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সমবেত ইতালীর ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নেপল্‌সের আবালবৃদ্ধবনিতা অধিবাসিবৃন্দ মহোচ্ছ্বাসে ও মহোৎসবে আপনাকে উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। যে কৃতজ্ঞতা মানুষকে দেবতা করে, এবং যে কৃতজ্ঞতা মানবীয় হৃদ্‌বৃত্তির পবিত্রতম ভাব, আজ আমরা যদি আপনার এই দুঃখে উদাসীন থাকি, অথবা এই দুর্দ্দিনে আপনার দুঃখকে যদি জাতীয় দুঃখ বলিয়া ঘোষণা না করি, তাহা হইলে আমরা সেই পবিত্রতম কৃতজ্ঞতাবিহীন হইব। প্রখ্যাতনামা বন্দী! আজ নেপল্‌স আপনার নিকট এই প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন-পত্র প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ের গভীর শোক জানাইতেছে। যেমনই ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটুক না কেন, আপনি যে আমাদিগকে ইতালীয় করিয়াছেন, এ গৌরবমুকুট আপনার মস্তক হইতে কখনই স্খলিত হইবে না। এ উপকারের স্মৃতি আমাদিগের অন্তর হইতে কখনই বিলুপ্ত হইবে না"।

ইতালীর নানাস্থানে এবং লণ্ডন, বার্মিংহাম, গ্লাস্‌গো, ও ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি ব্রিটনের প্রধান প্রধান নগরে গ্যারিবল্ডীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনার্থ অনেক সভাসমিতি আহূত হইয়াছিল।

যখন ভারিগ্‌নানো (Varignano) নগরে গ্যারিবল্ডী জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন, সে সময়ের দৃশ্য অতি হৃদয়বিদারী হইয়াছিল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাঁহার সেই দুরবস্থা দেখিয়া শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগের অশ্রুজল দেখিয়া গ্যারিবল্ডীও নিতান্ত দুঃখাভিভূত হইয়া বলিলেন—"প্রিয় বৎসগণ! ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শুভদিনের প্রতীক্ষা কর; তোমরা কি দেখিতেছ না যে, গ্যারিবল্ডী এখনও মরে নাই"। এই বলিতে বলিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া শিবিকায় তুলিয়া স্পেজিয়া (Spezzia) লইয়া গেল। তথাকার কারাগারের কোন এক ঘর তাঁহার বাসার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আপাততঃ তাঁহারে

তথায় লইয়া যাওয়া হইল। তথায় তাঁহার ক্ষত বন্ধনের জন্য কোনও বন্দোবস্ত করা হয় নাই।

ইত্যবসরে ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে একজন মহিলা তাঁহার শুশ্রূষার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গ্যারিবল্ডীর সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন—সমস্ত নিজ অর্থে ক্রয় করিয়া লইলেন। ধন্য ইংলণ্ড! ধন্য তোমার মানবপ্রেম!

ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্ডীর রোম-যাত্রার একপক্ষ পূর্ব্বে ইহার অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন। তথাপি ফ্রান্সের, টিউরিণের, এবং ইংলণ্ডের কতিপয় লোক এই রোম-যাত্রার অপরাধ তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে চেষ্টা করেন। এদিকে আবার আর কতকগুলি লোক গ্যারিবল্ডীকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, ম্যাট্‌সিনি ও তৎপক্ষভূত লোকের ষড়যন্ত্রেই তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। গ্যারিবল্ডীর কোন প্রিয়বন্ধু এই মর্ম্মে তাঁহাকে এক পত্র লিখিলে, তিনি পত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া, বলিয়াছিলেন যে—আমার বন্ধু নিজেই প্রতারিত হইয়াছেন; তিনি বোধহয় এ সকল সংস্কার টিউরিন্ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার নিতান্ত ভ্রম। আমাকে এ কার্য্যে কেহ প্রণোদিত করে নাই। আমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। শত অভিযানে কৃতকার্য্য হইয়া আমি দৈবদুর্ব্বিপাকে একটী অভিযানে অকৃতকার্য্য হইলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃই আমি আহত হইয়া পড়িলাম। অন্যথা আমি নেপল্‌সে যেমন বিজয়িভাবে প্রবেশ করিয়াছিলাম, রোমেও নিশ্চয় সেইরূপ ভাবে প্রবেশ করিতাম"।

ইতালী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র-চিকিৎসকগণের সবিশেষ যত্নেও তাঁহার যাতনা নিবারণ হইল না। তিনি বহুদিন ধরিয়া শয্যায় পড়িয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অক্টোবর মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরে আরোগ্যচিহ্ন দেখা দিল। তাঁহার পীড়া একটু একটু করিয়া উপশমিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহার চিকিৎসকেরা আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে অধিক-

তর প্রশস্ত ও অধিকতর বায়ু-সঞ্চালিত গৃহে লইয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। তাঁহাদিগের উপদেশমত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহার ক্ষুধা-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লতাও পরিবর্দ্ধিত হইলে, তাঁহার যাতনাও কমিতে আরম্ভ হইল। তখন গ্যারিবল্ডী তাঁহাকে পাইসায় (Pisa) লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে ৮ই নবেম্বর তাঁহাকে পাইসা-নগরে লইয়া যাওয়া হইল।

এই কারাবাসের সময় এত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে দর্শন দিলে গ্যারিবল্ডীর জীবনের অতি অল্প আশাই থাকিবে বলিয়া তাঁহার চিকিৎসকেরা তাঁহার সদৃশ-আকারের এক ব্যক্তিকে গ্যারিবল্ডী সাজাইয়া কারাগারে বসাইয়া দিতেন। সেই ব্যক্তি জনসাধারণের অভিনন্দন গ্রহণ করিতে করিতে ও তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িত। বিশেষতঃ, ইতালীয় স্ত্রীলোকেরা এরূপ গ্যারিবল্ডী-ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেই কৃত্রিম গ্যারিবল্ডীর একগাছি চুল বা একটু নখ না পাইলে কিছুতেই গৃহে ফিরিয়া যাইত না। সুতরাং সেই কৃত্রিম গ্যারিবল্ডীর কেশনখাদি ছেদন করিতে করিতে প্রাণবিয়োগ হইয়া যাইত। যে দেশে এরূপ বীরপূজা আরম্ভ হয়, সে দেশ যে শীঘ্র উঠিয়া যাইবে—তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

রাটাঝি-অধিষ্ঠিত মন্ত্রি-সমিতির পতন।

ইত্যবসরে টিউরিণে মহাসভার এক অধিবেশন হয়। সেই সভায় পালার্মোর প্রতিনিধিরূপে আণ্টোনিয়ো মোরিণো (Antonio Morino) নামক এক ব্যক্তি গমন করেন। তিনি সেই মহাসভায় এরূপ এক বক্তৃতা করেন যে, তদনুরূপ বক্তৃতা আর কখনও সে সভায় শ্রুত হয় নাই। তিনি সেই বক্তৃতার এইরূপে উপসংহার করেন :—

"সভ্যগণ! মন্ত্রিসমিতির কার্য্যে সকলেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে-

ছেন। তাঁহাদিগের নিজের উপর কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। তাঁহারা বৈদেশিক প্রভুশক্তি দ্বারা চালিত হইতেছেন। এইজন্য দেশস্থ সকল লোকেই ক্রমে ভগ্ন হৃদয় হইয়া পড়িতেছে। ক্রমে অরাজকতা রাজ্য-মধ্যে নিজ অধিকার বিস্তার করিতেছে। সুতরাং ইতালীয় জাতি আশা-শূন্য হইয়া পড়িতেছে। আমরা হৃদয়ের প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিব। আমি অন্যান্য সভ্যগণকেও জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহারা সত্য করিয়া বলুন্, আমার বাক্য যথার্থ কি না। আমাদের জাতির মনে আশা নাই—একথা বোধ হয় আমার বলা ঠিক্ হয় নাই। কারণ ইহা-দিগের একমাত্র আশা এখনও আছে—তাহা এই মহাসভার নিকটে। এই মহাসভাই এক্ষণে মৃত্যু বা জীবন-দণ্ডের একমাত্র কর্ত্রী। তিনি এই সকল কথা বলিয়া গ্যারিবল্ডীর কার্য্যের সমর্থন করিলেন, এবং তাঁহার প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহা উজ্জ্বলরূপে বর্ণন করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মহাসভার সভ্যগণ অমাত্যসমিতির উপর অগ্নি-ময় হইয়া উঠিলেন। সুতরাং রাটাজ্জি-অধিষ্ঠিত মন্ত্রিসমিতি পদচ্যুত হইলেন।

গ্যারিবল্ডীর গৃহ-গমন।

গ্যারিবল্ডী আরোগ্যলাভ করিয়া ক্যাপ্রেরাদ্বীপে প্রত্যাগত হইলেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহাসভার প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন। ইহার মধ্যকাল তিনি উৎপীড়িতগণের সহিত সহানুভূতি-প্রকাশে অতিবাহিত করিলেন। এ সময় তিনি কোনও শারীরিক-পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না বলিয়া কেবল চিঠিপত্র লেখায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

—•::•—

গ্যারিবল্ডীর ইংলণ্ড যাত্রা।

(১)

এস গ্যারিবল্ডী এস ব্রিটন-ভিতর!
পরাব গৌরব-মালা গলেতে তোমার!
নিকোশিত হয় নাই তব তরবারি—
কভু, বিনা নিবারিতে দাস-অশ্রুবারি!

(২)

ধরে নাই অস্ত্র কভু আপনার তরে—
কর-যুগল তোমার, ওহে বীরবর!
মঙ্গল বিতর তুমি সদা দুই করে,
প্রতিদান কভু তুমি লওনা তাহার!

(৩)

এইমাত্র নিন্দা তব করে শত্রুগণ;
হৃদয় উদার তব! প্রেমও গভীর—
তথা—বিশ্বব্যাপী! শত্রুমিত্রজ্ঞান—
নাহি তব, যোগ্য নহে ইহা এ কালের।

ইংরাজকবি এই মর্ম্মে গান করিয়া গ্যারিবল্ডীকে ব্রিটনদ্বীপে আহ্বান করিলেন। গ্যারিবল্ডীও অনেক দিন অবধি ইংলণ্ডে যাইবেন বলিয়া মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন যাইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ রাজনৈতিক জগৎ শান্তিময় থাকায়, এক্ষণে যেরূপ সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ সুবিধা ভবিষ্যতে না ঘটিতে পারে বলিয়া, তিনি এই সময়েই ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় লোক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের আগ্রহাতিশয়

নিজের বলবতী ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গ্যারিবল্ডী ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন।

রিপণ নামক জাহাজ তাঁহাকে বহন করিয়া ব্রিটনের সমুদ্রোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া সাউদ্যাম্পটন্ (Southamton) উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ব্রিষ্টল, লণ্ডন, নিউকাসল্-অন্ টাইন্, এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য নগর হইতে অসংখ্য লোক তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সাউদ্যাম্পটনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পোল্, হঙ্গেরীয়, ইতালীয় প্রভৃতি বৈদেশিকগণ ইংরাজগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ছুটিতে লাগিলেন।

ব্রিটনে গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থনা।

গ্যারিবল্ডী ৩রা এপ্রিল রবিবার বেলা চারি ঘটিকার সময় প্রাণাধিক পুত্র মিনোত্তী, এবং বস্কো, বুগেসো, ও কর্ণেল চেম্বার্স-নামক সেক্রেটারিত্রয়, আর তাঁহার ইতালীয় চিকিৎসককে লইয়া সাউদাম্পটনের ডকে অবতরণ করিলেন। সম্মুখের পথ তাঁহার দর্শনার্থী লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার জাহাজ দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া অবধি লোকে ক্রমাগত হর্ষ-নিনাদ করিতেছিল। যখন তিনি জাহাজ হইতে নামিলেন, তখন লোকে হর্ষোন্মত্ত হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী যদিও জাহাজ হইতে অবতরণের পূর্ব্বেই এই মন্তব্য প্রচার করিয়াছিলেন যে:—"প্রিয় বন্ধুগণ! আমি কোন প্রকার রাজনৈতিক অভ্যর্থনার অভিলাষী নহি, সুতরাং কোন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন উদ্দীপিত করিতে চাহি না"—তথাপি লোকে তাঁহার নিষেধ মানিল না। মানিবে কেন? স্বাধীনতার চির-আবাস-ভূমি ইংলণ্ড আজ ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তাকে স্বয়মাগত পাইয়া কোন্ প্রাণে নীরবে থাকিবে? ইংলণ্ড কোন্ প্রাণে এই মহাপুরুষকে উপেক্ষা করিয়া নিজ ধবল যশে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিবে?

৪ঠা এপ্রেল্ সোমবার গ্যারিবল্ডীর সম্মানার্থ সাউদ্যাম্পটনের টাউনহলে অসংখ্যলোক সমবেত হইলেন। অনেকে তাঁহার অদ্ভুত গুণগ্রামের

প্রশংসা করিয়া—তাঁহার আগমনে ইংলণ্ডের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রীত হইয়াছেন—এই কথা জানাইয়া—তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিলেন। গ্যারিবল্ডী তদুত্তরে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী বক্তৃতা করিলেন:—

"আমি যে ইংরাজজাতির আমার প্রতি সহানুভূতির এই প্রথম প্রমাণ পাইলাম, এরূপ নহে। আর আমার প্রতি তাঁহাদিগের সহানুভূতি যে শুদ্ধ বাক্যে প্রকাশ হইযাছে, একপও নহে। আমি সে সহানুভূতির প্রমাণ অনেক কার্য্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার জীবনেব অনেক স্থলে এই সহানুভূতি প্রকাশিত হইযাছে। ইংরাজজাতির সাহায্য না পাইলে আমাদিগের দক্ষিণ ইতালীয় অভিযান ব্যর্থ হইয়া যাইত। ইংবাজ জাতি লোক দিয়া, অর্থ দিযা, এবং সর্ব্বোপরি অস্ত্র শস্ত্র দিয়া আমাদিগকে সাহায্য না কবিলে, সে সঙ্কটে আমরা কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পাবিতাম না। একপ সাহায্য করা তাঁহাদিগের চিরাভ্যস্ত। মানবজাতির যে কোন পবিবাব স্বাধীনতা-সমরে যখনই প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখনই ইংলণ্ড মুক্তহস্তে তাহাব সমস্ত অভাব পূরণ করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগেব জন্য যাহা কবিয়াছেন, এবং আমাদিগের উৎসাহার্থ যে সকল উৎসাহ-বচন বলিয়া থাকেন, তজ্জন্য ইতালীবাসীরা তাঁহাদিগেব নিকট চিব-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবেন। নগরপাল আমার সম্মানার্থ যে সকল উদার ও দাক্ষিণ্য-পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তদুত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার জীবন আমি দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত করিতে পারি নাই; তবে যে আমি দেশের জন্য কিছুই করি নাই, তাহাও বলিতেছি না—আমার ও মানবমাত্রেরই যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহার কিয়দংশমাত্র সম্পন্ন করিয়াছি। আপনারা আজ আমার প্রতি যে সহৃদয় সহানুভূতি-প্রদর্শন ও সাদর অভ্যর্থনা করিলেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া আমার প্রত্যুত্তরের উপসংহার করিতেছি।"

গ্যারিবল্ডী আইল্-অব্-ওয়াইটে (Isle of wight) দুই দিন থাকিতে না থাকিতে বুঝিতে পারিলেন যে, ইংলণ্ডের ও স্কটলণ্ডের লোকসাধারণের এবং বণিক্-সমিতি ও সভাসমিতি সকলের তাঁহার

প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ এরূপ দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হইয়াছে যে, তাঁহারা তাঁহার ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড পরিভ্রমণকালে তাঁহার রাজোচিত পূজা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টর হইতে চারি শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাম স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার নিকট এক নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইলেন। ব্রিষ্টল্‌ও লণ্ডনের অনুবর্ত্তন করিলেন। এ দিকে নটিংহাম্, বর্মিংহাম্, লিভারপুল্, ইয়র্ক, ডণ্ডী, গ্রীন্‌ক, এডিন্‌বরা, গ্লাস্‌গো, এবং রচ্‌ডেল্ প্রভৃতি নগর হইতে শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধিগণ ও নগরসমিতি সকলের কর্ম্মচারিগণের প্রতিভূরা দলে দলে স্ব স্ব নগরে—তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিতে লাগিলেন।

গ্যারিবল্ডী সাউদ্যাম্পটনে পৌছিবার পূর্ব্বে আইল্-অব্-ওয়াইট্-স্থিত নিউপোর্ট নগরে ইংরাজ কবি টেনিসনের (Tennyson) আলয়ে সার্দ্ধ একঘণ্টা কালের জন্য তাঁহার সহিত কথোপকথনে যাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যানে তিনি ওযেলিংটোনিয়া জাইগ্যান্‌সিয়া নামক একটী বৃক্ষ রোপণ করেন। তাহার পর নিউপোর্টের রাজপথের পাশ্চাদ্ধারে তিনি এক ওক্ বৃক্ষ রোপণ, এবং টেনিসন্ তাঁহার সম্মানার্থ পথের অপর পার্শ্বে অন্য এক ওক্ বৃক্ষ রোপণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন।

গ্যারিবল্ডী সাউদ্যাম্পটন্ হইতে লণ্ডনে গমন করিলেন। লণ্ডনে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ যে সমারোহ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অসাধ্য। যে বিনয়াবনত নিষ্কামযোগী একাকী ইতালীর স্বাধীনতা-সমরে বিজয়-লক্ষ্মীকে করতলগতা করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের অভ্যর্থনার্থ লণ্ডনের রাজপথে যেরূপ জনতা হইয়াছিল, এরূপ জনতা আর কখন কুত্রাপি দেখা যায় নাই। নাইন্ এলম্‌স্ হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার পর্য্যন্ত পথ দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল। এই পথের প্রতি পদে লোক দাঁড়াইয়াছিল। বণিক্-সম্প্রদায়ের পঞ্চাশ হাজার লোক ও একশত পতাকাধারী গ্যারিবল্ডীকে সেই পথ দিয়া অতি কষ্টে লণ্ডনে লইয়া আসিল।

গ্যারিবল্ডী চতুরশ্ব-বাহিত ডিউক্-অব্-সদর্-ল্যাণ্ডের রাজযানে আরোহণ করিয়া বেলা একটার সময় লণ্ডনের তোরণদ্বারে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। লোকতান্ত্রিকতা ও শ্রেষ্ঠতান্ত্রিকতার এই অপূর্ব্ব সম্মিলনে লোকে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বার বার হর্ষনিনাদ করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীর শকট তোরণদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, সেই বিশাল তোরণদ্বার উদঘাটিত হইল। গ্যারিবল্ডীর বোধ হইল, যেন তিনি লোকসাগরে প্রবেশ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে মস্তকের কেশরাশি ভিন্ন আর কিছু পরিদৃষ্ট হইল না। প্রাসাদাবলীর বাতায়নমালায় ইংরাজমহিলাগণ গ্যারিবল্ডীর সম্মানার্থ অবিরাম তাঁহাদিগের রুমাল্ ঘূর্ণিত করিতেছিলেন। সেই প্রাসাদাবলীর অভ্যন্তর হইতে ও বহির্ভাগে অনবরত জয়ধ্বনি উদগীরিত হইতে লাগিল। রমণীকলকণ্ঠধ্বনির সহিত বাহিরের হর্ষনিনাদ মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ঐকতানিক স্বরলহরী উৎপাদন করিয়াছিল। গ্যারিবল্ডীর হাস্যময় মুখ দেখিয়া লোকের চিত্ত তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সকলে তাঁহার করস্পর্শ করিবার জন্য সবেগে তাঁহার শকটাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, এবং পুলিশকে লোক সরাইয়া তাঁহার শকটের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইয়াছিল। তাঁহার বীরদেহ লোহিত পরিচ্ছদে আবৃত ছিল, তাঁহার ধূসরবর্ণ ক্লোক স্কন্ধোপরি বিলম্বিত থাকিয়া বর্ণবৈষম্যে সবিশেষ নয়ন-রঞ্জন হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তিতে গ্যারিবল্ডী যখন মধ্যে মধ্যে গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া লোকসাধারণের জয়ধ্বনির প্রতিদান করিতে লাগিলেন, তখন সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। হঠাৎ দেখিয়া বোধ হইল, যেন কোন দেবতা মানবজাতির উদ্ধারার্থ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন।

ইহা বলিলেই লোকের জনতার অনুমান হইবে যে, সেই পাঁচ মাইল পথ লোক ঠেলিয়া আসিতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। পথের মধ্যভাগ পরিষ্কার রাখিবার জন্য অশ্বারোহী সৈন্যগণকে গ্যারিবল্ডীর যানের অগ্রে অগ্রে আসিতে হইয়াছিল। যখন গ্যারিবল্ডীর শকট ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেতুর সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখনকার দৃশ্য বর্ণনাতীত। ঘনসন্নিবিষ্ট জনশ্রেণীতে সেতু পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই সময়ে সেতুর উপর কেবল [illegible] কেশরাজি পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

দেখিয়া বোধ হইল, যেন ভ্রমর-সমাচ্ছাদিত একখানি দীর্ঘায়তম মধুচক্র নদীবক্ষোপরি শূন্যে বিলম্বিত হইয়াছে। জনসাধারণকোলাহলকে যেন ঘনীভূত ভ্রমরগুঞ্জন বলিয়া অনুভূত হইল। তাঁহারা সেই জনতা ভেদ করিয়া যখন লণ্ডনে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, তখন ভগবান্ অংশুমালীর সান্ধ্যকিরণজালে পার্লেমেণ্ট গৃহের শিখরদেশ (Towers) সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। পার্লেমেণ্টষ্ট্রীট্ হইতে তাঁহারা ক্রমে ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বিশাল চতুষ্কোণ ভূমি এক ঘনীভূত মানবরাজিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই গ্যারিবল্ডী-যাত্রায় যেরূপ জনতা ও সমারোহ হইয়াছিল, লণ্ডনে আর কখন কোন স্বদেশীয় বা বিদেশীয় রাজা বা সম্রাটের সম্মানার্থও এরূপ জনতা ও সমারোহ হয় নাই। তাঁহারা যখন পল্‌মলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন নৈশতিমিরে বসুন্ধরা আবৃতা হইয়াছেন। আজ গ্যারিবল্ডী ইংরাজ-সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীর অগ্রণী ডিউক্-অব সদরল্যাণ্ডের অতিথি। তাই তিনি তাঁহার সহিত তদীয় আলয়ে প্রবেশ করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই মহতী জনতাও নিবৃত্ত হইল। গ্যারিবল্ডী সেই মহামতি ডিউকের হস্তের উপর ভর দিয়া শকট হইতে অবতরণ করিলেন। সেই প্রাসাদের দালানে সদরল্যাণ্ড-মহিষী ও অগণ্য সম্ভ্রান্ত লোক গ্যারিবল্ডীকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন।

মঙ্গলবারের প্রাতে তিনি রাইট্ অনরেবল্ মিষ্টার ষ্টান্‌সফেণ্ড ও লর্ড পামার্ষ্টনের, এবং অপরাহ্ণে চিস্‌উইক্-প্রাসাদে সদরল্যাণ্ড-জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় সায়াহ্নে তাঁহার সম্মানার্থ এক প্রকাণ্ড নৈশ-ভোজ প্রদত্ত হয়।

বুধবার তিনি আরল্ ও কাউণ্টেস্ রসেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ডিউক্-অব-সদরল্যাণ্ড ও সেনাপতি এবার্ট (Ebert) সমভিব্যাহারে রাজকীয় অস্ত্রাগার পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। সায়ংকালে তাঁহারা তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ষ্টাফোর্ড-প্রাসাদে গমন করেন। সে দিনও তথায় তাঁহার সম্মানার্থ এক জাঁকাল নৈশ্য ভোজ প্রদান করা হয়। রাত্রিকালে আর একস্থলে তিনি আর এক প্রকাণ্ড চায়ের

গমন করেন। তথায় নগরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সম্মানার্থ সমবেত হইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী সেই মজলিসে নিরন্তর কথোপকথনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া রাত্রি এগারটার সময় গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

শনিবারে প্রবাসী ইতালীয়গণ স্ফাটিক্-প্রাসাদে (Crystal Palace) গ্যারিবল্ডীর সম্মানার্থ সমবেত হন। গ্যারিবল্ডী নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়া একটী হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে আর্ডিটি (Arditi) নামক একজন ইতালীয় ঐকতানিক বাদ্যযোগে একটী অকৃত্রিম ইতালীয় সমর-সঙ্গীত করেন। সেই সঙ্গীতের মর্ম্ম এই—"ওহে গ্যারিবল্ডী! তুমি ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া সকল রাজ্যেই সম্মান লাভ করিবে। কিন্তু ইতালী এখনও সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, ইহার কোন কোন প্রদেশ এখনও দাসত্বের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সুতরাং হে ইতালীবাসিগণ, তোমরা তাহাদিগের উদ্ধারার্থ অস্ত্র গ্রহণ কর! অস্ত্র গ্রহণ কর!"। আর্ডিটি এই গানটী এমনই তেজে গাইয়াছিলেন যে, সমবেত ইতালীয়গণ যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের ন্যায় অজ্ঞান-অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের হৃদয় ইহাতে এতদূর উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা অতর্কিতভাবে সেই গীতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। সহস্র সহস্র স্বরের ঐকতানিক সঙ্গীত সেই বিশাল দালানের ছাদে প্রতিহত হইয়া বজ্রনিনাদে পরিণত হইয়াছিল এবং গৃহের অভ্যন্তরভাগকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

সঙ্গীতাবসানে ইতালীয় সমিতির পক্ষ হইতে সিগ্‌নোরা সেরিনা গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার বীরপুত্র মিনোত্তীকে দুইখানি তরবারি উপহার প্রদান করিলেন। সেই অবসরে তিনি একটী হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা গ্যারিবল্ডীর কীর্ত্তি-কলাপ উদ্ঘোষিত করিলেন। কিয়ৎকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া গ্যারিবল্ডী সপুত্র প্রাসাদ হইতে নির্গত হইলেন। প্রাসাদ হইতে তিনি যখন প্রত্যাগত হন, তখন আগমনের দিনের ন্যায় পথে নিবিড় জনতা হইয়াছিল। তিনি সেই জন-সমুদ্রের মধ্য দিয়া অতিকষ্টে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। রজনীতে স্ফাটিক্-প্রাসাদে

লর্ড ও লেডী পামার্ষ্টনের আহ্বানে আহূত হইয়া তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আহারাদি করিলেন।

রবিবার ফ্রিমেসন্স লজ (Freemasons' Lodge) হইতে সর্ব্বজাতির প্রতিনিধিগণ তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহার আবাস-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ, গ্যারিবল্ডী ঐ সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ আবার তিনি সিসিলীয় লজ সমুদায়ের গ্রাণ্ড মাষ্টার ছিলেন। "রাইট্-অব্-মেম্ফিজের" গ্রাণ্ড মাষ্টার ঐ সকল প্রতিনিধিগণের অগ্রণী হইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিনিধিগণের কেহবা ইংরাজ, কেহবা দক্ষিণ আমেরিক, কেহবা ফরাশি, কেহবা ইতালীয়, এবং কেহবা অন্য জাতীয় ছিলেন। গ্যারিবল্ডী নানা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁহাদিগের আপন আপন জাতীয় ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সকলেই বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় কথোপকথন করিতেছেন দেখিয়া গ্যারিবল্ডী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন— "দেখিতেছি যে সমস্ত পৃথিবীই এখানে প্রতিনিধি দ্বারা আবির্ভূত।" বলিতে বলিতে আনন্দাশ্রু তাঁহার গণ্ডদ্বয় বহিয়া পড়িতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘণ্টাকালের কথোপকথনের পর প্রতিনিধিগণ গ্যারিবল্ডীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার সময় গ্যারিবল্ডী হৃদয়োচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল ইতালীয় ভাষায় এই মাত্র বলিলেন—"আমি দেহ ও আত্মায় আপনাদিগেরই সহিত রহিলাম, জানিবেন।"

এই এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশৎ স্থান হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল, এবং ক্রমেই আরও আসিতেছিল। এ নিমন্ত্রণ-স্রোতের যে শীঘ্র বিরাম হইবে, তাহারও সম্ভাবনা অল্প। এদিকে নিরন্তর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া গ্যারিবল্ডীর শরীর সুস্থ হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধিকতর রুগ্ন হইয়া উঠিল। তথাপি তিনি লোকের মনে কষ্ট দিতে অনিচ্ছুক হইলেন। সোমবার প্রত্যূষে তিনি সপ্ত-ত্রিংশৎ সমিতির প্রতিনিধিগণের আহ্বানে আহূত হইয়া "ক্রিষ্টালবার স্ফাটিক প্রাসাদে

গমন করিলেন। তথায় প্রতিনিধিগণ গ্যারিবল্ডীকে আপন আপন সমিতির পক্ষ হইতে পৃথক্ পৃথক্ অভিনন্দনপত্র প্রদান করিলেন।

পর বুধবারে লণ্ডননগরী গ্যারিবল্ডীকে মহাগৌরবসূচক 'লণ্ডন-নগরের স্বাধীনতা (Freedom of the City of London)' সম্মান প্রদান করিলেন। সেই উপলক্ষে লড্‌গেট্ পাহাড়ের উপর ও সেণ্টপলের গির্জার অঙ্গনে এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতাময় দৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। প্রাসাদাবলীর গবাক্ষমালা ও বারাণ্ডাসকল হইতে অনন্ত-পতাকা-স্রোত প্রবাহিত হইল, এবং সেই গবাক্ষমালা ও বারাণ্ডাসকল লোকে লোকাকীর্ণ হইয়া গেল। এ দিকে নগরের ঘণ্টাসকলের বজ্রনিনাদে নগরবাসীগণের কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী যখন শকটারোহণে বহির্গত হইলেন, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে লোকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, এবং তিনি তাহার প্রতিদানস্বরূপ ঘন ঘন মস্তক অবনত করিতে লাগিলেন।

যখন নগরসমিতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কাউন্সিল্ চেম্বার অথবা চেম্বার্লেনের আফিস্—এই দুই স্থানের কোথায় এই সম্মান গ্রহণ করিতে চাহেন। তিনি তাঁহার প্রকৃতির উপযোগী উত্তর দিলেন, বলিলেন—"যে গৃহে মহাত্মা কসুথ্ (Kossuth) এই স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই গৃহেই এই স্বাধীনতা-রূপ সম্মান লাভ করিতে ইচ্ছা করি"। এই সম্মানসূচক স্বাধীনতা-পত্র একটী প্রকাণ্ড সুবর্ণময় বাক্সে পূরিয়া তাঁহাকে প্রদান করা হইল। সেই সৌবর্ণ বাক্সের ডালার মধ্যভাগে লণ্ডননগরীর বিশিষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুন্দর ফুল কর্ত্তিত হইয়াছিল। ডালার পৃষ্ঠদেশে উজ্জ্বল সুবর্ণে গ্যারিবল্ডীর নামের আদ্য অক্ষর G লিখিত ছিল।

গ্যারিবল্ডী সামান্য ধূসরবর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়স্তিমিতনয়ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি সেই লোকাকীর্ণ প্রকাণ্ড অনাবৃত স্থানে পুত্র মিনোত্তী, এবং সিটার নিগ্রাটী, ডাক্তার বেসাইল, ও তদীয় সহকারীকে লইয়া উপস্থিত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। লর্ড মেয়র বা নগরপাল সভাপতির

আসনে উপবিষ্ট হইলে, সভায় মন্তব্যসকল পঠিত হইল। তাহার পর সিটি চেম্বার্লেন নগরসমিতির পক্ষ হইতে গ্যারিবল্ডীকে অভিনন্দন করিলেন। তাঁহার আভিনন্দনিক বক্তৃতার ভাবগুলি অতি কোমল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সেই বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই আভিনন্দনিক বক্তৃতা ও গ্যারিবল্ডীর উত্তরের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্যারিবল্ডীর অভিনন্দন।

"উজ্জ্বল-কীর্ত্তি মহাত্মন্! লণ্ডন-মহানগরী তাঁহার হস্তে যে সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও পুরস্কার প্রদানের অধিকার আছে, আজ আপনাকে সেই সম্মান ও পুরস্কার প্রদান করিবার জন্য এখানে আহ্বান করিয়াছেন। আজ এই মহানগরী প্রখ্যাতনামা মহাত্মাগণের নামের সহিত আপনার নাম—ইহাঁর সম্মানী নাগরিকের (Honorary Citizen) তালিকাভুক্ত করিয়া লইবেন। আজ এই অবসরে সেই মহানগরীর প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া আমি আপনাকে সংক্ষেপে গুটিকতক কথা বলিতে আসিয়াছি। যদিও আপনার আগমনে এই মহানগরীর অন্তরে যে আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা আমি বাক্যে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিব না, তথাপি সেই মহানগরীর পক্ষ হইতে আমি আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনার হৃদয় যেমন স্তোত্র-ধ্বনিতে সঙ্কুচিত হয়, এরূপ আর কাহারও হৃদয় হয় না, তাহা আমরা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছি। তথাপি এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হয়—উপস্থিত সময় তাহার অন্যতম—যখন আত্মতুষ্টির জন্য নহে, শুদ্ধ পরচিত্তবিনোদনের নিমিত্ত, সত্যময় আত্ম-স্তুতি শুনিতে হয়। সুতরাং আমি যখন বলিতেছি, তখন আপনাকে সহিষ্ণু হইয়া শুনিতে হইবে যে, লণ্ডনের অধিবাসিগণ আপনার প্রতি কি গভীরভাবে প্রীতিমুগ্ধ, এবং আপনার অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপে কি অসীম-বিস্ময়বান্! আপনার ঘটনাপূর্ণ জীবনের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাপুঞ্জের বিবৃতির জন্য আজ আমি এখানে আহূত হই নাই। যদিও আমি

জানি যে, সেই ঘটনাপুঞ্জ অতি কল্পিত উপন্যাসের ঘটনাবলীকেও অত্যাশ্চর্য্যতায় অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি সেই ঘটনাপুঞ্জের বর্ণনা দ্বারা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন করিতে আমি আজ এখানে উপস্থিত হই নাই। কারণ আজ এই সম্ভ্রান্ত-সমিতি একবাক্যে আপনার অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, এবং আপনার জীবনের রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জের উল্লেখ না করিয়া শুদ্ধ আপনার চরিত্র-মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার নিমিত্ত আমায় উপদেশ দিয়াছেন। ইতিহাসের ঘটনাবলীর অনুরূপ মধ্যে মধ্যে প্রসূত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু আমরা জগতের ইতিহাস-গ্রন্থের প্রতিপৃষ্ঠা ওতঃপ্রোতঃ করিয়া জোসেফ্ গ্যারিবল্ডীর প্রতিরূপ খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি ব্যতীত তাঁহার দৃষ্টান্তস্থল আর দেখিতে পাইলাম না! মহাত্মন্! আমরা এই নগরীর অনৈতিহাসিক উপন্যাসাবলীর মধ্যেও আপনার চরিত্রের অনুরূপ দেখিতে পাই না। রোমানেরা তাঁহাদিগের অতি গৌরবের দিনে স্বদেশের জন্য ধন সম্পত্তি, দারা সুত, অধিক কি, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এবং জীবন পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, সেই গৌরবের দিনেও—তাঁহাদিগের মধ্যে আপনার প্রতিরূপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই আজ লণ্ডননগরী আপনাকে এই মহাসম্মানে বিভূষিত করিয়া আপনার নামের সহিত তাঁহার নাম চির-মিশ্রিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

দেব! লোকের এতদিন ভ্রম ছিল যে, পুরাকালীন আত্মোৎসর্গের ভাবের সহিত আধুনিকী গুণাবলী সুমিশ্রিত হয় না। কিন্তু আপনার চরিত্র আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগের সে ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। দিগ্বিজয়ী রণপণ্ডিত সেনাপতির গৌরবশালিতার সহিত, ঔপন্যাসিক সামুদ্রিক রাজগণের অসমসাহসিকতা ও তীব্রকারিতা; এবং যে বীরত্বে দাসত্বের মর্ম্মন্তুদ নিগড়ে আবদ্ধ রাজ্যসকল শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া আপনার চরণতলে লুণ্ঠিত হয়, সেই বীরত্বের সহিত ডেণ্টাটসের কঠোর অবিকারিতা, ও সিন্সিনেটসের অতুলনীয় সরলতা; এবং লিয়োনিডাসের অসীম সাহসের সহিত স্ত্রীজনসুলভ কোমলতা ও বাল্যোচিত সত্যপ্রিয়তা আপনাতে এই পরস্পর বিসম্বাদী গুণাবলী যুগপৎ বিদ্যমান।

আবার এই পরস্পরবিরোধী গুণাবলী—বিশ্বজনীন শান্তি, ভ্রাতৃত্বভাব, ও স্বাধীনতার উগ্র ইচ্ছা—জগতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল এবং মানবজাতি ও ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস—দ্বারা সংযমিত ও সমগ্রসীকৃত। আপনি আপনার প্রৌঢ়াবস্থার পূর্ব্বেই আপনার সহজীবীকে জলমজ্জন হইতে রক্ষা করিতে গিয়া আপনার প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। এ দিকে আমাদের ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের ন্যায় মার্সেলিসের বিসূচিকা-চিকিৎসালয়ে মরণোন্মুখ বা যন্ত্রণাদগ্ধ রোগীগণের শুশ্রূষায় নিমগ্ন ছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকায় আপনার নিকট হইতে আপনার বন্ধুর নাম বাহির করিয়া লইবার জন্য, আপনাকে মানুষের সহ্যশক্তির সীমাপর্য্যন্ত যন্ত্রণা দিয়াছিল, তথাপি আপনার মুখ হইতে আপনার বন্ধুর নাম উচ্চারিত হয় নাই। আবার যখন সেই রাক্ষস আপনার হস্তে পতিত হইল, তখন আপনি অতি-মানুষ-ঔদার্য্যের সহিত, তাহাকে তাহার স্বাধীনতা ও ধনসম্পত্তির সহিত প্রাণদান করিলেন। আর আমরা আপনার সে মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব—যে মাহাত্ম্যে আপনি সমরের লুণ্ঠন-লব্ধ ধনরত্ন আপনার দুঃস্থ-সমর-সঙ্গীগণকে প্রদান করিয়া কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছিলেন, এবং একমাত্র অবশিষ্ট গাত্রাবরণও (Shirt) শীতকম্পিত কোনও সমর-সহচরকে প্রদান করিয়াছিলেন। যখন আপনি আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যানীত হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে নিমগ্ন হইলেন, তখন বিজয়লক্ষ্মী আপনার প্রতি প্রসন্না হইয়া আপনার চরণ-তলে দুইটী রাজ্যের রাজস্ব ও লুণ্ঠন-লব্ধ ধনরত্ন অঞ্জলি প্রদান করিলেন। আপনি ইচ্ছা করিলে সেই অনন্ত রত্নরাজি লইয়া প্রাচ্যবিজয়ীর ন্যায় মহাসমারোহে গৃহে গমন করিতে পারিতেন; কিন্তু আপনি তাহার কিয়দংশও স্পর্শ না করিয়া রিক্ত-হস্তে আপনার ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসে ফিরিয়া আসিলেন। আপনার পাথেয়ের জন্যও কিছু লইলেন না! ধন্য আপনার আত্মত্যাগ! আবার যখন স্বদেশের উদ্ধার-সাধন করিতে গিয়া বন্ধুগণের অস্ত্রে আহত হইয়া তাঁহাদিগের গৃহেই বন্দীভাবে অসহায় অবস্থায় অতিকষ্টে দীর্ঘায়তন ত্রিশ দিন শয্যায় পড়িয়া যাতনা ভোগ এবং দিনরাত্রি অনিদ্রায় শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্

করিয়াছিলেন, তথাপি একবার কাহারও উপর কোন তিরস্কার-বচন বা কটূক্তি আপনার ওষ্ঠাগ্র হইতে বাহির হয় নাই, তখনই আপনার মহিমার পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল। আপনার এই আগমন দ্বারা আমরা কোন স্বার্থ-সাধন করিয়া লইতে চাই না। কারণ আমাদের দেশে বৈপ্লবিক যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। আপনি সেই সৌন্দর্য্যের আবাস-ভূমি—বহুদিনের দুঃশাসনে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইতালীতে ফিরিয়া গিয়া আজ যাহা যাহা দেখিলেন আনুপূর্ব্বিক তাহা গিয়া বলিবেন। এরূপ দৃশ্য ইউরোপের আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না যে—লক্ষ লক্ষ লোক স্বাধীনতার অমুকুটী রক্ষককে সম্মান দিবার নিমিত্ত এখানে সমবেত হইয়াছে, অথচ একটী সৈনিক পুরুষ তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত নাই। আপনি দেশে গিয়া আপনার রাজাকে বলিবেন যে, যে রাজসিংহাসন স্বাধীন প্রজাবৃন্দের অকৃত্রিম রাজভক্তির উপর সংস্থিত, তাহার বিনাশ নাই। তাঁহাকে আরও বলিবেন যে, বিপ্লব-যুগের বিলয়সাধনের শক্তি শাসনকর্ত্তাগণের হস্তেই ন্যস্ত আছে। তাঁহাদিগের শাসনের গুণেই বিপ্লবের কারণ বিদূরিত হয়, এবং তাঁহাদিগের শাসনের দোষেই বিপ্লবের কারণ আপনা হইতেই উত্থিত হয়। এক্ষণে মহাশয়! আপনি আপনার ঔদার্য্যগুণে আপনার উপর লণ্ডনমহানগরীর স্বাধীন নাগরিকের সম্মান অর্পণ করার অধিকার প্রদান করুন। আমি নাগরিক সমিতির প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া আপনাকে এই সম্মান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহা দ্বারা আপনার এই নগরীতে আগমন চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত যে, সকলের প্রতি সমভাবে স্নেহ প্রদর্শন করিতে গিয়া, এবং অবিচারিতভাবে সকলকে অতি গভীররূপে ভাল বাসিতে গিয়া, আপনার দিন দিন স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে। সুতরাং অগত্যা আপনাকে শীঘ্রই গৃহে প্রতিগমন করিতে হইতেছে। আজ আমরা সেই জন্য লর্ড পামার্ষ্টনের সহিত একমত হইয়া বলিতেছি যে, যদিও আপনার সহসা ইংলণ্ড পরিত্যাগ আমাদিগের সবিশেষ মনঃক্ষোভের কারণ হইবে, তথাপি ইহা দ্বারা যদি আপনার অমূল্য জীবন পরিরক্ষিত হয়, তাহাহইলে তাহা আমরা

সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব। আমি আজ সভাপতি ও সভাস্থ সভামণ্ডলীর পক্ষ হইতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহার কৃপায় এবং ব্রিটিশ চিকিৎসকগণের চিকিৎসাপারদর্শিতায়, ও উদীচ্য জলবায়ুর বলকারক প্রভাবে আপনার দুর্ব্বলীকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলে নব বলসঞ্চার হয়! যেন স্বাধীন জাতির অকৃত স্বতঃ-প্রসারী-প্রেম ও অভ্যর্থনা আপনার বাহুতে নবধমনী সংযোজিত করে, এবং আপনার স্বজাতিপ্রেমিক হৃদয়ে নব বল যোজনা করিয়া দেয়। আর বিধাতা আপনার দেশের বা জগতের আর কোনও মঙ্গলকার্য্যে যদি আপনাকে নিয়োজিত করেন, (করিবেন না কে বলিতে পারে ?) তখন যেন এই নববলযুক্ত বাহুতে ও এই নবোৎসাহপ্রাপ্ত হৃদয়ে আপনি আবার ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে ব্রতী হইতে পারেন!"

গ্যারিবল্ডীর প্রত্যুত্তর।

সেনাপতি গ্যারিবল্ডী গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত প্রকারে সিটী চেম্বার্লেনের বক্তৃতার উত্তর প্রদান করিলেনঃ—

"আপনি মহাগৌরবান্বিতা লণ্ডন মহানগরীর প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া আজ আমাকে যে সম্মান প্রদান করিলেন, তাহার জন্য আমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মিষ্টর মেয়র! জানিবেন যে, সমরের শীর্ষস্থানীয় হওয়া, বা সমরে সর্ব্বপ্রথম সম্মান লাভ করা অপেক্ষা, আমি এ সম্মানে আপনাকে অধিকতর গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি। কারণ আমি সমরের ধূমধাম ও চাকচিক্য অপেক্ষা সভ্যজগতের কেন্দ্রীভূত এই মহাগৌরবান্বিতা ও উজ্জ্বলকীর্ত্তিশালিনী মহানগরীর স্বাধীন নাগরিক হওয়া অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করি। আজ আমি দেখিয়া বলিতেছি এরূপ নহে, কিন্তু আমি বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, এই মহানগরী স্বাধীনতার কেন্দ্রভূমি। এখানে বিদেশীয় কেহ নাই। কারণ সকল বিদেশীয়ই এখানে আসিয়া আপনার গৃহাগত বলিয়া মনে করে। আমি আবার বলিতেছি যে, আপনার প্রতি ও লণ্ডন মহানগরীর প্রতি

পর্য্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু আমি আজ শুদ্ধ আমার বা আমার ভ্রাতৃগণের হইয়া নহে, কিন্তু সমস্ত ইতালীর হইয়া আজ আপনাকে ও আপনার দেশকে ধন্যবাদ প্রত্যর্পণ করিতেছি। কারণ ইতালী সমরে সতত ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী! আমি সত্যই বলিতেছি যে, আমার দেশবাসিগণ ইংলণ্ডের নিকট সকল অবস্থাতেই যে বাস্তব সহায়তা ও সহানুভূতি পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, তাহাতে তাঁহারা ইংলণ্ডবাসিগণের প্রতি কথনই পর্য্যাপ্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি যে ইংলণ্ডবাসিগণের সহবসতিতে এই সর্ব্বপ্রথম সুখী হইলাম, এরূপ নহে। আমি নানাদেশের নানাস্থানে . বিশেষতঃ আমেরিকায় অনেক সময়ে তাঁহাদিগের সহবসতিজনিত সুখ অনুভব করিয়াছি। অধিক কি, কোন কোন স্থানে ইংরাজপতাকামূলে আশ্রয় লইয়া আমি আপনার প্রাণ বাঁচাইয়াছি। বিশেষতঃ চীনদেশে ইংরাজগণের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছিলাম, তাহা আমি জীবনে কথন ভুলিতে পারিব না। আমি তাই আবার বলিতেছি যে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই ইংরাজজাতির প্রতি আমার যে প্রেম ও কৃতজ্ঞতা বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা কথন বিনষ্ট হইবার নহে। অবশেষে আমি মুক্তকণ্ঠে জানাইতেছি যে, আমি সমস্ত ইংরাজগণের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ আছি, এবং আমি আমার জন্মভূমির পক্ষ হইতে আপনার দ্বারা ইংলণ্ডের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।”

বলিতে বলিতে ভাবোচ্ছ্বাসে গ্যারিবল্ডীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল, ও ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার একাগ্রতায় ও ভাবপ্রাবল্যে সভাস্থ সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং গ্যারিবল্ডীর প্রতি বিশ্বজনীন সহানুভূতির ভাব উদ্দীপিত হইল।

গ্যারিবল্ডীর গৃহে প্রতিগমনের উদ্যোগ।

বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার ফার্গুসন্ মত প্রকাশ করিলেন যে, গ্যারিবল্ডী এরূপ কার্য্যে অধিক দিন ব্যাপৃত থাকিলে, তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইবে। এই জন্ত তিনি অচিরাৎ ক্যাপ্রেরা দ্বীপে প্রতি-

গমন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। এই সংবাদে অনেকেই মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু সকলেই একবাক্যে ইহার ন্যায্যতা স্বীকার করিলেন। যদিও গ্যারিবল্ডী নিয়মমত প্রত্যূষে পাঁচ ঘটিকার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন, তথাপি অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল তাঁহার আপনার বলিবার ছিল না। তাঁহাকে অবিরাম বিভিন্ন দৃশ্য দর্শনে, বক্তৃতা শ্রবণে, বা প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা করণে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। তাহাতে তাঁহার মন সর্ব্বদাই ভীষণ রূপে উত্তেজিত থাকিত।

২২এ, এপ্রেল শুক্রবার (১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি যুবরাজ তোরণ (Prince's Gate) হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে ইংরাজজাতিকে লক্ষ্য করিয়া আপনার গৃহে প্রতিগমন-সূচক এক অভিনন্দনপত্র প্রচার করেন :—

"আমি ইংরাজজাতি ও তাঁহাদিগের শাসনসমিতির নিকট হইতে এই স্বাধীনতার আবাসভূমিতে যে প্রাণভরা অভ্যর্থনা পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতি আমি হৃদয়ানুভূত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করিতেছি।

"আমার এখানে আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য—তাঁহাদিগের নিকট আমি ও আমার দেশ যে বাস্তব সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি ও হইয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

"আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, আমি আমার ইংরাজ বন্ধুগণের হস্তে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিব; এবং তাঁহারা আমাকে যেখানে যাইতে বলিবেন, সেইখানেই যাইব, কিন্তু আমার হৃদয়ের এ সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না।

"আমি যদি আমার অসংখ্য বন্ধুগণের কাহার কাহার আশাভঙ্গ করিয়া থাকি, আমি তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কোথায় যাইব ও কোথায় যাইতে পারিব না, আমি তাহার নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া আমি এক্ষণকার মত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি।

"তথাপি আমি আশা করি যে, অচিরে আমি আবার এখানে প্রত্যাগত হইয়া আমার এখানকার বন্ধুগণের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া ইংলণ্ডের গার্হস্থ জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিব, এবং এখানকার উদার-প্রকৃতি অধিবাসিগণের যে অসংখ্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া শারীরিক অস্বাস্থ্যবশতঃ আপাততঃ রক্ষা করিতে পারিলাম না, তখন আসিয়া তাহা রক্ষা করিব।

"সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

সেই দিনই প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স আসিয়া গ্যারিবল্ডীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং সেই দিনই গ্যারিবল্ডী নিম্নলিখিত মর্ম্মে ভিক্টর্ হুগোকে এক পত্র লিখেন :—

"প্রিন্‌স গেট, লণ্ডন, ২২এ এপ্রিল ১৮৬৪।

"প্রিয় ভিক্টর হুগো।—আপনার নির্ব্বাসন-স্থানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার বলবতী ইচ্ছা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানসত্ত্বেও নানা কারণে আমি পারিয়া উঠিলাম না। আমি আশা করি, আপনি ইহা বুঝিবেন যে, দূরেই থাকি বা নিকটবর্ত্তী হই, আমি কখনই আপনা হইতে পৃথক্ কৃত হই না, এবং যে মহামন্ত্রের আপনি সাধনা করিতেছেন, তাহার সহিত আমার হৃদয়ের যোগ কখনই কমে নাই। জানিবেন সততই আপনার।

"সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

ভিক্টর হুগো নিম্নলিখিত প্রকারে সেই পত্রের উত্তর প্রদান করেন:—

"হটেভিলি হাউস্, গার্ণেসে, ২৪এ এপ্রিল ১৮৬৪।

"প্রিয় গ্যারিবল্ডী!—আমি আপনাকে আমার আলয়ে আসিবার জন্য আহ্বান করি নাই, কারণ আমি জানিতাম, আপনি বিনা আহ্বানেই এখানে আসিবেন। যদিও আপনি আসিলে আপনার করমর্দ্দন করিয়া আমি অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতাম, যদিও আপনার ন্যায় প্রকৃত বীরকে গৃহে দেখিলে আমি আপনাকে কৃতকৃতার্থ বলিয়া মনে করিতাম, তথাপি আমার বিশ্বাস ছিল যে, আপনার সময় ইহা অনুপযুক্ত

গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। আপনি একটী জাতির আলিঙ্গনের ভিতর ছিলেন, সুতরাং সে জাতীয় আলিঙ্গন হইতে আপনাকে কাড়িয়া লইবার একজন লোকের অধিকার নাই। আজ ঘারেন্‌সে ক্যাপ্রেরা দ্বীপকে দূর হইতে অভিবাদন করিতেছে, হয়ত এক দিন দর্শন দিতেও পারে। ইত্যবসরে আমরা প্রাণের সহিত পরস্পরকে ভাল বাসিতে থাকিব। আপাততঃ ইংরাজ জাতি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইতেছেন। ইতালীর উদ্ধার সাধন করিয়া স্বাধীনতার আবাসভূমি ইংলণ্ডের আতিথ্যগ্রহণ করা অতি সুন্দর ও অতি উদাত্ত। যাঁহাকে ইংলণ্ড এত দিন মনে মনে পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেছেন। আপনার এই পূজায় স্বাধীনতার বিজয় উদ্ঘোষিত হইল জানিবেন। পবিত্র সন্ধিতে (Holy Alliance) সম্বদ্ধ পুরাতন ইউরোপ এই দৃশ্যে বিকম্পিত হইতেছে। এই স্বাধীনতার বিজয়ঘোষণা ও অধীনজাতিনিচয়ের উদ্ধারসাধনের মধ্যে অধিক ব্যবধান নাই।

"আপনার চির-সখা ভিক্টর হুগো"।

গ্যারিবল্ডীর হঠাৎ ইংলণ্ড পরিত্যাগ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফল বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অধিক কি, পার্লেমেণ্টের কোন কোন সভ্যও এই ভাবে পার্লেমেণ্টে বক্তৃতা করায় গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ ও লর্ড পামার্ষ্টন্ সরলভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাহাতেও লোকে সন্তুষ্ট না হওয়ায় গ্যারিবল্ডী ২২এ মে তারিখে টিউরিণের সংবাদপত্রসকলে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র লিখেন :—

"আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে, সামান্য কৃষক হইতে রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ইংরাজজাতি ইংলণ্ডে আমার প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার সহিত আমার বন্ধুবর্গ তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। আমার বন্ধুবর্গ সকলেই জানেন যে, আমি কৃতজ্ঞতার পবিত্র ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যই ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলাম, এবং যখন প্রত্যাগমনের উপযুক্ত সময় মনে করিলাম, তখন বিনা উত্তেজনায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

যাঁহারা আমার উপর প্রাণভরা আতিথ্য ও অসীম সৌজন্য অজস্র বর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গুণের পর্য্যাপ্ত কীর্ত্তন আমি কথনই করিয়া উঠিতে পারিব না"।

গ্যারিবল্ডী ২৮এ এপ্রিল ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মে মাসে ইতালীতে উত্তীর্ণ হন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ভিনিসিয়া ও রোম্ ইতালীয় রাজ্যভুক্ত।

'দীর্ঘজীবী ইতালীয়া' বলগো সকলে--
যে আছে নিকটে দূরে বল একতানে!
আশীর্ব্বাদ কর সবে সেই মহাবীরে,
না বসিয়া যিনি নিজে রাজ-সিংহাসনে—
বসালেন সিংহাসনে মিত্র বন্ধুবরে!
উপযুক্ত পাত্র তিনি উপযুক্ত স্থানে!
ভিক্টর ইমানুয়েল্ তুমি, সেই সিংহাসনে—
বসেগো, যথায় ছিল আসীন দুর্দ্দিনে—
প্রজাদ্রোহী রাজগণ! তাহারা এক্ষণে
প্রাণ লয়ে পলায়েছে, ছিল যে যেথানে!
গ্যারিবল্ডী! তব বাস হইবে অচিরে,—
স্বর্গধামে, ভাসিবে হে চিরানন্দনীরে!

গ্যারিবল্ডীর গৃহে প্রত্যাগমন।

গ্যারিবল্ডী ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া মে মাসে সিসিলীদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল

হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার স্বর এরূপ ক্ষীণ হইয়াছিল যে, স্বল্প-সংযোগে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারিতেন না। তাঁহার শরীরে বল-সঞ্চার করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সিসিলীর প্রসিদ্ধ স্নানাগারে (Bath) স্নান করান হইতেছিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীর আরও খারাপ হইতে লাগিল। এইজন্য তিনি বিরক্ত হইয়া হঠাৎ সঙ্কল্প করিলেন যে, পরদিন প্রত্যূষে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। নেপল্‌সের মিউনি-সিপালিটী সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার জন্য একখানি জাহাজ প্রেরণ করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে চারিজন লোকে একখানি শিবিকা করিয়া তাঁহাকে সেই জাহাজে লইয়া গেল। সেই শিবিকাখানি লোকে গোলাপ ও অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পে অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া দিয়া-ছিল। তথাকার অধিবাসিগণ সাশ্রুলোচনে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি যেমন ষ্টীমারে উঠিলেন, অমনি ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল। এ দিকে জাহাজও ছাড়িয়া দিল। ষ্টীমার পর্য্যন্ত যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে নৌকা করিয়া তীরে আসিলেন, এবং যতদূর দৃষ্টি চলিল, গ্যারিবল্ডী হ্যাটের আঘূর্ণন দ্বারা তীরস্থ ব্যক্তিগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

গ্যারিবল্ডী যে কয়দিন সিসিলীদ্বীপে ছিলেন, তথাকার অধিবাসি-গণের হিতসাধনে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ দীন-দুঃখীদের প্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। সেইজন্য তাঁহার গৃহে প্রতিগমনের দিনে তাহারা তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি-বার জন্য অতি প্রত্যূষে তাঁহার আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্ডী প্রত্যূষে ৫টার সময় উঠিয়া তাঁহার বিশ্রামাগারে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় সেই সকল জীর্ণবসন ও শীর্ণকায় দরিদ্রসন্তান তাঁহার বাটীর সম্মুখে আসিয়া গোলমাল করিতে লাগিল। গ্যারি-বল্ডী তাঁহার প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে 'বাহিরে এত গোল কিসের?' প্রহরী উত্তর করিল—"সেনাপতে! কোরিয়ার দীন দুঃখী-গণ আসিয়া গোলমাল করিতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, আপনি অত্যন্ত দুর্ব্বল আছেন, এইজন্য দেখা করিতে পারিবেন না।

তদুত্তরে তাহারা বলিল যে, "তিনি যদি তাঁহার জানালার কাছে একবার দাঁড়ান, তাহা হইলে আমরা একবার তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাই"। এই কথা শুনিয়া গ্যারিবল্ডী প্রহরীকে বলিলেন, "তাহাদিগের সকলকেই একে একে এখানে ডাকিয়া আন"। সুতরাং প্রহরী তাহাদিগের সকলকেই একে একে তাঁহার বিশ্রামাগারে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি তাহাদিগের সকলেরই কর-মর্দ্দন করিয়া সহাস্যমুখে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন। তাহার পর ক্ষণিক নিস্তব্ধতাব পর শ্রুত হইল—"না! না! অসম্ভব! তোমাকে কোনমতেই যাইতে দেওয়া হইবে না"।—প্রহরীর এই কথা শুনিয়া গ্যারিবল্ডী জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রহরী! কি ব্যাপার?" প্রহরী উত্তর করিল—"সেনাপতে! সেই বৃদ্ধ বেপ্পো (Beppo) আসিয়াছে। সে অর্দ্ধপাগল, এবং অতি মলিন-বেশ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত; এই জন্যই তাহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছিলাম"। গ্যারিবল্ডী এইকথা শুনিয়া তাহাকে স্বযং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন—"ভাই এস! ভাই এস! তুমি এত অপরিষ্কার বা দুরবস্থাপন্ন হইতে পারনা, যে আমি তোমার করমর্দ্দন করিতে পারি না!" গ্যারিবল্ডীর এই আহ্বান শুনিয়া সেই দীন বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে গ্যারিবল্ডীর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। গ্যারিবল্ডী সর্ব্বসমক্ষে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বসাইলেন। গ্যারিবল্ডীর হৃদয়-মাহাত্ম্যের এরূপ আরও অনেক পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

গ্যারিবল্ডী পুত্রদ্বয় ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জুন তারিখে ক্যাপ্রেরাদ্বীপে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি যখন বাটী আসিয়া পৌছিলেন, তখন তাঁহার শরীর আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাটী পৌছানোর দিন হইতে তাঁহার শরীর দিন দিন অল্প অল্প করিয়া সবল হইতে লাগিল। একমাসের মধ্যেই তিনি এরূপ সবল হইয়া উঠিলেন যে, হঙ্গেরীর লোকদিগের সাহায্যার্থ যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ ভিক্টর ইমানুয়েল্ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বিবিধ যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া সে সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিলেন। গ্যারিবল্ডীর শরীর তখনও এত দুর্ব্বল ছিল যে, সে

কার্য্যে গমন করিলে তাঁহাকে হয়ত গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইত না, সুতরাং তাঁহার অভাবে ইতালীর সমূহ ক্ষতি হইত। ইতালীর সৌভাগ্য-ক্রমেই রাজা তাঁহাকে ক্যাপ্রেরাদ্বীপে কিছু কাল থাকিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য প্রবৃত্তি দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গ্যারিবল্ডী নিজ দ্বীপাবাসে।

গ্যারিবল্ডী নিজ দ্বীপাবাসে থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবসরকাল তিনি কৃষিকার্য্যের অনুসরণে ব্যয়িত করিতেন। এই সময় টিউরিণে রাজধানী লইয়া যাওয়া হইল। গ্যারিবল্ডী সেই উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার বাহিরে থাকিয়া ভালই করিয়া-ছিলেন। তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে শীঘ্র স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। পরিমিত শ্রম ও আহারে ও ক্যাপ্রেরার উৎকৃষ্ট জল-বায়ুর গুণে তিনি ক্রিস্‌মসের পূর্ব্বেই সম্পূর্ণরূপে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিলেন।

অষ্ট্রোপ্রাসীয় সমর।

গ্যারিবল্ডী শরীরে যত বল পাইতে লাগিলেন, ততই বুঝিতে লাগি-লেন যে, জাতীয় উন্নতিস্রোত নূতন আকার ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এবং ইতালীর প্রজাগণ অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে লম্বার্ডীকে উন্মুক্ত করিয়া ভিনিস্‌কে শৃঙ্খলিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখার সঙ্কীর্ণ রাজনীতিকে অন্তরের সহিত দূষিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং ইতা-লীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজাবৃন্দের সন্তোষ-বিধানার্থ, এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ভ্রম সংশোধনার্থ, অবিচলিত সহিষ্ণুতার সহিত সুবিধা প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে অষ্ট্রো-প্রুসীয় সমর সেই সুবিধা প্রদান করিল। আজ চিরন্তন বৈরীকে উত্তরে প্রুসীয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইতে দেখিয়া ইতালী তাহার সুবিধা না লইয়া কোন্ প্রাণে স্থির হইয়া থাকিবে? গ্যারিবল্ডী দেখিলেন, প্রুসিয়ার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার এমন সুযোগ আর কখন ঘটিবে না। এই জন্য তিনি নিজের ভলাণ্টিয়ার সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আবার জাতীয় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইতালী-অন্তর্দ্বীপের অধিবাসিগণের সমরোৎসাহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তাগমে সেই উৎসাহ চরম সীমায় উপনীত হইল। তখন গবর্ণমেণ্ট সেই জাতীয় উৎসাহে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রিয়াকে এরূপ ভাবে হাত দেখাইলেন যে, অষ্ট্রিয়ার তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে আর অবশিষ্ট রহিল না। ভিনিসিয়ার যে স্বাধীনতা ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট ফরাশিরাজ তৃতীয় নেপোলিয়নের নিকট কাঁদিয়া পান নাই, এক্ষণে প্রুসীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইলে তাহা অনায়াসেই পাইতে পারিবেন ভাবিয়া ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের অভিমান ইহাতে বিদলিত হইল, এবং এই মর্ম্মাহতির প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি ইহার চারিবৎসর পরে ফ্রাঙ্কো প্রুসীয় সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আত্মাহুতি প্রদান করেন।

জাতীয় সমর।

যেমন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ নেপল্‌সের ললাটে লোহিতাক্ষরে নব যুগ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল, সেইরূপ আজ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ ভিনিসের ললাটে লোহিতাক্ষরে নব যুগ অঙ্কিত করিবার জন্যই যেন আবির্ভূত হইল। ইতালীরাজ এই জাতীয় সমরের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য গ্যারিবল্ডীকে তদীয় দ্বীপাবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতালীতে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে ইতালীর প্রজাবৃন্দ সভাসমিতি দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, রাজা গ্যারিবল্ডীকে বিশেষ প্রভুশক্তি দ্বারা ভূষিত করিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। তদনুসারে ইতালীরাজ ৮ই মে তারিখে এই আজ্ঞা প্রচার করেন যে, একবৎসরের জন্য গ্যারিবল্ডীকে বিশ ব্যাটেলিয়ন্ ইতালীয় ভলণ্টিয়ার সৈন্য নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে লইয়া জাতীয় সমরে অবতীর্ণ হইবার অনুমতি দেওয়া গেল। এই আদেশ-প্রচারে মন্ত্রি-সমিতিরও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, এবং গ্যারিবল্ডীর বন্ধু ক্রিস্পি প্রধান অমাত্যের পদে ব্রতী হইলেন। গ্যারিবল্ডীর বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে,

রাজাকে কতিপয় নিয়মে আবদ্ধ না করিয়া যেন এই জাতীয় সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ না করেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তদুত্তরে বলিলেন—"আমি নিয়মাদির কথা কিছুই শুনিতে চাহিনা; আমি কোন নিয়মই করিব না। কারণ যতদিন অষ্ট্রিয়ানেরা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, ততদিন কোন ইতালীয়েরই নিয়ম করিবার অধিকার নাই। আমি, তুমি, তাহারা—আমরা সকলেই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব"। সুতরাং তিনি কোনও নিয়ম না করিয়া জাতীয় সৈনাপত্য গ্রহণ করিলেন। ধন্য গ্যারিবল্ডী! ধন্য তোমার স্বজাতিপ্রেম—যে প্রেমে আত্মাভিমান একবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে!

ঐ বিশ ব্যাটেলিয়নে দশ রেজিমেণ্ট সৈন্য ছিল, এবং প্রত্যেক রেজিমেণ্টে বিয়াল্লিশটী করিয়া কর্ম্মচারী, ও চৌদ্দশত ছেচল্লিশটী করিয়া সৈনিকপুরুষ ছিলেন। এই নব-সংগৃহীত সৈন্যগণ লইয়া গ্যারিবল্ডী জাতীয় সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯এ জুন ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সমর খ্যাপন করিলেন, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই গ্যারিবল্ডী সসৈন্যে টাইরলাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং তথা হইতে ভলণ্টিয়ার সৈন্যাবাস পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বার্গেমো (Bergamo) ও বসুয়াতে (Basua) গমন করিলেন।

গ্যারিবল্ডী টাইরলে।

গ্যারিবল্ডী লোনাটো (Lonato) নগরে প্রধান সৈন্যাবাস স্থাপন করিলেন। এই নগর একটী পাহাড়ের গাত্রে অবস্থিত, এবং প্রাচীন প্রাচীর দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। তাঁহার শিবিরাবলী নগরপ্রাচীরের পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্যশ্রেণী গার্ডাহ্রদ (Lake Garda) হইতে আরম্ভ হইয়া সল্‌ফেরিণোর (Solferino) দিকে রিভোল্‌টেল্লা (Rivoltella) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রিভোল্‌টেল্লা অষ্ট্রীয় সৈন্যাবাস হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। গ্যারিবল্ডীর লোহিত-পরিচ্ছদ সৈন্যশ্রেণী গিরিগাত্রে ও গুহাভ্যন্তরে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। বোধ হইল যেন ভগবতী মহাশক্তি বক্ষে ও কক্ষে জবা-পুষ্পের মালা পরিধান করিয়া জগৎ-সংহারের জন্য সমুদ্যতা হই-

য়াছেন। এমন সময় হঠাৎ গ্যারিবল্ডী তাঁহার সৈন্যশ্রেণীকে গার্ডা-হ্রদের তীরে অবস্থিত সালো (Salo) নগরে অভিযান করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তথায় দুই দিবসকাল মাত্র অবস্থিতি করিয়া গ্যারিবল্ডী পুনরায় লোনাটো নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং তথা হইতে ক্যাপুসিনি (Cappucini) নগরে গিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

এইরূপে অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে বা অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যে কয়েক দিন পরিভ্রমণ করিয়া গ্যারিবল্ডী টাইরলস্থিত ক্যাটারো (Cattaro) নগর আক্রমণ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য সহ সেনাপতি কোর্টেকে (Corte) তথায় প্রেরণ করিলেন, এবং স্বয়ংও তাহাদিগের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা পচিশ মাইল একাদিক্রমে গমন করিয়া সান্‌আণ্টোনিয়ো নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। সৈন্যগণ পথশ্রমে অবসন্নকায়, ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষীণবল, এবং অজস্রবারিবর্ষণে সিক্তবস্ত্র হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

সানআণ্টোনিয়ো সমর।

গ্যারিবল্ডী শত্রুসৈন্যগণকে আক্রমণ করিবার জন্য এরূপ অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সেই নব-সংগৃহীত অজাতশ্মশ্রু বাল-সৈন্যগণকে আহার ও বিশ্রামার্থ এক রাত্রিও সময় না দিয়া, সেই দিন অপরাহ্ণেই তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। শত্রুগণ তখন সুদৃঢ় সংস্থানে অবস্থিত ছিলেন। এ দিকে গ্যারিবল্ডীর অব্যর্থলক্ষ্য রণদীক্ষিত বন্দুকধারিগণ এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই, আর তাহাদিগের পৌঁছানোর সময়ও অতীত হয় নাই। রণক্ষেত্র পঞ্চদশ শত পাদ উচ্চ এক পাহাড়ের গাত্রে অবস্থিত। উক্ত পাহাড়ের গাত্র গড়াইতে গড়াইতে ক্রমে ইদ্রোহ্রদে (Lako Idro) গিয়া পড়িয়াছে, এবং ইহার ঊর্দ্ধপ্রদেশে একটী পথ ইহার গাত্রকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া বগোলিনো (Bagolino) অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত গিরিগাত্র আরণ্যবৃক্ষে আচ্ছাদিত। টাইরলবাসিগণ পূর্ব্বপরিচিত সেই অরণ্যমধ্যে লুকায়িত থাকিয়া সহজেই তাঁহাদিগের অনুসরণ এড়াইতে লাগিল। গ্যারিবল্ডিনী সেনা ব্যর্থ অনুসরণে কিয়ৎকাল বৃথা অতিবাহিত

করিলেন। এদিকে অবশিষ্ট অব্যর্থ সঙ্কেতে ধূসর-পরিচ্ছদে আবৃত অষ্ট্রীয় সেনা সহসা গ্যারিবল্ডিনীসেনার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। অমনি যুদ্ধারম্ভের সঙ্কেত-স্বরূপ ইদ্রো-হ্রদ হইতে কামানের গভীর গর্জ্জন শ্রুত হইল। শত্রুসৈন্যগণও সেই বজ্রনিনাদের উত্তর প্রদান করিল। এই রূপে উভয় সৈন্যে ভীষণ রণ আরম্ভ হইল। অপরাহ্ন বেলা যাড়ে তিনটার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে বেলা প্রায় ছয়টা পর্য্যন্ত শত্রুগণের বন্দুকাবলী ও কামানরাজী অবিরাম গুলি গোলা বর্ষণ করিতে থাকে। শত্রুসেনাগণ সবিশেষ রণদীক্ষিত থাকায়, তাহাদিগের লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হইত না। কিন্তু গ্যারিবল্ডীর বাল-সৈন্যগণ রণবিষয়িণী শিক্ষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকায়, তাহাদিগের গুলি গোলা নির্লক্ষ্য বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বে কখনই রণস্থল দেখিতে পায় নাই, সুতরাং সেই ভীষণ অনললীলা দেখিয়া তাহারা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। গ্যাবিবল্ডী যখন দেখিলেন যে, তাহারা গুলি গোলার চালনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তখন তাহাদিগকে সাঙ্গিন-মুখে শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু কাপ্তেন্ ডি-ভেরেণ্ডার সৈন্যগণমাত্র তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল, আর সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু উক্ত কাপ্তেন এই আক্রমণে হস্তে এক গুলির আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এ দিকে গ্যারিবল্ডীও একাকী অশ্বপৃষ্ঠে পলায়মান নিজ সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতে গিয়া উরুদেশে এক গুলির আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেই রুধিরাক্ত দেহে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক পথের ধারের ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত ভয়বিহ্বল নিজ সৈন্যগণকে বারবার শত্রুসেনাকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দীপনা ফলবতী হইল না। এদিকে অবিরাম রুধিরপাতে ক্রমে তিনিও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অগত্যা রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ওয়াটার্লু সমরে নব-সংগৃহীত অজাতশ্মশ্রু সৈন্যগণ লইয়া রণপণ্ডিত ইংরাজ ও প্রুসীয় সৈন্যগণের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়ায় ফরাশিসম্রাট্ প্রথম নেপোলিয়-

নের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, আজ ইতালীয় সিংহেরও সেই দুরবস্থা ঘটিল।

বেলা যাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় শক্রব্যূহ হইতে এরূপ প্রচণ্ড অগ্নি উদ্গীরিত হইতে লাগিল যে, গ্যারিবল্ডিনী সেনা কিছুতেই তাহা আর সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাদিগের পলায়ন-পথ হত বা আহতে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, তাহারা পলাইতে গিয়া সেই সকল দেহে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহাদিগের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া শক্রসৈন্যগণ অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু ইত্যবসরে গ্যারিবল্ডিনী আর্টিলারী আসিয়া কামান-শ্রাজি হইতে ভীষণ অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া সেই আক্রমণকারিণী শত্রু-সেনার গতি প্রতিহত করিল। গ্যারিবল্ডিনী আর্টিলারী শুদ্ধ তাহাদিগের গতি প্রতিহত করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, তাহাদিগের অনেককেই সমর-শায়িত করিল। তখন তাহারা গ্যারিবল্ডিনী সেনাকে রণস্থলে রাখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, আর ফিরিয়া আসিল না। এদিকে গ্যারিবল্ডিনী সেনাকেও কেহ আর অগ্রসর করাইতে পারিল না। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ থামিয়া গেল। ফলে এই হইল যে জয় পরাজয় অনিশ্চিত রহিয়া গেল।

গ্যারিবল্ডিনী সেনার প্রতিযান।

রজনী সমাগত হইলে গ্যারিবল্ডীর ভলান্টিয়ার সৈন্যগণ রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া আনুফোতে (Aufo) গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। তথায় পুনর্ম্মিলিত হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে আবার রেজিমেণ্ট, ব্যাটেলিয়ম্ ও কোম্পানীতে বিভক্ত করা হইল। এদিকে গ্যারিবল্ডী সে দিনকার ব্যাপারে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া ভাল অস্ত্রচিকিৎসকের পরামর্শ ও যত্ন পাইবার আশায় সালো (Salo) ও ব্রিসকিয়া (Briscea) নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্ট্রিয়া কর্ত্তৃক ভিনিসিয়া প্রত্যর্পণ।

এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ারও ক্ষতি যথেষ্ট হইয়াছিল। এদিকে ভেরোনা যুদ্ধে ভিক্টর ইমান্যুয়েল্ জয়লাভ না করুন্, কিন্তু পরাজিত হইয়াছিলেন

এরূপও বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক্ তিনি অষ্ট্রিয়াকে বুঝাইয়াছিলেন, এ সমরে পরিণামে তিনি জয়লাভ করিবেন। সুতরাং অষ্ট্রিয়াধিপতি ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ভিনিসিয়া তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু এ বিষয়ের মধ্যস্থতার ভার তিনি ফরাশি সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তে অর্পণ করিয়া জার্ম্মাণিক রাজ্যসমবায়ে প্রভুতা লাভ করিবার জন্য সসৈন্যে প্রুসিয়াভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কিন্তু বিখ্যাত স্যাডোয়া-রণে (Battle of Sadowa) প্রুসিয়া কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়া পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভিনিসিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ইতালীকে প্রত্যর্পণ করা হয় নাই। অষ্ট্রিয়ো-ইতালীয় সমর নিঃসংশয়িতরূপে ইতালীর অনুকূলে পর্যাবসিত হয় নাই। বিশেষতঃ সমুদ্রপথে ইতালীর সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। গ্যারিবল্ডী আরোগ্য লাভ করিয়াই অষ্ট্রিয়ার রণপণ্ডিত বীর সৈন্যগণের বিরুদ্ধে তাঁহার নবীন সেনা লইয়া আবার অগ্রসর হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অষ্ট্রিয়া ভিনিস্ প্রত্যর্পণ করায় তাহার আর আবশ্যকতা রহিল না।

ফরাশী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সন্ধি ভঙ্গ।

এদিকে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইতালীর সহিত ফ্রান্সের যে সন্ধি সংস্থাপন হয়, তাহাতে ফরাশি গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দুই বৎসরের মধ্যে রোম হইতে ফরাশি সৈন্য তুলিয়া লইবেন। কিন্তু আজ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস অতীত হইতে চলিল, তথাপি ফরাশি গবর্ণমেণ্ট রোম হইতে ফরাশি সৈন্য উঠাইয়া লইলেন না। এদিকে ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট সন্ধির নিয়মানুসারে রোমে পোপের রাজত্বের উপর কোনও প্রকার আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত রহিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী ও তাঁহার বন্ধুবর্গ এই সন্ধির নিয়মদ্বারা আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হইলেন; এবং তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইচ্ছা ও শক্তির প্রতিভূ-স্বরূপ ছিলেন। আবার পোপও নেপোলিয়ান্ ও ভিক্টর ইমানুয়েলের এই সন্ধিতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার দৃঢ়ীকরণে অসম্মত হইলেন। সুতরাং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষে ইতালী প্রকারান্তরে সন্ধির সমস্ত দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলেন, এবং

অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সুবিধা পাইলেন। বিশেষতঃ গ্যারিবল্ডী অক্ষুণ্ণ বিবেকে আপনার অনুযাত্রিকবর্গের উৎসাহানলে উদ্দীপনাবৃন্ত অর্পণ করিতে অবসর পাইলেন।

ফরাশি গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতপক্ষে রোম হইতে সৈন্য তুলিয়া লওয়ার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু নানা কারণে তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুদ্ধ যে ফ্রান্সে তাঁহারা বাধা পাইলেন এরূপ নহে, ইউরোপের অনেক রাজ্য হইতেই তাঁহারা রোমে ফরাশি-সৈন্য রাখার অনুরোধ-পত্র পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের বেনেডেটে (Benedette), লাভালেটে (Lavallete), যুবরাজ নেপোলিয়ন্ প্রভৃতি বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞগণ রোম হইতে সৈন্য উঠাইয়া আনিবার জন্য নেপোলিয়ন্‌কে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। নেপোলিয়ন্ এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মাধ্যস্থ্য অবলম্বন করিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের গ্যারিবল্ডিনী সেনার কার্য্যকলাপে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন।

গ্যারিবল্ডিনী ভলণ্টিয়ার সেনাকর্ত্তৃক আক্রমণের সময় ফরাশিদূত (Ambassadar) সার্টিজেস্ (Sartiges) আপনার স্থানে অনুপস্থিত ছিলেন। নেপোলিয়ন্ তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি যেন গ্যারিবল্ডীর গতিবিধির কোনও ব্যাঘাত সম্পাদন না করেন। সেই জন্যই তিনি মাধ্যস্থ্য অবলম্বন করিয়া এরূপ গা ঢাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু ফলতঃ কিছুই হইল না। কারণ তাঁহার সহকারী মসো আর্মণ্ডের (M. Armand) পোপের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি স্বয়ং ক্যাথলিক্ ছিলেন, এই জন্য পোপের প্রভুত্ব রক্ষা করা তিনি ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এদিকে তাঁহার প্রতিভা ও কার্য্যকরী শক্তিও অসাধারণ ছিল। এই জন্য তিনি গ্যারিবল্ডিনী সেনাকে পদে পদে ব্যর্থমনোরথ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও পোপের রাজত্বের প্রতি অবিচলিত আস্থা নিবন্ধন ফরাশি গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য সত্বেও, পোপ পাইয়ো নোনো (Pio Nono) এই অভিযান ব্যর্থ করিতে পারিলেন। সন্ধির নিয়মানুসারে তিনি আরও তিন বৎসর কাল রোমে রাজত্ব করিবার অধিকার পাইলেন।

রোমাভিমুখে দ্বিতীয় অভিযান।

এদিকে গ্যারিবল্ডীর উপদেশানুসারে ইতালীর চতুর্দ্দিক্ হইতে ভলণ্টিয়ার সৈন্য উত্তোলিত, এবং অজস্র অস্ত্রশস্ত্র বিতরিত হইতে লাগিল। রাজধানীর সম্মুখেই—অধিক কি, গবর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরীণ সহায়তাতেই এই সকল কার্য্য চলিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডীর ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণ তদীয় পুত্র মিনোতির অধিনায়কত্বে রোমীয় রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে সমবেত হইতে আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে গ্যারিবল্ডী জেনোয়ায় অবতীর্ণ হইয়া গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে জনসঙ্ঘকে পোপের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত করিয়া অবশেষে ফ্লরেন্স নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি এরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা প্রজাবৃন্দের মনকে পোপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বক্তৃতার উগ্রতাসম্বন্ধে তাঁহার প্রতি কোপ প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়েন। অধিক কি, সিনালুঙ্গা (Sinalunga) নগরে তিনি যখন আবার ঐরূপ বক্তৃতা করেন, তখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি কৃত্রিম ক্রোধপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিয়া ক্যাপ্রেরা দ্বীপে লইয়া যাইতে আদেশ করেন, এবং তাঁহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য জলপথে কয়খানি জাহাজ রাখিয়া দেন। কিন্তু যখন রোমরাজ্যের উচ্ছেদসাধনের উপযোগী উপাদানসামগ্রীসকল সংগৃহীত হইল, আর গ্যারিবল্ডীর সাহায্য একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল, তখন কেহ আর তাঁহার গতিরোধ করিল না। সুতরাং গ্যারিবল্ডী আবার অবাধে লেগহরণে (Leghorn) আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন, এবং তথায় তৎপ্রতীক্ষায় সমবেত পঞ্চসহস্র ভলণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া রোমাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

রোমীয় ও ফরাশি সৈন্য কর্ত্তৃক মণ্টেরোটোণ্ডো নগরের পুনরধিকার।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৬এ অক্টোবর তারিখে গ্যারিবল্ডী ষট্ সহস্রে পরিণত ভলণ্টিয়ার সৈন্যের শীর্ষস্থানীয় হইয়া মণ্টি রোটোণ্ডো (Monte Rotonda) নগর আক্রমণ করেন। এই নগরের দুর্গ তৎকালে তিন শত মাত্র রোমীয় সৈন্যদ্বারা পরিরক্ষিত ছিল। সুতরাং তাহারা অগত্যা গ্যারিবল্ডীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। দুর্গের সহিত নগ-

রও কাজেই গ্যারিবল্ডীর হস্তে পড়িল। কিন্তু ৩রা নবেম্বর প্রত্যূষে চারিটার সময় তিনসহস্র রোমীয় ও দুইসহস্র ফরাশিসৈন্য ফরাশি সেনাপতি কান্‌জ্লেরের (Kanzler) আদেশানুসারে রোম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মণ্টে রোটোণ্ডো নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। গ্যারিবল্ডিনী সেনা তৎকালে সেই নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া নগর পুনরধিকার করিবার জন্য সেই সমবেত ফরাশি ও রোমীয় সৈন্য বদ্ধপরিকর হইল। রোমীয় সৈন্য আসিতেছে শুনিয়া গ্যারিবল্ডিনী সেনা তাহাদিগের আগমন-পথের পার্শ্বের এক জঙ্গলে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। রোমীয় সেনার অগ্রভাগ উপস্থিত হইবামাত্র গ্যারিবল্ডিনী সেনা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। রোমীয় সেনা পরাভূত হয় দেখিয়া ফরাশিসেনাপতি জেনারেল-ডে-পোলহেস্ (General-de-Polhes) অধীনস্থ কর্ণেল্ ফ্রেমেণ্টকে (Colonel Fremont) প্রথম রেজিমেণ্ট ফরাশিসৈন্য সহ রোমীয় সেনার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। গ্যারিবল্ডিনী-সেনা সমবেত রোমীয় ও ফরাশি সৈন্যের বেগ সহিতে না পারিয়া পশ্চাদ্‌পদ হইয়া পুনর্ব্বার মেণ্টানানগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। অপরাহ্ন বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় বিজয়লক্ষ্মী সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষগণের অঙ্কশায়িনী হইলেন। বিজয়োন্মত্ত রোমীয় ও ফরাশিসৈন্যগণ গ্যারিবল্ডিনী সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া মেণ্টানোদুর্গ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিল।

ফরাশি সেনাপতি কান্‌জ্লের্ সেই অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়াই পরদিন প্রত্যূষে মেণ্টানা (Mentana) দুর্গ সবলে গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু প্রবরা সেনাপতি পোল্‌হেস্ তাহা সহজসাধ্য মনে না করিয়া, অধিক সৈন্য পাঠাইবার জন্য রোমে লিখিয়া পাঠাইলেন। ফরাশি সেনাপতি ডিউমণ্ট (Dumont) দ্বিপ্রহর রজনীতে এই সংবাদ পাইয়া, যতগুলি ফরাশি সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন, লইয়া, প্রাতে বেলা সাত ঘটিকার সময় মেণ্টানায় আসিয়া অবরোধকারিণী সেনার সহিত মিলিত হইলেন। ঠিক্ সেই সময় গ্যারিবল্ডিনী সেনার দূত মেণ্টানা তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নেপোলিয়ন্ যেরূপ ওয়াটার্লু-রণক্ষেত্র হইতে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়নপূর্ব্বক সমুদ্রতীরে আসিয়া জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন, এবং পথে বিশ্বাসঘাতক ইংরাজগণ তাঁহাকে ইংলণ্ডে না লইয়া গিয়া বন্দীভাবে সেণ্টহেলেনাদ্বীপে লইয়া যায়, আজ গ্যারিবল্ডীরও ঠিক্ সেই দশা ঘটিল। তিনি অনাহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় তিনি পথিমধ্যে ধৃত ও বন্দীভাবে স্পেজিয়ার নিকটবর্ত্তী ভেরিগনানোর দুর্গে নীত হইলেন। গ্যারিবল্ডী এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণপণে তাহার প্রতিবাদ করিলেন; এবং ইতালীয় মহাসভার প্রতিনিধি ও আমেরিকার স্বাধীন নাগরিক বলিয়া আপনার মুক্তিদাবী করিলেন। অবশেষে শত্রুগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তিনি স্বাধীনতা পাইয়া নিজ দ্বীপাবাসে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া কৃষিকার্য্যের অনুসরণ জনিত সুখানুভব করিলেন। প্রত্যুতঃ তিনি কৃষিকার্য্যের ন্যায় আর কোনও কার্য্যও ভালবাসিতেন না। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া তাহারও অনুশীলন করিতে সময় পাইতেন না। কারণ নানা দেশ হইতে সর্ব্বদাই ভ্রমণকারিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বিশেষতঃ ব্রিটন্বাসিগণের প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন বলিয়া ব্রিটন্ হইতেই অধিক লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে তথায় সমাগত হইতেন। তিনি মহান্ উৎসাহে তাঁহাদিগকে গ্রহণ ও তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনে ও তাঁহাদিগের আতিথ্যবিধানে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত।

রোমাধিকার।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মান সমরে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের পর, ইতালীরাজ ভিক্টর ইমানুয়েল অতি সামান্য বাধার পর, রোমে প্রবেশ করিলেন। এই বিজয়ে গ্যারিবল্ডীর কোনও অংশ ছিলনা। কিন্তু যেখানেই জনসাধারণ ও রাজার সংঘর্ষ, সেইখানেই গ্যারিবল্ডী

জনসাধারণ-পক্ষে উপস্থিত। এই সময় প্রুসীয়ার সঙ্গে ফরাশিসাধারণ-তন্ত্রের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। গ্যারিবল্ডী বিশ সহস্র ভলাণ্টিয়ার সৈন্য লইয়া ফরাশি জাতির সাহায্যার্থ গমন করিলেন, এবং জর্ম্মানগণের উপর উপর্য্যুপরি কয়েকটী বিজয় লাভ করেন। ফরাশিজাতি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য সমরাবসানে তাঁহাকে ফরাশি মহাসভার সভ্য মনোনীত করিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী ফরাশি দেশে অধিক দিন থাকিতে অসমর্থ হইয়া ফরাশি মহাসভার আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

গ্যারিবল্ডীর জীবনের শেষ কয় বৎসর।

'নানাদেশ পরিভ্রমি, শ্রান্ত কলেবর—
হইয়াছি আমি! কোথা যাইব না আর,
এই দ্বীপাবাস ছাড়ি, সম্বল আমার!
শান্তি সুখে কাটাইব অবশিষ্ট কাল।"

আমরা গ্যারিবল্ডীর জীবন-নাটকের শেষাঙ্কে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এতদিনে গ্যারিবল্ডীর জীবনের শেষ আশা পূর্ণ হইল। ভিক্টর ইমান্থুয়েল্ কর্ত্তৃক রোমের অধিকার, এবং সেই ঐতিহাসিক মহানগরীকে ইতালীর রাজধানীরূপ পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠা—গ্যারিবল্ডীর অনন্ত কীর্ত্তিমালার শেষ পরিণাম! গ্যারিবল্ডী আশৈশব যে আশালতা হৃদয়ে সযত্নে পোষিত করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহা পূর্ণ-পুষ্পিতা। সমস্ত ইতালী এক ঘনীভূত মহাজাতিতে পরিণত হইয়া এক প্রভূতশক্তি-শালী দেশীয় রাজার অধীনে সুখে সচ্ছন্দে বাস করিবে, এবং সেই রাজরাজেশ্বরী রোমনগরী ইতালীর রাজধানী হইবে—গ্যারিবল্ডী শয়নে স্বপ্নে—অশনে অটনে—কেবল এই এক চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিতেন।

ধ্যানে জ্ঞানে এই এক চিন্তায় নিরন্তর অভিভূত থাকায়, শেষে তিনি এই এক চিন্তাকে বাস্তব ঘটনা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। রোম ইতালীর রাজধানী নহে—এ চিন্তা তিনি হৃদয়ে বহন করিতে পারিতেন না। এই জন্য যখনই এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইত, তখনই তিনি উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিতেন। পোপ খ্রীষ্টীয় সমাজের ধর্ম্মগুরু। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে ইউরোপীয় সম্রাটগণও ভয়ে কম্পিত হইতেন। ইতালীয় জনসাধারণের মন হইতেও পোপ-ভীতি সহজে বিদূরিত হয় নাই। সুতরাং ভিক্টর ইমানুয়েল্ রোম আক্রমণ বিষয়ে বাহ্য সহানুভূতি দেখাইতে পারেন নাই। অধিক কি, তিনি নেপোলিয়নের উত্তেজনায় সময়ে সময়ে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গ্যারিবল্ডীর প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে দুর্ব্বলতা না দেখাইলে রোম্ ইহার পূর্ব্বেই ইতালীর রাজধানীরূপে পরিণত হইত, গ্যারিবল্ডীও হতমান হইতেন না। যাহা হউক্ যখন তাহা হয় নাই, তখন ভাবিতে হইবে যে তখনও প্রকৃত সময় উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু ফ্রাঙ্কোপ্রুসীয় সমরে ইতালীয় একতার প্রধান শত্রু তৃতীয় নেপোলিয়ন্ পর্য্যুদস্ত হইলে, ভিক্টর ইমানুয়েল্ অবাধে বা সামান্য বাধায় রোমে প্রবেশ করিয়া, গ্যারিবল্ডীর মনোরথ পূর্ণ করিলেন। ইতালীয় রাজ-সিংহাসন যিনি তুচ্ছ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় নিজ দ্বীপাবাসে বাস করিতেছেন, সেই মহাযোগীর একটী কামনা অতি বলবতী ছিল। রোম্‌কে পুনরায় ইতালীর রাজধানী করিতে হইবে—সর্ব্বকামনাত্যাগী গ্যারিবল্ডী কিছুতেই এ কামনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হইল। রোম্ অতঃপর ইতালীর রাজধানী হইল।

কিন্তু কর্ম্মযোগী গ্যারিবল্ডীর পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস বড় সহজ ব্যাপার নহে। এইজন্য যদিও তিনি রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে আর লিপ্ত হইলেন না, তথাপি শান্তিপ্রদকার্য্যে ব্যাপৃত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের সমরাবলীই তাঁহার মানবজাতির মঙ্গলসাধনার্থ শেষ উদ্যম। তাহার পর তিনি আর অস্ত্রধারণ করেন নাই। কৃষি, অতিথিসৎকার, ব্যক্তিগত বা জাতীয় দুঃখে সহানুভূতিপ্রকাশ, এবং

যতদূর সাধ্য তাহার উপশমনের চেষ্টা—এই সকল শান্তিময় কার্য্যেই তাঁহাব জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

যদিও ক্যাপ্রেরার গভীর নির্জ্জনতায় ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সহবাসসুখে তিনি অপূর্ব্ব প্রীতি লাভ করিতেন, তথাপি তাঁহার পীড়া সময়ে সময়ে তাঁহার প্রীতির ব্যাঘাত সম্পাদন করিত। এই সময় তাঁহার পুত্রকন্যাগণেরও সন্তানাদি হওয়ায় তাঁহার পরিবারবর্গের সংখ্যাও বাড়িয়া গেল। কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই, অথচ ব্যয়বাহুল্য উপস্থিত হইল। এই অর্থকৃচ্ছ্রতায় তাঁহাকে অগত্যা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় দান গ্রহণ করিতে হইল। জাতীয় মহাসভা গ্যারিবল্ডীর অর্থকৃচ্ছ্রতা বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহাকে এককালীন দশলক্ষ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা প্রদান করেন, এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত বৎসরে বৎসরে পঞ্চাশৎ সহস্র ফ্রাঙ্ক পরিমিত পেন্‌সনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। গ্যারিবল্ডী ছয় বৎসরমাত্র এই পেন্‌সন ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন।

গ্যারিবল্ডী রোমে।

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্যারিবল্ডী পুত্রকন্যাগণ লইয়া রোম্-পরিদর্শনে গমন করেন। যে রোম্ রক্ষার জন্য তিনি একদিন অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে দেখিয়া সেই রোমের অধিবাসিগণ গভীর কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ভিক্টর ইমানুয়েল্ রোমে বাস করিতে বড় ভাল বাসিতেন না বলিয়া, রোমের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাকে তত প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন না। সুতরাং তিনি নগরীতে আসিলে লোকে উৎসবে তত উন্মত্ত হইত না। কিন্তু গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের হৃদয়-সিংহাসনের অধিষ্ঠাতা দেব, তাই আজ গ্যারিবল্ডীকে পাইয়া তাঁহারা আজ উৎসবে প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের সে আনন্দ ও উৎসব বর্ণনাতীত। রোমীয়গণের সাধারণতন্ত্রস্মৃতি ও সাধারণতন্ত্রভক্তি এখনও এরূপ বলবতী ছিল যে, গ্যারিবল্ডী আজ রোমে 'সাধারণতন্ত্র' মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, তাহার ফল যে কি হইত কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু গ্যারিবল্ডী

তাহা না করিয়া সকলকেই বর্ত্তমান শাসনসমিতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে উপদেশ দিলেন, এবং স্বয়ং রোমীয় প্রতিনিধি সভার নিকট শপথ গ্রহণ করিলেন। ইহা স্বাভাবিকই। কারণ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্যারিবল্ডী নিজ হস্তে যে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, আজ কোন্ প্রাণে তিনি তাহাকে ভূপতিত ও পদদলিত করিবেন? মাধ্যমিকগণ (Moderates) ও আমূল সংস্কারবাদিগণ (Radicals) পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গ্যারিবল্ডীর সম্মানার্থ বিরাট্ আয়োজন করিতে লাগিলেন। মাধ্যমিকদলের উৎসব-আয়োজন ঔজ্জ্বল্যে আমূল-সংস্কারবাদী বা মৌলিকদলের আয়োজনকে সম্পূর্ণরূপে অধঃকৃত করিল। আর গ্যারিবল্ডী যখন রোমীয় মহাসভায় রোমের বন্দরনির্ণয়ে ও টাইবরনদীর গতি-পরিবর্ত্তন-কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য প্রস্তাব করিলেন, তখন মাধ্যমিকদলের অন্যতম সভ্য মিঙ্ঘেটাই (Minghetti) তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া মহাসভাকে ঐ কার্য্যের জন্য বাইট্ কোটী মুদ্রা ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। গ্যারিবল্ডী রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন, মহাসভার অধিকাংশ সভ্যেরই ইহা অভিপ্রেত ছিল। সুতরাং তাঁহারা এই প্রভূত অর্থ মঞ্জুর করিলেন, কিন্তু এই একটী কথা যোগ করিলেন যে, এই টাকা যে পরিমাণ সংগ্রহ হইবে, সেই পরিমাণ মাত্র দেওয়া যাইবে।

যাহা হউক্ গ্যারিবল্ডী মহাসভার সেই আশ্বাসবাক্যেই সন্তুষ্ট হইয়া সেই কার্য্যে মনপ্রাণ উৎসর্গ করিলেন। প্রতিদিন তিনি ইঞ্জিনীয়ার, সর্ভেয়ার, ও নানাপ্রকারের কল্পনাকারী লোকজন সঙ্গে করিয়া—টাইবর্ নদীর তীর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং মধ্যে মধ্যে রোমের ভাবী বন্দরের স্থান নির্ণয় করিবার জন্য সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ফিউমিসিনো (Fiumicino) বন্দরে গমন করিতেন। তাঁহাকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য মন্ত্রিসমিতি সর্ব্বপ্রকারে এই কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতেন। গ্যারিবল্ডী রোমের অদূরবর্ত্তী অগ্রো-রোমানো (Agro Romano) নামক জলাভূমি মৃত্তিকাদ্বারা পরিপূরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই জলাভূমি হইতে বিষাক্ত বাষ্পপুঞ্জ অনবরত উত্থিত

হইত। সেই উত্থিত বাষ্পপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হইয়া কোন কোন ঋতুতে রোমনগরীকে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি টাইবার্ নদীর তীরভূমি আরও উচ্চ করিবার সঙ্কল্প করেন। কারণ বর্ষাকালীন জলোচ্ছ্বাসে তীর ছাপাইয়া নদীজল তীরবর্ত্তী স্থানসকলকে প্লাবিত করে। জল সরিয়া গেলে সে সকল সিক্ত ভূমি হইতে দূষিত বাষ্প উদ্গত হইয়া ম্যালেরিয়া-জ্বরের সৃষ্টি করে। এইসকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্যারিবল্ডী টাইবর্ নদীর গতি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া ফিউমিসিনো বন্দরের সহিত মিলাইয়া ফিউমিসিনোকে মহানগরী রোমের বন্দররূপে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পুরাকালে মহামতি জুলিয়স্ সীজারও এই স্থানকেই রোমের বন্দরের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া স্বীকৃত করিয়াছিলেন।

গ্যারিবল্ডী কর্ত্তৃক রোমের উন্নতি সাধন।

গ্যারিবল্ডী নিজ ভূয়োদর্শনে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, যে স্থানে জাহাজ সকল সহজে মাল বোঝাই করিতে বা মাল নামাইতে পারে—এবং ঝড়বৃষ্টির সময় নিরাপদে থাকিতে পারে, সেই স্থানই বন্দরের সম্পূর্ণ উপযোগী। ফিউমিসিনো সেই সকল উদ্দেশ্যসাধনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া তিনি ইহাকেই রোমের বন্দররূপে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে, বহির্বাণিজ্য ব্যতীত জাতীয় শ্রমশীলতা পূর্ণ বিকাশ পায় না। আর শ্রমশীলতা বিকাশপ্রাপ্ত না হইলেও জাতীয় উন্নতি হয় না। সুতরাং সেই শ্রমশীলতা ও শ্রমশীলতার উদ্দীপক বহির্বাণিজ্য ব্যতীত জাতীয় স্বাধীনতা শূন্য শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, এবং প্রায়ই জাতীয় দুর্গতির কারণ হয়। কারণ—

"সুখিতম সেই দেশ যে দেশে সকলে—
প্রাণপণে করে শ্রম; জাতীয় মঙ্গলে,
আত্মাহুতি দিয়া সবে থাকে নিরন্তর—
রত তুলিতে সুফল ভূমি হ'তে হলে
অথবা নির্ম্মিতে সূক্ষ্ম শিল্পজাত করে,
প্রেরিতে সে সব শেষে দেশ দেশান্তরে"

গ্যারিবল্ডীর বক্তৃতা।

গ্যারিবল্ডীর এই সকল কার্য্যকলাপ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, তিনি সমরকে কখন জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন না, কেবল কোন মহৎ লক্ষ্যের সাধনোপায়মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। সে লক্ষ্য মানব জাতির সুখসীমার পরিবর্দ্ধন। রোমের শ্রমজীবিগণের সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের এই মহৎ উদ্দেশ্য তিনি বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদিগের সন্তানগণকে কৃষিকার্য্যে বা কোন না কোন প্রকার শিল্পকার্য্যে দীক্ষিত করেন। তাহা হইলেই তাহারা সাধুজীবিকা দ্বারা সুখে ও সচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে। সেই বক্তৃতার পরিশেষে তিনি শ্রমজীবিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত করেনঃ—"তোমরা তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের—সেই অতীত যুগের রোমান্‌দিগের—ন্যায় অধ্যবসায়শীল, নির্ভীক, অবিচলিত ও সদা-লক্ষ্য-নিরত হও। তোমরা আধুনিক ইংরাজগণকে আদর্শস্থলে আনিয়া তাঁহাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায়-শীলতার অনুকরণ করিবে। আমার বিবেচনায় সকল জাতি অপেক্ষা বর্ত্তমান ইংরাজগণের সহিত প্রাচীন রোমান্‌গণের চরিত্রগত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। কোন বাধা বিপত্তিই তাঁহাদিগকে লক্ষ্য-চ্যুত করিতে পারে না। কিছুতেই তাঁহারা ভীত হন না। যে কোনও লক্ষ্যসাধনে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হন, অবিচলিত ইচ্ছাশক্তির সহিত তাঁহারা তাহাতে প্রবৃত্ত হন, এবং কদাচ সে লক্ষ্যসাধনে তাঁহাদিগের যত্ন বিফল হয়। অকৃতকার্য্যতায় তাঁহারা কখন ভগ্ন-হৃদয় হন না। বার বার প্রতিহত হইলেও, যতক্ষণ লক্ষ্যসাধন না হয় ততক্ষণ তাঁহারা কিছুতেই নিবৃত্ত হন না। তাঁহাদিগের পদচিহ্নের অনুসরণ করিতে আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিই। আমি তোমাদিগের বন্ধু ও ভ্রাতা হইয়া ইহা অপেক্ষা ভাল উপদেশ তোমাদিগকে আর কিছু দিতে পারি না।" আমরাও গ্যারিবল্ডীর সহিত ঐক্যমতে ভারত-বাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে এই উপদেশ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গ্যারিবল্ডী সীজারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন, স্থির করিয়া-

ছিলেন বটে; কিন্তু অন্যান্য নগরের ঈর্ষাবশতঃ তিনি সে সঙ্কল্প সাধন করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই মহৎকার্য্য সাধনের ভার কোন ভবিষ্য মানবপ্রেমিকের উপর ন্যস্ত রহিল।

রোমে অবস্থিতিকালে তাঁহার শরীর তত সুস্থ ছিলনা। তাঁহার পুরাতন ক্ষতসকল তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। সুতরাং তাঁহাকে কাষ্ঠদণ্ডের উপর ভর দিয়া চলিতে হইল। এইজন্য তিনি ইতালীয় মহাসভার সভ্যের পদ পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন। তাহা স্থির করিয়া তিনি তাঁহার নির্ব্বাচকদিগকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন—"আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমার বড় আশা ছিল যে, আমি তোমাদিগের কোনও উপকারে আসিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার তাহা ভ্রম হইয়াছিল। কারণ আমার স্বাস্থ্য এতদূর ভগ্ন হইয়াছে যে, আমি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছি। তোমরা যে বিশ্বাস করিয়া আমায় তোমাদিগের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছিলে, তজ্জন্য আমি তোমাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। এই বিশ্বাস আমার জীবনের অবশিষ্ট কালে আমার স্মৃতির অতি প্রীতিকর বিষয় হইবে"।

গ্যারিবল্ডীর বিদায় গ্রহণ।

কিন্তু গ্যারিবল্ডীর সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের একান্ত অনুরোধে, এবং রাজার ও মন্ত্রিসমিতির সবিশেষ অনুনয়ে, তাঁহাকে অগত্যা পরিত্যাগ-পত্র ফিরিয়া লইতে হইল। গ্যারিবল্ডী ইতালীর ভিতর দিয়া যাইবার সময় নগরে নগরে প্রজাবর্গের প্রেমোন্মত্ত হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিতে করিতে চলিলেন। জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে যে সকল স্বজাতিপ্রেমিক বীর প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ ভিটার্বো (Viterbo) নগরে এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। গ্যারিবল্ডী সেই স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠার দিবস স্বয়ং তথায় উপস্থিত হওয়ায় বিশ্বজনীন জয়-নিনাদে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি যখন অর্টে (Orte) নগরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার সম্মানার্থ নাগরিক ঐকতানবাদ্য বাজিতে লাগিল, এবং

রাজপথের স্থানে স্থানে বিজয়-তোরণ-গোলকসকল * উত্থিত হইতে লাগিল। যখন নগর হইতে বহির্গত হইলেন, তখন প্রজাসাধারণ বহু-মাইল পর্য্যন্ত তাঁহার শকটের অনুবর্ত্তন করিলেন। অসংখ্য শকট, অসংখ্য অশ্বারোহী, ও গো-শকট, এবং সপ্ত ত্রিংশৎ সমিতি তাঁহাদিগের পতাকা ও ঐকতানিক বাদ্য লইয়া এই অভিযানে † যোগ দিয়াছিল। সপ্তবিংশ নগরপাল ‡ ও বিংশসহস্র লোক—ধরিতে গেলে সমস্ত জন-পদবাসীই—এই বিজয়-অভিযানে গ্যারিবল্ডীর সম্মানার্থ পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্যারিবল্ডীকেও তাঁহার কাষ্ঠদণ্ডের উপর ভর করিয়া সেই সঙ্গে কিয়দ্দূর পদব্রজে গমন করিতে হইয়াছিল। গ্যারি-বল্ডী বিদায়কালে উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় সেই জনসঙ্ঘের নিকট একটী বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার সহসামরিকগণের অনেকে সেই জনব্যূহের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে সবিশেষ আলাপ পরিচয় করি-লেন। গ্যারিবল্ডী অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইতালীতে গ্যারিবল্ডী পূজা।

গ্যারিবল্ডী প্রত্যেক ইতালীয়ের হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেব ছিলেন। এইজন্য ইতালীবাসীরা ভিক্টর ইমানুয়েল্ অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিত। ভিক্টর ইমানুয়েল্ সমবেত ও দাসত্বোন্মুক্ত ইতালীর প্রথম রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু সকলেই জানিত যে, গ্যারিবল্ডীর কৃপায় তিনি ইতালীর সিংহাসনে অধিরূঢ়। সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিত যে, ইতালীয় সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী গ্যারিবল্ডী। তিনি তাহাতে স্বেচ্ছাবঞ্চিত বলিয়া লোকের ভক্তি তাঁহার উপর দ্বিগুণিত হইয়াছিল। সেই হৃদয়-পোষিত ভক্তি গ্যারিবল্ডীকে দেখিলে শত-গুণিত হইয়া বিকাশ পাইত। রঘুনাথ রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসন আপন ইচ্ছায় ভরতকে প্রদান করিয়া বনগমনোদ্যত হইলে প্রজাসাধারণ যেমন তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিল, আজ সেই হৃদয়ভাবে উদ্বেলিত হইয়া অর্দ্ধে নগরের সমস্ত

---

* Triumphal arches.

† Procession. ‡ Mayor

অধিবাসী গ্যারিবল্ডীর অনুবর্ত্তন করিয়াছিল। যে দেশে হৃদয়মাহাত্ম্যের এত পূজা, সে দেশ কখন না উঠিয়া থাকিতে পারে ?

ক্যাপ্রেরাদ্বীপ হইতে এই সাময়িক অনুপস্থিতিকালেই সাধারণতান্ত্রিকদল গ্যারিবল্ডীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন যে, তিনি সামান্য অন্নব্যঞ্জনের লোভে সাধারণতন্ত্রপক্ষকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজতান্ত্রিকদলের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। গ্যারিবল্ডী অতি সংক্ষেপে এই অভিযোগের এইরূপ উত্তর প্রদান করেনঃ—"আমি কখনই মিথ্যাবাদীদিগের দলভুক্ত ছিলাম না। আমি বাস্তবঘটনায় সাধারণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলাম, এবং কখনই সে পক্ষের বিশ্বাস হনন করি নাই"। বস্তুতঃ স্বদেশকে বৈদেশিক অধীনতা হইতে উন্মুক্ত করাই গ্যারিবল্ডীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি সে লক্ষ্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করিতে ত্রুটি করেন নাই, সুতরাং সিদ্ধকামও হইয়াছিলেন। তিনি ম্যাট্‌সিনির নিকট বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র লইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক দিন হইতে মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল। গ্যারিবল্ডীর বিশ্বাসানুসারে তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রতি এরূপ অভিযোগ করা বৈপ্লবিক দলের উচিত হয় নাই। তাঁহার ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু প্রলোভনবশতঃ তিনি রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এ অভিযোগ গ্যারিবল্ডীর ন্যায় নিষ্কাম যোগীর উপর কোনমতেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। তিনি সাধারণতন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইলে নিশ্চয়ই আমেরিকায় ওয়াসিংটনের ন্যায় ইতালীতে সর্ব্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট্ হইতে পারিতেন, কিন্তু স্বার্থ তাঁহার হৃদয়ে কখনই স্থান পায় নাই। সুতরাং যখন তিনি দেখিলেন, সাধারণতন্ত্রের জয় হওয়া অসম্ভব, তখন তিনি রাজ্যতন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জাতীয় সমরে অবতীর্ণ হইলেন, এবং অবতীর্ণ হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিলেন।

ভিক্টর ইমানুয়েলের মৃত্যু।

আজ ইতালী একশাসনাধীনে আনীত। আজ ইতালীর প্রতিদুর্গে সগর্ব্বে জাতীয় পতাকা উড্ডীন। আর ইতালীয়কে এক কথা

বৈদেশিক পদরেণু বিরাজিত নাই। এই বিশাল ইতালীতে আজ অনন্ত শান্তি বিরাজমান। সুতরাং ভিক্টর ইমানুয়েলের জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই আজ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর কর্ম্ম-ক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন।

ভিক্টর ইমানুয়েলের চরিত্র।

ভিক্টর ইমানুয়েল্ একাধিকবার পীড়িত হইয়াছিলেন, এবং পারিবারিক মনস্তাপও পাইয়াছিলেন, সেই প্রতিবারই পুরোহিতগণ তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পোপের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টার জন্যই তাঁহার পীড়া ও মনস্তাপ ঘটিতেছে। কিন্তু রাজা কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। তিনি তাঁহার রাজ্যতন্ত্রের নিকট এবং তদীয় ভক্তপ্রজাবৃন্দের সমীপে যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কোন-প্রকার আধ্যাত্মিক ভয়েই তিনি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। এই কেন্দ্রীভূত রাজকীয় স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে পীড্মণ্টরাজ্যের সৌভাগ্য ক্রমশঃই উপচীয়মান হইতে লাগিল। সুধীর সুশৃঙ্খলায় ও সুশাসনে তাঁহার রাজ্যের ক্রমশঃই এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি সিবাষ্টোপোল্ (সিবাষ্টোপোল্) সমরে আঙ্গো-ফ্রেঞ্চ সেনার সাহায্যার্থ সপ্তদশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। এইরূপে তিনি ইউরোপীয় রাজবৃন্দের মধ্যে স্বাধীন স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে ভিক্টর ইমানুয়েল্ ও তাঁহার দেশ জাতীয় তুলনায় ক্রমশঃই উন্নত হইতে লাগিলেন। এদিকে সম্রাট্ নেপোলিয়ন্ ইতালীর উপদ্বীপে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য ক্রমেই খর্ব্ব করিতে লাগিলেন। ইতালীর অধিবাসিবৃন্দও বুঝিলেন যে, ইতালীতে এমন একটী রাজা আছেন, যাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। সুতরাং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টর ইমানুয়েল্ যখন সমবেত ইতালীর রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তাহাতে প্রতিবাদ করিবার কেহই ছিলনা। কারণ তিনি এতদিন ইতালীর প্রজাসাধারণের হৃদয়-সিংহাসনে অধিরূঢ় ত ছিলেনই। তবে তিনি যখন ইতালীর সিংহাসনে অধি-রোহণ করিলেন, তখন তাহারা প্রতিবাদ করিবে কেন? যাহা তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন, তাহা তাহারা প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া লইল

মাত্র। ইতালীর অন্যান্য রাজ্য ও অন্যান্য শাসনবিভাগীয় বা সমরবিভাগীয় প্রভুশক্তি—ভিক্টর ইমানুয়েলের আবির্ভাবে কোথায় নিমীলিত হইয়া গেল। ভিক্টর ইমানুয়েল্ নিজ চরিতমাহাত্ম্যে, এবং শাসনবিষয়িণী ও সমরবিষয়িণী প্রতিভাবলে সেই পতিত বা পতনোন্মুখী প্রভুশক্তি সকলের মধ্যে—সেই বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে—একাকী অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। যে সময়ে চতুর্দ্দিকে রণপণ্ডিতপ্রবরগণ সৈন্যগণ নিরস্ত্রীকৃত হইতেছে, সেই সময়েই তাঁহার ও তদীয় প্রিয়সুহৃৎ গ্যারিবল্ডীর নারায়ণী সেনা করাল অস্ত্রপ্রহারে অসুরদলনে উন্মত্ত রহিয়াছে। একদিকে বিষাদ—একদিকে হর্ষোন্মাদ। একদিকে ক্রন্দন—একদিকে হাস্যের তরঙ্গ। এ রহস্যভেদ করে কাহার সাধ্য?

যাহা হউক্ এক এক রাজার হস্ত হইতে শাসনদণ্ড যেমন স্খলিত হইতে লাগিল, ভিক্টর ইমানুয়েল্ অমনি তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার যোগ্যতা ও বিশ্বাসবত্তার প্রমাণ দিয়াছিলেন বলিয়াই প্রজারা তাঁহার এই কার্য্যের কোনও প্রতিবাদ করিল না। এই বিশ্বাসবত্তাই তাঁহার কৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ। কারণ ইতালীর বিপ্লবসাধনে যাঁহারা প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদিগের করাল অসি, অগ্নিময়ী জিহ্বা ও লেখনীও এই বিপ্লবের কৃতকার্য্যতার নিদান, তাঁহাদিগের নেতৃবৃন্দ সকলেই প্রায় রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালীর বিপক্ষ ছিলেন। তাহারা সাধারণতন্ত্রের প্রতি লোকের মনকে এতদূর প্রবণ করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। কেবল গ্যারিবল্ডীর ও ভিক্টর ইমানুয়েলের প্রতি লোকের প্রগাঢ় ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস থাকায়, প্রজাসাধারণ তাহাদিগের স্বাভাবিকী-সাধারণতন্ত্রিণী প্রবণতা-সত্ত্বেও রাজ্যতন্ত্রের দিকে হেলিত হইল।

ম্যাট্‌সিনি।

ইতালীর বিপ্লবের কথা বলিতে গিয়া আমরা সেই দেবর্ষি জোসেফ্ ম্যাট্‌সিনির নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই মহাযোগীর মন্ত্রপ্রভাবেই শত শত বৈপ্লবিক অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশের

উদ্ধারসাধনে প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী, ভিক্টর ইমানুয়েল, কাভুর প্রভৃতি স্বজাতিপ্রেমিকগণ সকলেই তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার বিশাল দেহ, ও বিলম্বিত মুখের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব দেখিলে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া বিবেচনা না করিয়া কেহ থাকিতে পারিত না। ম্যাট্‌সিনি ইতালীয় ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, সেই বীজ হইতে যে শস্য জন্মে, গ্যারিবল্ডী পরিপক্কাবস্থায় তাহা কাটিয়া ভিক্টর ইমানুয়েলের গোলায় তুলিয়া দিয়াছিলেন মাত্র। তিনি যৌবনে উদার রাজ্যতান্ত্রিক মতের প্রচার করিতেন। সমবেত ইতালীকে স্বাধীন করিয়া এক দেশীয় রাজার অধীনে আনয়ন করাই তাঁহার তখনকার লক্ষ্য ছিল। সে সময় তিনি ভিক্টর ইমানুয়েলের পিতাকে সেই পদে অধিষ্ঠিত করিবেন মানস করিয়া, তাঁহাকে এক পত্র লিখেন। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, ম্যাট্‌সিনি ইতালীকে সাধারণতন্ত্রে পরিণত করার সঙ্কল্প করেন। তাহার পর হইতে তিনি উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা ও রচনা দ্বারা অবিমিশ্রিত সাধারণতান্ত্রিক মতসকল প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ভিক্টর ইমানুয়েলের পিতা চার্লস আল্‌বার্ট প্রথমে জাতীয়দলের পক্ষসমর্থন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, শেষে অষ্ট্রিয়ার উত্তেজনায় তাঁহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অনেকের প্রাণসংহার করায়, ম্যাট্‌সিনির মত রাজনামের প্রতি বিদ্বেষবিশিষ্ট হইয়া উঠিল। পিতার প্রতি বিদ্বেষ পুত্রেও প্রতিবিম্বিত হইল। তাঁহার মনে স্বতঃই এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে, পিতা যখন জাতীয় বিশ্বাস হনন করিয়াছেন, তখন পুত্র তাহা করিবেন না, কে বলিতে পারে? এইজন্য তিনি রাজতন্ত্রের আশা একবারে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় পতাকায় 'ঈশ্বর ও জনসাধারণ (God and the people)' এই শব্দাবলী অঙ্কিত করিলেন।

বিশ্বাসঘাতক চার্লস আল্‌বার্ট ম্যাট্‌সিনির পত্রের প্রত্যুত্তরস্বরূপ তাঁহাকে স্বদেশ হইতে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত করিলেন। ম্যাট্‌সিনির বিশাল হৃদয় সেই নির্ব্বাসনে সঙ্কুচিত না হইয়া বিশালতর হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বদেশীয় নির্ব্বাসিতগণ লইয়া 'নব্য ইতালী (Young)' নামে

এক সার্ব্বজনিক সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তিনি ইহার লক্ষ্য ও পরিসর এত বিস্তৃত করিলেন যে, সভ্যজগতের সকল লোকই ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন। তিনি এই নবীনসমাজের কার্য্যপ্রণালী চালাইবার জন্য অসংখ্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ও ইতালীর উদ্ধারকার্য্যে গৃহীতব্রত। এই সকল গুপ্তচর দ্বারা তিনি ইতালীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গতিবিধির ও কার্য্যপ্রণালীর সংবাদ লইতেন। তিনি সেই সকল সংবাদ দ্বারা ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হইয়া রাজবৃন্দের অত্যাচারসকল জগতে উদ্ঘোষিত করিতেন, এবং ইতালীর প্রজাসাধারণকে রাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেন। কিন্তু তাঁহার আমূলসংস্কারের দুর্দ্দমনীয় বাসনা থাকায় তিনি রাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিকগণের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না। গ্যারিবল্ডী এই রাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিকগণের নেতা ছিলেন। সুতরাং তিনি গ্যারিবল্ডীর সহিত সমবেত হইয়া কোনও কার্য্য করিতে পারিতেন না। এইজন্য গ্যারিবল্ডীর দলও তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন না। নিয়োপলিটানগণের উদ্ধারকার্য্যে যদিও ম্যাট্‌সিনি অর্থে ও সৈন্যে গ্যারিবল্ডীর অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, তথাপি গ্যারিবল্ডী তাঁহার সহিত যোগে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন নাই। ফলে এই হইল যে, ম্যাট্‌সিনির আয়োজনে গ্যারিবল্ডী ইতালীর উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইলেন। যে বীজ বপন করিল, সে শস্যে বঞ্চিত হইল। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি নিষ্কামযোগী, তাহার তাহাতে দুঃখ কি? গ্যারিবল্ডীও পতিত হইলেন না, কারণ তিনি স্বদেশের মঙ্গলার্থ সে ফলে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইলেন। এইরূপে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই মহিমা অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল!

ম্যাট্‌সিনির জীবনের শেষাবস্থায় তিনি শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন বৈপ্লবিক কার্য্যক্ষেত্র হইতে প্রায় অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার আভ্যন্তরীণ তেজ নিবৃত্ত থাকিবার নহে। যেখানেই প্রজাপীড়ন, সেইখানেই ম্যাট্‌সিনির প্রাণ পড়িয়া থাকে। বিশেষতঃ লোকসাধারণের মহিমা কীর্ত্তন ও সংস্থাপনের জন্যই তাঁহার জগতে আবির্ভাব।

তাই ইতালীতে লোকতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী সংপ্রতিষ্ঠাপিত না হওয়ায়, তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। এইজন্য ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত কালে তিনি লোকতান্ত্রিক ইচ্ছাসৈন্য লইয়া সুইজর্লণ্ড হইতে বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য ইতালী-অভিমুখে অভিযান করিতেছিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে দিলেন না। বোধ হয় তখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। তাই তিনি ইতালীয় বৈপ্লবিক কার্য্যের অধি-নেতৃত্ব হইতে তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন। ১২ই মার্চ্চ মঙ্গলবার (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ) তারযোগে সংবাদ আসিল যে, ইতালীয় জাতীয় স্বাধীনতা নাটকের প্রধান অভিনেতা জোসেফ্ ম্যাট্‌সিনি বিগত ১০ই মার্চ্চ রবিবার পাইসা নগরে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইউরোপের মুকুটধারীগণ আজ নিস্তার পাইলেন। এতদিন ম্যাট্‌সিনির জন্য তাঁহারা সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। যেহেতু তাঁহার জ্বালামুখী রচনায় কোন্ দেশের প্রজাবৃন্দ কখন রাজ-বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়, তাহার নিশ্চয় ছিল না।

যে ম্যাট্‌সিনি দরিদ্রের পরম বন্ধু ছিলেন; যিনি রাজবৃন্দের প্রজা-সাধারণপ্রতি অত্যাচারে ব্যথিতহৃদয় হইয়া ইতালীয় রাজশক্তি সকলকে শতধা বিদীর্ণ ও বিশীর্ণ করিয়া সমবেত ইতালীর ভিত্তিপত্তন করিয়াছিলেন; এবং যিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় সাধারণতন্ত্রের নিয়মনকার্য্য হস্তে লইয়া নিজের প্রাজ্ঞতা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা, উৎসাহ-বত্তা, ও কার্য্যকারিতা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, তিনিই এই কার্য্যের বরমাল্য পাওয়ার প্রকৃত উপযোগী। হায়! আজ তাঁহার বরমাল্য পাওয়া দূরে থাকুক, তিনি ঘরের বন্ধুর সম্মাননা পর্য্যন্ত পাইলেন না। আজ তাঁহাকে নির্ব্বাসিত থাকিয়া তাঁহার চিরদিনের শ্রমসাধিত ও হৃদয়ের চিরলালিত ইতালীর সম্মিলন দূর হইতে উদাসীনভাবে দেখিতে হইল! ইহা অপেক্ষা কষ্টের কথা আর কি হইতে পারে?

ইতালীর নক্ষত্রমালা।

কিন্তু ম্যাট্‌সিনি! তোমার নিষ্কাম কর্ম্মের ফল তুমি স্বর্গে করিয়া ভোগ করিবে। তোমার দেশ, তোমার প্রতি অবিচার করুন, কিন্তু সেই সর্ব্বনিয়ন্তা-পরমন্যায়বান্ ভগবান্ তোমার প্রতি বিচার করিবেন। আর

ভবিষ্যপুরুষপরম্পরা অনন্তকালের জন্য তোমার যশোগান করিতে থাকিবে। তুমি মরিবা ও অনন্তকালের জন্য অমর হইয়া রহিলে! এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইতালীর নক্ষত্রমালা ইতালীয় গগণ হইতে একে একে স্খলিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্য পর্য্যবসিত হওয়ায়, যেন ভগবান্ তাঁহাদিগকে এ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রত্যাহার করিলেন। তাঁহারা সকলেই কর্ম্মযোগী ছিলেন। কাভুর, ম্যাট্‌সিনি, ভিক্টর ইমামুয়েল্, ও গ্যারিবল্ডী—এই চারিজন কর্ম্মযোগীর যোগসাধনার বলেই ইতালীয় বিপ্লব সংসাধিত হইয়াছিল। এই চারিজনের প্রথম তিনজন তাঁহাদিগের সাধনক্ষেত্র হইতে অন্তর্ধান করিলেন। এক্ষণে গ্যারিবল্ডী প্রকাণ্ড অতীত যুগের সাক্ষী-স্বরূপ হইয়া—অথবা ইহার স্মৃতিস্তম্ভীভূত হইয়া শুদ্ধ নিজ সন্নাম্যাত্রে বর্ত্তমান যুগের অভ্যুদয় সাধন করিতে লাগিলেন। বোধহয় ইতালীর পুনর্গঠনক্রিয়া এখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই বলিয়াই বুঝি বিধাতা তাঁহাকে আর কিছুদিন রাখিয়া দিলেন।

এই সময় সার্ভিয়া ও রাউম্যানিয়া প্রভৃতি তুরস্কীয় অধীন রাজ্য-সকল সুলতানের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তদীয় শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। তাহাদিগের জন্য গ্যারিবল্ডীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যে অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া তৎ-প্রতিকারে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, আজ উক্ত রাজ্যসকলের উৎ-পীড়িত প্রজাগণ সেইরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন দেখিয়া স্বতঃই তাঁহার মন তাঁহাদিগের সাহায্যে ধাবিত হইল। কিন্তু সে দুর্ব্বল শরীরে তিনি কাযতঃ তাঁহাদিগের কোনও সাহায্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি সংবাদপত্রে উদ্দীপনাপূর্ণ পত্রাবলী দ্বারা সভ্যজগতের সহানুভূতি তাঁহাদিগের দিকে উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তিনি ইংলণ্ডের মন্ত্রিবর্গকেও লিপিদ্বারা এবিষয়ে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই সকল পত্রাবলীর মধ্যে তিনি ইংলণ্ডের অমাত্যপ্রবর আরল্ রসেল্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই খানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই পত্রখানির মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"ক্যাপ্রেরা, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

গ্যারিবল্ডীর পত্রাবলী।

"প্রোজ্জ্বলকীর্ত্তি বন্ধুবর! তুরস্কীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণের নামের তালিকায় আপনার নাম সন্নিবেশিত করায়, আপনার মানবপ্রেমাত্মক মুকুটে একটী নূতন অমূল্য রত্ন খচিত করিয়াছেন। এই উজ্জ্বল-রত্ন-খচিত মুকুটে আপনার মুখশ্রী এখন হইতে অধিকতর শোভা ধারণ করিবে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় উৎপীড়িত প্রজাবৃন্দের স্বাপক্ষ্যে আপনার উদাত্ত ও শক্তিসম্পন্ন স্বর সমস্ত ইউরোপে শ্রুত হইয়াছিল। আপনার প্রসাদে ও ভগবানের কৃপায় ইতালী আর ভৌ-গোলিক নাম মাত্র নহে। আজ আপনি আবার অধিকতর অসহায় ও অধিকতর উৎপীড়িত তুরস্কের প্রজাবৃন্দের স্বাপক্ষ্যে আপনার সেই মহাবীর্য্যশালী স্বর উত্তোলিত করিয়াছেন। ইতালীর বিপ্লবের ন্যায় ইহাও নিশ্চিত কৃতকার্য্য হইবে, এবং ঈশ্বর আপনার জীবনের অবশিষ্ট কয়বৎসর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিবেন। আপনি আমাকে এ বিষয়ে যাহাই করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। সর্ব্ব-ভক্তি-ভাজন আপনার সহধর্ম্মিণীকে আমি অন্তরের সহিত নমস্কার করিতেছি। যতদিন আমি জীবিত থাকিব আপনার প্রতি আমার অচলা-ভক্তি অটল থাকিবে।

"বিনয়াবনত সেনাপতি গ্যারিবল্ডী"।

ইহার কিছুদিন পরেই গ্যারিবল্ডী তুরস্কীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হার্জেগোভিনীয়গণকে (Herzegovinian) ও তাহাদিগের সহোত্থানকারী স্ল্যাভদিগকে (Sclavs) নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক উদ্দীপনাপূর্ণ পত্র লেখেনঃ—

"ক্যাপ্রেরা, ৬ই অক্টোবর, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

"হার্জেগোভিনার ও প্রাচ্য ইউরোপের উৎপীড়িত ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি,—

"তুরস্কীয়গণকে নিশ্চয়ই ব্রাউসাতে (Brousea) ফিরিয়া যাইতে হইবে। ইহারা বৃকের ন্যায় বস্‌ফরস্ (Bosphorus) পার হইয়া আসিয়া প্রাচ্য ইউরোপের অধিবাসিবৃন্দের গৃহে অগ্নিপ্রদান, তাঁহাদিগের স্ত্রীলোকগণের সতীত্বনাশ এবং অবশেষে তাঁহাদিগের অনেকের প্রাণনাশ করিয়া ইউরোপে আপনাদিগের রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল।

যে পিলাস্জি জাতি ইউরোপের আদিম সভ্যতা-প্রচারক, ইহারা তাহাদিগের প্রায় উচ্ছেদসাধন করিয়াছিল। ইউরোপের প্রাচ্য ভাগকে ইহারা দুরবস্থার চরম সীমায় আনীত করিয়াছে। আর ইহাদিগকে তথায় বিচরণ করিতে দেওয়া হইবে না। ইহাদিগের কামুকতা, ধ্বংসপ্রিয়তা, ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ইহারা ব্রাউসাতে যথেষ্ট সুবিধা পাইবে। ইহারা এসিয়া মাইনরে যাউক্ এবং তথায় যাইয়া তথাকার অধিবাসিবৃন্দকে নির্য্যাতিত করিয়া অবশেষে তাহাদিগের পূর্ণধ্বংস বিধান করুক্। ইউরোপীয়গণের তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। এক্ষণে * মণ্টিনিগ্রো, হার্জেগোভিনা, বোস্নিয়া, সার্ভিয়া, থেরাপিয়া, ম্যাসিডোনিয়া, গ্রীস্, ইপাইরস্, আল্বেনিয়া, বল্গেরিয়া, ও রাউমেনিয়ার † —বীরপুত্র!—তোমরা সকলে একবাক্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হও। তোমাদের সকলেরই সম্মুখে অতীত পুরুষপরম্পরার অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী—প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যেই লিয়োনিডাস্ (Leonidas), আচিলিস্ (Achilles), আলেক্জাণ্ডার (Alexander), স্ক্যাণ্ডারবেগ (Scandrebeg) ও স্পার্টাকস্ (Spartacus) প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা বীরবৃন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং অনুসন্ধান করিলে এখনও তোমাদিগের সুদৃঢ়কায় অধিবাসিবৃন্দের মধ্যেই স্পার্টাকস্ ও লিয়োনিডাস্ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। রাজনীতির কূট-মন্ত্রণার উপর কখন বিশ্বাস স্থাপন করিও না। ঐ হৃদয়শূন্যা বৃদ্ধা কুহকিনী নিশ্চয় তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিবে। কিন্তু জানিবে যে জগৎভিতরে যত সহৃদয় লোক আছেন, সকলেই তোমাদিগের পক্ষে। ইংলণ্ড যদিও আজও পর্য্যন্ত তুরস্কের প্রতি অনুকূল আছেন, তথাপি তিনি তদীয় অমাত্যবর লর্ড রসেল্ দ্বারা প্রকারান্তরে জানাইতেছেন যে তিনি ঐ সকল ইউরোপীয় জাতিনিচয়কে যথেচ্ছাচারিণী যাবনিকী প্রভুশক্তির শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইয়া একটী সমবেত সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইতে দেখিতে

---

* Montenegro, Herzegovina, Bosnia, Servia, Therapia, Macedonia, Greece, Eperus, Albania, Bulgaria, and Roumania.

ইচ্ছা করেন। যাও—তবে তোমরা তুরস্কীয়দিগকে ব্রাউসা পর্য্যন্ত রাখিয়া আইস! ইহা ব্যতীত তোমাদিগের স্বাধীন ও শৃঙ্খলমুক্ত হইবার আর কোনও আশা নাই। বস্ফোরসের এদিকে থাকিলে দুর্দ্দান্ত অটোমানগণ (Ottoman) নিরন্তর সমরে নিমগ্ন থাকিবে। সুতরাং তোমরা মানবজাতির পবিত্র অধিকার হইতে চিরদিন বঞ্চিত থাকিবে।

"সেনাপতি গ্যারিবল্ডী।"

বৈপ্লবিক তরঙ্গমালা।

ইতিহাস সপ্রমাণ করিয়াছে যে গ্যারিবল্ডীর উদ্দীপনা বাক্য বিফল হয় নাই। তাঁহার মন্ত্রপ্রভাবে ঐ সকল জাতির অধিকাংশই তুরস্কের অধীনতাশৃঙ্খল চূর্ণীকৃত করিয়া স্বাধীন রাজ্যসকলে পরিণত হইয়াছে। ভাবিলে বোধ হয় যেন ঊনবিংশ শতাব্দী জগৎ হইতে অধীনতা উঠাইয়া দিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ) আমেরিকা যে বিপ্লবতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই তরঙ্গমালা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ফরাশি রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে সেই তরঙ্গমালা কিছুকাল ধরিয়া সেই দেশকে আলোড়িত করিয়া ক্রমশঃ প্রাচ্যদেশাভিমুখিনী হইতেছে। তরঙ্গমালা 'লোক সাধারণ ও ঈশ্বর' এই অক্ষরাঙ্কিত পতাকা সম্মুখে লইয়া অপ্রতিহতবেগে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ইহার প্রভাবে ইতালী উঠিয়াছে; গ্রীস সঞ্জীবিত হইয়াছে, সার্ভিয়া, রাউমিনিয়া প্রভৃতি প্রদেশসকলও স্বাধীন হইয়াছে। ইহার সম্মুখে ইউরোপীয় মুকুটীগণ ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইয়াছেন। সেই বিরাট্ পতাকা লইয়া এই বৈপ্লবিক তরঙ্গমালা কখন কোন্ দেশে উপস্থিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এই তরঙ্গমালা আমেরিকা ও ইউরোপের শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চার করিয়াছে! ইহার প্রভাবে আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই লোকতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইতেছে। অল্পদিন হইল প্রকাণ্ড ব্রাজিল্ সাম্রাজ্য সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এই তরঙ্গমালার গতি স্থির নাই, ইহা কখন প্রাচ্যে, কখন প্রতীচ্যে, কখন উদীচ্যে এবং কখন বা দক্ষিণে ধাবিত হইতেছে। ইহার প্রভাবে

অচেতন জগৎ যেন সচেতন হইতেছে! এক প্রকাণ্ড তাড়িৎ যন্ত্র যেন নিদ্রিত জাতিসকলের স্নায়ুমণ্ডলীতে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিয়া দিতেছে। যাহার নয়ন আছে, সে নয়ন ভরিয়া এই বিশ্বব্যাপী সঞ্জীবনব্যাপার দেখিয়া জীবন সার্থক করুক্! ভাবুক! আর ঘুমাইয়া কেন? একবার নয়ন মেলিয়া বিশ্বপতির এই অপূর্ব্ব সঞ্জীবনক্রীড়া পরিদর্শন করিয়া ইহজীবনের সাধ মিটাও! যাহার অদৃষ্টে সম্ভোগ ঘটেনা, তাহার দর্শনেও বাসনা চরিতার্থ করিয়া লওয়া উচিত। উঠ! আর কুম্ভকর্ণের ন্যায় অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকিও না! উঠিয়া একবার নয়ন মেলিয়া সেই অপূর্ব্বদৃশ্য দেখ!

মিলান্‌বাসী সাধারণতান্ত্রিকগণ মেণ্টেনাযুদ্ধে উৎসৃষ্টপ্রাণ বীরবৃন্দের স্মরণার্থ যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত করেন, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরমাসে সেই স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা হয়। গ্যারিবল্ডী সেই উপলক্ষে ইউরোপ-পরিদর্শনে গমন করেন, এবং যথাসময়ে প্রতিষ্ঠাস্থলে উপস্থিত হন।

গ্যারিবল্ডীর শারীরিক অবস্থা।

তাঁহার বার্দ্ধক্য, ও ক্ষতজনিত দৌর্ব্বল্য, এবং বাতাদি পীড়া-নিবন্ধন তিনি অনায়াসে এ পরিভ্রমণ-কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবার ওজর করিতে পারিতেন, কিন্তু গ্যারিবল্ডী সে ধাতুর লোক ছিলেন না। সামান্য পীড়া বা যাতনা তাঁহাকে সাধারণকার্য্য হইতে কখনই বিরত করিতে পারিত না। সেই জন্য তিনি তাদৃশ দুর্ব্বল অবস্থাতেও তথায় গিয়া সেই স্মৃতিস্তম্ভের অবগুণ্ঠনমোচনকার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিলেন। তাঁহার সেই সময়কার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীর কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই সাহসে সকলেরই মন তাঁহার প্রতি ভক্তিগদগদ হইয়া উঠিল। তিনি এত দুর্ব্বল ছিলেন যে, মাদুরে করিয়া তুলিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে সংস্থাপিত করিতে হইয়াছিল। সেই অবস্থায় সেই লোকাকীর্ণ রাজপথের মধ্য দিয়া তিনি বাহিত হইলেন। মিলান্‌-নগরের প্রাসাদাবলীর বারাণ্ডা ও গবাক্ষমালা দর্শকমণ্ডলীতে ভরিয়া গিয়াছিল। পাদচারী দর্শকমণ্ডলীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহারা গ্যারিবল্ডীর অভ্যর্থনার মহান্ উৎসাহে যোগ দিলেন।

চতুর্দ্দিক হইতে গ্যারিবল্ডীর অনন্ত কীর্ত্তিকলাপ উদ্গীত হইতে লাগিল। সেই অনন্ত জনতা ও সেই হৃদয়োত্থিত স্তুতিগীতি সংসূচিত করিয়া দিল যে, গ্যারিবল্ডী জরাজীর্ণ ও রোগগ্রস্ত হইয়াও তদীয় জন্মভূমিতে এখনও জীবন্তী শক্তি। তথাপি এ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ঐ দেখ! সেই ভুবন-বিজয়ী বীর শকটশয্যায় শয়ান থাকিয়া অতিকষ্টে এক হস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক সেই জনসঙ্ঘের হৃদয়গ্রাহী অভ্যর্থনার কথঞ্চিৎ প্রতিদান করিতে-ছেন। তদীয় আনন্দোৎফুল্ল মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে। একদিকে যেমন তদীয় বিশাল মুখ তাঁহার জীবনস্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে দেখাই-তেছে, অন্যদিকে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে জ্যোতিঃপুঞ্জ বিনির্গত হইয়া প্রতিপন্ন করিতেছে যে তাঁহার অন্তরাত্মার প্রতিভা এখনও অনির্ব্বাপিত রহিয়াছে।

ইতালীদেবীর অবগুণ্ঠনমোচন।

অবশেষে যখন তাঁহার শকট পিয়াঝা সাণ্টা মার্টা (Piazza Santa-marta) বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শকটের অশ্ব খুলিয়া মানুষে উচ্চস্থানে টানিয়া লইয়া গিয়া সেই স্মৃতিস্তম্ভের সম্মুখবর্ত্তী মঞ্চো-পরি সংস্থাপিত করিল। তখন গ্যারিবল্ডীর প্রার্থনামতে সেই স্মৃতি-স্তম্ভের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইল। দেখা গেল, একটী প্রকাণ্ড চতু-ষ্কোণ পাষাণময় পাদপীঠের উপর একটী রমণীমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। ইনিই ইতালী দেবী। ইনি অমরত্বপ্রদ বিজয়মাল্য হস্তে লইয়া সেই পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। সেই পাদপীঠের চারি পার্শ্বে খোদিত কার্য্যে চারিটী ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত রহিয়াছে। একটী পার্শ্বে মেণ্টানার আত্মরক্ষা, দ্বিতীয়টীতে মণ্টেরোটোণ্ডোর রক্ষা, তৃতীয়টীতে ব্যাঘ্রী কর্ত্তৃক রোমের প্রতিষ্ঠাতা রমিউলস্ ও রীমসের পোষণ, এবং চতুর্থটীতে মেণ্টানা যুদ্ধে নিহত বীরবৃন্দের স্মরণার্থ তাঁহাদিগের নামাবলী—খোদিত রহিয়াছে। গ্যারিবল্ডী এই সময়ের উপযোগী একটী বক্তৃতা লিখিয়া আনিয়াছিলেন। উঠিয়া তিনি স্বয়ং তাহা পাঠ করিতে অসমর্থ হওয়ায় সেনাপতি ক্যানঝিয়ে (Canzio) তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া তাহা পাঠ করিলেন। সেই বক্তৃতাতে তিনি উল্লেখ

করিয়াছিলেন যে মেণ্টানার ঘটনা, সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রভু-শক্তি ও সাম্রাজ্য লক্ষ্মীর উপর নৈতিক বিজয়সম্পাতক।

গ্যারিবল্ডীর জীবনের শেষ কয় দিন।

সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে গ্যারিবল্ডী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সাধারণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। কিন্তু সাধারণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গ্যারিবল্ডী জীবনের শেষ কয় দিন অতি নিভৃত ভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ পক্ষের স্ত্রী ফ্রান্সেস্কা (Francesca) ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র ম্যান্লিয়ো (Manlio) ও কন্যা ক্লেলীয়া (Clelia), তাহাদিগের ধাত্রী মিলাননগরীয় কোন মহিলা, এবং গ্যারিবল্ডীর দুই তিন জন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাত্র এই সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহার চিকিৎসকেরা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী ও চিকিৎসকগণের উপদেশানুসারে যাহা কার্য্য হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। সুতরাং গ্যারিবল্ডীর নিজের প্রবৃত্তিসত্ত্বেও তাঁহার কোনও সাধারণ কার্য্যে যোগ দেওয়া ঘটিত না। নানা স্থান হইতে যত টেলিগ্রাম্ আসিত, তাঁহার স্ত্রী তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া যে গুলির সংবাদ প্রীতিকর, সেইগুলিমাত্র তাঁহাকে শুনাইতেন। ক্রমে তাঁহার জীবন ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় নিয়মাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রতিদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিতেন, এবং যদি জলবায়ুর অবস্থা ভাল থাকিত, তাহা হইলে নিজ রথোপরি (Curricle) চড়িয়া সমুদ্রোপকূলে বায়ু-সেবনে বহির্গত হইতেন। তিনি বায়ুসেবন করিয়া নিজ গোলাবাড়ীর কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। তাঁহার বার্দ্ধক্য ও বিবিধ পীড়া সত্ত্বেও তাঁহার স্বর তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থার ন্যায় অতি পরিষ্কার, সুস্পষ্ট, উচ্চ, এবং সুমধুর ছিল। পথে ভ্রমণ করিতে করিতে যে কোন গ্রামীণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, তিনি তাহাকে অভিবাদন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাহার সহিত দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। যাহারা জানিত যে দারিদ্র্য, ক্ষত ও রোগাদিতে তাঁহার শরীর কিরূপ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহারা ইহা দেখিয়া

বিস্ময়াপন্ন হইত। বেলা ১১টার সময় তিনি মধ্যাহ্নভোজনের জন্য গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। তাঁহার আহার স্পার্টানের আহারের ন্যায় অতি সাদাসিদা ছিল। পিঁয়াজ ও আপল ফল দিয়া এক রূপ মাংস পিষ্টক প্রস্তুত করা হইত। তাহাই তিনি খাইতে বিশেষ ভাল বাসিতেন। ক্ষুধার তীব্রতা থাকিলে একখণ্ড মাংসকে বার বার অগ্নিদগ্ধ করিয়া তাহার পর ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ভক্ষণ করিতেন। কেহ যদি এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে তিনি এই বলিয়া উত্তর দিতেন যে,—"আমি অন্যপ্রকারে খাইতে পারি না। কারণ আমি যখন দক্ষিণ আমেরিকায় যুদ্ধ করিতাম, তখন আমার পাচক, পাকশালা, বা পাচনোপযোগী বাসনাদি কিছুই ছিলনা। যদি সৌভাগ্যক্রমে কোনদিন কোন মহিষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইত, আমরা তাহাকে বধ করিয়া তাহার মাংসে কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতাম"। আহারান্তে সেনাপতি পরিবারবর্গসহ ভোজন-ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী প্রশস্ত ঘরে গিয়া উপবেশন করিতেন। এই ঘর হইতে সমুদ্রোপকূলের দৃশ্য দেখিতে অতি মনোরম। এই ঘরে বসিলে অদূরে ম্যাডালেনাদ্বীপ (Maddalena) নয়নপথে আবির্ভূত হয়। অগ্রে সমুদ্রের দিকে কোন গবাক্ষ না থাকায়, গ্যারিবল্ডী সূর্য্যাতপ বা শীতল বাতাস সত্ত্বেও বাহিরে বহির্গত হইয়া সমুদ্রের শোভা সন্দর্শন করিতেন। পতিব্রতা ফ্রান্সেস্কা সেই অনিষ্ট নিবারণের জন্য গৃহপ্রাচীরে একটী জানালা ফুটাইয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং অতঃপর গ্যারিবল্ডী নিজ গৃহাভ্যন্তরে বসিয়াই সমুদ্রের ও সমুদ্রোপকূলের, এবং সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জের শোভা সন্দর্শন করিতেন। যদি কোন দিন আকাশের অবস্থা ভাল দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজ করিকেল্‌যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া দ্বীপের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ফ্রান্সেস্কার সম্পর্কীয় ভিন্‌ সেন্‌ঝো নামক একজন বলিষ্ঠ পীড্‌মণ্টীয় তাঁহার এই কারিকেল্‌যন্ত্র পশ্চাৎ দিক হইতে ঠেলিয়া লইয়া যাইত।

গ্যারিবল্ডীর পারিবারিক জীবন ও দুর্ঘটনা।

গ্যারিবল্ডী মিলান্‌ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় আষ্টি নগরে (Asti) তাঁহার শ্বশুরবাটী দিয়া আসিয়াছিলেন। এই যাতায়াতে

তাঁহার সবিশেষ কষ্ট বোধ হওয়ায়, তিনি ক্যাপ্রেরায় ফিরিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আর তিনি তাঁহার দ্বীপাবাস ছাড়িয়া কোনখানেই যাইবেন না। যে সময় তিনি গভীব যাতনায় অস্থির না হইতেন, এবং আপনাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ বলিযা মনে করিতেন, সেই সময় তিনি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সংবাদপত্রসকল পাঠ করিতেন। সকল সম্পাদকই তাঁহাকে বিনামূল্যে আপন আপন সংবাদপত্র পাঠাইয়া দিতেন। ইহাব মধ্যে মধ্যে তিনি আত্মজীবনী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ নবন্যাস মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন, এবং আর একজন তাহা শুনিয়া শুনিয়া লিখিত। এই সকল কার্য্যের মধ্যে তাঁহার ও তদীয় প্রাণপ্রিযা আনিটার কিশোরবয়স্ক পুত্র ম্যানলিয়োর (Manlior) শিক্ষাদান একটা প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং সে যে একজন বড় লোক হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এক দিন ঐ বালক মৎস্য ধরিতেছিল। গ্যারিবল্ডী তাঁহার গাড়ীতে চড়িয়া নির্নিমেষ-লোচনে তাহা দেখিতেছিলেন। এমন সময হঠাৎ সেই গাড়ী উল্‌টাইয়া যাওযায, গ্যারিবল্ডী ভূপতিত হন। তাঁহার মস্তক অতি বেগে এক উপলখণ্ডের উপর পতিত হওয়ায়, ইহাতে গুরুতর আঘাত লাগে। তিনি কিয়ৎকাল অজ্ঞান ও অভিভূত হইয়া থাকেন। চৈতন্যলাভের পর যখন নযন উন্মীলিত করেন, তখন দেখেন যে তাঁহাব বালক তদীয় দেহের উপব আনত হইয়া ভয়ে কাঁপিতেছে ও তাহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতেছে। গ্যারিবল্ডীর যেন নিজের কিছুই ঘটে নাই—এইরূপ নির্লিপ্তভাবে ও ধীর গম্ভীরস্বরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন!—"কি! যে তুমি বীরসৈনিকপুরুষ হইবে বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ কর, সেই তুমি আজ কোটাকতক রক্ত দেখিয়া কাঁদিতেছ? কি লজ্জার কথা"!

গ্যারিবল্ডীর বায়ু পরিবর্ত্তন।

যদিও ক্ষত তত গুরুতর হয় নাই, তথাপি তাঁহার সমস্ত শরীরে, এরূপ একটা ধাক্কা লাগিয়াছিল, যে ইহার পরেই তাঁহার তীব্র কাশী (Bronchitis) উপস্থিত হইল। তাঁহার পরিবারবর্গ ও চিকিৎসক-

গণের সকলেরই বিবেচনা হইল যে তাঁহাকে লইয়া কোন অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর স্থানে গিয়া শীতকাল অতিবাহিত করা উচিত। ইহার জন্য ডোসিলিপো (Dosilipo) নগর স্থিরীকৃত হইল। যখন তাঁহার জাহাজ নেপল্‌সের উপকূলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তখন সমস্ত নেপল্‌সরাজ্যের লোক ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তার অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমুদ্রোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্যারিবল্ডী তাঁহার জাহাজের এক ক্যাবিনে এক শিবিকায় শয়ান থাকিতেন। পবিত্র বায়ুর নিরন্তর আগমের জন্য দিবসে সেই ক্যাবিনের শিরোদেশ অনাবৃত থাকিত। তীরস্থ লোকেরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিত, যে মধ্যে মধ্যে তাঁহার শিবিকা তুলিয়া তাহাদিগকে দেখাইতে হইত। অতি ন্যূনবর্ণনায় বিশ্বাস করিলে বলা যাইতে পারে যে দুই লক্ষ লোকের কম তথায় সমাগত হয় নাই।

গ্যারিবল্ডী এত দুর্ব্বল ছিলেন যে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করার উত্তেজনা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এইজন্য নিয়োপলিটীয় শাসনসমিতির সভ্যগণ-মাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। তাঁহারা নিয়োপলিটীয়গণের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া গ্যারিবল্ডীর আগমনে নিয়োপলিটীয়গণের হৃদয়ানুভূত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তথায় তাঁহার চিকিৎসকগণ নিয়োপলিটীয় চিকিৎসকচূড়ামণিগণের সহিত তাঁহার পীড়াসম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। সকলেই একমত হইয়া বলিলেন যে "টার্পিন্‌তৈল আঘ্রাণ করা, ও উত্তাপের সমতা রক্ষা করাই একমাত্র ব্যবস্থা। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার উত্তেজনা হইতে পৃথক ও পূর্ণশান্তিতে রাখিতে হইবে। এই সকল ভিন্ন তাঁহার রোগ মুক্তির আর উপায়ন্তর নাই"।

গ্যারিবল্ডীর ন্যায় সহিষ্ণু রোগী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার যন্ত্রণা নিবারণের যত কিছু চেষ্টা হইত, তিনি তাহার জন্য সততই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন, এবং কিছুতেই অধীর বা বিরক্ত হইতেন না। নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা তাঁহার জীবনধারণের অনিবার্য্য উপাদান হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কেহ একটু উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে তাহা

সহিতে পারিতেন না। কেবল প্রিয়তম পুত্র ম্যান্লিয়োর স্বর তাঁহাকে বিচলিত করিত না, আর কেহ তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তিনি তাহা সহিতে পারিতেন না। যখন রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া তিনি কথা কহিতে অসমর্থ হইতেন, তখনও তাঁহার নেত্রদ্বয় সস্নেহে তাঁহার প্রাণপুত্তলীর উপর প্রোথিত থাকিত। আর যখন তিনি একটু সুস্থ থাকিতেন, তখন তাঁহার জীবনের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী এবং তাঁহার সহচরগণের ও তদীয় প্রাণাধিকা প্রথমা পত্নী আনিটার বীরত্ব-কাহিনী সেই বালকের নিকট বর্ণন করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ কয়মাস তিনি হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসের সহিত সর্ব্বদা তাহার মায়ের গল্প তাহার নিকট করিতেন। আনিটার প্রতিমূর্ত্তি ক্যাপ্রেরায় তাঁহার শয্যার শীর্ষে সতত বিলম্বিত থাকিত। তিনি সকলের নিকট মুক্তকণ্ঠে বলিতেন যে তাঁহাতে যাহা কিছু ভাল ছিল, সে সমস্তই তিনি আনিটার নিকট পাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ পরের জন্য চিন্তা করিতে আনিটাই তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এরূপ পত্নী যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তিনি যে ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? এইরূপ নেপোলিয়ন্ দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন, জোসেফাইনের গুণে, এবং জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রতিভাও বিকসিত হইয়াছিল, তদীয় পত্নীর সহবসতিতে। সেইরূপ সীতা রামের, দময়ন্তী নলের, সাবিত্রী সত্যবানের, দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের, গৌরীগঙ্গা শিবের ও রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের—চরিত্রবিকাশের নিদানীভূত হইয়াছিলেন। প্রকৃতি-পুরুষের যথাযথ মিলনেই এই জগতের উদ্ভব ও বিকাশ! যেখানেই অযথা মিলন, সেইখানেই ব্যভিচার—সেইখানেই জগতের সৌন্দর্য্য বিলোপ! মোহান্ধ লোকে ইহা দেখিয়াও দেখে না—বুঝিয়াও বুঝেনা—ইহাই আশ্চর্য্যজনক!

গ্যারিবল্ডী মুমূর্ষু অবস্থায়।

গ্যারিবল্ডী সিসিলীয় ভেস্পারগণের (Vesper) বষ্ঠ শতাব্দীর উৎসব-উপলক্ষে সিসিলী সন্দর্শন করেন। তাঁহার জীবনের এই শেষ সিসিলী-পরিদর্শন। সিসিলীতে যাইয়াও তিনি শারীরিক দুর্ব্বলতা ও

পীড়ার যন্ত্রণায় উৎসব-স্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া সকলেই ব্যথিত হইলেন, এবং বুঝিলেন যে সে মহাজীবনের শেষ দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

গ্যারিবল্ডী সেই মুমূর্ষু অবস্থায় ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসে ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায়, তাঁহার চিকিৎসার্থ রোমের সুবিখ্যাত দন্তচিকিৎসক ডাক্তার সার্লেটী (Sirletti) কে ডাকিয়া পাঠান হয়। তিনি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ মে তারিখে গ্যারিবল্ডী ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিলে ম্যানলিয়োকে বলিলেন যে "আজ আপনার পিতার মুখাকৃতির অবস্থা ভাল নহে"। সেই দিন গ্যারিবল্ডী তদীয় দ্বীপাবাসের অর্দ্ধমাইল দূরে পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেই দিকে সমুদ্রোপকূলে একটী নিকুঞ্জমধ্যে তাঁহার রোজা (Rosa) ও আনিটা (Anita) নামে দুইটী যুবতী কন্যার সমাধি মন্দির ছিল। গ্যারিবল্ডী জীবনের শেষ কয় বৎসর সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনি পরিমিত নৈশ ভোজনের পর ডাক্তার আল্‌বানীজ্ (Albanese), কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বন্ধু, ও পরিবারবর্গ লইয়া তাঁহাদিগের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেন। প্রধানতঃ তাঁহার যৌবনকালীন অবদানপরম্পরা—বিশেষতঃ ইতালীয় স্বাধীনতা-সমরে তাঁহার অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী—তাঁহার আলাপের বিষয়ীভূত হইত।

তিনি প্রীতিবিস্ফারিত লোচনে তাঁহার সোৎসুক প্রশ্নকারিগণের প্রশ্নের উত্তর দিতেন, এবং তাঁহার নিজের বীরত্বকাহিনী অপেক্ষা তাঁহার সঙ্গিগণের অবদানপরম্পরা বলিতে বিশেষ ভাল বাসিতেন। সময়ে সময়ে সেই সকল বীরত্বকাহিনী বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর উগ্র হইয়া উঠিত, ও তাঁহার নয়নযুগল হইতে যেন অগ্নি উদ্গীরিত হইতে থাকিত। তাঁহার সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তখন বোধ হইত যেন তিনি সেই ভীষণ সংঘর্ষ-সকলের সমুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তখন আনন্দে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে থাকিত। কিন্তু যেই তিনি উচ্ছ্বাসবেগে উঠিতে চেষ্টা করিতেন, অমনি তাঁহার চৈতন্য হইত। তিনি তখন বুঝিতেন যে তিনি আর সে ভুবনবিজয়ী বীর নহেন, বাতাক্রান্ত রোগী

মাত্র। অমনি হতাশতা আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিত। কিন্তু যদিও তাঁহার দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাঁহার মনের কার্য্যকরী বৃত্তি পরিস্ফুট ও অব্যাহত ছিল। যাহাকে তিনি একবার কার্য্যক্ষেত্রে দেখিয়াছিলেন, তাহার নামমাত্র তাঁহার নিকট উচ্চারণ করিলে, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন, এবং সেই উপলক্ষে তাঁহার জীবনের সূক্ষ্মতম ঘটনাবলী পর্য্যন্ত তিনি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেন। একদিন তিনি বন্দুকের লক্ষ্য শিক্ষার কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে কে একজন ডোমেনুসিয়ো কোরাৎঝির (Domenucio Corrazzi) নাম উল্লেখ করিল। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন—কোরাৎঝি! কোরাৎঝি! হাঁ আমি তাঁহাকে চিনি। তিনি আমার একজন উৎকৃষ্ট সৈনিকপুরুষ ছিলেন"। এই বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক তাঁহার জীবনের সমস্ত বীরত্ব-কাহিনী বর্ণনা করিলেন, এবং ডাক্তার সার্জেন্টকে দিয়া একখানি পত্র লিখাইয়া মেজর কোরাৎঝিকে রোমে গিয়া দিবার জন্য তাঁহার হস্তেই সমর্পণ করিলেন। এই পত্রই গ্যারিবল্ডীর স্বাক্ষরিত শেষ পত্র।

গ্যারিবল্ডী প্রতিদিন এইরূপে মনের আনন্দে কাটাইতেন বটে, কিন্তু সেই দিন প্রাণাধিকা দুহিতৃদ্বয়ের সমাধিভূমি দেখিয়া আসিয়া অবধি আর প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। তাঁহার মুখের বিষাদকালিমা দেখিয়া অশুভ লক্ষণ মনে করিয়া ডাক্তার সার্জেন্ট ও আলবেণী সেই ২৪এ মেই স্থির করিলেন যে, তাঁহাদিগের এক্ষণে আর ক্যাপ্রেরায় থাকা অনাবশ্যক। সুতরাং তাঁহারা আগামী কল্যই সেই দ্বীপাবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন—গ্যারিবল্ডীর নিকট এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন। গ্যারিবল্ডী এই সংবাদে নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন।

পরদিন প্রত্যূষে তাঁহারা তদীয় গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কিয়দ্দূরমাত্র গমন করিয়াছেন, অমনি গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আপনারা এই নিরুপায় বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছেন। কে বলিতে পারে—কবে আবার আমি আপনাদিগকে দেখিতে পাইব অথবা আর দেখিতে পাইব কি না"! এই বিদায়-বাক্য

উভয়পক্ষেই অতিশয় ক্লেশকর হইয়াছিল। যখন তাঁহারা কিছুতেই আর থাকিতে চাহিলেন না, তখন গ্যারিবল্ডী তদীয় কল্লিকেল্ যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া সমুদ্রোকূল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা জাহাজে উঠিবার জন্য যখন তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলেন, তখন তিনি বলিলেন—"বৃদ্ধব্যক্তির কপোলচুম্বনে অতি অল্প সুখ, এই-জন্য বলিতেছি আপনারা আমার ললাট চুম্বন করুন"। তাঁহারা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলে পর তিনি সার্লেটীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"আপনি আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া আমার প্রাণপ্রিয়া রোমনগরীকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানাইবেন"। তিনি যেন আরও কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, এবং নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। তখন কেবল অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"যাউন্! শীঘ্র যাউন্"! যতক্ষণ সেই জাহাজ দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ তিনি তাঁহার রুমাল্ ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। জাহাজ দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যে শয্যা লইলেন, তাহা হইতে আর উঠিলেন না!

গ্যারিবল্ডীর পরলোক গমন।

গ্যারিবল্ডীর মৃত্যুর দিন ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার অবস্থা এত মন্দ হইয়া উঠিল, যে রোম হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মিনোতীকে, এবং পালার্মো হইতে ডাক্তার আল্বানীজকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিতে হইল। ক্রমেই তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন্ শুক্রবার রজনীতে নব্যইতালীর নব্যতম যুগের শেষ বীর ইহলোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার রুগ্নশয্যার শিরোদেশের গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটিত ছিল। সেই গবাক্ষদ্বার দিয়া সেই সময় পরিদৃষ্ট হইল যে, কাসির্কাযীগের প্রতীচ্যসাগরে ভগবান্ অংশুমালী ডুবিতেছেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি গ্যারিবল্ডীর শোক সহিতে না পারিয়াই জলনিধিতে অঙ্গত্যাগ করিলেন। শেষ-প্রাণবায়ু উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে গ্যারিবল্ডী দেখিলেন যে একটী সুন্দর পক্ষী

তাঁহার গবাক্ষদ্বারে বসিয়া সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। দেখিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্ল বদনে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন—"আহা! কি সুখী এ!" এই কথা বলিতে বলিতে সেই মহাপুরুষের বদন জন্মের মত নীরব হইল।

গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু-সংবাদ।

তাঁহার মৃত্যুর ভীষণ সংবাদ ইতালীতে পৌঁছিবামাত্র সমস্ত ইতালী-বাসী গভীর শোকে অভিভূত হইল। বিশেষতঃ রোমে এই সংবাদ বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইল। এই সংবাদ যখন রোমে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল, তখন রঙ্গালয়সকলে অভিনয় হইতেছিল। এই সংবাদ শুনিবা-মাত্র রঙ্গালয় সকলের অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। বল্লে (Valle) রঙ্গা-লয়ে হাস্যরসের অভিনেতা যখন শ্রোতৃবৃন্দকে বলিলেন যে, "গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু হইয়াছে"—তখন শ্রোতৃমণ্ডলী হাস্যসম্বরণ করিয়া একতানে কাঁদিয়া উঠিলেন। সেই ঐকতানিক ক্রন্দনে রঙ্গালয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। আভ্যন্তরীণ রাজ্যের সেক্রেটারী জেনারল্ সিগনোর লোভিটো (Signor Lovito) এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। ইতালী-রাজ হাম্বার্ট (Humbert) জানিতেন যে, গ্যারিবল্ডী তাঁহার পিতার সুদৃঢ় ও অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি জানিতেন যে গ্যারিবল্ডী তাঁহার শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রায়ই বলিতেন—"ইতালী ও ভিক্টর ইমানুয়েল্"। এরূপ পরম বন্ধুর মৃত্যুতে, তিনি শোকে অভিভূত হইলেন। তিনি অতি-কষ্টে কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়া স্বহস্তে গ্যারিবল্ডী-তনয়কে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম করিলেনঃ—"তোমার পিতার মৃত্যুতে আমার যে শোক হইয়াছে, তাহা সমস্ত ইতালীবাসীর শোকের সমান অনুপাতে। আমার পিতা আমাকে শৈশব হইতেই সেনাপতির নাগরিকোচিত ও বীরোচিত গুণরাশির পূজা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার পর আমি স্বচক্ষে তাঁহার অদ্ভুত বীরত্বের কার্য্যসকল দেখিয়া, তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহার বীরত্বের জন্য তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি, এবং তাঁহার ভালবাসার জন্য তাঁহার প্রতি আমার গভীর কৃত-জ্ঞতা চিরদিন সমভাবে থাকিবে। তাঁহার অভাব এইজন্য আমি দ্বিগুণ

অনুভব করিতেছি। আমি আজ ইতালীয় জাতির সহিত, এবং মৃত মহাত্মার পরিবারবর্গের সহিত একযোগে তাঁহার মৃত্যুজনিত শোক প্রকাশ করিতেছি। তুমি আমার ও আমার জাতিসাধারণের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া আমাদের সাধারণ-শোক তোমার পরিবারবর্গের সকলকে জানাইবে।

'হম্বার্ট।'

গ্যারিবল্ডীর মৃত্যুতে ইতালীর গভীর শোক।

মিলানের কোন সংবাদপত্রের সংবাদদাতা গ্যারিবল্ডীর মৃত্যুসংবাদ উদীচ্য ইতালী কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, উজ্জ্বলবর্ণে তাহা নিম্ন-লিখিত প্রকারে অঙ্কিত করিয়াছিলেনঃ—"চির-হিমানী-সমাচ্ছাদিত আল্‌পস্‌ গিরি হইতে সূর্য্যরশ্মি-সমুদ্ভাসিত প্যালার্মো পর্য্যন্ত—সমস্ত ইতালীর আবালবৃদ্ধবনিতা—সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের কি উচ্চ কি নীচ, কি ধনী কি নির্ধন—সকলেই এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে—এই গভীর শোক-সংবাদে—যেরূপ কাতর হইয়াছিলেন, এরূপ কাতর তাঁহারা আর কখন হন নাই। মিন্‌সিয়ো গিরিমালার শিখরোপরি একটী ক্ষুদ্র নগরে এই সংবাদ যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন কেবল সূর্য্যোদয় হইয়াছে মাত্র। ট্রাম্‌ বা ট্রেনের ধ্বনি সে স্থানের নিস্তব্ধতা ভেদ করিতে পারে না। ম্যান্‌চুয়া (Mantua) ও ব্রেস্‌কিয়ার (Bresoia) মধ্যে যে বার্ত্তাবহ মেইল্‌ যাতায়াত করে, সেই মেইলের বাহকগণ দিবসে দুইবার মাত্র এ স্থানের শান্তিভঙ্গ করে। সে দিন হাটবার। সকলেই গুটিপোকার ক্রয় বিক্রয়ে একান্ত ব্যস্ত। এমন সময় আমার আফিসের বালক এক-খানি টেলিগ্রাম আনিয়া প্রচার করিল যে—গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু হইয়াছে! এই সংবাদে হাটের কোলাহল থামিয়া গেল। স্ত্রী পুরুষ—যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, বজ্রাহতের ন্যায় সে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। আর ক্রয় বিক্রয় করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। সকলেই ভাবিল যেন তাহার পরিবারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। আমরা চারি মাইল দূরবর্ত্তী একটী ষ্টেসনে গিয়া দেখিলাম—তথাকার দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিয়া

শরীরে শোকচিহ্নধারণ ও দোকানঘরে শোকচিহ্নসকল বিলম্বিত করিয়াছে। সকলের দোকান ও সকল গৃহের গাত্রে কৃষ্ণ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—"গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু হইয়াছে"। ডেসেন্‌জানো (Desenzano) হইতে মিলান্ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের লোকেরা উৎসুক-নয়নে প্রতীক্ষা করিতেছে—যদি কেহ আসিয়া তাহাদিগকে বলে যে সে সংবাদ মিথ্যা, কিম্বা যদিই তাহা সত্য হয়, যদি কেহ তাহাদিগকে সেই জাতীয় দুর্ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলিয়া দেয়। প্রতি ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম—গ্যারিবল্ডীর প্রিয় ভলণ্টিয়ার সৈন্যগণ দলে দলে আসিয়া টিকিট্ কিনিতেছেন—সকলেই ক্যাপ্রেরার যাত্রী। তাঁহাদিগের সঙ্কল্প—যদি তাঁহারা সমুদ্রতীরে আসিয়া জাহাজ না পান, অন্ততঃ সামান্য জেলে-ডিঙ্গী পাইলেও তাহাতে চড়িয়া তাঁহারা ক্যাপ্রেরায় গমন করিবেন। ক্যালাটাফিমি রণক্ষেত্রে আহত বীরবৃন্দের মধ্যে মেজর-ক্যারিওলেটী (Major Carriolati) গ্যারিবল্ডীর অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তিনি আমাদিগের সঙ্গে আসিতে আসিতে আমাদিগকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্যারিবল্ডী যখন ট্রেন্ হইতে নামিয়া বৃদ্ধা অন্ধ জননীকে দেখিতে গিয়াছিলেন—সে সময়ের ঘটনা বলিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা যখন মিলানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম, তখন দেখিলাম যে নগর জন-প্রাণীশূন্য। দেখিয়া বোধ হইল যেন ভীষণ মহামারী আসিয়া সে নগরের অধিবাসিবৃন্দকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধাংশ বিভিন্ন সভার সভ্যগণ-কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন দ্বারা আহুত হইয়া মিলানের অধিবাসিবৃন্দ নগরের সমাধিস্থানে আসিয়া তথা হইতে গ্যারিবল্ডীর প্রতিমূর্ত্তি কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া আপনারা স্কন্ধে বহন করিয়া সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে।

"এই সময় একজন আগন্তুক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—যে 'আজ আমি এই মহানগরে—ইতালীর আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের কেন্দ্রীভূত ও আভ্যন্তরীণ জীবনের মধ্যবিন্দুস্বরূপ—এই নগরের যেরূপ শোকচিহ্ন দেখিতেছি, আমার ক্ষুদ্র নগরেও সেইরূপ শোক বিকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। তথায় সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পরিত্যাগ

করিয়া কেবল হাহাকার করিতেছে। দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিয়া, ও শিল্পীরা শিল্পযন্ত্রসকল ফেলিয়া শোকের উচ্ছ্বাসে কে কোথায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, সকল নগরের অবস্থা তুলনা করিলে আপাততঃ বোধ হয় যেন এক রাজকীয় টেলিগ্রামের বলে সমস্ত জাতি একইরূপ শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সকল লোকেই মনে করিতেছে যে তাহার গৃহের কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং প্রতিগৃহই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই বিশ্বব্যাপী শোকে যোগ দিয়াছে। আজ গ্যারিবল্ডী এ পৃথিবীতে নাই বলিয়া—কেহই সান্ত্বনা পাইতে স্বীকৃত হইতেছে না।

"আজ সোমবার—আজও সূর্য্যদেব শোকের তরঙ্গলীলা বিকাশ করিবার জন্য যেন গগনে অরুণবর্ণে উদিত হইলেন। আজও কৃষ্ণ-পতাকাসকল অর্দ্ধাবনত ভাবে মিলানের সৌধমালার শিখরদেশ হইতে বিলম্বিত হইতেছে, আপণশ্রেণীসকল বন্ধ রহিয়াছে, এবং নগরের প্রত্যেক অধিবাসী কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত রহিয়াছে। রাজপ্রাসাদ হইতে ক্ষুদ্র মিউনিসিপাল্ অট্টালিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ইতালীর ত্রিবর্ণ পতাকা অর্দ্ধাবনত হইয়া গগনে কৃষ্ণবর্ণ বিকাশ করিতেছে। মিলানের প্রত্যেক গৃহের গবাক্ষদেশ হইতে কৃষ্ণ পতাকাসকল বিলম্বিত হইতেছে। নানা স্থানে গ্যারিবল্ডীর চিত্রলিখিত প্রতিকৃতির উপর অনবরত পুষ্পমালা-সকল বিকীরিত হইতেছে। ফস্যাটী (Fossati) নামক রঙ্গালয়ে তাঁহার প্রতিকৃতির উপর এত পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল যে তাহা পুষ্পমধ্যে একবারে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছিল। সকল ব্যবসায় একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কেবল সংবাদপত্রের ব্যবসায় খরতরবেগে চলিতেছিল। অসংখ্য লোক কৃষ্ণ বর্ডার হস্তে ধারণ করিয়া কৃষ্ণবর্ডার-পরিশোভিত সংবাদপত্রসকল বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছিল।

ইতালীর তাৎকালিক অবস্থার আর একটী কাহিনী বর্ণনা করিব। মিলানে ও ইতালীর অন্যান্য প্রধান নগরীতে গবর্ণমেণ্ট আফিস্ ও স্কুল সকল বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু একটী স্ত্রীবিদ্যালয় আজ প্রাতে খোলা ছিল—এবং তথাকার ছাত্রীসকল যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া

ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একত্রিত হইয়া প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে বলিল—"মাঙ্গে! সাণ্টা-মেরিয়া, সাণ্টা-টেরেসা, ও সাণ্টা-লুকা প্রভৃতিব ভোজন উৎসবে আপনি আমাদিগকে বিদায় দেন, তবে কেন আজ গ্যারিবল্ডীব উৎসব-উপলক্ষে আমাদিগের বিদ্যালয় বন্ধ না দিবেন? —তাহাবা শিক্ষয়িত্রীকে এই কথা বলিয়া টেবিল্ উল্টাইয়া রাখিয়া গৃহে চলিযা গেল"।

ধন্য ইতালী! ধন্য তোমার বীরপূজা! ধন্য তোমাব রমণীগণ। গ্যাবিবল্ডী! তুমি আসিয়া আজ একবার তোমার পূজা দেখিযা তোমার নয়ন সার্থক কব।

গ্যারিবল্ডীব মৃত্যু-জনিত গভীর শোক শুদ্ধ যে ইতালীতে অনুভূত হইযাছিল—তাহা নহে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মাণী প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশেব সংবাদপত্রসকলে সেই মহাপুরুষেব মৃত্যু-জনিত শোকপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব অনুপম গুণাবলী কীর্ত্তিত হইযাছিল। অধিক কি, অষ্ট্রিয়াব, পোপের সংবাদ পত্রসকলও একবাক্যে তাঁহাব অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ, অসাধাবণ বীবত্ব, এবং তাহাব চরিত্রেব নিষ্কামত্ব উদ্‌ঘোষিত করিযাছিল। তাঁহাব এই সকল গুণসম্বন্ধে ইউরোপের মধ্যে মতভেদ নাই। ধন্য গ্যারিবল্ডী! ধন্য তোমাব চরিতমাহাত্ম্য! তুমি মরিয়াও এ পৃথিবীতে অমব হইয়া রহিযাছ!

সমাপ্ত।

উৎসর্গ।

মা জন্মভূমি! এ অধম সন্তান মা! তোমার কিছুই করিতে পারিল না। কত আশা মনে ছিল মা!—দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় হৃদয়ে উত্থিত হইয়া একে একে সকলই বিলীন হইল। এ অধম সন্তান মা! কি দিয়া তোমার সজল সকল বপুঃ শোভিত করিবে? কি আছে তাহার মা? দীন দুঃখী উৎপীড়িত ও মর্ম্ম-পীড়িত সন্তান জননীর কবে কি করিতে পারে মা? তবু কোন্ অকৃতজ্ঞ সন্তান মায়ের অনন্ত কৃপার ধার কিছু না শোধিয়া থাকিতে পারে মা! তাই আজ তোমার রাঙ্গা চরণে অঞ্জলি দিবার জন্য মা আজ আমি এই বীরকীর্ত্তিমালা গাঁথিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। যে সন্তান জন্মভূমির জন্য নিজের রুধির বিন্দু বিন্দু উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইতালীর সেই উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বীরচূড়ামণির জীবনী মালাকারে গাঁথিয়া তোমার চরণে অঞ্জলি দিতেছি মা! দয়া করিয়া নিজগুণে অধম সন্তানের এ ধৃষ্টতা, মাপ করিও মা। আশীর্ব্বাদ করিও মা! যেন সেই মহাপুরুষের ন্যায় নিষ্কাম হইয়া তোমার কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখি! আর কোন আশীর্ব্বাদ চাহি না।

অধম সন্তানস্য।

বিজ্ঞাপন

এই মহাজীবনী যথা সময়ে প্রকাশিত করিতে না পারায় আমি সুধীজনগণের নিকট বিশেষ লজ্জিত আছি। আশা করি তাঁহারা এ অধীনকে নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। আমি নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় প্রুফ সংশোধনের ভার অপরের উপর দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এই জন্য স্থানে স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। এত বড় জীবনীর অশুদ্ধ শোধন করিয়া শুচিপত্র দিলে গ্রন্থ-বাহুল্য হয় বলিয়া, আমি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। যদি ভগবানের কৃপায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সময় ইহার অশুদ্ধ শোধন করিয়া দিব। পাঠকগণের চক্ষে যদি কোন ভ্রমপ্রমাদ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইলে সবিশেষ উপকৃত হইব। ওয়ালেস্ ও ওয়াসিংটন্ এবং ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীর বিস্তৃত জীবনী লিখিব বলিয়া আমি মদীয় "আত্মোৎসর্গ" নামক গ্রন্থে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ভগবানের কৃপায় তাহার দুই খানি সম্পূর্ণ ও এক খানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় বাহির হইল। ম্যাট্‌সিনির জীবনীর দ্বিতীয় ভাগ ও ওয়াসিংটনের জীবনী প্রকাশিত হইতে বাকি রহিল। যত শীঘ্র পারি সেই দুই খানি সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিব। মানুষের সঙ্কল্প ঈশ্বরাধীন। সুতরাং ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ব্যতীত সিদ্ধকাম হইব এরূপ আশা করি না। এক্ষণে যে গুলি প্রকাশিত হইল, সে গুলি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ যত্ন করিয়া পড়িলেই আমি পরিশ্রম স্বার্থক বলিয়া মনে করিব।

ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি!! ওঁ স্বস্তি!!!

পাবনা। ১৮৯০ খ্রীঃ, জানুয়ারী। } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

অবতরণিকা।

গ্যারিবল্ডীর জীবনের একমাত্র নিয়ন্ত্রী দুর্দ্দমনীয়া স্বাধীনতা-স্পৃহা। এই বলবতী স্পৃহা না থাকিলে, তিনি হয়ত জগতে একজন সাধু-প্রকৃতি বীরপুরুষ ও প্রখ্যাতনামা নাগরিক বলিয়া পরিচিত হইতেন। কিন্তু ঐ সকল গুণ এই দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতাস্পৃহা দ্বারা যুক্ত হওয়ায় লোকে তাঁহাকে এরূপ বীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, যাহা জগতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সহসা চর পাওয়া দুর্লভ। সেই মহীয়ান্ আদর্শের প্রতি তাঁহার বলবতী আসক্তি—তাঁহার সমস্ত পার্থিব স্নেহ মমতাকে নিজ বিশাল কুক্ষির অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। যদি তাঁহার চিত্ত পারিবারিক স্নেহ মমতায় আবদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাঁহা দ্বারা কখনই এই অসাধ্যসাধন হইতে পারিত না, এবং তাঁহার চরিত্রও এতাদৃশী পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত না। তিনি আজীবন এই মহামন্ত্রের শুদ্ধ সাধক ছিলেন এরূপ নহে, তিনি এই মন্ত্রের প্রধান দীক্ষাগুরু, এবং এই মন্ত্রোদ্দিষ্ট ব্রতের অদ্বিতীয় উদ্যাপয়িতা ছিলেন। ম্যাট্সিনি তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানময় জীবনে কার্য্যের ভাগ অতি অল্পই ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্রসমরের প্রকৃত নায়ক, ম্যাট্সিনিও সেইরূপ ইতালীয় স্বাধীনতাসমরের প্রকৃত নেতা। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্র সমরের বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়া অর্জ্জুনকে সেই নরমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, ম্যাট্সিনিও সেইরূপ গ্যারিবল্ডীপ্রমুখ বীরবৃন্দকে জাতীয় স্বাধীনতা সমরের ধর্ম্ম্যতা প্রতিপাদন করিয়া তাহার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে গৃহীত-ব্রত করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী শেষে গুরুর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজীবন গুরুদত্ত মন্ত্র সাধন করিতে ক্রটী করেন নাই। শিষ্য গুরু ত্যাগ করুন, কিন্তু গুরুদত্ত মন্ত্র ত্যাগ করেন নাই বলিয়া, গুরু বরাবর শিষ্যের সহায়তা ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আসিতেছিলেন। বিপ্লবসাধনসম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোনও মতভেদ ছিল না। বিপ্লবের সাধন সামগ্রী লইয়াও তাঁহাদিগের মতের অনৈক্য

অবতরণিকা

গ্যারিবল্ডীর জীবনের একমাত্র নিয়ন্ত্রী দুর্দ্দমনীয়া স্বাধীনতা-স্পৃহা। এই বলবতী স্পৃহা না থাকিলে, তিনি হয়ত জগতে একজন সাধু-প্রকৃতি বীরপুরুষ ও প্রখ্যাতনামা নাগরিক বলিয়া পরিচিত হইতেন। কিন্তু ঐ সকল গুণ এই দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতাস্পৃহা দ্বারা যুক্ত হওয়ায় লোকে তাঁহাকে এরূপ বীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, যাহা জগতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সচরাচর পাওয়া দুর্লভ। সেই মহীয়ান্ আদর্শের প্রতি তাঁহার বলবতী আসক্তি—তাঁহার সমস্ত পার্থিব স্নেহ মমতাকে নিজ বিশাল কুক্ষির অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। যদি তাঁহার চিত্ত পারিবারিক স্নেহ মমতায় আবদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাঁহা দ্বারা কখনই এই অসাধ্যসাধন হইতে পারিত না, এবং তাঁহার চরিত্রও এতাদৃশী পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত না। তিনি আজীবন এই মহামন্ত্রের শুদ্ধ সাধক ছিলেন এরূপ নহে, তিনি এই মন্ত্রের প্রধান দীক্ষাগুরু, এবং এই মন্ত্রোদ্দিষ্ট ব্রতের অদ্বিতীয় উদ্যাপয়িতা ছিলেন। ম্যাট্‌সিনি তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানময় জীবনে কার্য্যের ভাগ অতি অল্পই ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্রসমরের প্রকৃত নায়ক, ম্যাট্‌সিনিও সেইরূপ ইতালীয় স্বাধীনতাসমরের প্রকৃত নেতা। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্র সমরের বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়া অর্জ্জুনকে সেই নরমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, ম্যাট্‌সিনিও সেইরূপ গ্যারিবল্ডীপ্রমুখ বীরবৃন্দকে জাতীয় স্বাধীনতা সমরের ধর্ম্যতা প্রতিপাদন করিয়া তাহার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে গৃহীত-ব্রত করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী শেষে গুরুর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজীবন গুরুদত্ত মন্ত্র সাধন করিতে ত্রুটী করেন নাই। শিষ্য গুরু ত্যাগ করুন, কিন্তু গুরুদত্ত মন্ত্র ত্যাগ করেন নাই বলিয়া, গুরু বরাবর শিষ্যের সহায়তা ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আসিতেছিলেন। বিপ্লবসাধনসম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোনও মতভেদ ছিল না। বিপ্লবের সাধন সামগ্রী লইয়াও তাঁহাদিগের মতের অনৈক্য

ঘটে নাই। কারণ উভয়েই জাতীয় উপাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। উভয়েই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন যে বৈদেশিক সাহায্যে জাতীয় বিপ্লবসাধন করিতে গেলে পদে পদে প্রবঞ্চিত ও পর্য্যুদস্ত হইতে হইবে। তবে তাঁহাদিগের মতভেদ হইল কি লইয়া? তাহা বিপ্লব লইয়া নহে, বিপ্লবান্তে জাতীয় শাসনসমিতির পুনর্গঠন লইয়া। গ্যারিবল্ডী ম্যাট্‌সিনির নিকট বৈপ্লবিকমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বিপ্লব সাধিত হওয়ায় সে মন্ত্রের উদ্যাপন হইল। তখন গুরু ও শিষ্যের পূর্ণ কার্য-স্বাধীনতা জন্মিল। তখন গ্যারিবল্ডী রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া ভিক্টর ইমানুয়েল্‌কে সমবেত ইতালীর রাজপদে বরণ করিলেন। কিন্তু পূর্ণ লোকতান্ত্রিক ম্যাট্‌সিনি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চেষ্টা করায় স্বদেশ হইতে পরিক্ষিপ্ত হইলেন। ম্যাট্‌সিনি আদর্শচ্যুত না হইয়া দেবতার ন্যায় সুইজর্লণ্ডের গৈরিক আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন; গ্যারিবল্ডীও নিষ্কামত্বের পূর্ণ আদর্শস্বরূপ হইয়া আপনার বিজয়-ফলে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইয়া ক্যাপ্রেরার দ্বীপাবাসে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল কাটাইলেন। ম্যাট্‌সিনি দেবতা ছিলেন, সুতরাং মনুষ্যলোকের উপযোগী হইতে পারিলেন না; কিন্তু গ্যারিবল্ডী নর-নারায়ণ, সুতরাং তিনি নরলোকের উপযোগী হইয়া নিষ্কামভাবে নরলোকের সহিত মিশিয়া রহিলেন। তাই বলিতেছিলাম, একজনের আদর্শ নারায়ণ, ও অন্যতরের আদর্শ নর-নারায়ণ। এই নারায়ণ ও নরনারায়ণের মিলন ব্যতীত জাতীয় বিপ্লব কখনই সংসাধিত হইতে পারে না। এই জ্ঞানময় ও কর্ম্মময় জীবনের ঐকতানিক সাধনা ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্যই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ফ্রান্সের বিপ্লবে রুসো ও ভল্‌টেয়ার, আমেরিক বিপ্লবে আডাম্‌স ও ফ্রাঙ্কলিন্ ও এই ইতালীয় বিপ্লবে ম্যাট্‌সিনি—নারায়ণের অবতার। আর ফরাশি-বিপ্লবে নেপোলিয়ন্, আমেরিক বিপ্লবে ওয়াসিংটন, ও এই ইতালীয় বিপ্লবে গ্যারিবল্ডী—নর-নারায়ণের অবতার।

যে সময় ইতালী অধীনতার অন্ধতমসে পথহারা হইয়া বেড়াইতেছিল, সেই সময় ম্যাট্‌সিনি জ্ঞানের লণ্ঠন হস্তে করিয়া ইতালীয় জাতিকে

গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি যুবকবৃন্দ সেই আলোকের সাহায্যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গন্তব্যপথে যাইতেছিলেন। তিনি সেই ভবিষ্যরাজ্যের সমস্ত চিত্র তাঁহাদিগকে অগ্রেই দেখাইয়া দিয়াছিলেন। স্বাধীনতাবিজ্ঞানের মূল তত্ত্বসকল তিনি তাঁহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত-সঞ্জীবনী লেখনীর প্রভাবে তাঁহার অসংখ্য শিষ্যসকল আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার নেতৃত্বে এই বৈপ্লবিক সেনা বিজয়িনী হইল না। তিনি জ্ঞানময় ছিলেন, সুতরাং কর্ম্মে তাঁহার সবিশেষ অধিকার ছিল না। এইজন্য তাঁহার বৈপ্লবিক সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে নিঃসৃত হইল, ও হতাবশিষ্ট পলাইয়া বিদেশে গিয়া তদ্দত্ত মহামন্ত্রের সাধনা করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী সেই পলায়িত সাধকবৃন্দের অগ্রণী। সাধনা সমাপ্ত হইলে স্বদেশে আসিয়া তিনি সমস্ত সাধকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া বৈপ্লবিক সমরে অবতীর্ণ এবং অচিরাৎ সিদ্ধকামও হইলেন। কিন্তু তিনি যখন বহুদিনের নির্ব্বাসনের পর ইতালীক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন, তখন ম্যাট্‌সিনির মন্ত্রপ্রভাবে চল্লিশ সহস্র ভলণ্টিয়ার সৈন্য তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। ম্যাট্‌সিনি নিজের রণবিষয়িণী প্রতিভার অভাব ও গ্যারিবল্ডীতে তাহার ভাব দেখিয়া বৈপ্লবিক কার্য্যের নেতৃত্ব গ্যারিবল্ডীর হস্তেই প্রদান করিলেন। তিনি বাধা দিলে গ্যারিবল্ডী কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। তাঁহার সাহায্যেই তিনি অল্পসময়ে ও অল্পায়াসে অভীষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই জন্য ইতালী ম্যাট্‌সিনিকে তাহার প্রধান শিক্ষক ও নেতা বলিয়া হৃদয়ের সহিত পূজা করে, এবং গ্যারিবল্ডীকে তাহার উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া অন্তরের সহিত ভালবাসে ও ভক্তি করে।

গ্যারিবল্ডী, আধুনিক রোমের সিন্‌সিনেটস্‌। যিনি শুদ্ধ কর্ত্তব্যসাধন ব্যতীত আর কোনও সম্মানের প্রার্থী ছিলেন না; যে পবিত্র ব্রতের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি তাহার উদ্যাপনা ব্যতীত আর কোনও পুরস্কারের অভিলাষ করিতেন না; যাঁহার চক্ষে

অন্য সর্ব্বপ্রকার লাভালাভ ও পদমর্য্যাদা অসার বলিয়া প্রতীত হইত; যিনি স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিয়া পূর্ণ সন্তোষে রণক্ষেত্র হইতে তাঁহার ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের অনুসরণে গমন করিয়াছিলেন; যিনি ইতালীর কেন সমস্ত জগতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে গৃহীতব্রত হইয়াছিলেন; এবং জগতের উৎপীড়িত ব্যক্তি বা জাতিমাত্রের যাতনায় যাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত—যেন সকলের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় একতারে গাঁথা ছিল,—সেই মহাপুরুষকে ইতালীবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা ইতালীর মহা-পুরুষগণের মন্দিরে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া যে পূজা করিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? শুদ্ধ ইতালীতে নয়, পৃথিবীর যেখানেই যথেচ্ছাচার ও নির্য্যাতন দেখিতেন, গ্যারিবল্ডী অসম সংঘর্ষেও কায়মনোবাক্যে সেই খানেই ঝম্প প্রদান করিতেন। যেখানেই একদিকে পাশব বল, ও অন্য দিকে প্রাকৃতিক স্বত্ব সংস্থাপন চেষ্টা,—সেখানে যুদ্ধের ফলাফল সন্দিগ্ধ হইলেও, গ্যারিবল্ডী প্রাকৃতিক স্বত্বের পক্ষে দাঁড়াইতেন। তাঁহার বীরত্বের ও আত্মোৎসর্গের পূর্ণ বিকাশ—দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্র-সকলের পক্ষসমর্থনে। সেইরূপ ইউরোপেও যে দেশের লোকেই স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইত, তাঁহার সহানুভূতি প্রবল বেগে তাহাদিগের দিকে ধাবিত হইত। হঙ্গেরীয়, পোলণ্ডীয় ও তুর্কীয় যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার হস্ত প্রচণ্ড অসি ও উন্মাদিনী লেখনী চালনা করিয়াছিল। তাঁহার স্বাভাবিকী বিশ্বপ্রেমময়ী হৃদয়-উত্তেজনা সময়ে সময়ে তাঁহাকে কুপথগামী করিত বটে, কিন্তু সে উত্তেজনা না থাকিলে তিনি গ্যারিবল্ডী-নামের যোগ্য হইতে পারিতেন না, এবং যে সকল অদ্ভুত বিজয়পরম্পরা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও লাভ করিতে পারিতেন না। উত্তেজনাশীল-প্রকৃতিক ব্যক্তি ব্যতীত কোনও মহৎ কার্য্যই সংসিদ্ধ হইতে পারে না। ক্ষতি-লাভ-গণনা-শীল সন্দিগ্ধ ও সদা-সাবধান ব্যক্তিগণ দ্বারা কবে কোন্ মহৎ কার্য্য সংসিদ্ধ হইয়াছে?

ইতালীর শৃঙ্খল মোচন ও একতাসাধনের জন্য গ্যারিবল্ডীর ন্যায় একজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। যদিও তাঁহার ন্যায় তাঁহার সহসমরিগণের মধ্যে একশত বা ততোধিক বীরের অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু গ্যারিবল্ডী বিনা তাঁহাদিগের মধ্যে আর কোন্ ব্যক্তি ইতালীর ভগ্ন-হৃদয় ও ছিন্ন ভিন্ন জাতি নিচয়কে বিজয়পথে অধিনীত করিতে পারিতেন ? এমন্ ব্যক্তিত আমরা ইতালীর ইতিহাস আলোড়ন করিয়া দেখিতে পাই না। যেরূপ গুরুতর ব্যাপার, ভগবান্ সেইরূপ লোকই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ইতালী—ছিন্ন ভিন্ন ও বিশীর্ণ, ছয়টী যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তি দ্বারা খণ্ডশঃ বিভক্ত, পতিত পোপীয় শাসনের অত্যাচারে ও নিষ্ঠুরতায় দাসীকৃত এবং নিজের রাজগণের ও বৈদেশিক প্রভুশক্তির মর্ম্মন্তুদ-শাসনে ও নির্দ্দয় অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া এরূপ নীতিভ্রষ্ট হইয়াছিল যে ইহার স্বদেশের উদ্ধারের জন্য গৃহীত-ব্রত ব্যক্তিগণের মধ্যেও পরামর্শের একতা ও মতের সমতা ছিল না। ইতালীর স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণের সকলেই স্ব-স্ব প্রধান ও নেতৃত্ব-প্রয়াসী ছিলেন। বহুদিনের দাসত্বের ফলে তাঁহারা পরস্পর-বিদ্বেষী ও কার্য্যকালে সংশয়াকুল হইয়া ছিলেন। এই পরস্পর-বিদ্বেষ ও সিদ্ধান্তের অভাব-দুঃখের বহু দীর্ঘ দিনে—কৃতকার্য্যতার সহিত কার্য্যের ঐকতানিকতা ও লক্ষ্যের একতা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির বাধাদানও সুদূর-পরাহত হইয়াছিল। ম্যাট্সিনি স্বয়ং একাধিকবার স্বদেশবাসিগণকে অত্যাচারী রাজবৃন্দের বিরুদ্ধে অধিনীত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া কার্য্যকালে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সকল দেশে সকলকালে এরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে, ইতালীতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ঘটনাক্রমে যাহারা দাস হয়, অভ্যাসগুণে সে দাসত্ব ক্রমে তাহাদের স্বভাবে পরিণত হয়। এইরূপে জাতীয় তেজস্বিতা একবার নিষ্প্রভ হইলে, উৎপীড়িত জাতির মধ্য হইতে একবার চলিয়া গেলে, সেই জাতীয় তেজ সঞ্জীবিত করা কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

যদি গ্যারিবল্ডী এই আপাত-হতাশতাময় কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, সে তাঁহার সেই সময়ের উপযোগী বিশেষ গুণগ্রামে। তিনি প্রাচীন রোমের লোকতান্ত্রিকগণের ন্যায় অতি সরল ও অক্ষুণ্ণগতি

(Straight-forward) ছিলেন। তাঁহার সাধারণ স্বদেশবাসিগণের ন্যায় তিনি অমূল্য স্বাধীনতারত্নের বিনিময়ে সামান্য পার্থিব সুখ ক্রয় করিতেন না। তাহাদিগের ন্যায় তাঁহার চিত্ত সদাসন্দিগ্ধ ও বিদ্বেষ-কলুষিত ছিল না। সাধুজীবন ও স্বচ্ছমতি ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহার হৃদয় নির্ভীক, স্বাধীন, ও অনন্তপ্রসারি ছিল। যে স্থলে কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহিত কোনও সংঘর্ষ নাই, সেখানে গ্যারিবল্ডী বালকের ন্যায় শান্ত ও নমনীয়। যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির বিরুদ্ধেই কেবল তাঁহার কঠোর ঘৃণা; আর সকলের প্রতি তাঁহার চিত্ত রমণীর চিত্তের ন্যায় অতি কোমল ও প্রীতিপ্রবণ। তাঁহার শৈশব হইতেই তাঁহার জীবন—আত্মোৎসর্গ ও বীরোচিত বিশ্বপ্রেমের বিলসনভূমি। যখন কোনও বন্ধুকে সাহায্য করিতে হইবে, বা কোনও বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, তখন আপনার অস্তিত্ব তাঁহার গণনার মধ্যে আসিত না। তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার পরদুঃখানুভাবকতা, তাঁহার বদান্যতা, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার অসাধারণ বলশালিতা, এবং তাঁহার দুর্দ্দমনীয় লক্ষ্যনিষ্ঠতা—তাঁহার এই সকল অতিমানুষ গুণগ্রামে; যে একবার তাঁহার সংশ্রবে আসিত, সেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার দৃষ্টিতে কি যেন এক অবর্ণনীয় আকর্ষণ ছিল। অপর লোকের সঙ্গে বহুদিনের সহবাসে যাহা না হইত, তাঁহার এক কটাক্ষপাতে—এক তারামৈত্রক চক্ষুরাগে—সেই অভাবনীয় সখ্যভাব জন্মিত। যে একবার তাঁহাকে দেখিত, সে তাঁহার বন্ধু না হইয়া থাকিতে পারিত না। পীট্রোকোলো-রোসেটীর (Pietrocolo Rossetti) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার তাঁহার এই অসাধারণ শক্তির নিদর্শন। গ্যারিবল্ডী স্বয়ং বলিয়াছেন—"আমি কখন তাঁহাকে অনুসন্ধান করি নাই। একদিন হঠাৎ তাঁহার সহিত আমার নয়নে নয়নে মিলন হয়, তাহাতেই আমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়া লই। একবার মাত্র উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলাম, ও একবার মাত্র উভয়ে উভয়ের করমর্দ্দন করিয়াছিলাম; তাহাতেই আমি ও রোসেটী আজীবন সহোদর ভ্রাতা হইয়াছিলাম।"

জন্মভূমির মুক্তিসাধন গ্যারিবল্ডীর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল।

যদিও বহুদিন ধরিয়া তিনি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তথাপি জন্মভূমির দর্শনপিপাসা অদর্শনে শুষ্ক না হইয়া বরং দিন দিন অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন ম্যাট্‌সিনি ও তদীয় সহচর-বৃন্দকে ষড়যন্ত্রে নিরন্তর লিপ্ত থাকায়, যে মর্ম্মবেদনা ও অবিরাম নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, দূরে থাকায় তাঁহাকে সে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ গ্যারিবল্ডী ষড়যন্ত্রী হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। কারণ তিনি নিরন্তর-পরিবর্ত্তন-শীল কল্পনা ও ষড়যন্ত্র লইয়া বৃথা কাল কাটাইতে ভাল বাসিতেন না। অর্দ্ধ-হৃদয় অভ্যুত্থান ও সামান্য বাধায় দ্রুত পলায়ন—সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। যদি গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ আমেরিকায় পলায়ন না করিয়া অস্থিরচিত্ত ও অতলদর্শী স্বদেশবাসিগণের সহিত বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি ষড়যন্ত্রের দীর্ঘসূত্রতা ভেদ করিয়া অসিহস্তে একাকী নিয়োপলিটীয় বা অষ্ট্রিয়ীয় যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতেন, এবং এইরূপে অকালে রণে হত বা আমরণ কারাগারের অন্ধতমসে প্রক্ষিপ্ত হইতেন। তাহা হইলে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য অসম্পাদিত, ও তাঁহার নাম জগতে অপরিজ্ঞাত থাকিত। প্রকৃতপক্ষে ম্যাট্‌সিনির মন্ত্রশিষ্যগণের প্রাথমিক অভ্যুত্থানে যোগদানের জন্যই তাঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এ নির্ব্বাসনদণ্ড তাঁহার পক্ষে অনুকূল গলহস্ত স্বরূপ হইয়াছিল। কারণ আমেরিক রণক্ষেত্রেই তাঁহার রণবিষয়িণী প্রতিভা স্ফুরিত হইবার উপাদান সামগ্রী পাইয়াছিল। আর এই নির্ব্বাসনদণ্ড নিবন্ধন ইতালীর যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্বেষ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই নির্ব্বাসনেও এই আশা অরুণবিভার ন্যায় তাঁহার মনে সতত উদিত হইত যে এমন দিন অবশ্যই আসিবে, যখন তিনি সেই পরমারাধ্যা জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইহার মুক্তিসেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবেন।

ইতালীর ভবিষ্য একতায় স্বপ্নদর্শনের অভ্যন্তরে এমন একটী অপূর্ব্ব ভাব নিহিত ছিল, যাহা স্বজাতিপ্রেমিক ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়কে কার্য্যে উদ্দীপিত করিত। ইতালী একদিন জগতের অধিরাজ্ঞী,

সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, বিজ্ঞান ও শিল্পের খনি, এবং কবিত্ব ও সঙ্গীতের আবাসস্থলী ছিল। তৎকালে 'রোমীয় নাগরিক'—এই উপাধি—অতি গৌরবের উপাধি ছিল। এমন দেশ বা জাতি তখন ছিল না, যাহার মহত্ত্ব ও গৌরব—প্রাচীন রোমের মহত্ত্ব ও গৌরবের সহিত তুলিত হইতে পারিত। সিপীয়ো (Sciqio) ও সীজরের (Caesar) ন্যায় ভুবনবিজয়ী বীর, অগষ্টস্ (Augustus) ও কনষ্ট্যান্‌টাইনের (Constantine) ন্যায় প্রতিভাশালী শাসনকর্ত্তা, লিভি (Livi) ও ট্যাসিটসের (Tacitus) ন্যায় ঐতিহাসিক, ভার্জিল (Virgil) ও ওভিডি (Ovid), এবং হোরেস্ (Horace) ও লুক্রিসসের (Lucretius) ন্যায় কবি—ইতালীয় গগণকে তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত প্রতিভায় সমুজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। সেই মহাপুরুষগণের ছায়া নব্য ইতালীয়গণেও প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। দান্তে (Dante) ও পিট্রার্ক (Petrach), আরিয়োষ্টো (Ariosto) ও আল্‌ফীরি (Alfieri) সেই স্বর্ণযুগের প্রতিবিম্বনের ফল। অধিক কি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালেও যে সকল মহাপুরুষ ইতালীক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও এই অনন্ত পুরীর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং আধুনিক ইতালীয়গণ যে তাঁহাদিগের দেশের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? সেই অনন্ত দেশ—আবার যে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীন হইবে, এবং আবার যে ইহা সভ্যজগতের সভ্যতা-স্রোতের নেতা হইবে,—এই চিন্তায় ইতালীর অধিবাসিগণ যে উন্মাদিত হইবে,—তাহাদিগের হৃদয় যে অগ্নিময় হইয়া উঠিবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইতালীর বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ইতালীর পুরাবৃত্ত ভাল করিয়া পাঠ করা আবশ্যক। প্রাচীন রোমের পতনের পরও অতীত পুরুষপরম্পরার স্মৃতি ইতালীয়বাসিগণের অন্তরে জাগরূক; ও তাঁহাদিগের ছবি তাঁহাদিগের হৃদয়-ফলকে প্রতিবিম্বিত ছিল বলিয়াই, আজ ইতালীয়বাসিগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন।

বিগত দুই তিন পুরুষ ধরিয়া ইতালীর অধিবাসিবৃন্দ যে সমবেত ও

পুনর্জ্জীবিত ইতালীর জন্য এত লালায়িত হইয়াছিলেন, এবং সেই অভীপ্সিত সঙ্কল্প-সাধনের জন্য এত প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার অন্যতর কারণ এই যে তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার ও নির্যাতন হইয়াছিল, সেরূপ অত্যাচার ও নির্যাতনের তুলনা ইউরোপের আর কোনও দেশে ঘটে নাই। নেপল্‌স, মডেনা ও পোপের রাজ্যে কিরূপ শাসনবিভ্রাট ঘটিয়াছিল, এবং অষ্ট্রিয়ার যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির নিষ্ঠুরতা কতদূর বাড়িয়াছিল, ইতালীর স্বাধীনতালাভের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু যাহাদিগের উপরে কুশাসনের ও যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তি জ্বলন্ত লৌহদণ্ড দিনে দিনে পতিত হইত, বা হইতেছে, সেই জাতি বা সেই সেই জাতি ভিন্ন,—সে নিদারুণ দুঃখ যন্ত্রণার জীবন্ত অনুভূতি আর কোনও জাতি করিতে পারিবেনা। ভায়েনার মহাসমিতি ও ভিক্টর ইমানুয়েল্ কর্ত্তৃক ইতালীর সিংহাসনাধিরোহণের মধ্যবর্ত্তীকালে ইতালীতে যেরূপ নির্যাতন ও উৎপীড়ন হইয়াছিল, ইতালীর অধিবাসিগণ যেরূপ কষ্টযন্ত্রণা পাইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় যথেচ্ছচারী তুরস্কের অধীনস্থ প্রজাবৃন্দের কষ্ট-যন্ত্রণা অতি সামান্য। ইতালীর দেশহিতৈষিগণ এই কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহাদিগের বৈপ্লবিকী শিক্ষা এরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। তাঁহাদিগের দেশের পুনরেকতা-সাধন এরূপ কষ্টযন্ত্রণা ব্যতীত এবং এত গুলি বীরসন্তানের আত্মবলি ব্যতীত কখনই সংসাধিত হইতে পারিত না। রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পথ পুষ্পবিকীরিত নহে, রুধির কর্দ্দমিত। দেবাসুরের যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা রুধিরপ্রয়াসিনী। নরবলি ব্যতীত তিনি কখনই প্রসন্না হন্ না। এইজন্য ইতালীর কোনও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিই—কি মৃত কি জীবিত—এই নরবলির জন্য অনুশোচনা করেন নাই—বা করেন্ না। যেরূপ সিদ্ধি—সাধনাও তাদৃশী চাই। যেরূপ ফলকামনা—পূজাও তদনুরূপ চাই। বিনা মূল্যে রত্ন মিলে না। অতীতস্বাক্ষী ইতিহাস তাহার প্রমাণ।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্যারিবল্ডীর ইংলণ্ড-পরিদর্শন, এবং তথায় সেই সংক্ষিপ্ত কালের অবস্থিতিসময়ে লণ্ডন মহানগরীতে ও ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানে তাঁহার সেই সেই অভ্যর্থনা—ইউরোপের রাজবৃন্দকে কম্পিতহৃদয় করিয়া তুলিয়াছিল। সকলেই বুঝিলেন যে ইউরোপে প্রজার রাজত্বের দিন ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছে। গ্যারিবল্ডী ইতালীর প্রজাবৃন্দের হৃদয়ের অধিরাজ বলিয়াই ইংলণ্ডের প্রজাবৃন্দ তাঁহার এই পূজা

করিল। যে বীরচূড়ামণিকে ভগবান্ ইতালীর উদ্ধার সাধনের জন্য এবং রাজনৈতিক জগতে একটী যুগান্তর উপস্থাপিত করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং যদধিষ্ঠিত রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বতন শাসন-সমিতি সকল পরিবর্ত্তিত বা পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল, ও সেই বিপ্লবের অধিনেতা বলিয়া জগৎ যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ে যাঁহার দিকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাকাইয়াছিল, আজ ইংলণ্ডের বড় বড় জমিদার, সহস্র সহস্র শিল্পী, ও কুক্ষিগতজগদ্ধন ধনকুবেরগণ পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেই মহাপুরুষের পূজা করিতেছে দেখিয়া জগতের যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির হস্ত হইতে লৌহদণ্ড স্খলিত হইল।

যতদিন ইতিহাস পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে, যতদিন ইতিহাসের কোনও মোহিনীশক্তি থাকিবে, এবং যতদিন মানবমনের উপর ইহার উপদেশের কোনও প্রভুতা থাকিবে, ততদিন গ্যারিবল্ডীর স্মৃতি বিলুপ্ত হইবেনা। কারণ নবন্যাস কল্পনায় যে সকল অদ্ভুত ঘটনা অঙ্কিত করিতে পারে নাই, এবং রাজনৈতিক দর্শনে যে ফলশ্রুতির অনুভূতিই নাই, গ্যারিবল্ডীর জীবনে সেই সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং সেই সকল ফল ফলিয়াছিল। যে সরলতা কোন প্রশংসায় বৃথাগর্ব্বে পরিণত হয় না, এবং যে সরলতা ভীষণ বিপদে বিচলিত হয় না—গ্যারিবল্ডী সেই সরলতার মূর্ত্তিমান্ অবতার, সুতরাং ইতিহাস কোন্ প্রাণে অনন্ত কালের জন্য তাঁহার স্মৃতি বহন না করিবে?

সেই বক্র-রাজনীতি-গ্রস্ত যুগে গ্যারিবল্ডীই কেবল সেই রাজনীতির অতীত হইতে পারিয়াছিলেন। কুটিল রাজনীতি একদিনের জন্যও তাঁহার গতির অধিনয়ন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। অথচ সকল রাজনীতিবিশারদই তাঁহার মতামত শ্রদ্ধার সহিত বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন ইউরোপের রাজবৃন্দ ভয়ে কম্পবান্—তখন গ্যারিবল্ডী ভয়স্পর্শশূন্য। ইউরোপ যখন রাজনৈতিক ব্যাতায় আন্দোলিত, গ্যারিবল্ডী তখন নিবাত-নিষ্কম্প। সপ্ত-গিরি-অধিষ্ঠিত অনন্ত-নগরী রোমকে তিনি যেরূপ আলোড়িত করিয়াছিলেন, ইহার প্রতিষ্ঠার দিন হইতে ইহা কখনই সেরূপ বিলোড়িত হয় নাই। যখন প্রবলে দুষ্ট হয়, তখন তিনি তাহার সম্মুখে ভীমমূর্ত্তি। যখন তাহারা আপনাদিগের সীমা উল্লঙ্ঘন করে, তখন তিনি তাহাদিগের সম্মুখে রুদ্রমূর্ত্তি। তিনি তাহাদিগের প্রভুশক্তির উপর ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, এবং তাহাদিগের দর্পে ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। তিনি এতদূর মহান্ ছিলেন যে অকারণে কাহাকেও ভয়প্রদর্শন করিতেন না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে

দৃপ্তের দর্পনাশ করিতেন। যে জনসাধারণেকে জগৎ এতদিন উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেই জনসাধারণের ভক্তিরূপ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া তিনি এরূপ অদ্ভুত কার্য্যকলাপ করিতেন, যাহা দেখিয়া ইউরোপের যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িত। যে জনসঙ্গ এতদিন অবহেলিত, নীতিভ্রষ্ট ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার সঞ্জীবন মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ তাহারা তাঁহার অধিনয়নে জগৎ উন্মাথিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিদ্রিত সিংহের গর্জ্জনে আজ জগৎ বিকম্পিত হইয়াছে। আজ তাঁহার শিক্ষা প্রভাবে তাহারা সুশিক্ষিত ও রণদীক্ষিত সৈনিক বৃন্দের ন্যায় অতিমানুষ কার্য্য-কলাপ অনুষ্ঠিত করিতেছে। তাঁহার আদেশে আজ দাসের হস্তপদ হইতে রাজদত্ত শৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছে! তাঁহার মন্ত্রপ্রয়োগে ইতালীর ছিন্ন ভিন্ন অধিবাসিবৃন্দ একতাসূত্রে ঘনীভূত হইয়াছে। ইউরোপ—বিশেষতঃ ইংলণ্ড—যে গৌরবচ্যুত জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বার বার বলিয়াছিলেন—"এই কঙ্কালময়ী জাতি কিরূপে অধিক দিন বাঁচিবে?"—আজ ঐ দেখ! সেই কঙ্কালময়ী গৌরবচ্যুত ইউরোপের উদ্যানভূতা গিরিপারিরক্ষিতা সাগর-বেষ্টিতা সজলা সফলা ইতালী গ্যারিবল্ডার মন্ত্রোচ্চারণে নবসঞ্জীবিত, উদ্বোধিত, সঞ্চারিত শোণিত-শিরা অসংখ্য ধারে পরিপূরিত হইয়াছে! যে মহাশয়তা, যে উদারতা, যে বলশালিতা, যে পবিত্রতা, এবং যে স্বজাতিপ্রেমিকতা ও স্বদেশহিতৈষিতা—ব্যাস, বাল্মীকি ও হোমর, ভার্জিল প্রভৃতি মহাকবিদিগের মহাকাব্যে বর্ণিত আছে, ঐ দেখ আজ ইতালীর বীরবৃন্দ এই ভগবদনুপ্রাণিত মহাপুরুষের অনুপ্রাণনে—সেই সেই গুণে বিভূষিত হইয়া জগতের পূজার পাত্র হইয়াছেন! পতিত ভারত একবার তাকাইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ, আর এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের চরণে আপনাদের পঞ্চবিংশতি কোটী আত্মাকে অঞ্জলি প্রদান কর। আত্মপুরুষকারের উপর বা বৈদেশিক পুরুষকারের উপর নির্ভর করিলে কিছুই হইবে না। ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগসাধনা ব্যতীত পতিত ভারতের উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই।

পঞ্চবিংশতি কোটী ভারতবাসীর যোগসাধনায় ভগবান্ অবশ্যই প্রীত

হইবেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত ভারতবাসীর অন্য গতি নাই। দুর্ব্বলের বল ভগবান্। ভারতবাসিন্! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর আরাধনা কর, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। আধ্যাত্মিক সাধনাভূমি ভারত-পাশব বলের বিলসনভূমি নহে। আধ্যাত্মিক বলই ভারতের একমাত্র সম্বল। যে সকল সাধক ইহা বুঝিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহারাই সিদ্ধমনোরথ হইবেন। সেই মহাশক্তির উজ্জ্বলতায় পাশব শক্তি নিশ্চয়ই নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। উঠ! হৃদয়ে বল ধারণ কর—সকলে প্রাণে প্রাণে যুক্ত হইয়া মহাযোগে নিমগ্ন হও। হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। আর শূন্যগর্ভ অসার আন্দোলনে সময় কাটাইও না। নিদ্রা যাইবারও সময় নাই। ধীরে ধীরে দাঁড় ফেলিয়া সেই মহাতীর্থের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হও, অনুকূল বায়ু পাইলেই পাইল তুলিয়া জাতীয় তরিকে সেই দিকে ছুটাইয়া দিও। দেখিও যেন ভগবানের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক মানবীয় কর্ণধারত্বের আশ্রয় লইও না। তাহা লইলে প্রবল ঝড়ে জাতীয় তরিকে কখন রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই মহাতীর্থের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, ভীষণ তরঙ্গমালা প্রচণ্ড শক্তিতে জাতীয় তরির উপর আসিয়া পড়িবে। মানব কর্ণধার সে তুফানে কখনই তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। স্বয়ং নারায়ণ বা নর-নারায়ণ ব্যতীত সে দুর্দ্দিনে উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই। অথবা সর্ব্বস্থিতিকরী বিষ্ণুশক্তি সর্ব্বপ্রলয়ঙ্করী শিবশক্তির সহিত সংযুক্ত না হইলে ভারতের কোনও আশা নাই। প্রলয় ও স্থিতি সঙ্গে সঙ্গে না যাইলে, ভারতের কি আশা? অতএব এস ভাই! আমরা পঁচিশকোটী ভারতবাসী জাতিগত ধর্ম্মগত ও বর্ণগত বিদ্বেষ ভুলিয়া স্থিতিকারিণী বিষ্ণু শক্তির ও প্রলয়কারিণী শিবশক্তির আরাধনায় নিমগ্ন হই। এস আমরা নয়ন নীলোৎপল উৎপাটিয়া তাঁহাদিগের চরণে অঞ্জলি দিই। অলমতি বিস্তরেণ।

শকাব্দা ১৮১১, মাঘ মাস }
খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯০, জানুয়ারী } গ্রন্থকারস্য।

আমেরিকা ও ইতালীর ইতিবৃত্ত-সম্বলিত জেনারেল্ জোসেফ্ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত।

পূর্ব্বখণ্ড।

উদ্বোধনা।

স্বার্থপর কাপুরুষেরাই আত্ম-স্বার্থহানির ভয়ে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানকে 'অসম্ভব' বিশেষণে অভিহিত করিয়া তদনুসরণ হইতে আপনারা নিবৃত্ত হয়, ও অপরকেও তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। তাহারা জানিয়াও জানে না যে, এ জগতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মনীষীর সাধনার অবিষয়ীভূত কিছুই নাই। যখন ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডী-প্রমুখ তদীয় শিষ্যবৃন্দ ইতালীর একতা ও স্বাধীনতা সম্পাদন করিতে কৃত-সংকল্প হন, তখন ইতালীবাসীরাই ইঁহাদিগকে 'অসম্ভবপ্রলাপী' 'উন্মাদগ্রস্ত' বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন। 'শতধাবিচ্ছিন্ন ইতালী আবার একসূত্রে গ্রথিত হইবে, বহুকালের দাসত্বে দাস-প্রকৃতি-প্রাপ্ত ইতালী আবার স্বাধীন হইবে' ইহা ভাবিতেও যেন সেই কাপুরুষগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। 'অধুনা শতধাবিচ্ছিন্ন, বহুভাষা-কথনশীল, ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত ভারত কালে একটী প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জাতিরূপে পরিণত হইবে,'—যাঁহারা এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেমন অর্দ্ধ-হৃদয় স্বার্থতৃপ্ত ভারতবাসীর নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন, একদিন ম্যাট্‌সিনির নব্য ইতালী সমাজকেও সেইরূপ উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছিল। অষ্ট্রীয় প্রতিনিধি মেটার্ণিক একদিন পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে 'ইতালী কেবল ভৌগোলিক নাম মাত্র'।

'সত্যমেব জয়তে'—সত্যেরই পরিণামে জয় হয়। 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ,'—যেখানেই ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়,—ইত্যাদি মহাপুরুষ-বাক্যের সার্থকতা ইতালী-ক্ষেত্রে যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছিল এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। 'কল্পনা অপেক্ষা সত্য যে অধিকতর বিস্ময়জনক' তাহার এরূপ দৃষ্টান্ত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। সত্যের ধ্বজা স্কন্ধে লইয়া—ঈশ্বরকে মস্তকে রাখিয়া—একান্ত মনে সাধনা করিলে, গভীর হতাশতার সময়েও এক জন মাত্র ব্যক্তি দ্বারাও যে কি অসম্ভব না সম্ভব হইতে পারে, বীরত্বের আদর্শ ও সরলতার মূর্ত্তি ইতালীর মুক্তিদাতা গ্যারিবল্ডী তাহার নিদর্শন। স্বদেশানুরাগে উদ্দীপিত, দেশবাসিগণের প্রতি অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িত,—সাধুসঙ্কল্পের জ্ঞানে দুপ্রধর্ষ্য—একটী মাত্র ব্যক্তিও ন্যায় ও প্রাকৃতিক স্বত্ব উদ্ধার করিবার জন্য বার বার উদ্দণ্ড হইলে, কি অসাধ্যই না সাধিত হইতে পারে—গ্যারিবল্ডীর জীবনী তাহার দৃষ্টান্তস্থল। গ্যারিবল্ডী বার বার প্রতিহত হইয়াও সত্যের অবশ্যম্ভাবী জয়ে কখন বিশ্বাস-বিহীন হন নাই। তাই অনেক নিষ্ফল চেষ্টা ও পরাজয়ের পর—অনেক মর্ম্মপীড়া ও রক্তপাতের পর—তিনি এক সময়ে অত্যাচারিগণের সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া, তাহাদিগের হস্ত হইতে জন্মভূমিকে—পবিত্র ও বিশাল ইতালীক্ষেত্রকে—উদ্ধার করিয়া তাহাতে অনন্ত আনন্দলহরী বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। আজ যে, ইতালী প্রত্যাগত যৌবনে ও নবজীবনে জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন, তাহা সেই মনীষীর ও তদ্‌গুরু ম্যাট্‌সিনির নিরন্তর ও অক্লান্ত সাধনার ফলে।

যাঁহারা এক দিন ইতালীকে শুষ্ক ভৌগোলিক অস্তিত্ব মাত্র বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন; ইতালীর একতা উন্মত্তের ছিন্ন মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন; সুদৃঢ়বদ্ধ অষ্ট্রীয় জাতিকে দূরীকৃত করিয়া ইতালীতে স্বাধীনতা স্থাপন করা স্বপ্ন-রাজ্যের বিষয়ীভূত মনে করিয়াছিলেন; এবং ইতালীর মুক্তিদাতাকে যাঁহারা এক দিন স্বদেশের অনিষ্টকারী হঠকারী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন, আজ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সেই হঠকারী গ্যারিবল্ডী ইতালী-ক্ষেত্রে আসিয়া—ন্যায়

ও সত্যের ভাবে উদ্দীপিত হইয়া—তাঁহার পূর্ব্ব পরাজয়রূপ অপযশ কালিমা ক্ষালণে সমুদ্যত। আজ তিনি মনৃরীল্, ক্যাটালাফিমি, গ্যালার্ম্মো ও ভল্‌টর্ণো সমরক্ষেত্রে অদ্ভুত জয়লাভ করিয়া—সমস্ত ইতালীকে এক করিয়া বিজিত অষ্ট্রীয়গণকে ইতালী-ক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিয়া, এবং মিলিত ও ঘনীভূত ইতালীকে ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে সমর্পণ করিয়া—ক্যাপ্রেরাদ্বীপস্থ নিজ কুটীরাবাসে গমন করিলেন। আজ সমস্ত ইতালী সমস্বরে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিল—'গ্যারিবল্ডী জীব! (Vivas Garibaldi)'। এত দিন সকলে যে—ইতালীর একতা ও স্বাধীনতাকে অসম্ভব ঘটনা বলিয়া আসিতেছিলেন, গ্যারিবলডীর অসাধারণ রণবিষয়িণী প্রতিভা তাহা কয় মাসের মধ্যেই সম্ভব করিয়া তুলিল।

'আজও যখন হইল না, তখন আর হইবার সম্ভাবনা কই?'—যাহারা অতীত ঘটনা হইতে এই অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, গ্যারিবল্‌ডীর জীবনী তাঁহাদিগের বিশেষ শিক্ষাস্থল। সাধনা পূর্ণ হয় নাই বলিয়া পূর্ব্বে সিদ্ধি হয় নাই—ইহা হইতে যে সিদ্ধান্ত যে 'সাধনা পূর্ণ হইলেও সিদ্ধি হইবে না' তাহা অপসিদ্ধান্ত মাত্র ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে সমূহ অনিষ্টকারক। একটী চেষ্টা বার বার নিষ্ফল হইতে পারে। কিন্তু যখন সময় পূর্ণ হইবে—যখন ক্ষেত্র বীজধারণ-ক্ষম হইবে—তখন সে চেষ্টা সহজেই সফল হইবে—বীজ রোপণ করিবামাত্র তখন অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে। সময় আসে নাই বলিয়া তুমি যদি এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে সময় হয়ত কখনই আসিবে না। অন্ধের নিকট যেমন আলোক কতবার আসে ও তাহার নিকট হইতে কতবার চলিয়া যায়—কিন্তু চক্ষুহীন হওয়ায় সে যেমন তাহা দেখিতে পায় না, সেইরূপ চেষ্টাহীন উদ্যম-শূন্য ব্যক্তির নিকটও সময় কতবার আসিতেছে ও তাহার নিকট হইতে কতবার যাইতেছে, সে তাহা দেখিয়াও দেখে না; চক্ষু থাকিতেও সে অন্ধের মত বসিয়া থাকে।

ভবিষ্যতে বিশ্বাসহীন সময়-প্রত্যাশী পতিত ভারতবাসিন্! তোমাদের ন্যায় ইতালীর অধিবাসিবৃন্দও এক দিন এইরূপ চক্ষু থাকিতেও অন্ধ

ছলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও দুই জন মনীষীর করস্পর্শে তাঁহাদের এক্ষণে চক্ষু ফুটিয়াছে। আবার ত্রিবর্ণ পতাকা সগর্ব্বে রোমের ক্যাপিটলের উপরি উড্ডীন হইতেছে। ঐ দেখ! আজ পতিত ইতালী কতিপয় মনীষীর তপস্যার ফলে, আবার উঠিয়াছে। কিন্তু পতিত ভারতের তপ নাই, জপ নাই, সাধনা নাই—তাই ইহা আজও পড়িয়া রহিয়াছে। রাবণ-বধের পূর্ব্বে রামচন্দ্র ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী ও ম্যাট্‌সিনিও ইতালীর একতা ও মুক্তির জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দৈববলের উপর জলন্ত বিশ্বাসের ফলও তাঁহারা হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। শিবজীও এক দিন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্য ভবানী ও ভবানীপতির ঘোরতর আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তদীয় মহারাষ্ট্রীয় জাতির 'হর হর বোম্ বোম্' রবে এক দিন সমস্ত ভারত উদ্বোধিত হইয়াছিল। তাই সেই মহতী সাধনার বলে এক দিন মহারাষ্ট্রীয় শক্তি ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়াছিল। আর সেই ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের দিনে—যখন কতিপয় মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অসংখ্য বৈদেশিকের মধ্যে আসিয়া আপনাদিগের প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া প্রাণ ভরিয়া দেবগণকে ডাকিয়াছিলেন, সেই দিনে সেই বৈদিক কালে দৈব-বলে বলীয়ান্ হইয়া আর্য্যেরা এক এক জন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির বল পাইয়াছিলেন। আমরা সে সব দিন ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এই দশা। এস ভাই! আবার একবার পঁচিশ কোটী ভারতবাসী অসংখ্য সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া সকলে মিলিয়া সমস্বরে সেই দেবদেব ভগবানের নাম কীর্ত্তন করি। একবার এই জাতীয় দুর্গতির দিনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট দুঃখ জানাই। তাঁহার কৃপাকটাক্ষ পড়িলে কি না হইতে পারে? এস, আর দেরি করিও না। সময় আসিয়াছে!! সকলে গগন বিদারিয়া গাও "বন্দে মাতরম্"—"বন্দে হরিচরণারবিন্দম্"। স্বদেশানুরাগ ভগবদ্ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতে আবার নবযুগের উৎপত্তি করুক!!!